বাংলা স্ল্যাং

সমীক্ষা ও অভিধান

অভ্র বসু

বাংলা স্ল্যাং

সমীক্ষা ও অভিধান

অভ্র বসু

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মাকে

'আমার মা'র মতো মা ক'জনের হয়!'

ভূমিকা

বাংলাভাষায় স্ল্যাং বিষয়ক গবেষণা বিশেষ হয়নি। স্ল্যাং সম্পর্কিত ধারণাও বাংলায় খুব স্পষ্ট নয়। সাধারণত স্ল্যাং বলতে অশ্লীল বা অশিষ্ট শব্দকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অশ্লীল বা অশিষ্ট শব্দ স্ল্যাং নিশ্চয়ই, কিন্তু তা স্ল্যাং-এর একটা অংশমাত্র। অশ্লীল স্ল্যাং ছাড়াও স্ল্যাং-এর বিচিত্র ধরনকে ধরবার চেষ্টা করেছি। সেই কারণেই স্ল্যাং-এর সীমানা ইত্যাদি বিষয়কে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছি। বাংলায় স্ল্যাং শব্দটির কোনো সন্তোষজনক পরিভাষা নেই। সে-বিষয়টিকেও আমরা আলাদা করে আলোচনা করেছি, এবং 'স্ল্যাং' শব্দটির প্রতিই আমাদের পক্ষপাতের কারণ স্পষ্ট করেছি।

বাংলা স্ল্যাং বলতে ঠিক কী বুঝেছি, সেটা এই সূত্রে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কোনো ভাষায় স্ল্যাং-এর বিষয়টিকে দেখবার অনেক দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। প্রথমত, স্ল্যাং সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলাদা হয়ে যায়। শিক্ষিত শহুরে মানুষের স্ল্যাং এবং অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের স্ল্যাং এক নয়; নারীপুরুষের স্ল্যাং আলাদা, বিভিন্ন উপভাষায় স্বতন্ত্র স্ল্যাং পাওয়া যাবে। সময়ের ভেদেও স্ল্যাং-এর চরিত্র বদলায়। আমাদের গবেষণায় আমরা যে-ক্ষেত্রটিকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি, সেটাকে এইভাবে নির্দেশ করতে পারি :

ক. সাধারণভাবে শিষ্টভাষীদের মধ্যে যে-স্ল্যাং ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই আমাদের লক্ষ্য।

খ. কলকাতা তথা নগরকেন্দ্রিক স্ল্যাংই আমাদের আলোচ্য।

গ. শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানুষের স্ল্যাং-ই আমাদের অন্বিষ্ট।

ঘ. স্ল্যাং-এর ঐতিহাসিক বিবর্তন নয়, এককালীন প্রেক্ষাপটেই

আমরা স্ল্যাং সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছি। অবশ্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটা ধরবার চেষ্টা একাধিক অধ্যায়ে সংক্ষেপে করা হয়েছে।

ঙ. উপভাষিক বা আঞ্চলিক স্ল্যাং, গ্রাম্য স্ল্যাং, পেশাগত স্ল্যাং ইত্যাদি আমাদের আলোচনার আওতার বাইরে থেকেছে, মান্য স্ল্যাং বা standard slang নিয়েই আমাদের গবেষণা। মান্য স্ল্যাং বলতে কী বুঝেছি, সেটাও আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে। অবশ্য আলোচনার সূত্রে মান্যেতর স্ল্যাং-ও আমাদের আলোচনায় কখনো কখনো এসেছে।

গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হয়ে স্ল্যাং-এর সীমানা নির্ধারণের কাজটি অত্যন্ত জটিল মনে হয়েছে। কোনো শব্দকে স্ল্যাং হিসেবে সনাক্ত করার ব্যাপারটি একেবারেই subjective। একই শব্দ কারো বিচারে স্ল্যাং, কারো বিচারে স্ল্যাং নয়। আমরা সাধারণভাবে যেখানে এ-জাতীয় দ্বন্দ্ব আছে, সেখানে সেই সমস্ত শব্দকে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত রেখেছি। ফলত অনেক বাগ্‌ধারা বা কথ্য শব্দকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্ল্যাং-এর পাশাপাশি আমরা সেই সমস্ত শব্দকেও রেখেছি, যাকে বলা যেতে পারে unconventional। পাশ্চাত্যের বহু স্ল্যাং-বিশারদই slang and colloquial wordsকে একসঙ্গে বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, Eric Partridge-এর স্ল্যাং বিষয়ক বিখ্যাত অভিধানটির নাম হল *A Dictionary of Slang and Unconventional English*। বিষয়টিকে একটু বড়ো পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা সংগত। আমাদের গ্রন্থে আমরাও স্ল্যাং এবং unconventional language-এর আলোচনাই করেছি। আমাদের সংকলিত অভিধানটিতে বাগ্‌ধারা বা কথ্যশব্দকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছি।

শব্দসংগ্রহের কাজ মূলত দুটি উপায়ে করা হয়েছে। একটি লিখিত উপাদান, অন্যটি ক্ষেত্রসমীক্ষানির্ভর মৌখিক উপাদান।

বাংলা অভিধানসমূহ থেকে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য পেয়েছি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, সংসদ বাংলা অভিধান প্রভৃতি অভিধানের কথা স্মরণীয়। বিশুদ্ধ স্ল্যাং বা তৎজাতীয় শব্দের

অভিধান, যেমন কুমারেশ ঘোষ, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, সত্রাজিৎ গোস্বামী, মানসকুমার রায়চৌধুরী, সন্দীপ দত্ত প্রমুখের সংকলন আমাদের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। তবে এই সমস্ত সংকলন সর্বাংশে গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের কাজের আওতার কথা মাথায় রেখে ঝাড়াইবাছাই করেছি প্রয়োজনে। প্রবাদের একাধিক সংগ্রহও এই সূত্রে আমরা দেখেছি। সাহিত্যে ব্যবহৃত অনেক স্ল্যাং আমাদের উপাদান জুগিয়েছে। বাংলা উপন্যাস, রম্যরচনা প্রভৃতি এবং উনিশ শতকের প্রহসন ও নকশা থেকে অনেক সময় শব্দ নিয়েছি। তবে সেগুলিকে মান্য স্ল্যাং বলা যাবে কিনা, সে-প্রশ্নটা সব সময়ই মনে রাখবার চেষ্টা করেছি।

স্ল্যাং-এর মতো একটি বিষয়ের উপাদান বলা বাহুল্য, লোকমুখ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। আমাদের কাজ মূলত কলকাতাভিত্তিক। কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলিসহ (questionaire) আলাপ আলোচনা করেছি। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন ও আড্ডার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একাধিক ছাত্রাবাসে গিয়ে আলোচনা করেছি এই উদ্দেশ্যে। পথেঘাটে চলতে কান খোলা রাখবার চেষ্টা করেছি, নতুন শব্দ কানে এলে জেনে নেবার চেষ্টা করেছি শব্দের প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য। যদিও অপরাধজগতের ভাষা আমার আলোচনা আওতার বাইরে, তবু দক্ষিণ কলকাতার দু-একটি সমাজবিরোধী আড্ডায় যাবার সুযোগ ঘটে গেলে তা-ও কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। বন্ধু-বান্ধব-শুভানুধ্যায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে নতুন শব্দ জানিয়ে গেছে, পরিচিতদের কাছ থেকে প্রশ্নাবলি পূরণ করে দিয়েছে অনেকে।

স্ল্যাং নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ধরনের কাজ বাংলায় সে-ভাবে হয়নি বলে কাজের পদ্ধতি নিজের মতো করে উদ্ভাবন করে নিতে হয়েছে। ইংরেজিতে স্ল্যাং বিষয়ে অনেক আলোচনা থাকলেও সেগুলির মডেল বাংলায় কাজ করেনি। ভাষা সম্পর্কে অনুরাগের কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবার কথা ভেবেছি।

কিন্তু কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, স্ল্যাং বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় নয়। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নিজে সাহিত্যের ছাত্র বলে সাহিত্য বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনার কথা ভেবেছি, যদিও সংক্ষিপ্ত পরিসরে অধ্যায়টির প্রতি সুবিচার করা গেল না বলে মনে বিস্তর অতৃপ্তি রয়ে গেল। ভবিষ্যতে, বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছে রইল।

এই গবেষণা কাজের জন্য সহায়তা পেয়েছি বহুজনের। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কারণ অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ পরোক্ষ, অন্যের মাধ্যমে সে-সমস্ত সাহায্য এসে পৌঁছেছে। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং নাম উল্লেখ না করতে পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করবার সিদ্ধান্ত আমার পিতা সোমেন্দ্রনাথ বসুকে স্মরণ করেই। আমার জীবনের চড়াই-উতরাই—কিছুরই সাক্ষী তিনি হতে পারলেন না। 'আমার ছোটো ছেলেটার পড়াশোনা হবে না'—তাঁর এই সকৌতুক অভিমতই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর একমাত্র পর্যবেক্ষণ।

ভাষা নিয়ে চর্চা করার ক্ষেত্রে আমার জীবনে তিনজনের ভূমিকা সর্বাধিক। আমার মা মঞ্জুলা বসুর কাছেই আমার ভাষাজিজ্ঞাসার সূত্রপাত। অর্থনীতির অধ্যাপিকা হলেও ব্যাকরণ, বিশেষত সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণে তাঁর অধিকার lay man-এর সীমা ছাড়িয়ে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তুলনীয়। আমার মধ্যে শব্দ নিয়ে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়েছিলেন আমার গুরু প্রয়াত অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দের ভাষাদর্শন আমাকে নানাভাবে আলোকিত করেছে।

স্ল্যাং বিষয়ক নানাবিধ জিজ্ঞাসার তৎক্ষণাৎ উত্তরে আমাকে অভিভূত করেছেন বিশিষ্ট ইংরেজি স্ল্যাং বিশেষজ্ঞ Jonathan Green। ই-মেল-এর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঋদ্ধ হয়েছি। ভাষাতত্ত্বের নানাদিক সম্পর্কে

বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় আমাকে সঞ্জীবিত করেছেন অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে অনেক সময় নতুন ভাবনা জেগেছে মনে, তার পরিচয় এই গ্রন্থে রইল। অধ্যাপিকা অলিভা দাক্ষীর সহায়তার কথা এইসূত্রে স্মরণ করি। অভিধান সংকলনের ব্যাপারে অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। তবে তাঁর মতো একনিষ্ঠ ভাষাজিজ্ঞাসুর স্ল্যাং সম্পর্কে তীব্র রক্ষণশীলতা আমাকে বিস্মিত করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রয়াত অধ্যাপিকা শর্মিলা বসুদত্তের কথা এই প্রসঙ্গে বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আনুকূল্যে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে এই কাজটি শুরু করি। স্ল্যাং বিষয়টি গতানুগতিক নয়, নানাবিধ সামাজিক টাবু জড়িয়ে আছে বিষয়টি ঘিরে। এই রকম একটি বিষয়ে গবেষণার তত্ত্বাধায়ক হতে সম্মত হয়েছিলেন অধ্যাপিকা রেখা মৈত্র। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা আমাকে সতর্ক রেখেছে। নানা কারণে গবেষণার কাজ আগাগোড়া সমানতালে এগোয়নি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর সহযোগিতার ব্যত্যয় ঘটেনি। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ছিলেন এই গবেষণা নিবন্ধটির পরীক্ষক। তাঁদের লিখিত মতামত আমাকে কিছু কিছু অসংগতি সংশোধনে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক মজুমদার মৌখিক আলাপে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং গবেষণাটিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে অসংখ্য বইপত্র এবং পত্রিকা থেকে জেরক্স করে পাঠিয়েছিলেন আমার তৎকালে 'প্রবাসী অগ্রজ' অধ্যাপক অয়নেন্দ্রনাথ বসু। এদেশে সে-সমস্ত বইপত্র বা পত্রপত্রিকা সহজলভ্য নয়। বস্তুত, তাঁর সহায়তা ছাড়া এই গবেষণা সম্ভবই ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমার সহকর্মীরা অনেকেই গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজখবর রেখেছেন, গবেষণাকর্ম দ্রুত শেষ করার এবং গ্রন্থপ্রকাশের জন্য

তাগাদাও দিয়েছেন। এই সূত্রে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রবিন পাল ও অধ্যাপক সুদীপ বসুর কথা বিশেষ করে স্মরণ করি।

গবেষণার বিষয়ে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রীরা। সংকলনের অধিকাংশ কৃতিত্বই তাদের। স্ল্যাং সংগ্রহের কাজ একার কাজ নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারো শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলি একত্র করতে তাঁদের প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। এইসূত্রে নানা সময়ে শব্দ, বা বইপত্র, বা বইপত্রের খোঁজ দিয়ে, বা অন্য কোনোভাবে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের নাম স্মরণ করি : অচেনা রায়, অনুরূপা মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেনগুপ্ত, অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ রায়, অমিত মুখোপাধ্যায়, অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপরতন বসু, আদিত্যনারায়ণ সেন, আবীর কর, আবীর রায়, আশিস চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমান মুখোপাধ্যায়, কৌশিক বসু, চৈতালি দাস, জয়তী রায়, জয়তী দাশ, তুষার ঘোষ, দীনেশকুমার মাল, দেবজ্যোতি দত্ত, দেবাঙ্গন বসু, নিখিলেশ রায়, পবিত্র ঠাকুরচক্রবর্তী, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, প্রসূন ঘোষ, প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী ঘোষ, বল্লরী রায়চৌধুরী, বর্ণালী ঘোষ, ব্রতীন দে, ভাস্কর বিশ্বাস, ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিলন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, মৃণালকান্তি মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় সাঁতরা, মৃদুল শ্রীমানী, রঞ্জন সেন, রম্যাণি দাশগুপ্ত, রাজীব চৌধুরী, শংকর মিত্র, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শৈলকুমার ঘোষ, শ্রাবণী দোলই, সংগীতা গুপ্ত (রায়), সত্যদীপ বসু, স্যমন্তক দাশ, সরোজপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ বসু, সুনীলকুমার বাগ, সুব্রত বর্মণ, সৈয়দ মিনাজ হোসেন, সৌগত মুখোপাধ্যায়, সৌগতসুন্দর সামন্ত, স্বাতী মিত্র, হিমাদ্রি চক্রবর্তী।

জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় বইপত্র পেয়েছি। বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি থেকে। লাইব্রেরির কর্ণধার সন্দীপ দত্তের

উৎসাহ ও সহায়তা তাঁর উদার উপচিকীর্ষারই পরিচয় বহন করে। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সোমেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থাগার থেকে নিরন্তর গ্রন্থ সরবরাহ করে কৃতার্থ করেছেন মীরা সেন।

আমার স্বাভাবিক ফাঁকিবাজির মধ্যেও সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে, এবং ফাঁকিবাজিতে প্রয়োজনীয় প্রশ্রয় জুগিয়েও যথোপযুক্ত তাগাদা দিয়ে আমাকে লক্ষ্য অভিমুখীন করতে আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু নিয়ত ব্যস্ত থেকেছেন, কিছু ত্যাগস্বীকারও করতে হয়েছে তাঁকে।

প্যাপিরাসের কর্ণধার শ্রীঅরিজিৎ কুমার এই গ্রন্থটি ছাপতে সম্মত হয়ে তাঁর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়টির প্রতি তাঁর উচ্ছ্বাস আমার আনন্দের কারণ হয়েছে।

১৬ জানুয়ারি, ২০০৫

অভ্র বসু
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সূচিপত্র

প্রথমার্ধ

১

বাংলা স্ল্যাং : কী ও কী নয়

স্ল্যাং কী, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। স্ল্যাং কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয়—প্রত্যেক ভাষার অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডারকেই স্ল্যাং বলা চলে। অবশ্য অনেক সময়ই স্ল্যাংকে ভাষা হিসেবে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। লক্ষ করা যাবে, পুরোনো অভিধানসমূহে স্ল্যাংকে চিহ্নিত করা হত language বলে—পরবর্তীকালে বলা হয়ে থাকে vocabulary।

স্ল্যাংকে পৃথক ভাষা বা উপভাষা না বলে শব্দভাণ্ডার বলবার কারণ, স্ল্যাং-এ কোনো বিশেষ ব্যাকরণগত স্বাতন্ত্র্য প্রায় নেই। কার্যত, স্ল্যাং এবং মান্যভাষার পার্থক্য যতটা ধ্বনিগত (phonetic), রূপগত (morphological), বা আন্বয়িক (syntactic), তার চেয়ে বেশি শব্দার্থগত (semantic) বা আভিধানিক (lexical)।[১]

অবশ্য স্ল্যাং শব্দভাণ্ডারে এমন অনেক শব্দ থাকতে পারে, যেগুলি মান্যভাষার (standard language) অন্তর্গত। বাচনভঙ্গি বা স্বরভঙ্গির বিশিষ্টতা, অথবা বিশেষ প্রসঙ্গে ব্যবহারের কারণে সেগুলি স্ল্যাং হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত, বাচনভঙ্গি বা স্বরভঙ্গির বিশিষ্টতা, প্রসঙ্গ বা context ইত্যাদি বিষয়গুলি স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ যে স্ল্যাং-কে একটি শব্দভাণ্ডার বা vocabulary বলা যায় কিনা সে বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট সংশয় আছে। আমরা স্ল্যাংকে একটি বিশিষ্ট বাক্‌রীতি বা বাগ্‌ভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। কিংবা ক্ষেত্রটাকে আরেকটু বড়ো করে বলতে পারি, বাক্‌রীতি-নির্ভর শব্দভাণ্ডার।

স্ল্যাং-এর মধ্যে প্রধানত আমরা সে-জাতীয় শব্দাবলি পাই—যা মান্যভাষা বহির্ভূত, অথচ উপভাষার অন্তর্গত নয়। এই সীমানির্দেশ অবশ্য কিছুটা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট—কারণ পেশাগত ভাষাবৈশিষ্ট্য (jargon), অপরাধজগতের ভাষা (cant), বাগ্‌ধারা (idiom), প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এর অন্তর্গত হয়ে পড়ে। ফলে স্ল্যাং-এর আলোচনায় এজাতীয় বিষয়গুলির সঙ্গে স্ল্যাং-এর পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

স্ল্যাং-এর কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। তবু কিছু লক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা বলতে পারি :

স্ল্যাং হল একটি বিশিষ্ট বাক্‌রীতি-নির্ভর শব্দভাণ্ডার, যেটি

১. মান্যভাষা বহির্ভূত (কিন্তু আঞ্চলিক বা বৃত্তিগত উপভাষা নয়),

২. অপ্রচলিত অর্থে প্রচলিত শব্দ, নতুন শব্দ, বিদেশি শব্দ, মুণ্ডমাল, খণ্ডিত শব্দ ইত্যাদির দ্বারা গঠিত,

৩. অনাচারিক (informal) পরিবেশে ব্যবহৃত,

৪. তাৎক্ষণিক বা ক্ষণজীবী শব্দগঠিত,

এবং ৫. অশালীন বা অশ্লীল সবসময় না হলেও তথাকথিত 'ভদ্র'রুচিবিরোধী।

স্ল্যাং-এর ব্যবহার মানুষ করে থাকে সচেতনভাবে, এবং সামাজিক প্রথা বা সমাজ-স্বীকৃত আচার-আচরণের বিরুদ্ধতার একটা মনোভাব থাকে স্ল্যাং ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। বস্তুত, এই সচেতনতাই হল স্ল্যাং-এর স্বলক্ষণ।

প্রকৃতপক্ষে স্ল্যাং হল কথ্যবাক্‌রীতির (colloquialism) অব্যহিত নিচের বাক্‌রীতি। বিভিন্ন পেশাগত বা সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষা যখন গোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করে ব্যাপকতর গ্রাহ্যতা লাভ করে অথচ কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত শিষ্টতা অর্জন করে না, তখন তা স্ল্যাং হিসেবে গণ্য হতে পারে। সে-অর্থে স্ল্যাং-এর কোনো নির্দিষ্ট শব্দভাণ্ডার নেই। স্ল্যাং হিসেবে যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলি কালক্রমে শিষ্টভাষার অন্তর্গত হয়, বা হারিয়ে যায়। স্ল্যাং-এর ভাণ্ডার সতত পরিবর্তনশীল।

সাধারণভাবে স্ল্যাং বললে অশ্লীলতার একটি অনুষঙ্গ কাজ করে।

অশ্লীলতার বিষয়টি বিশেষ করে আলোচনার দাবি রাখে। প্রচলিত ধারণা হল, স্ল্যাং মানেই অশ্লীল শব্দ, স্ল্যাং-এর ব্যবহার হল রুচিগর্হিত কাজ। স্ল্যাং-এর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অশ্লীল শব্দ বা vulgarism। অনেক সময় এজাতীয় শব্দকে গ্রাম্য শব্দ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু vulgarism স্ল্যাং-এর একটা নিতান্ত ছোটো অংশ। সমস্ত স্ল্যাংকেই অশ্লীল বলে অভিহিত করবার প্রবণতা সংগত নয়। স্ল্যাং সম্পর্কে এজাতীয় ভাবনা অনেক ভাষাবিদ্‌ও পোষণ করেন। *ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে সুকুমার সেন স্ল্যাং সম্পর্কে বলেছেন :

> যে শব্দ বা পদ ভদ্রলোকের কথ্যভাষায় ও লেখ্যভাষায় প্রয়োগ হয় না এবং যাহার উৎপত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের অথবা দলবিশেষের হীন ব্যবহার হইতে তাহাই ইতর শব্দ (Slang)।[৩]

স্ল্যাং সম্পর্কে এজাতীয় সংজ্ঞা খুবই অস্পষ্ট—কারণ সমাজের সব মানুষই কমবেশি স্ল্যাং ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে ভদ্রলোকের কথ্যভাষা না বলে ভদ্রলোকের শিষ্টালাপের ভাষা বললে অস্পষ্টতা খানিকটা দূর হয়। 'হীন ব্যবহার' হিসেবে স্ল্যাংকে নির্দিষ্ট করার মধ্যে কাজ করছে নিতান্ত রক্ষণশীল মনোভাব, যা স্ল্যাং-এর আলোচনায় থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলেই আমরা মনে করি। *ইতর* শব্দটি নিয়েও আমাদের আপত্তি আছে। স্ল্যাং-এর পরিভাষা অংশে সে-বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

স্ল্যাং কী নয়

স্ল্যাং-এর সীমানা খুব নির্দিষ্ট নয়। উপভাষা, বাগ্‌ধারা, অপরাধজগতের ভাষা ইত্যাদির সঙ্গে স্ল্যাং-এর পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ নয়। বেশ কিছু শব্দ থেকে যায় যেগুলি একইসঙ্গে অন্য শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত। সুতরাং স্ল্যাং-এর সঙ্গে অন্য শব্দভাণ্ডারের কী পার্থক্য তা নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

স্ল্যাং ও উপভাষা (Dialect)

উপভাষার সঙ্গে স্ল্যাং-এর পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে John Rivers মন্তব্য করেছেন :

> The essential difference between dialect and slang is that the former is a property of words, the latter of ideas; one is on the lips, the other is in the mind [৪]

মন্তব্যটি যথাযথ—কারণ উপভাষা ব্যবহার মানুষের অভ্যাসজাত—কিন্তু স্ল্যাং ব্যবহার অত্যন্ত সচেতন মনের ব্যাপার। আঞ্চলিক উপভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষ একটি অঞ্চলের সব মানুষই সেই উপভাষা ব্যবহার করছেন। কিন্তু স্ল্যাং-এর ব্যবহার কখনোই উপভাষার মতো বাধ্যতামূলক ও অবধারিত নয়। সেটা সম্পূর্ণত বক্তার ইচ্ছাধীন, বক্তা স্ল্যাং ব্যবহার করতেও পারে, না-ও করতে পারে। করলে কোন শব্দ ব্যবহার করবে সেটাও পূর্বনির্ধারিত নয়। উপভাষার ক্ষেত্রে কিছুটা পূর্বনির্ধারিত ব্যাপার থেকে যায়। পূর্ববঙ্গে অঞ্চলভেদে 'মেয়ে' অর্থে ব্যবহৃত হয় 'মাইয়া' বা 'ছেমরি'। এশব্দগুলির ব্যবহার নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু কলকাতার স্ল্যাং-এ বক্তা কোন শব্দটি একটি বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করবেন, কিংবা আদৌ স্ল্যাং ব্যবহার করবেন কি না তা সুনির্দিষ্টভাবে বলবার উপায় নেই। *ছাম, মাল, চাঁদনি, চিকনা, মাগি* ইত্যাদি অনেক বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপভাষা ও স্ল্যাং-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানে যে উপভাষার মধ্যে রূপগত, ধ্বনিগত এমনকি আন্বয়িক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়; স্ল্যাং-এ এজাতীয় স্বাতন্ত্র্য কমই লক্ষ করা যাবে। সাধারণত স্ল্যাং-এ মান্যভাষার (বা কোনো বিশেষ উপভাষার) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যই অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

উপভাষার তুলনায় স্ল্যাং-এর বৈচিত্র্য অনেক বেশি—কারণ স্ল্যাং-এ প্রতিশব্দ অজস্র। উপভাষার শব্দভাণ্ডার সুনির্দিষ্ট; কিন্তু স্ল্যাং শব্দভাণ্ডার পরিবর্তনশীল এবং বর্ধমান। একই শব্দের অজস্র প্রতিশব্দ থাকায়, এবং প্রতিনিয়ত নতুন প্রতিশব্দের প্রচলন ঘটতে থাকায় স্ল্যাং-এ একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায় না। বস্তুত, উপভাষায় যে-পরিমাণ রক্ষণশীলতা লক্ষ করা যায় তার বিন্দুমাত্র স্ল্যাং-এ নেই। স্ল্যাং ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখব যে ভাষার নতুনত্ব সৃষ্টি করা স্ল্যাং ব্যবহারের একটি অন্যতম কারণ।

বিভিন্ন উপভাষা থেকে অবশ্য শব্দ সচেতনভাবে অনেক সময় স্ল্যাং-এ গৃহীত হয়ে থাকে। মান্যভাষীদের মধ্যে উপভাষার শব্দ প্রয়োগ করে স্ল্যাং-এর মাত্রা দেবার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়—কারণ উপভাষা মান্যভাষীদের কাছে একটা মজার পরিবেশ তৈরি করে। স্ল্যাং-এ এই comic effect-এর বিশেষ গুরুত্ব আছে; যেমন পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার *পোলাপান* কলকাত্তাই স্ল্যাং-এ স্বীকৃতি পেয়েছে। কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক মেজাজে এটির ব্যবহার হয়ে থাকে। এইসূত্রে স্মরণীয়, কোনো উপভাষারও স্বতন্ত্র একটি স্ল্যাং ভাণ্ডার থাকতে পারে।

স্ল্যাং ও কথ্যভাষা (colloquialism)

কথ্যভাষা ও স্ল্যাং-এর পার্থক্য নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। Eric Partridge-সহ বহু স্ল্যাং-বিশেষজ্ঞ কথ্যভাষাকে তাঁদের আলোচনার অন্তর্গত করেছেন। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য ভূমিকায় জানানো হয়েছে।

সাধারণ মানুষ সাহিত্যের ভাষার কথা বলে না। তাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা সাহিত্যের ভাষার তুলনায় অনেকটাই পৃথক। কথ্যভাষা মান্যভাষার বা আঞ্চলিক উপভাষার কাঠামোটিকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করলেও অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় যে তাতে অ-মান্য (non-standard) শব্দ থাকে।

একটি বিশেষ কথ্যভাষার মোটামুটি একটা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ থাকে। বয়স, পেশা বা অন্য কোনো ধরনের গোষ্ঠীর মধ্যে কথ্যভাষার বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। তবে অঞ্চলভেদে বা পরিবারে পরিবারে কথ্যভাষার ধরনের বড়ো রকমের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উত্তর কলকাতার কথ্যভাষার একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে, আবার পশ্চিমবঙ্গের 'ঘটি' পরিবারের কথ্যভাষা ও পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল' পরিবারের কথ্যভাষা আলাদা। বাঙালি মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র কথ্যভাষা আছে, যাতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ বেশি। তবে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে স্ল্যাং-এর যতটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়, কথ্যভাষার ক্ষেত্রে ততটা লক্ষ করা যায় না।

স্ল্যাং-এর ব্যবহার বয়স, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু

কথ্যভাষায় সে-জাতীয় নিয়ন্ত্রণ সাধারণত থাকে না। শ্রোতার সঙ্গে বক্তার ঘনিষ্ঠতা ও সমতা নিরপেক্ষভাবেই কথ্যভাষার ব্যবহার চলতে পারে, স্ল্যাং-এর ব্যবহার তেমন সহজভাবে সর্বত্র করা যায় না। অন্যদিকে কথ্যভাষা যেমন সর্বজনবোধ্য, স্ল্যাং তেমন নয়।[৫]

তত্ত্বগতভাবে এজাতীয় কিছু পার্থক্য নির্দেশ করা গেলেও কথ্যভাষা ও স্ল্যাং-এর তফাত করা কার্যক্ষেত্রে খুব জটিল। *সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান* গ্রন্থের ভূমিকায় জানানো হচ্ছে :

> এমন বাগ্‌ধারা আছে যেগুলির ব্যবহার কেবল কথোপকথনেই সীমাবদ্ধ, যেগুলি সাধারণত শিষ্ট বা মান্য লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এগুলি 'কথ্য' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলিকে বা অনাচারিক বলতে পারি। মনে রাখতে হবে, এগুলি কথ্য হলেও অশোভন বা অশিষ্ট নয়। হ্যাটা করা, জাপানো, জক দেওয়া, খচে বোম হওয়া, চুকলি কাটা, চুক্কি দেওয়া এই শ্রেণীভুক্ত। আবার এমন বহু বাগ্‌ধারা হচ্ছে যেগুলি অশোভন পর্যায়ভুক্ত। ঢপ মারা, হালুয়া টাইট করা, গ্যারেজে পাঠানো প্রভৃতি শুধু কথ্য নয়, অশোভনও।[৬]

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে *হ্যাটা করা* বা *খচে বোম হওয়ার* সঙ্গে *ঢপ মারার* খুব গুরুতর কোনো শিষ্টতাগত তফাত নেই। এমন আরো বহু শব্দ আছে, যেগুলি স্ল্যাং বা কথ্যভাষা উভয়েরই নিদর্শন হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

স্ল্যাং এবং কথ্যভাষা—উভয়ই অনাচারিক পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। তবে শ্রোতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে ঘটে যায় স্ল্যাং এবং কথ্যভাষা প্রয়োগের পার্থক্য। মনে রাখতে হবে যে আমাদের সংস্কৃত আলংকারিকরা গ্রাম্যতা বলতে যা বোঝাতেন তার সঙ্গে স্ল্যাং-এর পার্থক্য আছে। গ্রাম্যতা প্রধানত বিষয়েরই লক্ষণ, নিছক শব্দের লক্ষণ নয়। বিষয়গত বা ভাষাগত স্থূলতা, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বর্ণনা ইত্যাদিকেই বলা হয় গ্রাম্যতা। স্ল্যাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্জিতও হতে পারে।

স্ল্যাং ও অপরাধজগতের ভাষা (cant)

স্ল্যাং ও অপরাধজগতের ভাষার মধ্যেও তফাত খুবই সামান্য। বস্তুত,

অপরাধজগতের ভাষাও এক অর্থে স্ল্যাং-ই—যদিও এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর পেশাগত সীমানাটা খুব নির্দিষ্ট। একটি বিশেষ সমাজবিরোধী শ্রেণির ভাষা হওয়ার কারণে অপরাধজগতের ভাষার মধ্যে কিছু বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, অপরাধজগতের ভাষা ব্যবহারের প্রধান কারণ হল জুগুপ্সা। ভিড়ের মধ্যে অন্যদের বুঝতে না দিয়ে কথাবার্তা চালানোর জন্য এর ব্যবহার ঘটে থাকে। তাছাড়া পুলিশকে ফাঁকি দেওয়াও একটা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, স্ল্যাং-এর তুলনায় অপরাধজগতের ভাষা অনেক বেশি নিষ্ঠুর ও মাধুর্যহীন।[৭]

অপরাধজগতের ভাষায় শব্দ এবং ব্যাকরণের নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে বিদেশি ভাষার মতো এই ভাষাও শিখতে হয়।[৮] ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক বাংলা অপরাধজগতের ভাষা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে বাংলা অপরাধজগতের ভাষা প্রায় একটি স্বতন্ত্র কৃত্রিম ভাষা, তার মধ্যে ধ্বনিগত, রূপগত ও আন্বয়িক নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। স্ল্যাং-এর মতো এটি একটি শব্দভাণ্ডার মাত্র নয়। স্ল্যাং ব্যবহারের সময় শব্দবিশেষ মান্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়, কিন্তু অপরাধজগতের ভাষা ব্যাপকভাবেই স্বতন্ত্র। *আগ্‌গল ধুরকে ছপ্‌পল দাও*[৯] বাক্যাংশের অর্থ লোকটার সামনের দিকে আড়াল করো। এখানে প্রায় একটি শব্দও মান্যভাষার অন্তর্গত নয়। মান্যভাষার সঙ্গে এতটা ফারাক স্ল্যাং-এ কখনোই ঘটে না। বস্তুত এই কারণেই বিদেশি ভাষা শিক্ষার মতোই অপরাধজগতের ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন।

স্ল্যাং ও অপরাধজগতের ভাষার মধ্যে অবশ্য একটা আদানপ্রদানের পথ সব সময়েই খোলা থাকে। এপ্রসঙ্গে ড. মল্লিক জানাচ্ছেন :

> পেশাগত স্ল্যাং এবং অপরাধ-জগতের সাধারণ স্ল্যাংগুলির মধ্যে যাদের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসে বা বন্ধ হয়ে যায় তাদের অনেকে অপরাধজগতের বাইরে স্থান পেয়ে বেঁচে থাকে বহুকাল। আমাদের মুখ ব্যবহৃত স্ল্যাং হয়তো একদা অপরাধজগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের জগতে আশ্রয় করে নিয়েছে।[১০]

স্ল্যাং ও বাগ্‌ধারা (idioms)

স্ল্যাং এবং বাগ্‌ধারা সম্পর্কটিও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে স্ল্যাং যখন একটি ভাষার মান্যভাষীর শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত হয়, তখন তা বাগ্‌ধারায় রূপান্তরিত হয়। ফলত, স্ল্যাং এবং বাগ্‌ধারার পার্থক্যটা অনেকক্ষেত্রেই আপেক্ষিক হয়ে যায়। উভয়ের সীমারেখা নির্ণয়ের দুরূহতার কথা আলোচনা করেছেন অনেক ভাষাতাত্ত্বিক।[১১]

বাংলা স্ল্যাং-এর আলোচনাতেও লক্ষ করা যাবে বাগ্‌ধারা ও স্ল্যাং-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অনেক শব্দ বা পদগুচ্ছ (phrase) কার্যত উভয় ভাষারীতিরই অন্তর্গত হতে পারে। নিদর্শনস্বরূপ *অক্কা পাওয়া, মায়ের ভোগে যাওয়া, আখের গোছানো, আঁতকানো* ইত্যাদি শব্দ বা পদগুচ্ছের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির অনেকই এক সময় সুনির্দিষ্টভাবে স্ল্যাং ছিল, কিন্তু কালক্রমে বাগ্‌ধারার অন্তর্গত হয়ে পড়েছে।

বাংলাভাষায় বাগ্‌ধারায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন, একটি সুধীরচন্দ্র সরকার প্রণীত *বিবিধার্থ অভিধান* এবং অন্যটি সুভাষ ভট্টাচার্য সংকলিত *সংসগ বাগ্‌ধারা অভিধান*। এ দুটির মধ্যেও লক্ষ করা যাবে স্ল্যাং ও বাগ্‌ধারাকে পৃথক করার ক্ষেত্রে কিছু অনিবার্য অসংগতি। বস্তুত, স্ল্যাং-ও এক রকমের বাগ্‌ধারাই—সাধারণ বাগ্‌ধারার সঙ্গে তার পার্থক্য বিশেষ পরিবেশে ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে।

স্ল্যাং-এর ব্যবহার মূলত বাগ্‌ধারাধর্মীই। স্ল্যাং-এ সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি হয় নানারকমের বাগ্‌ধারা। *বাল ছেঁড়া, গাঁড় মারা* ইত্যাদি ব্যবহার স্ল্যাং-এরই অন্তর্গত, কিন্তু এগুলির প্রয়োগ বাগ্‌ধারাধর্মী বা idiomatic।

স্ল্যাং ব্যবহারের কারণ

স্ল্যাং মানুষ কেন ব্যবহার করে, তা স্পষ্ট করে সবসময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বহু কারণেই স্ল্যাং-এর ব্যবহার হতে পারে, একাধিক কারণ একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হতে পারে। মানুষের অনেক কাজেরই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা

দেওয়া কঠিন। স্ল্যাং ব্যবহারের কারণও তেমনি সব সময় অব্যর্থভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে কিছু কারণ স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করা যায়। আমরা একাদিক্রমে সেগুলিকে সাজাবার চেষ্টা করেছি [১২] :

১. হই হল্লা বা ফুর্তির প্রকাশে স্ল্যাং একটি ভালো মাধ্যম। মজা করার জন্যও স্ল্যাং ব্যবহৃত হতে পারে।

২. ভাষার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে এবং একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি বা cliché বর্জনের জন্য স্ল্যাং প্রয়োজন। Brander Matthews এতটাই বলেন :

> It is the duty of slang to provide substitute words for the good words...which are worn out by hard service. [১৩]

প্রসঙ্গত, মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের *বাচস্পতি* গল্পের কথা। নতুন শব্দ সৃজনের পিছনে কী জাতীয় মনস্তত্ত্ব কাজ করে, তার একটি সরস দৃষ্টান্ত গল্পটিতে ধরা আছে।

৩. ভাষাকে বর্ণময় ও উজ্জ্বল করে তোলার জন্য স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটে থাকে। এর ফলে ভাষায় একটা আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ মাত্রা যোজিত হয়। এতে ভাষা সরসও হয়।

৪. স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্বতা দেখানোর জন্য বক্তা স্ল্যাং ব্যবহার করতে পারেন।

৫. বক্তব্যকে টানটান, সংক্ষিপ্ত এবং চাঁচাছোলা করার জন্য স্ল্যাং ব্যবহার করা যেতে পারে। স্পষ্টবাদিতার ক্ষেত্রেও স্ল্যাং কার্যকর।

৬. প্রথাগত (formal) পরিবেশের বা সভার গাম্ভীর্য ভেঙে দেবার জন্য স্ল্যাং প্রযুক্ত হতে পারে।

৭. মৃত্যু, শোক, মারাত্মক অসুস্থতা, চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কঠোর কোনো শাস্তি, নিদারুণ দুর্ঘটনা, সম্পর্কের ভাঙন, বিশেষত প্রেমের সম্পর্ক ভাঙন ইত্যাদির দুঃখমোচনে স্ল্যাং বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। [১৪]

৮. যে-বিষয়গুলি সম্পর্কে সামাজিক কোনো নিষেধ বা taboo কাজ করে, কিংবা যে-কাজগুলো সামাজিক জীবনে সহজ স্বীকৃতি পায় না, সে-সমস্ত বিষয় নিয়ে কথার বলার সময় স্ল্যাং প্রয়োগের একটা বাড়তি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই কারণে সব ভাষাতেই যৌন-স্ল্যাং খুব বেশি। মদ্যপান বা মদ্যপায়ীবিষয়ক স্ল্যাং-ও বেশি এই একই কারণে।[১৫]

৯. বক্তা-শ্রোতা সম্পর্ক স্পষ্ট করতে স্ল্যাং-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। শ্রোতার সঙ্গে সমগোত্রের বা অসমগোত্রের ভাব বোঝাতে স্ল্যাং একটি উপায় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ স্কুল বা কলেজের নিজস্ব স্ল্যাং বা পেশাগত স্ল্যাং এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। পেশাগত, স্কুল-কলেজ বা অন্যান্য গোষ্ঠীগত স্ল্যাং-এর সাহায্যে বক্তা নিজস্ব পরিচয় শ্রোতাকে তির্যকভাবে জানিয়ে দিতে পারে।

১০. সামাজিক, পেশাগত বা অন্যান্যভাবে অধস্তনের সঙ্গে কথাবার্তায় তাদের কম মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে দেবার জন্য স্ল্যাং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অপমান, হেয়, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করতে স্ল্যাং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপায়। এই কারণে ঝগড়ার সময় স্ল্যাং প্রায় আবশ্যিক।

১১. অপমান বা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে, অথবা খোঁটা বা খোঁচা দিতে স্ল্যাং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অপমান (insult) করার ভাষার মধ্যে কিছু বিশেষ ধরন লক্ষ করা যায়। আমরা স্বতন্ত্রভাবে সে জন্য বিষয়টি আলোচনা করেছি।

১২. সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে সহজ ভাব ফুটিয়ে তুলতে স্ল্যাং একটি কার্যকর মাধ্যম। সম্পর্কে মধ্যে কোনো প্রথাবদ্ধতা বা formality নেই, সেটা জানাতে স্ল্যাং ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৩. গোপনীয়তার জন্য স্ল্যাং অত্যন্ত জরুরি।

১৪. ভাষাকে তাৎক্ষণিক, সময়োপযোগী এবং বিষয়মুখী বা topical করে তুলতে স্ল্যাং-এর একটা বড়ো ভূমিকা থাকে—কারণ

সাম্প্রতিক ঘটনা, সিনেমা, রাজনীতি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি অনেক স্ল্যাং-এর জন্ম দিয়ে থাকে।

১৫. বিরক্তি, ক্ষোভ, ধিক্কার, অসন্তোষ বা রাগপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্ল্যাং ব্যবহৃত হয়। সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যও স্ল্যাং ব্যবহৃত হয়। বস্তুত, এই কারণেই সমাজবিরোধীদের মধ্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার খুব বেশি।

১৬. যৌনতার ভাষা হিসেবে স্ল্যাং কার্যকর। স্ল্যাং ব্যবহারের মাধ্যমে যৌন উত্তেজনা সঞ্চার করা সম্ভব।

পরিভাষা

স্ল্যাং শব্দটি ইংরেজি। শব্দটির বাংলা পরিভাষা তৈরির চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে। ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা যখন করা হয়, তখন নানা উপায়ে তা করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই অনুবাদ করে পরিভাষা তৈরি করা হয়। যেমন ভাষাতত্ত্বে loan word-এর পরিভাষা হল ঋণ শব্দ, vowel harmony হল স্বরসংগতি, compensatory lenghtening হল ক্ষতিপূরক বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন। অনেক ক্ষেত্রে পরিভাষা সংক্ষিপ্তভাবে সংজ্ঞার কাজ করে থাকে। যেমন dipthhong হল দ্বিস্বর, anaptyxis হল স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে একটা বড়ো সমস্যা এই যে *স্ল্যাং* শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে নানা মতান্তর আছে। স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে Encyclopaedia Americana-র স্ল্যাং বিষয়ক নিবন্ধে Eric Partridge বলেছেন :

> Slang : itself originally a slang, is akin to sling (compare "to sling off at" - to jeer or taunt) and to such Norwegian terms as *slenja-ord*, "a slang word" and *slenja-Keflen* "to sling the jaw" - that is to speak abusively. [১৬]

এ বিষয়ে Partridge আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন *Slang: Today and Yesterday* গ্রন্থে যদিও তাঁর বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। *The*

Macmillian Dictionary of Contemporary Slang গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় Jonathon Green সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান আলোচনা করেছেন 'Etymology' অংশে। এতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের দিকে তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে *Oxford English Dictionary*তে স্ল্যাং নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Sir William Craigie বলেছেন যে স্ল্যাং হল 'a word of cant origin'—যার উৎস সম্পর্কে অস্পষ্টতা আছে। Craigie আরো বলেছেন :

> ...the date and early associations of the word make it unlikely that there is any connexion with certain Norwegian forms in *sleng*-which exhibits some approximations in sense. [১৭]

এ বিষয়ে অপর একজন অক্সফোর্ড ভাষাবিদ্ Walter Skeat অবশ্য বিরুদ্ধ মতামত পোষণ করেছেন *Etymological Dictionary of the English Language* [প্রকাশকাল গ্রন্থে 1879-1882] গ্রন্থে। এতে তিনি স্ল্যাং শব্দটির ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে স্ক্যান্ডিনেভীয় ভাষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। এপ্রসঙ্গে Green লিখছেন :

> Skeat attributed slang unequivocally to the Scandinavian languages, adding examples from the Icelandic and Swedish to the Norwegian already decried by Craigie. Listing such terms as the Norwegian *sleng* 'a slinging, an invention, device stratagem...a little addition or burthen of a song, in verse and melody'; *ettersleng* (lit. after slang) 'a burthen at the end of a verse or ballad'; *slengjenamn* : nickname; *slengjeord* : an insluting word or allusion; the Icelandic *slyngr* and *slunginn*: well-versed in, cunning and the Swedish *slanger*: to gossip, Skeat showed himself free of any doubt 'that all the above Norwegian and Icelandic words are derivatives from "sling" is quite clear'...I see no objection to this explanation. [১৮]

পরবর্তী প্রায় সমস্ত ভাষাবিদ্‌ই নরওয়েজি উৎসের কথা স্বীকার করেছেন।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। ফলে আক্ষরিক অনুবাদ করে কোনো পরিভাষা তৈরি করা নেহাতই অসম্ভব।

অন্যদিকে স্ল্যাং-এর সংজ্ঞাও যে খুব নির্দিষ্ট নয় তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। স্ল্যাং-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের দুরূহতা সম্পর্কে Eric Partridge বলেছেন :

> Slang is easy enough to use, but very hard to write about with the facile convincingness that a subject apparently so simple would, at first sight, seem to demand. But the simplest things are often the hardest to define, certainly the hardest to discuss, for it is usually at first sight only that their simplicity is what strikes one the most forcibly. And slang after all "is a peculiar kind of vegabond language, always hanging on the outskirts of legitimate speech but continually straying of forcing its way into the most respectable company." Circumstance conspires to complicate the issue, for - as we read in the Encyclopaedia Britannica - "at one moment a word or locution may be felt definitely as slang, but in another set of circumstances the same word or locution may not produce this impression at all.[১৯]

এমন অবস্থায় সংজ্ঞাসূচক বা বিষয়বস্তুভিত্তিক পরিভাষা তৈরি করা কঠিন। যে-সমস্ত পরিভাষা এভাবে করা হয়ে থাকে, সেগুলি যথাযথভাবে স্ল্যাং শব্দটির তাৎপর্য পরিবহন করতে পারে না। *ইতরভাষা* বা *ইতর শব্দ, অপাংক্তেয় শব্দ, অপভাষা* বা *অপশব্দ, অপার্থ শব্দ* ইত্যাদি পরিভাষা নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ। *ইতর ভাষা* জাতীয় পরিভাষা সম্পর্কে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। তাঁর মতে

> ...ইতর ভাষা হচ্ছে vulgar tongue, ঝগড়ার ভাষা; হালকা বা অপ্রচলিত বা অজানা বুলিকে ইতর ভাষা বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়; slang কি ইতর প্রয়োগ? আমাদের দেশের কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী স্ল্যাংকে বলেছেন ইতর ভাষা। স্ল্যাং এবং vulgar tongue-কে তাঁরা এক করে বুঝেছেন। Shakespearean slang নিশ্চয়ই ইতর প্রয়োগ নয়।[২০]

অপশব্দ, অপভাষা, অপার্থ শব্দ, ইতর ভাষা, ইতর শব্দ - ইত্যাদি সবকটি পরিভাষাই হীনতাসূচক। স্ল্যাং সবসময় হীনতাবাচক নয়। সমাজ পরিবর্তনশীল, ফলে নিছক সামাজিক দিক থেকে শব্দ 'অপ' বলে চিহ্নিত করাটা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংগত নয়। *অপাংক্তেয়* শব্দটি স্ল্যাং

সম্পর্কে ব্যবহার করছেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি বলছেন :

> প্রত্যেক দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিজেদের মধ্যে এমন অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়, গুরুজনদের কানে সেগুলো পৌঁছলে তাঁরা 'তওবা' 'তওবা' করবে কিংবা কানে আঙুল দেবে। এসব শব্দকে বলা হয় অপাংক্তেয় বা slang words।[২১]

অপাংক্তেয় শব্দটি পরিভাষা হিসেবে slang-এর চেয়ে unconventional -এর বেশি কাছাকাছি বলে আমাদের মনে হয়। অপাংক্তেয় শব্দটির মধ্যে স্ল্যাং-এর সমগ্র ধারণাটি ধরা পড়ে না।

ড. সত্রাজিৎ গোস্বামী *বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ* (২০০০) গ্রন্থে স্ল্যাং-এর পরিভাষা করেছেন অকথ্যভাষা। এই পরিভাষার পিছনে তাঁর যুক্তি হল এই রকম :

> স্ল্যাং-এর পরিধিকে বাংলা পরিভাষায় পুরোপুরি ধরতে তাই আমরা 'অকথ্য-শব্দ' নামটির প্রস্তাব করছি।...স্ল্যাং—তা সে যে ভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন, যে পরিস্থিতিতেই ব্যবহৃত হোক না কেন,—দেখা যাচ্ছে সামাজিক বাক্-ব্যবহারে তা অ-কথনীয়। সাধারণভাবে আমরা একটা শব্দযুগ্ম ব্যবহার করি—'অকথা-কুকথা'। এই 'অকথা'ই বোধহয় অকথনীয়। ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই সমাজ-ভাষা হিসেবে স্ল্যাং ব্যবহার করলেও সামাজিক ঔচিত্যবোধ বা সামাজিক রুচিবোধের একটা নিষেধ সেখানে তর্জনী তোলেই। অ-কথনীয় অর্থেই আমরা 'অকথ্য' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। সামাজিকতার দিক থেকে অকথ্য, শিষ্টতার দিক থেকে অকথ্য, রুচি বা সম্ভ্রমবোধের দিক থেকে অকথ্য, অতি-লঘুতার দিক থেকে অকথ্য, গোপনীয়তার কারণে অকথ্য, শ্লীলতারক্ষার কারণে অকথ্য, সামাজিক-সংযম বা সুস্থ সংস্কৃতির দিক থেকে অকথ্য। তবু আমরা অকথ্য শব্দ ব্যবহার করি,—চর্যাপদের সেই 'বাহ্ম নাড়িয়া'-র মতো ডোম্বিনীর নিষিদ্ধ সঙ্গসুখের একটা আমেজ আমাদের প্রলুব্ধ করে। অকথ্য-শব্দ উচ্চারণ করে কখনো বা তীব্র প্রক্ষোভ-মোচনের একটা প্রশান্তি বা তৃপ্তি লাভ করি আমরা। 'অকথ্য-শব্দ' পরিভাষাটি তাই স্ল্যাং-এর অর্থ-দ্যোতনাটি যথাযথ প্রকাশ করতে সক্ষম বলেই আমাদের অভিমত।[২২]

পরিভাষা হিসেবে অকথ্য-শব্দ কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, যেটি এই পরিভাষার প্রধান ত্রুটি, স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটে থাকে প্রধানত কথ্যভাষাতেই। তাঁর অভিধানে অনেক কথ্যশব্দ, যেমন *পোয়াতি* বা *বিয়োনো* স্থান পেয়েছে। 'কথ্য' শব্দটি ইংরেজি colloquial শব্দের মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য ভাষান্তর। স্ল্যাং এবং কথ্য শব্দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।[২৩] সেক্ষেত্রে স্ল্যাং-কে অকথ্য বলে চিহ্নিত করলে একটা বড়োরকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। একই শব্দ যুগপৎ কথ্য এবং অকথ্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কী কী কারণে স্ল্যাং অকথ্য, তা বোঝাতে গিয়ে ড. গোস্বামী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রক্ষণশীল মনোভাবকেই পুষ্ট করেছেন। একথা ঠিক যে স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সামাজিক censorship কাজ করে। কিন্তু রুচির দিক থেকে, শ্লীলতারক্ষার দিক থেকে বা সামাজিক-সংযম ও সুস্থ সংস্কৃতির দিক থেকে যদি স্ল্যাং-কে অকথ্য বলে ঘোষণা করা হয়, তাহলে তাতে ভিক্টোরীয় যুগের রুচিবাগীশতার পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু স্ল্যাং-এর প্রতি সদ্বিচার হয় না। স্ল্যাং ব্যবহার করলেই শ্লীলতাহানি হয় বা সামাজিক সংযম বা সুস্থ সংস্কৃতি বিপন্ন হয়—এমন অভিমত অত্যন্ত রক্ষণশীল, স্ল্যাং সম্পর্কে বর্তমান কালের যে-উদার মনোভাব সর্বত্র লক্ষ করা যায়, তা তাতে স্বীকৃত হয় না। আজকে সাহিত্যে স্ল্যাং সাদরে গৃহীত, সমাজেও স্ল্যাং সম্পর্কে মনোভাব অনেক পালটেছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে স্ল্যাং মাত্রেই অশ্লীল নয়। তাছাড়া আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি স্ল্যাং বাদ দিয়ে নয়—আর সে-সংস্কৃতিকে অসুস্থ বলার কোনো গুরুতর কারণ নেই। স্বয়ং ড. গোস্বামী এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন :

> ভাষার অন্তর্গত স্ল্যাং-এর আলোচনাটা তাই রুচি বা শ্লীল-অশ্লীলতার দিক থেকে আদৌ বিচার্য নয়...।[২৪]

এ-মন্তব্যের পরে রুচি বা সামাজিক সংযমের দিক থেকে একটি পরিভাষা সৃষ্টি করা কিছুটা স্ববিরোধিতার আভাস দেয়। ফলত অকথ্য বললে স্ল্যাং-এর যথার্থ তাৎপর্য তো স্পষ্ট হয়ই না, বরং নতুনতর বিভ্রান্তির জন্ম

হয় তাতে। বস্তুত, ইতর *ভাষা* বা *অপভাষা* জাতীয় শব্দের চেয়ে কোথাও এগোয় না এই পরিভাষাটি।

প্রসঙ্গত, ড. গোস্বামীর গ্রন্থে ভূমিকা লিখতে গিয়ে ড. পবিত্র সরকার প্রস্তাব করেছেন *বদবুলি* বা *বদকথা* জাতীয় পরিভাষা।[২৫] কিন্তু বদ শব্দের বদ-ইঙ্গতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। সে-ক্ষেত্রে ইতর ভাষা বা অপভাষা থেকে এটিই বা কোথায় এগোচ্ছে? ফলত, *বদবুলি* বা *বদভাষাও* স্ল্যাং-এর পরিভাষা হিসেবে যথেষ্ট হল না বলেই আমরা মনে করি।

Cant-এর পরিভাষা বাংলায় অপরাধজগতের ভাষা। ইংরেজিতেও cant-কে বলা হয় language of the Underworld। প্রসঙ্গত স্মরণীয় Eric Patridge-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Dictionary of the Underworld*। Cant-এর ব্যবহার একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত। তাই এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করে পরিভাষা নির্ধারণ করা অসংগত নয়। কিন্তু স্ল্যাং ব্যবহার কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভাষাব্যবহারকারী মাত্রেই কোনো-না-কোনো অবস্থায় স্ল্যাং ব্যবহার করেন। ফলে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবেও স্ল্যাং-এর পরিভাষা উদ্ভাবন সম্ভব নয়।

বুলি শব্দটিকে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়তো যেতে পারত; কেউ কেউ সেভাবে শব্দটিকে ব্যবহারও করেছেন। কুমারেশ ঘোষ স্ল্যাং-কে বলেছেন *জনবুলি*[২৬]। কিন্তু প্রচলিত ভাষায় শব্দটির অন্যতর অর্থে ব্যবহার আছে। সেক্ষেত্রে অন্য জাতীয় বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের *দুই পাখি* কবিতার আছে 'খাঁচার পাখি গাহে শিখানো বুলি তার'। এ-বুলি নিশ্চয়ই স্ল্যাং নয়। কোনো গোষ্ঠীর স্ল্যাং বোঝাতে বুলি শব্দটি চলতে পারে—যেমন ছাত্রবুলি, মস্তানের বুলি। কিন্তু সাধারণভাবে স্ল্যাং-এর প্রতিশব্দ হিসেবে এটি গ্রহণীয় নয়। বিক্ষিপ্তভাবে আরো কিছু শব্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন কেউ কেউ। বসুমিত্র মজুমদার *রবীন্দ্র অনুধ্যান*[২৭] নামক গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে স্ল্যাং-এর বাংলা করছেন *অবর* শব্দ। আমাদের মনে হয়, বিভিন্ন জনের পৃথক পৃথক পরিভাষা সৃজনের ফলে বিষয়টি ক্রমশ কেবল জটিলই হবে।

আমরা মনে করি, স্ল্যাং শব্দটিকে বাংলায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করাই সংগত।

এভাবে অন্যভাষা থেকে গৃহীত পরিভাষা বাংলায় আরো আছে। ইংরেজিতেও এমন নিদর্শন বিরল নয়। Tragedy, comedy, cathersis, sonnet ইত্যাদি শব্দ ইংরেজি নয়—কিন্তু পরিভাষা হিসেবে ইংরেজিতেও তা স্বীকৃত। বাংলাতেও পরিভাষা হিসেবে ট্র্যাজেডি বা কমেডি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, স্ল্যাং শব্দটিও ইংরেজির নিজস্ব নয়, তার উৎস অস্পষ্ট।

স্ল্যাং শব্দটি একটি সাধারণ ধারণা শিক্ষিত বাঙালি-মাত্রেরই মনে জাগিয়ে তোলে। নতুন উদ্ভাবিত কোনো পরিভাষাই সেই বোধ জাগাতে পারে না—বরং কিছুটা বিভ্রান্তিরই জন্ম দেয়। সেক্ষেত্রে পরিভাষা হিসেবে স্ল্যাং শব্দটিকে স্বীকার করে নিলে জটিলতার কোনো আশঙ্কা থাকে না। সেই কারণে আমারা আমাদের আলোচনায় আমরা স্ল্যাং শব্দটিকেই গ্রহণ করেছি।

প্রসঙ্গত, স্ল্যাং-এর একটি পরিভাষা বাংলা স্ল্যাং-এই আছে—'রকিটকি'—অর্থাৎ রকের ভাষা। স্ল্যাং-এর স্বাভাবিক রসিকতার মেজাজটা এতে আছে, তা ছাড়া walkie-talkie-র সঙ্গে সাদৃশ্যটাও চমৎকার। কিন্তু পরিভাষা হিসেবে এটিও যথেষ্ট সংগত নয়, কারণ রকই স্ল্যাং ব্যবহারের একমাত্র ক্ষেত্র নয়। তাছাড়া বহুতল বাড়ির প্রকোপে ইদানীং রক হারিয়ে যেতে বসেছে। সেক্ষেত্রে শব্দটা দ্রুত তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে।

গোষ্ঠীগত স্ল্যাং ও মান্য স্ল্যাং

মানুষের স্ল্যাং ব্যবহার পরিবেশনির্ভর। কোন পরিবেশে কার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, তা নির্ধারণ করে মানুষের স্ল্যাং-এর চরিত্র। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে, স্ল্যাং-এর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই ছোটো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধর্ম, রাজনীতি, বৃত্তি, বয়স ইত্যাদি নানাকারণে মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা গড়ে ওঠে। স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি যে গোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষের স্ল্যাং ব্যবহারের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্ল্যাং ব্যবহার সত্ত্বেও, যে-কোনো ভাষাতেই কিছু

স্ল্যাং থাকে যেগুলো, কোনোরকম গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা সমাজের সবস্তরের মানুষই ব্যবহার করে থাকেন। শুধু সমাজের বিভিন্ন স্তরই নয়, কোনো অঞ্চলের সীমানাতেও এই শব্দগুলি সীমাবদ্ধ নয়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত শব্দ কালভেদে পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ কোনো বিশেষ কালে যে-স্ল্যাং সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জন করে, তা অতীতে তেমন নাই থাকতে পারে; আবার ভবিষ্যতেও তার সার্বজনীনতা না থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে যে বাংলায় *ঢপ* শব্দটি বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, এবং কোনো গোষ্ঠীর সীমায় আবদ্ধ নয়। কিন্তু শব্দটি অর্বাচীন, ষাটের দশকের আগে এটি স্বীকৃতি পায়নি।

প্রত্যেক উপভাষারও স্বতন্ত্র কিছু স্ল্যাং থাকে। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলার বিভিন্ন উপভাষাগুলির স্ল্যাং অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ সমৃদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন নকসাজাতীয় রচনায় কলকাতার আঞ্চলিক স্ল্যাং প্রাধান্য পেয়েছিল। কালক্রমে সেগুলির অনেকটা মান্য স্ল্যাং-এর অন্তর্গত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের যে-সমস্ত স্ল্যাং, সেগুলির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। [২৮]

যে-সমস্ত স্ল্যাং এইভাবে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা বৃত্তির আওতায় সীমিত নয়, তাকেই বলা যেতে পারে Standard Slang বা মান্য স্ল্যাং। Standard Slang শব্দটি ব্যবহার করেন Eric Partridge তাঁর *Slang: Today and Yesterday* গ্রন্থে। তিনি বলেছেন যে, যাঁরা Standard English ব্যবহার করেন, তাঁদের স্ল্যাং-ই হল Standard Slang। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে যে কিছুটা অস্পষ্টতার সম্ভাবনা থেকে যায়, সেটা অনুভব করে তিনি বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন এইভাবে :

> The slang of those who speak Standard English. Yes; but not all the slang of those who speak it. Not naval or military officer's slang nor society slang nor university slang, except of course where terms from these groups of unconventional speech have been absorbed in the main body, but the slang that is common to all those who, speaking Received Standard or, in less formal moments, good colloquial English, use slang at all. [২৯]

এক ভাষার অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করছেন, এমন স্ল্যাং সব ভাষাতেই থাকে। বর্তমান গবেষণায় আমাদের অন্বিষ্ট হল বাংলাভাষার মান্য স্ল্যাং বা Standard Slang। বাংলাভাষাতেও এজাতীয় শব্দ অজস্র।

বাংলায় বৃত্তিগত স্ল্যাং (Professional Slang)

বর্তমান গবেষণায় আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মান্য স্ল্যাং। কিন্তু মান্য স্ল্যাং-এর পাশাপাশি অন্যান্য বৃত্তিগত স্ল্যাং-ও বাংলায় আছে। মান্য স্ল্যাং-এর সঙ্গে এই জাতীয় স্ল্যাং-এর একটা নিয়মিত আদানপ্রদানের সম্পর্ক। বিভিন্ন বৃত্তিগত স্ল্যাং কালক্রমে মান্য স্ল্যাং-এ জায়গা করে নেয়। আমরা মান্য স্ল্যাং-এর পাশাপাশি বাংলায় অন্যধরনের যে-সমস্ত স্ল্যাং-এর প্রচলন আছে সেগুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে পারি। এই জাতীয় বৃত্তিগত স্ল্যাং-এর প্রধানত দুটি ধরন। একটি হল অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বংশগত পেশায় নিযুক্ত মানুষের নিজস্ব বাক্‌রীতি, যার মধ্যে সচেতনভাবে কোনো বিশেষ স্ল্যাং তৈরির চেষ্টা নেই, কিন্তু কাজের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে একটা বৃত্তিগত ভাষা বা jargon। অন্যদিকে, শিক্ষিত মানুষের বিশেষ বৃত্তিনির্ভর কিছু স্ল্যাং গড়ে ওঠে। সেগুলির, বলাই বাহুল্য, তীব্রতা ও সূক্ষ্মতা অনেক বেশি।

বাংলাভাষার গোষ্ঠীভাষার মধ্যে অপরাধজগতের ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলাভাষার অপরাধজগৎ নিয়ে বিস্তৃত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। প্রধানত জুগুপ্সার কারণে ব্যবহৃত এই ভাষার মধ্যে বাংলা ও হিন্দির একটা মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণির মানুষের স্ল্যাং প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে ওঠে। তাতে শহুরে স্ল্যাং-এর তুলনায় স্থূলতার পরিমাণ বেশি। স্ল্যাং-এ সবসময়ই শব্দের উৎপত্তির রীতিটা অস্পষ্ট। কিন্তু জুগুপ্সরা কারণে এই ভাষার শব্দের উৎপত্তি নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। অপরাধজগতের ভাষায় বিভিন্নধরনের মানুষ বোঝাতে অনেক সময় আলাদা আলাদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন

আঙুলি	=	পকেটমার	চোক্	=	পুলিশ
হাত্	=	পকেটমার	গোড়ালি	=	খেলোয়াড়
নাক্	=	মেয়ে	লোম্	=	কুটিল [৩০]

শিক্ষিত বাঙালি মহলে যে-সমস্ত পেশায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেশি, তার মধ্যে রয়েছে পুলিশ। পুলিশের ভাষাভাণ্ডার থেকে *থার্ড ডিগ্রির* মতো শব্দ সাধারণ বাংলা স্ল্যাং-এও চলে আসতে দেখা যায়। অপরাধজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষত কাজকর্ম করার কারণে তাদের স্ল্যাং-এর সঙ্গে অপরাধজগতের স্ল্যাং-এর সাদৃশ্য আছে। ওকালতির পেশাতেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার খুব বেশি, কারণ কথা নিয়েই এই পেশার যত মারপ্যাঁচ। বস্তুত আদালতেরই আছে এক স্বতন্ত্র ভাষা। আদালতের ভাষায় injunction হয়ে যায় *injection,* anticipatory bail হয় *antiseptic bail*। চাকরিজীবী মানুষের ভাষায় না বলে কয়ে ছুটি নেওয়া হল *ফ্রেন্চ্ লিভ*, casual leave বা C.L. নেওয়া হল *শিয়াল মারা*। কলকাতা শহরে বাস চালকদের বা বাস কণ্ডাক্টরদের আছে নিজস্ব এক ভাষা, যাতে তারা যাত্রীদের পরামর্শ দিয়ে থাকে *পিছন দিকে এগিয়ে যেতে*, যাতে দ্রুত চালানোর পরিভাষা হল *টেনে চালানো* কিংবা ছোটো আয়তনের কারণে অটোরিকশার নাম হল *ছারপোকা*। মফস্বর অঞ্চলের ট্রেন যাত্রীরা D.M.U. বা E.M.U. ট্রেনের নামকরণ করেছেন *দাদা মুতে উঠুন* ও *একটু মুতে উঠুন*। এই ট্রেনগুলিতে বাথরুম থাকে না।

স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটে থাকে ক্রীড়া জগতেও। ফুটবল মাঠে *কাঁচি চালানো* বা *ভাসিয়ে দেওয়ার* মতো শব্দ বহুল ব্যবহৃত। *জাল কাঁপানো গোল*-এর সঙ্গে ময়দানের সকলেই পরিচিত। ক্রিকেট মাঠেও তেমনি *গোপ্পা* বা *লোপ্পা* জাতীয় শব্দ বহুল প্রচলিত। ডাক্তারদের আছে নিজস্ব এক স্ল্যাং-এর ধরন। মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসার মতো বিষণ্ণ এক কাজ তাঁদের করতে হয়। মৃত্যুকে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ করে দেখবার অভিজ্ঞতাও তাঁদের ঘটে। সেই বিষাদ কাটাতে বিষয়টিকে হালকা করে তাঁদের অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে হয়। তাই রোগীর মৃত্যু ডাক্তারদের কাছে *ফুটে যাওয়া*, অক্সিজেন ক্যাথিটার ও ড্রিব একসঙ্গে চলা রোগী তাই *নলজলকল*-এর রোগী। ছোটো স্কার্ট পরা নার্স ডাক্তারদের ভাষায় হল *হাফ প্যান্ট নার্স*। কলকাতা শহরের দোকানিদের

আছে নিজস্ব ভাষা। প্রধানত গোপনীয়তার কারণেই তাঁদের নিজস্ব একটি কোডের সাহায্য নিতে হয়। দোকানিদের ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে সন্দীপ দত্ত বলেছেন :

> তাই টাকা পয়সার হিসেব এরা শ বা হাজারে বলে থাকে। ১৫% কমিশনকে বলে ১৫০।...বইয়ের দোকানে এমনই সংখ্যা উচ্চারিত হয়ে থাকে।
>
> এ ছাড়াও ১ থেকে ১০০০ সংখ্যা বাচক দোকান কোড আছে। এগুলি এরকম :
>
> ১-সাঙ্, ২-সলা, ৩-এক বাই, ৪-ফোক, ৫-বুধ, ৬-ড্যাক, ৭-পাঁই, ৮-মাঙ, ৯-কোণ, ১০-সলা, ২০-সুতি। ৩০-একবাইসলা, ৪০-ফোকলা, ৫০-বুধলা, ৬০-ড্যাকলা, ১০০-সাঙ্সলা। ৩৭-একবাইপাঁই, ৫৮-বুধমাঙ্ ইত্যাদি।...
>
> সংখ্যাবাচক ভাষা ছাড়াও অন্যান্য সঙ্কেত সূত্র আছে। যেমন :
>
> মন্দ খদ্দের - কুরপা বেলি, ভালো খদ্দের - চামর বেলি, চেনাজানা খদ্দের - জানপাও, কেনা দাম - ঠোকাই, ডলি - ঘুরিয়ে দেখাও... ইত্যাদি।[৩১]

বয়স স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্ল্যাং ব্যবহারে ক্ষেত্রে যুবসমাজের ভূমিকা বিশেষ সক্রিয়। বাংলাতেও আমরা লক্ষ করি যে, নতুন শব্দের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে প্রধানত যুবসমাজের মাধ্যমেই, বিশেষত ছাত্রসমাজের মধ্যে দিয়ে। স্ল্যাং-এর উদ্ভব ও বিস্তারে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব সর্বাধিক। মান্য স্ল্যাং হিসেবে ছাত্র স্ল্যাং স্বীকৃতি লাভ করে সবচেয়ে বেশি, কারণ অন্যান্য বৃত্তিগত স্ল্যাং যেমন সচরাচর বৃত্তির সীমা অতিক্রম করে না, ছাত্র স্ল্যাং তেমন নয়। বস্তুত, ছাত্র স্ল্যাং-ই মান্য স্ল্যাং-এর প্রাথমিক ভিত্তি।

ছাত্র স্ল্যাং-এর সঙ্গে অন্যান্য বৃত্তিগত স্ল্যাং-এর পার্থক্য এই যে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সকলেই একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় পড়ার কারণে কোনো specialised ভাষারীতি গড়ে ওঠে না। বরং তার মধ্যে সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রের মধ্যে নানা জাতীয় সামান্য আগ্রহের বিষয় থাকলেও কোনো বিশেষ কাজ সংক্রান্ত

ভাষারীতি গড়ে ওঠবার অবকাশ থাকে না। সেই কারণেই ছাত্র স্ল্যাং-এর পরিসর বেশ ব্যাপ্ত। অবশ্য কোনো এক বিষয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই বিষয়ের পরিভাষাকে স্ল্যাং হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। সেগুলি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের ভাষায় অনিবার্যভাবে এসে যাবে অর্থনীতির পরিভাষা, কেমিস্ট্রির ছাত্র বলবে কেমিস্ট্রির পরিভাষা। কিন্তু সেগুলির বাইরে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব যে ভাষা রীতি, তাতে কোনো পরিভাষার ব্যবহার সচরাচর লক্ষ করা যায় না।

উল্লেখপঞ্জি

১. স্ল্যাং-এর এই বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে ভাষাবিদ্‌রা বলেছেন : There are dozens of slang dictionary for the English language. But there is not one single grammar of English slang. Could there be such a grammar? Probably not. There are perhaps a handful features which could be regarded as typical of slang grammar, but they are very few compared to the enormous number of words belonging to slang. Hence, slang is first and foremost a vocabulary. দ্র. Andersson, Lars-Gunnar & Trugdill, Peter: *Bad Language*, p. 73.

২. এ বিষয়ে I.L.Allen জানাচ্ছেন : Slang is...applicant language that is awaiting acceptance or rejection by standard usage, or endlessly awaiting neither - and perhaps quiet withdrawal. Slang has atleast four resolutions...If an item of slang proves durable or virtuous in the use of the general public and, to a lesser extent, in the eyes of arbiters of elite usage, it may enter standard usage, as much slang has and does all the time... Or it may remain slang for years, decades, even centuries... Or it may, be tried out, found wanting, redundant, or boring, and returned to the worldly regions of its subcultural origins, or perhaps just assigned the stigma of datedness... Much slang disappears, not to be heard from again..., unless resuscitated in the later years. দ্র. Allen, I.L., *Slang*, *The Encyclopedia of Language and Linguistics,* Vol. 7 p. 3962 (পরে শুধু Allen, *Slang* বলে উল্লিখিত হবে)

৩. সুকুমার সেন : *ভাষার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৩

৪. Rivers, John : *What is slang*, *The Academy*, London, April 12, 1913, 4°. V 84 pg. 465-466; Burke, William রচিত *The Literature of Slang* p. 44-এ উদ্ধৃত

৫. স্ল্যাং ও কথ্যভাষার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে *Dictionary of American Slang* গ্রন্থের *Preface* অংশে Stuart Berg Flexner বলেছেন : Colloquialism are familiar words and idioms used in informal speech and writing but not considered explicit or formal enough for polite conversation or business correspondence. Unlike slang, however colloquialisms are used and understood by nearly everyone in the United States. The use of slang conveys the suggestion that the speaker and the listener enjoy a special "fraternity" but the use of colloquialisms emphasizes only the informality and familiarity of a general social situation. Flexner, Stuart Berg, *Preface, Dictionary of American Slang*, Complied and Edited by Wentworth, Harold & Flexner, Stuart Berg, p. vi.

৬. সুভাষ ভট্টাচার্য : *সংসদ বাগধারা অভিধান* পৃ. নয়

৭. এপ্রসঙ্গে Eric Partridge জানিয়েছেন : Not truly slang, cant is instead a special language, partly vocational and partly social, but above, all protective and self-protective — that is secret. Cant is more brutal, more realistic, more earthly, less humours although not less witty, more obscure in its origin despite being more direct in its application, than slang has ever been. Partridge, Eric : *Slang*, Encyclopaedia Americana 17. (পরে শুধু Partridge : *Slang*)

৮. স্ল্যাং এবং অপরাধজগতের ভাষার মূলগত পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে অপরাধজগতের ভাষা শেখবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন Julian Franklyn : There is a striking difference in fundamental character between cant or flash language evolved and used by thieves and vagabonds, and the rhyming slang which they adopted. The former is grim, harsh and humourless; the later gay, frolicsome and amusing. The former must be learnt as a foreign tongue must be learnt, the latter is in the main intelligible to the uninitiated. Franklyn, Julian : *A Dictionary of Rhyming Slang* p. 7.

৯. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক : *অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ*, পৃ. ১১৭ (পরে শুধু অপরাধজগতের ভাষা)

১০. ঐ. পৃ. ৫৫

১১. স্ল্যাং এবং বাগ্‌ধারার পার্থক্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন Logan Pearsall Smith : The discrimination between slang and idiom is one of the nicest points in the literary usage; and like all such discriminations, must be based on sensitiveness and literary tact; there are no precise rules which are easy to apply to individual cases. It is mostly a matter of usage, and of a delicate sense of what is accepted and what is not.
Smith, Logan Pearsall : *English Idioms, Words and Idioms* (1925), Eric Patridge কর্তৃক *Slang : Today and Yesterday* গ্রন্থে (পরে কেবল *Today and Yesterday*) উদ্ধৃত, p. 129.
স্ল্যাং ও বাগ্‌ধারার সীমারেখা নির্ণয়ের দুরূহতার কথা বলেছেন Mencken-ও :
Most of the existing discussions of slang spend themselves upon efforts to define it and, in particular, upon efforts to differentiate it from idiomatic neologisism of a more legitimate type. This effort is largely in vain; the border-line is too vague and wavering to be accurately mapped; words and phrases are constantly crossing it, and in both directions. H. L. Mencken : *The American Language* p. 161.

১২. এক্ষেত্রে আমরা প্রধানত *Slang* : *Today and Yesterday* গ্রন্থে এবং *Slang*, Encyclopaedia Americana-তে Eric Partridge যেভাবে স্ল্যাং ব্যবহারের কারণ নির্দেশ করেছেন, মোটের উপর সেটাই অনুসরণ করেছি। কয়েকটি কারণ অবশ্য Partridge সাহেব নির্দেশ করেননি।

১৩. Matthews, Brander : Harper Magazines-এ 1893 সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, Eric Partridge কর্তৃক উদ্ধৃত : *Today and Yesterday*, p. 11

১৪. এ প্রসঙ্গে বলেছেন Frank Sechrist : In slang's attitude to death it differentiates itself most clearly from conventional language. Here is an individualism, of the most undaunted type, a virile aloofness from all the sense of fear which the King of terror inspires, a feeling of personal immunity from the all-destroyer, perhaps a pretense of indifference, a cheap linguistic bluff

concealing and possible diverting or cathersizing fear, like the small boy's whistling feat on passing a grave-yard at night. Sechrist, Frank : *The Psychology of Unconventional Language*, p. 438.

১৫. এপ্রসঙ্গে Sechrist জানাচ্ছেন : An investigation of the vocabulary on drink will better than any other reveal something of its peculiar character. Intoxication through drink does not itself alone stir the imagination of the subject, it also appeals to the imagination of those who see only the uncertain and often unexpected result of drink. It is a well worn theme in all literature and the slang vocabulary on strong drink is unusually rich. Ibid p. 455। প্রসঙ্গত দ্র. *American Speach* পত্রিকায় প্রকাশিত Manuel Prumner-এর দুটি প্রবন্ধ : *Slang Synonyms for 'Drunk'* (December 1928) এবং *More Slang Words for 'Drunk'* (August 1929)।

১৬. Partridge, : *Slang*, p. 16.

১৭. Green, Jonathon : *The Macmillan Dictionary of Contemporary Slang*, Introduction to the second Edition, p. vii-এ উদ্ধৃত।

১৮. Ibid., p. viii.

১৯. Partridge, : *Today and Yesterday* p. 1.

২০. *অপরাধজগতের ভাষা*, পাদটীকা, পৃ. ১২

২১. *সুভাষণ*, মুহম্মদ হাই রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১

২২. সত্রাজিৎ গোস্বামী : *বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ*, পৃ. ১৮

২৩. স্ল্যাং যে কথ্যভাষারই অঙ্গ, সে-কথা স্ল্যাং-বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে : Slang is typical of spoken language. দ্র. Andersson, Lars-Gunnar & Trugdill, Peter : *Bad Language*, p. 73.

২৪. *বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ* পৃ. ৫

২৫. ঐ. পবিত্র সরকার রচিত ভূমিকা, পৃ. নয়।

২৬. কুমারেশ ঘোষ : *আড্ডার অভিধান*। কুমারেশ ঘোষ বলছেন : এ বুলি জনতার বুলি—'জন-বুলি'। ইংরেজিতে যাকে বলে স্ল্যাং।

২৭. বসুমিত্র মজুমদার : *রবীন্দ্র অনুধ্যান*, *রবীন্দ্র-সাহিত্যে অবর শব্দ* শীর্ষক প্রবন্ধ।

২৮. প্রসঙ্গ স্মরণীয়, তপন রায়চৌধুরী *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা* গ্রন্থে বরিশালী উপভাষার কিছু আভাস রয়েছে। মিহির সেনগুপ্ত বিষয়টিকে আরো বিস্তারিত আকারে আলোচনা করছেন *ভাঁটি পুত্রের পত্র বাখোয়াজি* গ্রন্থে। কিন্তু এছাড়া আঞ্চলিক স্ল্যাং নিয়ে খুব একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। আমেরিকায় ছোটো ছোটো ক্ষেত্রে স্ল্যাং-এর ব্যবহার নিয়ে নানাবিধ কাজ হয়েছে। যেমন Kansas University-তে স্ল্যাং নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন Alan Dundes এবং Manuel R. Schonborn। এজাতীয় ছোটো ক্ষেত্রেও স্ল্যাং-এর আলোচনার প্রয়োজন বাংলায় আছে।

২৯. Partridge, : *Today and Yesterday* p. 143.

৩০. *অপরাধজগতের ভাষা*, পৃ. ১১০

৩১. সন্দীপ দত্ত : *দোকানী সংস্কৃতি - দোকানীর ভাষা*; অনুভাব, মে ২০০০, পৃ. ১

২

বাংলায় স্ল্যাং-এর বিবর্তন

মানুষের ভাষা কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। যদিও ভাষার বিবর্তনের গতি খুব দ্রুত না হওয়ায় অনেক সময় সে বিবর্তন একটি বিশেষ কালের সাপেক্ষে চোখে পড়ে না, তবু ভাষা যে সতত পরিবর্তনশীল তা ভাষাতাত্ত্বিকরা সকলেই স্বীকার করেন। দীর্ঘকাল ধরে এমন একটা ভাবনা ক্রমাগত চলে আসছে যে ভাষার এই বিবর্তনের ফলে ভাষা ক্রমশ অবনত হচ্ছে। John Aitchison তাঁর *Language Change : Progress or Decay?* গ্রন্থে ভাষার পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে এই পরিবর্তন কোনো অবনতিকে সূচিত করে না; বরং অভিব্যক্তিবাদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটে the survival of the fittest, ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটে।

বাংলা স্ল্যাং-এ আমার লক্ষ করি যে অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের স্তরগত যাতায়াত থাকে। সাধারণভাবে স্ল্যাং বলতে আমরা কিছু শব্দকেই বুঝিয়ে থাকি এবং স্ল্যাং-এর আলোচনা করা হয়ে থাকে মূলত আভিধানিক বা lexical স্তরে। কিন্তু স্ল্যাং যে কেবল শব্দের ওপরেই নির্ভর করে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে প্রসঙ্গ বা context-এর ওপরেও স্ল্যাং নির্ভর করে। বাংলায় এ জাতীয় বেশ কিছু নিদর্শন আছে। যেমন *বদন* শব্দটি বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ, বাংলাসাহিত্যে শব্দটির মান্য অর্থে ব্যবহার ঘটেছে বহুবার। কিন্তু বাংলা স্ল্যাং-এ তাচ্ছিল্যের ভাব বোঝাতে শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে, তাতে শব্দটিকে স্ল্যাং হিসেবে গণ্য করতেই হয়। যখন কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় *চাঁদু, বদনটা দেখি একবার* তখন বদন বলতে কেবল মুখই বোঝায় না; অর্থাৎ কেবল তার মুখটা দেখাই এখানে লক্ষ্য নয়, তার স্পর্ধাকেও কিছুটা ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। মান্যভাষা স্ল্যাং-এ পরিণত হচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যাবে না। কিন্তু কিছু বাগ্‌ধারা যেগুলি স্ল্যাং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলির উদ্‌ভব স্ল্যাং হিসেবে হয়নি। যেমন *অক্কা পাওয়া*। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে *অক্কা পাওয়া* আদৌ স্ল্যাং কিনা। অক্কা শব্দের অর্থ প্রভু বা মা। তাই এটিকে একান্তভাবে বাগ্‌ধারা হিসেবেই গণ্য করার কথা কেউ বলতে পারেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে শব্দটির মধ্যে একটি ব্যঙ্গাত্মক মাত্রা আছে, যেটি নিছক বাগ্‌ধারার বিষয় নয়। একই ভাবে *পটল তোলা* শব্দটিতে কোনো অর্থেই স্ল্যাং-এর ভাব নেই ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে; 'পটল' সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ চোখের পাতা। কিন্তু মৃত্যু অর্থে শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে স্ল্যাং-এর মাত্রা অস্বীকার করা যাবে না।

বাংলা স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে স্তরগত ওঠানামাটা সঠিকভাবে ধরা শক্ত কারণ স্ল্যাং-এর কোনো লিখিত দলিল নেই। স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঙালির মানসিকতা ঠিক কী, এবং তা বিভিন্ন প্রজন্ম জুড়ে বিবর্তিত হয়েছে, তা আমরা দেখবার চেষ্টা করতে পারি।

মধ্যযুগের বাংলা স্ল্যাং

আধুনিক যুগের আগের বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেনি। ফলে প্রাগ্‌আধুনিক যুগের কথ্য বাংলা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা শহর গড়ে ওঠার আগে সমগ্র বাংলাদেশে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মান্যচলিত ভাষা ছিল না। মান্যচলিত বা standard dialect-এর রূপ যেখানে স্পষ্ট ছিল না, সেখানে কোন শব্দটি স্ল্যাং এবং কোনটি স্ল্যাং নয় তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। স্ল্যাং ব্যাপারটি নিছক ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে সমাজের যোগ ঘনিষ্ঠ। অঞ্চল বিশেষে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো শব্দকে দেখত তা এই

অবস্থায় নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। বাংলা মান্যভাষা হিসেবে কোনো ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং, মান্য স্ল্যাং সে-যুগে কী ছিল, তাও নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আলাদা করে স্ল্যাং সম্পর্কিত কোনো সচেতনতা মানুষের মধ্যে ছিল কি না, তাও স্পষ্ট করে বলবার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বাংলা স্ল্যাং-এর ঐতিহাসিক আলোচনা তাই রীতিমতো দুরূহ।

ইংরেজিতে ষোড়শ শতক থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে স্ল্যাং-এর সংকলন করা হয়েছে।[১] সেগুলির নিরিখে স্ল্যাং-এর ইতিহাস রচনা করা সম্ভব সহজেই। কিন্তু বাংলায় স্ল্যাং সংরক্ষণ বিষয়ক কোনো সচেতনতা একেবারেই ছিল না মধ্যযুগে। সম্ভবত, ভারতচন্দ্র প্রথম বাঙালি লেখক যিনি বাংলাভাষার পাশাপাশি যাবনি মিশালের ব্যাপারটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। একাধিক ভাষারীতিকে একসঙ্গে সচেতনভাবে ব্যবহার করার এই ভারতচন্দ্রীয় কৌশলের মধ্যে মান্য-ব্যতীত অন্য ভাষারীতিকে ধরবার প্রয়াস রয়েছে। ভাষাসম্পর্কিত এই অসচেতনতার কারণে আমরা বাংলা স্ল্যাং-এর কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ দেবার অভিপ্রায় পোষণ করি না। আমরা যতদূর সম্ভব, স্ল্যাং সম্পর্কে প্রাগ্‌আধুনিককালে বাঙালির মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিটি ধরবার চেষ্টা করব।

মধ্যযুগের বাংলা স্ল্যাং-এর কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন না থাকায় আমাদের নির্ভর করতে হবে প্রধানত মধ্যযুগের সাহিত্যিক উপাদানের ওপরে। এই আলোচনা করার উপাদানগত সমস্যার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, মধ্যযুগ বলতে কোনো একটা বা দুটো শতাব্দী বোঝায় না, অন্তত ছয়-সাত শতাব্দীর বিস্তার নিয়ে এই মধ্যযুগ। ভাষা, বিশেষত স্ল্যাং-এর মতো শব্দভাণ্ডার কখনোই এত দীর্ঘ সময় ধরে একরকম থাকে না। তাতে বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। বহু শব্দ স্ল্যাং থেকে মান্যভাষায় চলে আসে, বহু শব্দ হারিয়ে যায়। কোনো একটা বিশেষ শব্দ হয়তো মান্য শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে সেটা স্ল্যাং হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটা সম্ভব। তাছাড়া স্থানগত ব্যাপ্তির বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা লক্ষ করেছি, উপভাষা যেমন অঞ্চলভেদে বদলে যায়, স্ল্যাং-ও তেমনি একটি বিশেষ কালেও কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নেয় না।

বলা বাহুল্য, স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা মান্যভাষা বা উপভাষার চেয়েও আরো বেশি।

একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সে-যুগে মানুষের মধ্যে স্ল্যাং সম্পর্কে আজকের মতো সচেতনতা ছিল না। ফলে তাঁরা স্ল্যাংকে কোনো বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহার করেননি। আধুনিক সাহিত্যে স্ল্যাং-এর মাধ্যমে সাহিত্যিকরা যেমন বিশেষ কোনো মাত্রা ফুটিয়ে তুলতে চান, সে-যুগে তেমনটা ছিল না। ফলে সাধারণ কথার মাত্রায় যেটুকু মান্যেতর শব্দ ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে বেশি কোনো প্রয়োগ প্রত্যাশা করা অসংগত হবে। বরং গালাগালির মধ্যে দিয়ে সেযুগের স্ল্যাং-এর কিছুটা পরিচয় মিলতে পারে। তাছাড়া, মধ্যযুগের সাহিত্যে লোকের কথ্যভাষা যথাযথ ধরা যাবে এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত, কথ্যভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা ইত্যাদির মধ্যে আলাদা করে স্ল্যাং সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

লক্ষ করা যাবে, বাংলাসাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অশ্লীলতার বিষয়টি যখনই বড়ো হয়ে উঠেছে তখন সব সময়ই সেটা বিষয়গত অশ্লীলতা, ভাষা সাধারণভাবে শালীন থেকেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষোড়শ শতক থেকে বাংলাদেশে এক শুদ্ধ রুচির মানসিকতার উদ্ভব যার প্রভাব পড়েছে সেকালের পুথির ওপরেও। এপ্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বাঙালী জীবনে একটা সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমাজের এই ছন্দোময়, মিলন-সঙ্গতিপূর্ণ রূপটিই পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্যক্তিগত বা দলগত উৎকেন্দ্রিকতার আল্‌গা সূতা যথাসম্ভব একটি পরিচ্ছন্ন বিন্যাস-কৌশলে বাঁধা পড়িল। সুমিত রুচি সুবিন্যস্ত সমাজ-সংস্থারই ফল।[২]

আমাদের বিশ্বাস ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের এই রুচিবোধ সেকালের এবং পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক censorship ঘটিয়েছে, যার ফলে বাংলাসাহিত্য একটা শুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করেছে। আমরা সাহিত্যে স্ল্যাং আলোচনার সূত্রে বিভিন্ন কবির রচনায় স্ল্যাং-এর প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি।

অসাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে স্ল্যাং-এর বা স্ল্যাং প্রয়োগের ধরন খানিকটা বোঝা যেতে পারে। বাংলা প্রবাদের মধ্যে এজাতীয় দৃষ্টান্ত আমরা খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। সন্দেহ নেই, অধিকাংশ বাংলা প্রবাদই কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। অঞ্চলভেদে কোনো কোনো প্রবাদ স্বতন্ত্র হলেও অনেক এমন প্রবাদ আছে যেগুলি বিশেষ কোনো অঞ্চলের মধ্যে সীমিত নয়। বাংলায় প্রবাদের কিছু অনবদ্য সংকলন হয়েছে। সেগুলির নিরিখে আমরা লক্ষ করি যে কিছু অ-মান্য শব্দ বাংলা প্রবাদে স্থান পেয়েছ। প্রবাদ যেহেতু একেবারেই লৌকিক কথাবার্তা থেকে উঠে আসে, সেহেতু প্রবাদের মধ্যে কথ্যভাষার রূপ খানিকটা হলেও ধরা পড়ে। অ-মান্য শব্দের বহু নিদর্শন এগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। আমরা কিছু প্রবাদ এখানে একত্র করি যার মধ্যে এজাতীয় শব্দের প্রয়োগ রয়েছে[৩] :

১. আপনার পানে চায় না শালি
পরকে বলে টেবো গালি।
২. উটকপালি চিরুনদাঁতি
গোদা পায়ে মারব লাথি॥
৩. একে বউ নাচুনি, তায় খেমটার বাজনি।
৪. একে রাঁড়ের ভাত, তায় মুসুরির ডাল।
৫. কফিনচোরের ব্যাটা মাঙমারা।
৬. কসবি কিসকা জরু, ভেড়ুয়া কিসকা শালা।
৭. খানকি, তার মান কি।
৮. গিন্নির পাদে গন্ধ নেই।
৯. গুয়ে বলে গোবরদাদা তোর গায়ে বড়ো গন্ধ।
১০. ঘরে ভাত নেই, নাঙে ঠেলায়।
১১. চোরের না, ছিনালের মা।
১২. দাদা করছে পেয়াদাগিরি, সে গ্যাদায় বউ গ্যাদারি।
১৩. দোজবরে ভাতারের ছাগ, চতুর্দশীর চোদ্দ শাক।
১৪. দেখে দেখে লাগল ধাঁধা,
পেত্নির পাছা পেতল বাঁধা।
১৫. ধমকে রাঢ়ের পেট খসানো
১৬. নির্বোধের গু তিন জায়গায় লাগে।

১৭. পাঁচজনের খায় একলা মাগি
দশ হাতে খায় ডোকলা মাগি॥
১৮. পার হলে পাটনি শালা।
১৯. পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি।
২০. ফচ্‌কে রাঁড়ের চুলবুলনি, জোয়ান রাঁড়ের ছাতা,
বুড়ো রাঁড়ের পুরানা কথা আধবয়সীর মাথা।
২১. বারদুয়ারি, শতেক খোয়ারি।
২২. বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে তরতে।
২৩. মায়ে রাঁধে যেমন তেমন, বোনে রাঁধে ছাই।
ওই আবাগি রেঁধে দিলে মধুর তরে খাই।
২৪. সতী মাগীর তাঁতি নাঙ।
২৫. শ্বশুরের ভাত দিয়ে পড়ল মনে
আমানি দিয়ে বউ ছোচান কোণে॥
২৬. হাগুন্তির লাজ নেই দেখুন্তির লাজ।

এজাতীয় দৃষ্টান্ত প্রবাদে অজস্র। সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রবাদগুলির স্রষ্টা বা ব্যবহারকর্তারা শালীনতা রক্ষার জন্য খুব বেশি ভাবিত ছিলেন না। যৌনতা, প্রাকৃতিক কাজকর্ম, সামাজিক ব্যাভিচার ইত্যাদি নানা বিষয় প্রবাদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নানাবিধ সামাজিক বিষয়ে কটাক্ষ করা বা সমালোচনা করা প্রবাদের একটা বিশিষ্ট কুললক্ষণ। প্রবাদের মধ্যে মেয়েলি নানা বিষয়, যেমন সতীনে-সতীনে সম্পর্ক, ননদ-বউদির সম্পর্ক, শাশুড়ি-পুত্রবধূ সম্পর্ক, জায়ে-জায়ে সম্পর্ক ইত্যাদি নানা দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। তাতে লক্ষ করা যাবে যে নানাবিধ গালাগালি, কটাক্ষ এবং অভিসম্পাত রয়েছে। তাছাড়া অবৈধ নানা সম্পর্ক প্রবাদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছে। অনিবার্যভাবে এই সব কারণে প্রবাদে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ অজস্রই ঘটেছে।

প্রবাদের পাশাপাশি বাংলা ছড়াতেও কিছু পরিমান অ-মান্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে। বলা বাহুল্য, ছেলে-ভুলানো ছড়ায় এমন দৃষ্টান্ত প্রায় নেই। কিন্তু ব্রতকথায় বা অন্যান্য ছড়ায় কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন আছে। সেঁজুতি ব্রত থেকে সপত্নী বিষয়ক ছড়াটি উদ্ধৃত করে আমরা দেখতে পারি যে মেয়েলি ছড়ায় গালাগালির প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে :

আয়না, আয়না, আয়না।
সতিন যেন হয় না॥
উদ্‌বিড়ালি খুদ খায়
স্বামী রেখে সতিন খায়॥
খ্যাংরা, খ্যাংরা, খ্যাংরা
সতিনের মাথায় হয় যেন উকুন আর ড্যাংরা॥
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি।
সতিন আবাগি চেড়ি॥
খোরা, খোরা, খোরা।
সতিনের মাকে ধরে নিয়ে যায় যেন
তিন মিনসে গোরা॥
হাতা, হাতা, হাতা,
খাই সতিনের মাথা॥
থুৎকুড়ি, থুৎকুড়ি, থুৎকুড়ি,
সতিনের যেন হয় আটকুড়ি॥
পাখি, পাখি, পাখি,
নিচের মল সতিন আমি উপর থেকে দেখি॥ [৪]

অভিসম্পাতমূলক এই ছড়াটিতে প্রচুর গালিবর্ষণে দৃষ্টান্তটি থেকে বোঝা যায় যে স্ল্যাং-এর একটা ধরুন বাংলায় বরাবরই ছিল। তবে 'তিন মিনসে গোরা'র উল্লেখ স্পষ্ট করে দেয় এ ছড়ার অর্বাচীনতা। নিশ্চিতভাবেই এ-ছড়া অষ্টাদশ শতকের আগের নয়।

মধ্যযুগীয় বাংলা স্ল্যাং-এর দ্বিতীয় একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান হল বাংলা পুথিতে লেখা লিপিকরদের রচিত পুষ্পিকাগুলি। প্রাচীন বাংলা পুথিতে নিয়মিতভাবে লক্ষ করা গেছে যে লিপিকররা পুথির সম্ভাব্য বিনাশকারী বা হরণকারীর উদ্দেশ্যে অনেক গালাগালি লিখে গেছেন। এগুলি থেকে সে-যুগের গালাগালির চিত্রটা সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তবে বাংলা পুরোনো পুথি বলতে যা বুঝি, তার খুব অল্পই অষ্টাদশ শতকেরও আগে রচিত। তবু, এই পুষ্পিকার রীতিটি প্রাচীন, তার ভাষার ধরনটাও তাই।

রাজসাহীর 'সুপ্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'

তাদের সংরক্ষিত পুথিগুলির একটি বিবরণ প্রকাশ করেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিত সমেত। ১৮২ সংখ্যক পুথিতে আমরা পাই এইরকম বিবরণ :

যত্ন করি এই পুঁথি করিলাম লিখন।
ইহা যদি চুরী করি লয় কোন জন॥
মাতা তার শূকরী হয় জনক শূকর।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ তাহার উপর।[৫]

সাধারণভাবে এ-কথা বোঝা শক্ত নয় যে বাংলায় স্ল্যাং-এর প্রচলন সবসময়ই ছিল, কিন্তু প্রাগ্‌আধুনিক বাংলা স্ল্যাং-এর যথাযথ পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। গালাগালি ব্যতীত অন্যান্য স্ল্যাং-এর সঠিকরূপ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রবণতাটুকু ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র। উনিশ শতক থেকে আমরা স্ল্যাং-এর যথার্থ রূপ লক্ষ করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা স্ল্যাং

ঊনবিংশ শতাব্দী যে কেবল বাংলা স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ তা নয়। সাধারণভাবে সারা পৃথিবীতেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ল্যাং সম্পর্কিত ধারণার একটা পরিবর্তন হচ্ছে। এ বিষয়ে I.L.Allen বলছেন :

> Slang first emerged in abundance where diverse people met at the cultural crossroads of the ancient market city; it flourished in the more diverse and occupational interdependent medieval city. For the same but more complex reasons in the nineteenth century slang became part of the life of modern cities, or more validly today of modern society in general.[৬]

স্ল্যাং বেশি ব্যবহার হয় শহরাঞ্চলে। কলকাতার আগে বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ বা কৃষ্ণনগরের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর থাকলেও কলকাতাকে কেন্দ্র করেই যথার্থ নাগরকিতা বা urbanisation-এর সূত্রপাত। কলকাতার নাগরিকতার কিছু বিশিষ্ট লক্ষণের কথা এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যেগুলি বাংলা স্ল্যাং-এর ব্যাপক বিস্তারকে সম্ভব করে তুলেছিল।

বাংলা স্ল্যাং-এর লিখিতরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে স্পষ্ট করে

পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের বিভিন্ন রচনায় স্ল্যাং সম্পর্কে বাঙালি পাঠক তথা মনীষীদের ভাবনাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাভাষা কখনো কখনো সংযম হারিয়ে ফেলছে এমন অভিযোগ অনেক সময় লক্ষ করা গেছে। এটাও ঘটনা যে বাংলাভাষায় বিগত দুশো বছর ধরে যে-হারে স্ল্যাং-এর ব্যাপ্তি ঘটেছে, তা আগে কখনো ঘটেনি। স্ল্যাং-এর প্রয়োগ অবশ্যই বাংলাভাষায় তার বহু আগে থেকেই ঘটে আসছে, কিন্তু সে-সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা এবং নতুন নতুন শব্দসৃষ্টি এবং সেগুলির স্বীকৃতি আগে এতটা ব্যাপক ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে স্ল্যাং-এর এই ব্যাপ্তির পিছনে কিছু কারণ রয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই কলকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। কোম্পানির আমলে উপার্জনের নানা উপায় বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ কলকাতায় আসতে শুরু করে। ভাগ্য-অন্বেষণে আসা এই সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জন। ফলত রুচি বা শিক্ষার চর্চা ছিল এদের কাছে গৌণ। ইংরেজ বণিকের হাতে তখন নানাবিধ চাকরি—অথচ যথেষ্ট সংখ্যক ইংরেজের অভাব। ইংরেজের অধীনে চাকরি করে বা ইংরেজের সঙ্গে ব্যাবসা করে বা নিছক ইংরেজের মোসাহেবি করে তখন অনেক বাঙালি বিপুল ধন অর্জন করেন। ধনাঢ্য হবার কারণে এঁরা রাতারাতি বাঙালি সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁরাই তখন সৃজ্যমান নতুন বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাদের রুচির অভাববশত সংস্কৃতিও হয়েছে বিকৃত সংস্কৃতি। এর স্বাভাবিক প্রভাব পড়েছে ভাষার ওপরেও।

তাছাড়া কলকাতার বাঙালি সমাজে বহু অঞ্চলের মানুষ কেন্দ্রীভূত হল। তাদের স্বতন্ত্র উপভাষার মিশ্রণে এক নতুন মান্য চলিত বাংলার উদ্ভব উপভাষা থেকে শব্দ স্ল্যাং হিসেবে চলে এল। এর সঙ্গে সামগ্রিক রুচিবিকার যুক্ত হয়ে স্ল্যাং সমাজে বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাভাষা ও বাঙালি রুচির বিকৃতি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী রচনা করতে গিয়ে। একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন :

...এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং

> ক্রমেই প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে।
>
> কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সে কবিতাযুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ একদিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে এত কদর্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! [১]

কলকাতার যে-সংস্কৃতির উদ্ভব হয়, তা প্রধানত বণিক সংস্কৃতি। প্রথম পর্যায়ে তাতে শিক্ষা ছিল গৌণ। ফলত, বাংলা স্ল্যাং এ সময়ে যথেষ্ট witty হয়ে উঠতে পারেনি। গ্রাম্যতাই ছিল তার চরিত্র। তাই সেকালের ব্যবহৃত বহু শব্দ পরবর্তীকালে স্ল্যাং হিসেবে বর্জিত হয়েছে, কিংবা নিছক অশ্লীল শব্দ হিসেবেই টিঁকে গেছে। প্রসঙ্গত, আমাদের অন্বিষ্ট যে-মান্য স্ল্যাং তার একটি স্বাভাবিক লক্ষণই হল বুদ্ধিদীপ্ততা। এই সময়ের স্ল্যাং-এ সেটা অনুপস্থিত। এজাতীয় কিছু শব্দের নিদর্শন থেকে আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে : *মাগি* শব্দটি বর্তমানে নিছক গালাগালি হিসেবেই প্রচলিত। এমনকি সুন্দরী মেয়ে বা সাধারণভাবে মেয়ের প্রতিশব্দ হিসেবে মান্য স্ল্যাং-এও শব্দটি এখন ব্যবহৃত হয় না। অথচ শব্দটি যে কিছুকাল আগে অবধিও স্ল্যাং ছিল না তা বোঝা যাবে দু'তিন প্রজন্ম আগের মানুষের কথোপকথনে শব্দটির অনায়াস স্বীকৃতিতে। এই সূত্রে আমরা লক্ষ করতে পারি অষ্টাদশ শতকে রচিত একটি বাংলা গদ্য গ্রন্থ—*কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*। এই গ্রন্থে মাগ ও ভাতার শব্দদুটি ব্যবহৃত—কিন্তু সেটা নিছক স্বামী-স্ত্রী অর্থে। এই গ্রন্থের একটি অংশ আমরা উৎকলন করে দেখতে পারি মাগ ও ভাতার শব্দগুলি প্রয়োগ :

> বাকিয়ারাস্ শুহরে দুই বিভাস্ত আছিল : মাগ সুশীল, ভাতার কুশীল হইল। এ কু ভাতার এক রবিবারে মাতাল হইয়া শুঁড়ির দোকানে শুইয়া রহিল। এহা শুনিয়া তাহার যে মাগ, সে দোকানতে গিয়া, ভাতার মাতাল দেখিয়া

তাহারে কহিল, ঠাকুর, মুনিয়ে দেখিলে কি কহিবে? চলো যাও বাড়িতে। এহা শুনিয়া ভাতারে বড় ক্রোধ হইয়া মাগেরে কিলাইতে লাগিল, এবং গাইল অনেক দিল। ৮

বিদ্যাসাগরের *প্রভাবতীসম্ভাষণ* গ্রন্থে শব্দটির মান্য শব্দ হিসেবে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগর লিখছেন :

যেন, তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'মাগী শোলো' বলিয়া আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছ।

এরপর পাদটীকায় বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন :

মাগী শুইল। আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম; তদনুসারে, তুমি মাগী শব্দে আত্মনির্দেশ করিতে। ৯

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে *মাগি* শব্দের ব্যবহার অজস্র। শব্দটি সেখানে ঠিক শিষ্টভাষা হিসেবে ব্যবহৃত না হলেও বর্তমানে শব্দটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হীনতার বোধ তাতে ছিল না। বরং *বেটি* বা *ছুঁড়ি* শব্দের সমার্থদ্যোতক একটি শব্দ হিসেবেই শব্দটির ব্যবহার পাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যদিক থেকে বিতর্কিত আনন্দবিদায় (১৯১২) নাটকের অংশ বিশেষ এই সূত্রে আমরা উৎকলন করি :

পুরুষ সকলে। আমরা শুন্‌বো না, শুন্‌বো না, কুনীতি! অশ্লীল। [প্রস্থান]
১ম শ্রোত্রী। এ কি হোল। সব উঠে চলে' গেল।
২য় শ্রোত্রী। বল্‌লে ও কুরুচি।
৩য় শ্রোত্রী। কুরুচি কি রকম! এ গানের মধ্যে 'ভাতার' কথা নেই, 'মিন্‌সে' কথা নেই—কি ঐ রকম অশ্লীল কথা নেই। ১০

ভাতার বা *মিনসের* মতো শব্দ যে একেবারেই অশ্লীল বলে কোনো কোনো মহলে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তা এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট। ভর্তৃ বা মনুষ্য শব্দ থেকে উৎপন্ন শব্দগুলির বাহ্যত স্ল্যাং হিসেবে পরিগণিত হবার কোনো কারণই নেই। কিন্তু এগুলি কালক্রমে মান্যভাষা থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত কালান্তরে শব্দের শিষ্টতার পরিবর্তন এর মধ্যে দিয়ে ধরা যেতে পারে। এখনো বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় এগুলি স্ল্যাং হিসেবে গণ্য নয়।

আমরা এই সময়কার কিছু শব্দ সম্পর্কে এই সূত্রে আলোচনা করতে পারি :

মাগি : (<পালি *মাতুগাম*) নারী অর্থে শব্দটির ব্যবহার মান্য ভাষাতেও হত। উনিশ শতকে ব্যাপরহারে সাহিত্যেও প্রয়োগ রয়েছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধেও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বর্তমানে নিছক গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত। মান্যভাষায় অধুনা শব্দটি অস্বীকৃত।

মিনসে : (<সং. মনুষ্য) মানুষ শব্দের অপভ্রংশ। মাগির সঙ্গে মিনসে শব্দটি বহুল প্রযুক্ত। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, প্রমথনাথ বিশীর *কেরী সাহেবের মুন্সী* উপন্যাসে কেরির উক্তি :

> এরপরে যখন আমি প্রভুর নাম প্রচার করব, সমবেত জনতাকে সম্বোধন করব, হে মাগী, মিন্সে ও অন্যান্য ফলানাগণ। [১১]

রাঁড় : (<সং. রণ্ডা) বিধবা বা বেশ্যা অর্থে শব্দটি মধ্যযুগেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশ শতকের বহু প্রহসনে শব্দটি পাওয়া যায়। এটির বর্তমানে কেবল বেশ্যা অর্থে অশ্লীল প্রয়োগ মেলে।

খানকি : (ফা. খান্‌গী) বেশ্যা অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দটিও বর্তমানে কেবল অশ্লীল গালাগালি হিসেবেই পাওয়া যায়। কেরির *কথোপকথন*-এ শব্দটির জোরালো প্রয়োগ আছে।

দৃষ্টান্ত-সংখ্যা বাড়ানো বাহুল্য কারণ পরিশিষ্ট অংশে আমরা যে-অভিধানটি প্রস্তুত করেছি তাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক নিদর্শন আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে নির্দেশ করেছি।

উনিশ শতকের সাহিত্যের ভাষা প্রধানত সাধুভাষা হলেও কথ্যভাষা তখন থেকেই একটু একটু করে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ১৮০০ সালে প্রকাশিত উইলিয়ম কেরির *কথোপকথন* গ্রন্থে বাংলা কথ্যভাষা তথা স্ল্যাং বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনধারণকে আশ্রয় করে যে-ব্যঙ্গবিদ্রূপ জাতীয় রচনা লেখা হয় তার মধ্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার প্রচুর। আমরা সাহিত্যে স্ল্যাং অধ্যায়ে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্তমানে আমরা লক্ষ করব, ভাষার মধ্যে হালকা শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে সে-সময়ে বিভিন্ন মানুষ কীভাবে ভেবেছেন।

এই সূত্রে প্রথমেই মনে পড়বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়*-এর কথা। সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলার মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার যে প্রথম থেকেই সহজভাবে হয়েছিল, এমন নয়। বস্তুত বহু আরবি-ফারসি শব্দ, যা আজকের মান্যবাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা এক সময় স্ল্যাং হিসেবেই বাংলায় প্রবেশ করে। সে-জাতীয় অনেক শব্দের একটি তালিকা তৈরি করেন ভবানীচরণ। বিদেশীর প্রশ্ন এবং নগরবাসীর উত্তরের মধ্যে দিয়ে যে-সমস্ত শব্দ এগ্রন্থে পাওয়া যায়, তার মধ্যে একদিকে যেমন আছে কলম, কম, কাঁচা, খুসি, গরম, ঘুম, জায়গা, ঠাণ্ডা, তাগাদা, দেরি, ভোর ইত্যাদি অত্যন্ত পরিচিত বর্তমানের মান্যশব্দ, অন্যদিকে তেমনি আছে কবুল, খামকা, খোসামোদ, খোস, জবর, জান, ঠাওর, ডর, তাজ্জব ইত্যাদি বর্তমানের কথ্যশব্দ। অন্যদিকে কমিনে, খালাস, ঠাঠ প্রভৃতি স্ল্যাং-ও সেখানে স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এই তালিকার প্রায় সমস্ত শব্দই স্ল্যাং হিসেবে তখন ব্যবহৃত হত। ১৮০-র বেশি শব্দের মানে সহ তালিকা ছাড়াও এতে আরো অনেক শব্দ একত্র করা হয়েছে যেগুলির মানে দেওয়া না থাকলেও সেগুলির নিশ্চিতভাবেই একই জাতীয় শ্রেণি বিভাজন করা যায়। তার মধ্যে আছে খুসকী, খেলাৎ, গুনাগারি, চটক, চুকলি, টালমাটাল, ঠিকানা, দোকান, ফেরাফেরি ইত্যাদি শব্দ। 'যাবনিক শব্দ' বলে অভিহিত এই শব্দাবলির ব্যবহারের প্রতি যে সামাজিক অনুমোদন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল তা তাঁর রচনা থেকেই বোঝা যায় :

> ...ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কৰ্জ্জ, কষাকষি, কাজিয়া ইত্যাদি ককার অবধি ক্ষকার পর্য্যন্ত, ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই তাহা হইতে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না।[১]

বিদ্যাসাগর সংগ্রহ করেছিলেন অনেক বাংলা শব্দ। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৮ম বর্ষের সংখ্যায় সে-সমস্ত শব্দের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সে-তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখা যাবে তৎকালীন বাংলা স্ল্যাং-এর বেশ কিছু নিদর্শন সেখানে স্বীকৃত হয়েছে। *অক্কা, অগা,*

অখাস্বা, উদমাদা, এঁড়, চুকলিখোর, ডামাডোল, নেকাপনা, পিঙলা, মেদামারা ইত্যাদি বেশ কিছু স্ল্যাং সেখানে সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলায় একদিকে যেমন স্ল্যাং-এর প্রয়োগ ক্রমশ বাড়ছিল, অন্যদিকে তেমনি পণ্ডিতদের প্রভাবে প্রচুর তৎসমবহুল ভাষা ব্যবহারও লক্ষ করা গেছে। বস্তুত, এই প্রবণতাটিও স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেছেন :

> আমি নিজে বাল্যকাল ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ চিনি বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় দধি বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে।... পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা দরকার। [১৩]

অবশ্য সব পণ্ডিতদের ভাষা এমন ছিল না। বিদ্যাসাগরের মুখের ভাষা প্রসঙ্গে রাধারমণ মিত্র জানাচ্ছেন :

> যে বিদ্যাসাগর লেখায় সাধুভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না, সে বিদ্যাসাগরই কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না, সংস্কৃতের ধার দিয়াও যাইতেন না, এমন কি বাংলা অশিষ্ট শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। [১৪]

এবিষয়টি প্রমথনাথ বিশী তাঁর গল্পে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। *কুন্দনন্দিনী বিষপান* গল্পের অন্যতম চরিত্র বিদ্যাসাগরের একটি সংলাপ হল :

> দূর মাগী আমি হলেম গিয়ে কিনা তোর বাপের শালা। [১৫]

বিদ্যাসাগরের মতোই স্ল্যাং ব্যবহার করতেন আরো অনেক মনীষী। রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের কথা এই সূত্রে মনে পড়বে।

কলকাতার স্ল্যাং-এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থে। ছাপার অক্ষরে এজাতীয় ভাষার প্রকাশে সে-কালের মানুষের

মধ্যে যে কিছু আলোড়ন দেখা গিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। রামগতি ন্যায়রত্ন এহেন ভাষার রুচি বিকৃতির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন তাঁর *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭৩) গ্রন্থে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে *বিবিধার্থসংগ্রহ* পত্রিকায় স্বীকার করেন যে স্ল্যাং বহুল আলালি ভাষাই ছিল তৎকালীন কলকাতার মুখের ভাষায় যথার্থ প্রতিরূপ :

> ...গ্রন্থকারের লিপিপ্রণালী বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, এবং বোধ হয় গ্রন্থকার নিজোক্তিরূপে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত করিলে প্রশংসনীয় হইত; পরন্তু তাঁহার কল্পিত নায়কেরা যে যাহা করিয়াছে, তাহা অবিকল সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে। কি ইতর লোকের অশ্লীল শ্লেষোক্তি, কি পণ্ডিতের অসাবধান সময়ের সামান্য কথা, কিছুরই কোন অংশে অন্যথা হয় নাই। কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া ও ইংরাজী পারসী মিশ্রিত প্রচলিত কথা পল্লীগ্রামে অনায়াসে বোধগম্য হইবে না; পরন্তু এ গ্রন্থ কলিকাতার ভাষায় কলিকাতাস্থদিগের শ্লেষে লেখা হইয়াছে; সুতরাং পল্লীগ্রামে ইহা বোধগম্য না হইলে ক্ষতি নাই।[১৬]

বুঝতে অসুবিধে হয় না, কলকাতার স্ল্যাং-ই *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। সে-কালে কলকাতায় যে এই ভাষা যথেষ্টই ব্যবহার হত, তা-ও এই সমালোচনা থেকেই স্পষ্ট।

উনিশ শতকের ইতিহাসের গতি বিচিত্রমুখী। একটি শতাব্দীর মধ্যে এত অজস্র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে যে বাঙালির ইতিহাস পার করে এসেছে প্রায় কয়েক শতাব্দীর দূরত্ব। বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও রূপান্তর ও অগ্রগতি বিস্ময়কর। গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব সাহিত্যের বাংলাভাষাকে কথ্যভাষার কাছাকাছি এনে দিচ্ছে। নকসা, প্রহসন, তর্কবিতর্ক ও অন্যান্য নানা বিবরণধর্মী রচনায় কথ্য তথা স্ল্যাং প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে একধরণের শুদ্ধ ও অবিকৃত রুচিবোধ গড়ে তোলার একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা গেল। ব্রাহ্মধর্মান্দোলন এ-ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগণ্য। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের সুরুচি ও বিশুদ্ধ মানসিকতার মধ্যে পবিত্রতার একটা ধারণা জড়িত ছিল। প্রসঙ্গত মনে পড়বে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কথা—যিনি জনৈক যুবকের রুচিবিকার যাতে

না হয়, সেই জন্য স্টার থিয়েটারের হদিশ জানা সত্ত্বেও তাকে তা জানাতে অস্বীকৃত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বহু ব্যক্তি তাঁদের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরেন। পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে হিন্দুসমাজেও আদর্শ ও নৈতিকচেতনার প্রভূত উন্নতি ঘটে। তা ছাড়া, সবচেয়ে বড়ো কথা, শিক্ষার প্রসারের ফলে, একটি শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই সময়ে গড়ে ওঠে যাদের মধ্যে ভিক্টোরীয় যুগের শালীনতাবোধ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

সাধারণভাবে বিষয়বস্তু ও ভাষার অশ্লীলতার একটা বিরুদ্ধতা তৈরি হয়ে উঠেছিল। রেভারেন্ড জেম্স্ লং উদ্যোগী হয়েছিলেন অশ্লীলতা নিবারণী আইন প্রণয়নে। *তত্ত্ববোধিনী* থেকে শুরু করে বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। *বঙ্গদর্শন*ও ছিল এব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয়। প্রসঙ্গত *বঙ্গদর্শন*-এর ভূমিকা সম্পর্কে জনৈক সমালোচক জানাচ্ছেন :

> বঙ্গদর্শনের মতে অশ্লীলতা ছিল বাঙালির জাতীয় দোষ। তদানীন্তন বাঙালি রসিকতা বলতে বুঝতে অশ্লীলতা, গালাগালি বা ইতর ইঙ্গিত। 'যাহা ভদ্রের অশ্রাব্য বা অপাঠ্য এবং সুনীতির বিনাশক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা'। তদানীন্তন যাত্রাওয়ালারা বাঙালির এই কুপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করেছিল, কেন না, 'যে সকল কবি এক্ষণে গীত বাঁধিতেছেন তাহারা...চিত্তবৃত্তিকে ঘৃণিত ও অপবিত্র করিয়াছে।'...বাঙালির রুচি সংস্কারের প্রয়োজন বঙ্গদর্শন অনুভব করেছিল এবং কোঁৎ কথিত intellectual sanitation রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এজন্য অশ্লীলতা দুষ্ট গ্রন্থপ্রণেতাদের বঙ্গদর্শন কঠোর তিরস্কার করেছিল, 'হুতোমের আত্মভূত ভাইগণ'-রচিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। পাঠকের রুচিকেও বঙ্গদর্শন ধিক্কার দিয়েছিল। [১৭]

সে-সময়ে একটি অশ্লীলতার নিবারণী সভা-ও কলকাতায় স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের *উঃ মোহান্তের এই কাজ* প্রহসনে সমাজের নিম্নবর্গীয়দের ঠাট্টাতামাশায় অশ্লীলতার কথা বলা হয়েছে :

ভুবন॥ আরে শুনছ, কেশববাবু নাকি আইন কর্চ্চেন, খারাপ কথা কইলে ম্যাদ হইবে।

যদু॥ হ্যাঁ, যাতে অশ্লীল ভাষা নিবারণ হয়, তারই জন্যে চেষ্টা হচ্ছে। তা কেবল কেশববাবু কেন আরও অনেক বড় বড় লোকও তাতে আছেন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী-সভাও ত তাতে আছে।

ভুবন॥ এই আশ্চে রোববার বিদ্যাসুন্দর পোড়াবে। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে।

বিপিন॥ বিদ্যাসুন্দর একখানা অশ্লীল বই তাতে আর সন্দেহ কি!

যদু॥ বাবুরা আবার সক্ করে ঐ বই পরিবারদের পড়িতে দেন।

ভুবন॥ ...বাঙ্গালা হলেই যত দোষ। ইংরাজী কত বয়ে বিদ্যাসুন্দরের চেয়ে যে শত গুণে অশ্লীল আছে, তা কিন্তু এন্ট্রেন্স কোর্সে থাকে; ছেলেরা তা শতবার অম্লান বদনে বাপমা গুরুজনদের সামনে পড়ে, তার বেলা দোষ হয় না—সেজে ইংরাজী বই।

যদু॥ আরও ত অনেক বই আছে, সে সব ত বন্ধ করা উচিত; আর এই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, মুটে, মজুর, প্রভৃতির ইয়ারকি যার জন্যে রাস্তায় চলা যায় না, তাও ত বন্ধ করা উচিত।[১৮]

বোঝা যায় কেবল *বিদ্যাসুন্দরের* যৌনতাই নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা সম্পর্কেও এক ধরণের প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে ঘটছে। এ-সমস্ত প্রতিক্রিয়া, ব্রাহ্মসমাজ তথা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা এবং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো দুজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ও সাধারণভাবে তাঁদের সাহিত্যে স্ল্যাং-এর অল্পতার কারণে বাংলা স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বড়ো মাপের পরিবর্তন ঘটে যায়। এর ফলেই প্রধানত বিংশ শতাব্দীতে গ্রাম্যতাবর্জিত, ব্যঙ্গদীপ্ত, মার্জিত, যথার্থ নাগরিক স্ল্যাং বা মান্য স্ল্যাং-এর উদ্ভব ঘটে।

এই শতকের নাগরিকতার একটি বিশেষ দিক হল বেশ্যা ও বাঈজি সংস্কৃতির বিকাশ। আমরা লক্ষ করি, নিষিদ্ধ পল্লিতে নানা ধরনের ছড়া, প্রবচন, গান ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, যার বিষয় মুখ্যত যৌনতা। এই সমস্ত সাহিত্যেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ক্রমশ লক্ষ করা যায় যে স্ল্যাং-এর প্রয়োজনীয়তা এবং বলিষ্ঠতা সম্পর্কে ক্রমশ মনীষীরা মনোযোগী হচ্ছে।

১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *বঙ্গদর্শন*-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে : *নূতন কথাগড়া*। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> ...নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে প্রকাশকের বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। হঠাৎ যাহা হয় একটী করিয়া ফেলা উচিত নহে। কারণ এরূপ কার্য্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভাল না হইয়া মন্দ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নূতন জিনিসের নাম দিতে হইলে, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে সকল কথা চলিত আছে, সেগুলি প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা উচিত। যদি তাহার মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন সুন্দর কথা পাওয়া যায় যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।[২০]

পরিভাষা নির্মাণের কাজে 'চলিত ভাষা' এবং বিশেষ করে 'ইতর ভাষা'কে এই গুরুত্বপ্রদান আমাদের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে।

বিশ শতকের সূচনা ও স্ল্যাং বিষয়ক সচেতনতা

বিংশ শতাব্দীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লক্ষ করব বাংলা স্ল্যাং নিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীমহলে নানাবিধ তর্ক জেগে উঠছে। তার আগে প্রায় একশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাংলাভাষায় সচেতনভাবে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ হয়েছে। এইবারে বাঙালির সচেতনতার পালা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ—সকলেই এই সময়ে বাংলা স্ল্যাং সম্পর্কে বিশেষ করে আগ্রহ করছেন। বিষয়টি কিছুটা গোষ্ঠীগত ভাবনাসঞ্জাত, কিছুটা ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয় উদ্যোগ।

উনিশ শতকের শেষ বছরটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ তারিখে বিবেকানন্দ একটি চিঠি লেখেন *উদ্বোধন* পত্রিকার সম্পাদককে। চিঠিতে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সংখ্যার *উদ্বোধন* পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় *বাঙ্গালা ভাষা* নামে। প্রবন্ধটিতে বিবেকানন্দ চলিতভাষার সপক্ষে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন :

...যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম-দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দু'ম করে—'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ।[২১]

চলিত ভাষার সপক্ষে বলেছিলেন বিবেকানন্দ, আলাদা করে স্ল্যাং-এর সপক্ষে নয়, কিন্তু তাঁর নিজের ভাষাব্যবহারের মধ্যে দিয়েই তাঁর পক্ষপাতটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার* সপ্তম ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের *বাংলা শব্দদ্বৈত* প্রবন্ধ। এই বছরই তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যয়ের *ভাষাতত্ত্ব* প্রবন্ধ। পরের বছর, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের প্রবন্ধ *বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব* প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যায়। প্রত্যেকটিই প্রবন্ধেই স্ল্যাং-এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রবন্ধটির শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় টীকা যোগ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

বর্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ শব্দই গ্রাম্য অপভাষায় ব্যবহৃত হয়; সাধু ভাষায় তাহাদের ব্যবহার নাই, বোধ করি কখন হইবেও না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্যভাষা ও সাধু ভাষা উভয়েরই সমান আদর। বরং গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায় সাধু ভাষা হইতে তেমন হয় না। এই জন্য গ্রাম্য slang শব্দের সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন; এই সংগ্রহ কার্য্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।[২২]

তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যটি অত্যন্ত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। এবং কিছুটা হয়তো দুঃসাহসীও বটে। কারণ সে-কালে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন সর্বত্র পাওয়া যাবে না। ১৩০৮ সালে সাহিত্যপরিষৎ—*বাংলা ব্যাকরণ* নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সভায় মূল বক্তৃতার পরে একটি বিতর্ক হয়। তাতে বাংলা ভাষায় স্ল্যাং-এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন বীরেশ্বর পাঁড়ে। তাঁর বক্তব্য ছিল এইরকম :

এখন যে আকারের ভাষা লেখা পড়ার ভাষা বলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা

> বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত ভাষার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে চলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত শব্দবাহুল্য থাকায় তাহা চাটগাঁ হইতে আসাম এবং মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি সর্ব্বত্র বোধ সুলভ আছে, কিন্তু এই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া যদি প্রদেশের অপভাঙ্গা এবং গ্রাম্যভাষার শব্দ দিয়া নূতন করিয়া গড়িতে যাই, তবে ফল কি হইবে? এতদিনের চেষ্টায় যাহা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আবার পিছাইয়া পড়িবে।[২৩]

রক্ষণশীলতার এই ধরনটা সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় লক্ষ করা যায়নি।

১০ ডিসেম্বর ১৯০১ (২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে *বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়েন। সংস্কৃত নয়, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের হয়েই রবীন্দ্রনাথ কথা বলেন এই প্রবন্ধে। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বা বীরেশ্বর পাঁড়ের মতো বিপক্ষবাদী সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতার সূত্রে সভাপতির ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদের ব্যবহার ও গঠন ও নিয়মাদি বাংলা ব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলিকে Slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা বাংলা ভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের প্রযত্ন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার* সম্পাদকীয় টীকা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা সত্যেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য, বিবেকানন্দের লেখা এবং তার বিপক্ষে বীরেশ্বর পাঁড়ের মতো মানুষ—সব মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই স্ল্যাং সম্পর্কিত সচেতনতা এক বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে এত সব সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে স্ল্যাং সংগ্রহের কাজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে শুরু হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা স্ল্যাং

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা স্ল্যাং-এর চরিত্র বদলেছে দ্রুত। স্ল্যাং-এর পরিবর্তনের পিছনে বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষের সামাজিক নানাবিধ সমস্যা বিশেষভাবে

ক্রিয়াশীল ছিল। শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বে স্ল্যাং-এর ব্যবহার এই শতকে বেড়েছে, কারণ জীবন ও সভ্যতা সম্পর্কে মানুষের পুরোনো মূল্যবোধসমূহের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে এই শতাব্দীতে। বস্তুত, সমস্ত ভাষাতেই নিছক অপরাধজগতের ভাষা বা গোষ্ঠীবিশেষের ভাষা থেকে সর্বজনগ্রাহ্যতায় স্ল্যাং-এর উত্তরণ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে।

বাংলাভাষার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত পরিবর্তন বিষয়ে আমরা চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

লক্ষ করলে দেখব বাংলা স্ল্যাং-এর শব্দভাণ্ডারের অনেক পরিবর্তন ঘটছে বিংশ শতাব্দীতে। ইংরেজির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাংলা স্ল্যাংকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আসলে স্ল্যাংবিষয়ক সচেতনতা বাঙালির এই প্রথম দেখা গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ল্যাং-এর নেতিবাচক দিকটাই প্রধান ছিল। কিন্তু স্ল্যাং যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি বিষয়, এবং স্ল্যাং-এর ব্যবহার যে ভাষাকে আরো বলিষ্ঠ করে তোলে, সেই সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাং সৃষ্টি করবার প্রবণতা মানুষের মধ্যে অনেক বেশি বেড়ে যায়। ফলত বিংশ শতাব্দীতে স্ল্যাং-এর ব্যবহার যে পরিমাণ হয়, তা অপূর্ব।

স্ল্যাং বিষয়ক আমাদের মনোভাব বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত পরিবর্তনশীল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এই সূত্রে আমরা করতে পারি। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার *পরিচয়* পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসান একটি প্রবন্ধ লেখেন *কবি সত্যেন্দ্রনাথ* নামে। প্রবন্ধটি এক অংশে তিনি বলছেন :

> ইংরেজীতে যাহাকে slang বলে, যাহাকে অভিধানকারেরা অপভাষা আখ্যা দিয়ে থাকেন, তাহার প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে—
>
> বাদল দিনের উদলা ঝামট
> ভাসিয়ে দেবে সৃষ্টি
> লাগ্‌বে উছট ছাটের জলে,
> ঝাপসা হবে দৃষ্টি।[২৫]

যে-অংশটিতে স্ল্যাং-এর প্রাচুর্য আছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে, আজকের বিচারে তাতে একটিও স্ল্যাং আছে কিনা সন্দেহ। কয়েকটি কথ্যশব্দের ব্যবহার হয়তো আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ স্ল্যাং একটিও নেই। তা সত্ত্বেও সমালোচকের এহেন অভিমত থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়। প্রথমত, স্ল্যাং

সম্পর্কিত ধারণার একটা বদল ক্রমশ ঘটে গেছে। দ্বিতীয়ত, কবিতার ভাষায় কথ্যশব্দ দেখতে বাঙালি পাঠক তখনো তৈরি হয়নি—ফলে সাধারণ বাগ্‌ধারাকেও স্ল্যাং বলে ভুল করেছেন সমালোচক। স্ল্যাং সম্পর্কিত ধারণা যে কতটা বদলেছে, এইটা তার একটি ভালো দৃষ্টান্ত।

শব্দের তীব্রতা কালক্রমে পরিবর্তনশীল। আমরা লক্ষ করি যে অনেক সময় খুব তীব্র গালাগালিও কালক্রমে সাধারণ শব্দে পরিণত হয়। কথার মাত্রা হিসেবেই অনেক সময় স্ল্যাং-এর ব্যবহার দেখা যায়। সেটা অবশ্য শুধু বাংলায় নয়, ইংরেজিতেও দেখা যায়। ইংরেজি, বিশেষত আমেরিকান ইংরেজিতে *fuck* শব্দটি প্রায় যে-কোনো সাধারণ শব্দের মতোই ব্যবহৃত হয়। বাংলায় *বাঁড়া* শব্দটি প্রায় সেই শ্রেণির। অন্যদিকে নঞর্থক কিছু বোঝাতে *বাল* শব্দের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময়ই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় কোনো রকম যৌনঅনুষঙ্গ ছাড়াই। শব্দগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো জড়তাও কাজ করে না।

ভাষার লিখিত যে-রূপ, তার মধ্যে একটা অনমনীয় ব্যাপার আছে। কোনো ভাষার লিখিত রূপ বদলায় না সহজে। এর একটা বড়ো কারণ এই যে লিখিত রূপের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার করা হয় প্রধানত অভিধান মেনেই। ফলত ভাষার মধ্যে নতুন শব্দ কদাচিত চোখে পড়ে। এমনকি, পুরোনো শব্দের নতুন অনুষঙ্গে ব্যবহারের দৃষ্টান্তও খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু কথ্যভাষা যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে একটি ভাবের সংবহনেই সীমাবদ্ধ, লিখিতভাষার মতো ভবিষ্যতে পঠিত হবার সম্ভাবনা তার থাকে না, সেহেতু কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে অনেক সময় লক্ষ করা যায় তাৎক্ষণিক শব্দের স্বীকৃতি। একেবারে কোনো বিশেষ তাৎক্ষণিক ঘটনা, যা কোনো দুজন ব্যক্তিমাত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা চলে আসতে পারে তাদের নিভৃত কথোপকথনের মধ্যে কোনো বিশেষ অনুষঙ্গ নিয়ে। এভাবেই কার্যত কথ্যভাষার মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তনশীলতা তৈরি হয়, যে-পরিবর্তন মান্যভাষায় সহজে স্বীকৃত হয় না। আমরা পরবর্তী স্তরে সাহিত্যে স্ল্যাং নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানেও আমরা লক্ষ করব যে খুব বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষেত্র বাদে সাহিত্যে সে-সমস্তই স্ল্যাংই প্রাধান্য বা স্বীকৃতি পেয়েছে, যেগুলি

সমাজে সাধারণত ব্যাপকভাবে প্রচলিত—অর্থাৎ যেগুলিকে আমার মান্য স্ল্যাং বলে অভিহিত করেছি।

তাৎক্ষণিক তা স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অজস্র নতুন শব্দের উদ্ভব হয়েছে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাৎক্ষণিক বিষয়কে অবলম্বন করে শব্দভাণ্ডারের বিস্তার সব সময়ই হয়ে থাকে। বাংলা প্রবাদের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে সেজাতীয় সংযোজনের পরিমাণ অনেক বেশি; পাশাপাশি শব্দগুলির স্থায়িত্বও অনেক কম। এই শতাব্দীর প্রযুক্তিগত নানা অগ্রগতির কারণে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বেড়েছে, মানুষের জগৎই ছোটো হয়ে এসেছে। বিশ্বব্যাপী যে-কোনো ছোটো-বড়ো ঘটনার খবর মানুষ পেতে পারে সহজেই। মানুষের জীবনে তাই প্রাত্যহিক ঘটনার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ভাষাতে, বিশেষত স্ল্যাং-এও তার প্রভাব পড়ে। বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের ঘটনাই আজ বাংলা স্ল্যাং হয়ে উঠতে পারে।

এই সূত্রে আমরা কিছু নিদর্শন দেখতে পারি, যেগুলি একান্তভাবে বিংশ শতাব্দীর স্ল্যাং। আশির দশকের গোড়ায় স্কাইল্যাব নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে। সেই অনুষঙ্গে জাত *স্কাইল্যাব* শব্দটি বাংলা স্ল্যাং হিসেবে স্বীকৃত। একই ভাবে হ্যালি ধূমকেতুর অনুষঙ্গে *হ্যালি* শব্দটি বাংলা স্ল্যাং-এ চলে। পশ্চিমবঙ্গের দুজন মুখ্যমন্ত্রী আলাদা আলাদা অনুষঙ্গে বাংলা স্ল্যাং-এ স্থান পেয়েছেন। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের ফাঁকা প্রতিশ্রুতিকে ব্যঙ্গ করা ফাঁকা জিনিস বোঝাতে, বিশেষত ফাঁকা চায়ের কাপ বোঝাতে *সিদ্ধার্থ* শব্দের ব্যবহার এক সময়ে জনপ্রিয় ছিল। অন্যদিকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে লোডশেডিং হলে মানুষকে বলতে শোনা যায় *জ্যোতিবাবু চলে গেলেন*।

এই শতাব্দীতে, বিশেষত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে বিজ্ঞাপনের প্রভাব। সংবাদপত্র বা বিজ্ঞাপন—দুটোই একেবারে তাৎক্ষণিক বিষয়। আসলে শহরের মানুষের মধ্যে যে-জনপ্রিয় ভাষা, তার মধ্যে স্ল্যাং-এর একটা বড়ো ব্যবহার আছে—সে-বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। সংবাদপত্রের ভাষা সাহিত্যের ভাষা নয়। তাতে সব

শ্রেণির পাঠককে আকর্ষণ করবার জন্য যুগোচিত ভাষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা লক্ষ করব যে সাধারণভাবে বাংলা লিখিত ভাষার যে-রূপ সংবাদপত্রে অনেক সময়ই তার ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। বিশ শতকের শেষ বছরে *আনন্দবাজার পত্রিকা*র সংবাদ শিরোনামে কী জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা আমার এই সূত্রে দেখতে পারি :

১. খানাবেরিয়া গাঁ ও শেক্সপিয়র সরণিকে ভোটের অঙ্কে মেলানোর বকচ্ছপ চেষ্টা—১৪ জুন, পৃষ্ঠা ১

২. ভোট প্রচারের হিড়িকে শব্দদানব বাঁধনছাড়া—২৫ জুন ২০০০, পৃষ্ঠা ৪

৩. সন্ত্রাস লুকোতে সাংবাদিকদের পেটাল সিপিএম—১৪ অগস্ট ২০০০, পৃ. ১

৪. ঈদের আগে বন্‌ধ ডেকে ফাঁপরে বামেরা—৩ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৪

বিশ শতকের শেষের এই প্রবণতা একুশ শতকে আরো বাড়ছে। আজকের মানুষের কথোপকথনেই শুধু নয়, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, সংবাদপত্রে নানাভাবে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ বাড়ছে, এবং তা স্বীকৃতও হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম, বিশেষত টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসার, একাধিক বাংলা চ্যানেল ইত্যাদির কারণেও স্ল্যাং প্রচারিত হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। দীর্ঘদিন ধরে বেতার ও দূরদর্শনে যে-সংবাদ পড়া হত তার ভাষা ছিল অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। সে-রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। কেবল যে সংবাদ পড়বার ধরনই আরো সহজ অনাচারিক হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে ভাষা ব্যবহারেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এখন সংবাদের ভাষায় চম্পট দেওয়া বা খতম-এর মতো অনেক স্ল্যাং-এর ব্যবহার নিয়মিতভাবে হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের ভাষার কিছু নিদর্শন এই সূত্রে দেখা যেতে পারে। কলিন্স টুথপেস্টের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হত *কলিন্স হাসি।* কলিন্স পেস্ট উঠে গেছে। ফলে শব্দটিও তাৎপর্য হারিয়েছে। তার জায়গায় এখন জায়গায় এখন *কোলগেট হাসি*। স্ল্যাং-এ এ-জাতীয় শব্দের উদ্ভব ও বিলয়ের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। প্রসঙ্গত, বিজ্ঞাপন যে কেবল স্ল্যাং-এর জন্মই দেয়, তা নয়, বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন ক্যাডবেরির একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনের ভাষা এইরকম :

ফাটাফাটি নামিয়েছিস। দেখ কি হয়।

ভাষা সম্পর্কিত মনোভাব বর্তমানে স্ল্যাং-কে কীভাবে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত, তার মিলবে *আনন্দবাজার* গোষ্ঠীর প্রকাশিত *উনিশ* কুড়ি পত্রিকায়। সে-পত্রিকার ভাষার নিদর্শন একটু দেখা যাক :

> আজ সকাল থেকে দম ফেলার ফুরসত নেই তিতিরের! কী করেই বা থাকবে, আজ সন্ধের 'রি-ইউনিয়ন'-এর পুরো হ্যাপাটাই তো ওকে সামলাতে হচ্ছে! হঠাৎ করে একদিন সব বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছিল যে সব্বাই মিলে কারও বাড়ি শান্টিং হয়ে গুচ্ছ মস্তি করবে সারাদিন ধরে।... ঝামেলা বাঁধাল হতচ্ছাড়া দিয়াটা।... দিয়া দিল ওকে পুরো ফাঁসিয়ে! "তিতিরসোনা এবারের পার্টির সব দায়িত্ব কিন্তু তোর, আমরা সবাই চাঁদা দিয়ে খালাস।" তখন তিতির আর কী বলে, ইজ্জত কা সওয়াল! কিন্তু এখন বুঝতে পারছে যে, আসলে 'বাড় খেয়ে খুদিরাম হয়েছে!' [২৬]

বিষয়টি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। আজকের স্ল্যাং-ও চিরদিন এক জায়গা থাকবে না। আসলে স্ল্যাং-এর চরিত্রই তাই। কোনো বিশেষ শব্দ ক্রমাগত হতে হতে ক্রমশ স্ল্যাং থেকে শিষ্ট ভাষায় চলে আসে। [২৭]

পরিবর্তনশীলতাই, স্ল্যাং-এর চরিত্র। আমরা বাংলাভাষার পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও প্রবণতাগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা স্ল্যাং-এর বিবর্তনের বিশদ বিবরণ একটি স্বতন্ত্র গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

উল্লেখপঞ্জি

১. ইংরেজি ভাষায় স্ল্যাং-এর অভিধানের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান গবেষকের একটি প্রবন্ধে : *স্ল্যাং-এর অভিধান : ইতিহাস ও সম্ভাবনা*, কোরক, অভিধান সংখ্যা, ১৯৯৯

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙালীর রুচি : সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, পৃ. ৪৬৭

৩. প্রবাদের সমস্ত নিদর্শনই গ্রহণ করা হয়েছে সুশীলকুমার দে-র গ্রন্থ থেকে।

৪. কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ সংকলিত : *বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা*, পৃ. ১৪

৫. সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংঙ্গমে ১১৮

৬. Allen, *Slang,* p. 3962

এ প্রসঙ্গে আরো দুই বিশিষ্ট স্ল্যাং বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। Frank Sechrist জানাচ্ছেন :

The rapidity of language change seems to vary with density of population. In the sparsely settled country the tendency is to preserve the archaic, in the city to adopt slang. (*The Psychology of Unconventional Language,* p. 422)

Eric Partridge জানাচ্ছেন :

Slang,... is almost as old as connected speech itself; and knowing the characteristics of urban life, we may assume that slang dates from the massing of population in cities. (*Slang : Today and Yesterday,* p. 37)

৭. *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী;* বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৪৫

৮. *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ,* তাজিল ৫, শিষ্যের উক্তি। দ্র. দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১২, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "প্রবেশক" ও "টীকা" সহ; রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, শ্রাবণ ১৩৪৬।

৯. বিদ্যাসাগর : প্রভাবতী সম্ভাষণ

১০. *আনন্দবিদায়, দ্র. রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক,* পুলিনবিহারী সেন সংকলিত, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯৯৯); পৃ. ২৫০

১১. প্রমথনাথ বিশী : *কেরী সাহেবের মুন্সী* (১৩৯৯), মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ১১৮

১২. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *কলিকাতা কমলালয়,* দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ১, রিফ্লেক্ট (১৯৯৫), পৃ. ৭৮-৮১

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান,* বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৬২

১৪. রাধারমণ মিত্র : *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর,* পৃ. ৪৪

১৫. প্রমথনাথ বিশী : *কুন্দনন্দিনীর বিষপান, যা হ'লে হ'তে পারতো,* শ্রীগুরু লাইব্রেরি (১৩৬৯), পৃ. ১১১

১৬. *বিবিধার্থসঙ্গ্রহ,* ১৭৮০ শক[মে-জুন ১৮৫৮] জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। দ্র. *আলালের ঘরের দুলাল,* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. ৭

১৭. সত্যনারায়ণ দাশ : *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা,* পৃ. ২০৬

১৮. দ্র. জয়ন্ত গোস্বামী : *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন,* পৃ. ৯৭২

১৯. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অশ্রুত কণ্ঠস্বর* গ্রন্থটি। এগ্রন্থের অংশবিশেষ এই সূত্রে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : বেশ্যাপল্লীর কথ্য সংস্কৃতির নমুনাগুলি বিচার করতে গেলে, প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল এর ভাষা। এক বিশেষ বাগ্‌ধারা ও শব্দসম্ভার তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের বারাঙ্গনাদের পেশা ও জীবন-যাপনের ধারা ঘিরে। ...পৃ. ৯৬

বারাঙ্গনারদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণীভেদ-মূলক এক ধরনের সঙ্কেত-ভাষার সন্ধান পাই সমসাময়িক বিবরণী থেকে, যার অনেক শব্দ-ই এখনও বেশ্যাপল্লীতে প্রচলিত। যেমন, 'বাঁধাবাবু' (বেশ্যার বাঁধা খদ্দের) বা 'বাঁধা খানকি' (কারুর দ্বারা রক্ষিতা বেশ্যা, কিছুকালের জন্য।...পৃ. ৯৬-৯৭

বারবনিতাদের সমাজে নিজেদের মধ্যে যে রকম বিভিন্ন ধরনের দেহোপজীবিনীর জন্য ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করা হত, খদ্দেরদের ক্ষেত্রেও তেমন বিশেষ অভিধা ছিল। নিয়মিত ভাবে যে সব খদ্দের আসা যাওয়া করত, তাদের সম্বন্ধে 'নাঙ' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, এদের মধ্যেও আবার ভেদাভেদ ছিল। যেমন 'পীরিতের নাঙ' বিশেষ ভালবাসা ও যত্ন-আত্তির পাত্র। ঠিক তেমন-ই 'হলদে ভাতার'—অর্থাৎ যে বাবুর জন্য বেশ্যা ঘি-ভাত (তাই হলদে রং-এর) রাঁধে। 'ভাত' থেকে 'ভাতার' কিন্তু, এর আড়ালে হয়তো এ আশা-ও ছিল যে এই প্রিয় বাবুটি কোনোদিন 'ভাতার' (অর্থাৎ স্বামী) হবে! এই ধরনের 'রেগুলার' খদ্দের ছাড়াও, ছিল 'টাইমের বাবু'রা—অর্থাৎ যারা সপ্তাহ বা মাসে কোনো বিশেষ দিনে আসত। পৃ. ৯৮

২০. *হরপ্রসাদ রচনাবলী*, দ্বিতীয় সম্ভার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি, ১৯৬০, পৃ. ১২২

২১. স্বামী বিবেকানন্দর বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৯, পৃ. ৩৬

২২. দ্র. সরস্বতী মিশ্র, *বিতর্ক ব্যাংলা ব্যাকরণ*, পৃ. ১৬

২৩. ঐ. পৃ. [চার]

২৪. ঐ. পৃ. [এগার]

২৫. সৈয়দ আলী আহসান, *কবি সতেন্দ্রনাথ*, *পরিচয়*, ১১বর্ষ, ৬ সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ৫১৫

২৬. *উনিশ কুড়ি*, ৪ নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ১০

২৭. এ বিষয়ে I.L. Allen-এর চমৎকার মন্তব্যের জন্য দ্র. প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জি ২।

৩

বাংলা স্ল্যাং-ভাণ্ডারের বৈশিষ্ট্য

স্ল্যাং-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে স্ল্যাংকে কোনো ভাষা বা উপভাষা না বলে শব্দভাণ্ডার বলাই বাঞ্ছনীয়। বাংলা স্ল্যাং-এ ব্যবহৃত শব্দাবলির নানাধরন সম্পর্কে এই সূত্রে আমরা আলোচনা করতে পারি। বাংলায় ব্যবহৃত স্ল্যাং-এ বহু ধরনের শব্দ লক্ষ করা যায়। প্রথমত, স্ল্যাং শব্দভাণ্ডার মাত্রেই দেখা যাবে যে সেখানে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। আমরা স্ল্যাং-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়েই লক্ষ করেছি যে স্ল্যাং অপ্রচলিত অর্থে প্রচলিত শব্দ, নতুন শব্দ, বিদেশি শব্দ, মুণ্ডমাল, খণ্ডিত শব্দ ইত্যাদির দ্বারা গঠিত। ফলত স্ল্যাং শব্দভাণ্ডারে যে-জাতীয় শব্দ পাই সেগুলিকে কয়েকটি ধরনে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে :

প্রচলিত শব্দ, নতুন অর্থ

স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দকে অন্য অর্থে ব্যবহার করবার প্রবণতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।[১]

অর্থকে নানাভাবে, নানা দিক থেকে পরিবর্তন করে স্ল্যাং তৈরির প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। স্ল্যাং-এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে প্রায়শই লক্ষ করা যায় নানা রকম রূপক তৈরির প্রবণতা। আমরা পরে বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও করেছি। স্ল্যাং সম্পর্কে John Moore বলেছিলেন :

Slang is poor man's poetry. [২]

Brander Matthews আরো জোরালোভাবে বলেছেন :

It is the duty of slang to provide substitute words for the goods words...which are worn out by hard service. [৩]

ফলত, স্ল্যাং-এ পুরোনো শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করবার প্রবণতা থাকেই। সাধারণভাবে ভাষায় যেভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে থাকে স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রেও সেই একই ধরন আমরা লক্ষ করে থাকি। প্রধানত চারটি ধারায় ঘটে এই অর্থ পরিবর্তন : ১. অর্থের প্রসারণ ২. অর্থের সংকোচন ৩. অর্থের রূপান্তর ৪. বিপরীত অর্থে ব্যবহার। এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ একত্র করি :

অর্থের প্রসারণ

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
কারগিল	সীমান্তবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র	যে-কোনো বিবাদ বা মারামারি, অথবা অবৈধ প্রবেশ
কারনিক	ঘুড়ির একদিকে হেলে থাকা	যে-কোনো বস্তু বা ব্যক্তির এক দিকে হেলে থাকা, পক্ষপাত
পোঁদ মারা	পায়ু সংগম করা	যে-কোনোভাবে পিছনে লাগা
জালি	জালের মতো, ছিদ্র বিশিষ্ট	যে-কোনো গণ্ডগোল, গণ্ডগোল পরিস্থিতি বস্তু বা ব্যক্তি
তুরুপ	তাসের বিশেষ চাল	যে-কোনো বিষয়ে বাজিমাত করা

অর্থের সংকোচন

খাটিয়ায় ওঠা	যে-কোনো অবস্থায় খাটিয়ায় ওঠা	মারা যাওয়া
চেঁচে দেওয়া	যে-কোনো কিছু চেঁচে দেওয়া	ভ্রূণ হত্যা
টুপি	মাথার আবরণ	কণ্ডোম
দম নেওয়া	শক্তি সঞ্চয় করা	ধূমপান করা

অর্থের রূপান্তর

অশোক ফুল	লাল রঙের ফুল বিশেষ	মেয়েদের মাসিক
ব্লটিং পেপার	জল বা কালি শুষবার কাগজ	স্যানিটারি ন্যাপকিন

বিপরীত অর্থে ব্যবহার

আদর করা	স্নেহের প্রকাশ	প্রহার করা
বিধবা	যে-নারীর স্বামী মৃত	যে-ছেলের মেয়েবন্ধু নেই

অর্থের পরিবর্তনের পিছনে যে-সমস্ত সাযুজ্য বা অনুষঙ্গ কাজ করে, সে-বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

নতুন সৃষ্ট শব্দ

স্ল্যাং-এ নতুন শব্দ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সব ভাষাতেই লক্ষ করা যায়। নানা ঘটনা, নানা অনুষঙ্গের কারণে এ-জাতীয় শব্দের উৎপত্তি ঘটে। সাধারণতই এই জাতীয় শব্দের বুৎপত্তি অনুসন্ধান করা অত্যন্ত দুরূহ বিষয় কেননা ছোটো ছোটো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত অনুষঙ্গ জাত শব্দগুলির কোনো সহজবোধ্য ব্যুৎপত্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলায় স্ল্যাং-এ প্রচলিত শব্দাবলির মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভাবন (coinage) অজস্র আছে। *উদমা, কিচাইন, কাতান করা, কেলো, গাম্বাট, ঘ্যামা, ঘ্যামচ্যাক, চিপটেন কাটা, চুনটা, জম্পেশ, ঝারি করা, ঝিনচ্যাক, পুরকি, বিলা, ল্যাংবোট, হুড়ুদ্দুম, হুড়ুমতাল, হুলিয়া* প্রভৃতি অজস্র শব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ আছে। সেগুলো অনেকক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যেমন *আং সাং, ধোক্কড়* বা *ঘপঘপপপচপচখালাস*। অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দ ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে এতটাই অন্যরকম হয়ে যেতে পারে যে, ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব।

বিকৃত শব্দ

স্ল্যাং-এ নিজস্ব কোনো উপায়ে শব্দের কিছুটা ধ্বনিগত পরিবর্তন করে নতুন কোনো তাৎপর্যে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়, যাতে প্রথম শব্দটির থেকে পার্থক্য এমন হয় যে নতুন শব্দ বলে মনে হয়। যেমন মুখ থেকে উলটে নিয়ে বাংলায় বলা হয় খুমা। কিংবা ইংরেজি teenager শব্দকে সংক্ষেপে করে করা হয় টিনু। বাংলায় যৌনসংগম অর্থে *ঘুস্‌কি* শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দি ঘুস্ ধাতুকে স্বকীয় উপায়ে বাংলায় নিয়ে নেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে। বিকৃতির বিভিন্নধরন নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি।

বিদেশি শব্দ

যে-কোনো ভাষার স্ল্যাং-এই অন্যান্য ভাষা থেকে অনেক শব্দ গ্রহণ করা হয়।[৪]

বাংলায় ঋণ শব্দ আসছে প্রধানত ইংরেজি ও হিন্দি থেকে। বাংলার সঙ্গে এই দুটি ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ যথাক্রমে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে। স্বভাবতই দুটি ভাষা থেকে শব্দ এসেছে সবচেয়ে বেশি। বাংলায় অপরাধজগতের ভাষাতেও প্রচুর শব্দ আসছে হিন্দি থেকে। এবিষয়ে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক জানাচ্ছেন :

> পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের অধিবাসী কারা? এখানে হিন্দিভাষীদের প্রাধান্য। অবাঙালিরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর।...অশিক্ষিত বাঙালি এবং অবাঙালিদের ব্যবহারে শব্দভাণ্ডার প্রায় অভিন্ন। তবে উচ্চারণভঙ্গি ও ব্যবহৃত বাক্যগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের পীঠস্থান কোলকাতায় বাঙলা হিন্দির মিশ্ররূপ পাওয়া যায়।...নিরক্ষর বাঙালি ও হিন্দিভাষীর লঘু ভাষার মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানও সুস্পষ্ট। শুধু কি তাই, বাঙালি অপরাধীরা হিন্দিভাষীদের উচ্চারণ নকল করায় উচ্চারণে বাঙলাপেক্ষা হিন্দির প্রভাব বেশি।...[৫]

স্ল্যাং-এ নতুন শব্দের প্রবেশ বহু ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে অপরাধজগতের

ভাষার সূত্রে। অপরাধজগতের ভাষার মধ্যে দিয়েই স্ল্যাং বহু ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ হয়। এ বিষয়ে ভক্তিপ্রসাদ জানাচ্ছেন :

> গত দুশো বছরের ব্যবহৃত স্ল্যাং শব্দগুলি ধরে রাখতে পারলে দেখা যেতো কত শব্দ অপরাধ-জগতের প্রাচীর টপকে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত আধুনিক চলিত ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে গেছে।[৬]

কেবল ভৌগোলিক কারণেই নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা, এবং চলচ্চিত্রে হিন্দি স্ল্যাং-এর জনপ্রিয়তার কারণেও বাংলায় হিন্দি স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেড়েছে। *আলিশান, কামিনা, সুয়ার কে অওলাদ, হারামখোর, জুরু কা গুলাম* প্রভৃতি গালাগালি নিঃসন্দেহেই বাংলায় হিন্দি সিনেমার সূত্রেই জনপ্রিয় হয়েছে। *বানচোৎ* শব্দটি হিন্দি *বহেনচোৎ* শব্দের উচ্চারণভেদ। হিন্দি শব্দ বহুৎ বাংলায় বহুল প্রচলিত এবং শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এজাতীয় অজস্র শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা স্ল্যাং-এ হিন্দি শব্দ এসেছে মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত অর্থেই। বাঙালির ত্রুটিপূর্ণ হিন্দি উচ্চারণজনিত সামান্য ইতরবিশেষ ঘটা ছাড়া কোনো বড়োধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধারণত হিন্দি শব্দের ক্ষেত্রে ঘটে না। হিন্দি এবং বাংলার উৎপত্তিগত নৈকট্যের কারণেই পরিবর্তনের ঊনতা।

ইংরেজি শব্দ বাংলায় এসেছেন মূলত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সূত্রে। শিক্ষিত বাঙালির পক্ষে বর্তমানে ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় কথোপকথন প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ফলত অনেক ইংরেজি শব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ জায়গা করে নিচ্ছে। ইংরেজি অনেক স্ল্যাং ও বাংলায় এসে গেছে, বিশেষত উচ্চশিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে যাদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব সংকর চরিত্র গড়ে উঠেছে। একশ্রেণি বাঙালির কাছে ইংরেজিই হল প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভাষা। কিন্তু ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রে আমরা নানাধরনের পরিবর্তন লক্ষ করি। সেগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. যথাযথ অর্থ

অনেক ইংরেজি শব্দ আছে, যেগুলি প্রায় অপরিবর্তিতভাবে বাংলা স্ল্যাং-এ এসে গেছে। যেমন *flop, top class, installment, honour* প্রভৃতি শব্দ প্রায় অপরিবর্তিত উচ্চারণে বাংলা স্ল্যাং-এ এসে গেছে। অল্প স্বল্প পরিবর্তন হয়তো অর্থের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এই জাতীয় শব্দের ক্ষেত্রে ঘটে, কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য।

খ. পরিবর্তিত অর্থ

ইংরেজি শব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ অর্থ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসছে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক। *heavy* শব্দটির অর্থ ভারি—কিন্তু বাংলায় শব্দটি একটি উৎকর্ষবাচক বিশেষণ। *cool* শব্দটি অর্থ ঠাণ্ডা। মাথা ঠাণ্ডা করার ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রধানত ব্যবহৃত হলেও অনেক ক্ষেত্রে এটি বাংলায় 'ঠিক আছে' শব্দের প্রতিশব্দ।

বাংলা ক্রিয়াপদ যোগ করে যৌগিক ক্রিয়া হিসেবে অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেখানে বাংলা অর্থটি ইংরেজির থেকে আলাদা হয়ে যায়। যেমন *angle* মারা বাংলায় হল কোনো মেয়ে বা ছেলে আড়চোখে দেখা, *lead* দেওয়া হল পালিয়ে যাওয়া, *line* মারা হল প্রেম করা, *tight* দেওয়া হল উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। অনেক সময় স্ল্যাং বাগ্‌ধারার মধ্যে ইংরেজি শব্দ ঢুকে যায়—যেমন *বিচি short* হওয়া বা *টুনটুনি short* হওয়া।

গ. পরিবর্তিত উচ্চারণ

বহু ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বাংলা স্ল্যাং-এ পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলা উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী অনেক সময় শব্দের উচ্চারণ বদল করা হয়ে থাকে। যেমন Future শব্দটি বাংলায় হয়ে যায় *ফুটুর* বা *ফুচুরি*। Professor বাংলায় হল পেঁপেচোর। Teenager থেকে *টিনু*, pornography থেকে পানু প্রভৃতি নানা ধরনের পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়।

তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসমের ব্যবহার

বাংলা স্ল্যাং-এ তৎসম শব্দের ব্যবহার বলা বাহুল্য কম যদি না সেটা কোনোভাবে কোনো স্ল্যাং বাগ্‌ধারার অন্তর্গত হয়ে যায়। কখনো কখনো লক্ষ করা গেছে যে কোনো শব্দের তৎসম রূপটির মধ্যেই আছে স্ল্যাং-এর ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ শব্দটির মূল যে অর্থ, সেটার সূক্ষ্ম কোনো পরিবর্তন ঘটে যায় বাংলা স্ল্যাং-এ। যেমন বদন শব্দটি তৎসম, কিন্তু বাংলা স্ল্যাং-এ শব্দটির একটা তাচ্ছিল্যের দ্যোতনা আছে, সেটা মূল তৎসম শব্দটিতে ছিল না।

যোনি অর্থে ব্যবহৃত গুদ শব্দটি বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ এবং বাংলা স্ল্যাং হিসেবেই শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত। যৌনমিলন অর্থে চুদ্ ধাতুর প্রয়োগ বাংলায় হয়ে থাকে। এটি সংস্কৃত ধাতু, যার অর্থ প্রেরণ করা। অর্ধতৎসম শব্দের এই দিক থেকে একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। তৎসম থেকে অর্ধতৎসমে যে পরিবর্তন, তা ঘটে ধ্বনিগত (phonetic) স্তরেই—কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে অর্ধতৎসম হয়ে গেলেই শব্দগুলির মধ্যে কমবেশি অর্থগত (semantic) পরিবর্তনও ঘটে যাচ্ছে। ফলত নতুন তাৎপর্যে এই শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব শব্দ থেকে যখন বোষ্টম হয়, বা কৃষ্ণ থেকে কেষ্ট, তখন যে অর্থের একটা অবনতি ঘটছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাংলা স্ল্যাং-এ *কলির কেষ্ট, কাত্তিক, বোকচন্দর* বা *ন্যাকচন্দর* ইত্যাদি নাম বা নাম থেকে জাত শব্দাবলির মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব পাওয়া যায়, যা মূল তৎসম শব্দটিতে ছিল না। বিয়ে অর্থে *উচ্ছুগ্গু* শব্দের ব্যবহার স্ল্যাং-এ পাওয়া যাবে, কিন্তু উৎসর্গ বললে সেই অভিঘাত তৈরি হবে না। আত্মীয়তা থেকে *আত্তি*, বা অধিক্যতা থেকে *আদিক্খেতা* যখন হয়, তখন অর্থান্তরও ঘটে, কেবল ধ্বনিপরিবর্তন নয়। *মোচ্ছব* শব্দটির মধ্যেও একটি তির্যক ইঙ্গিত মিশে থাকে। প্রীতি শব্দ বাংলায় কোনোভাবেই স্ল্যাং নয়—কিন্তু *পিরিতি* বা *পিরিত* যখন বলা হয়, তখন—শব্দটির মধ্যে প্রায় যেন একটি কেচ্ছার গন্ধ! বস্তুত একইভাবে আরবি শব্দ কিস্সা যখন বাংলায় হয় *কেচ্ছা* তখন শব্দটি অনেকটাই বিদ্রূপাত্মক হয়ে ওঠে। বাংলা যৌন শব্দ বা প্রাকৃতিক কাজকর্ম সংক্রান্ত স্ল্যাং অনেক ক্ষেত্রেই তদ্ভব শব্দ। যেমন পেচ্ছাপ (<প্রস্রাব), বাঁড়া (<বাণ্ড), পাছা (<পশ্চাৎ) ইত্যাদি।

স্ল্যাং-এ যৌগিক ক্রিয়াপদ

বাংলা স্ল্যাং-এ আমরা অনেক যৌগিক ক্রিয়াপদ পাই। বিশেষ্য পদের সঙ্গে প্রচলিত ক্রিয়াপদ যোগ করে এই জাতীয় শব্দ তৈরি করা হয়। করা, মারা, হওয়া, যাওয়া, খাওয়া ইত্যাদি শব্দ যোগ করে এই জাতীয় ক্রিয়াপদ তৈরি

করা হয়। কখনো কখনো সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে বিশেষ্যপদের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে তৈরি হচ্ছে নতুন তাৎপর্যের যৌগিক ক্রিয়া। এর পাশাপাশি কিছু কিছু নামধাতুও পাওয়া যাবে। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই সূত্রে একত্র করি :

করা *কাঠি করা, কাপ করা, কুলপি করা, খাল করা, গস্ত করা, গাপ করা, গুজু করা, গুড় করা, গুবলু করা, গ্যারাজ করা, চোট করা, চালান করা, ঝাড়ি করা, তাল করা, দম্পু করা, পাট করা, পার্সেল করা, বোর করা, ভক্‌কি করা, মাইনাস করা, মায়া করা, মালিশ করা, মুরগি করা, ম্যানেজ করা, লবি করা, হাত করা*

খাওয়া *আইসক্রিম খাওয়া, কারনিক খাওয়া, কলা খাওয়া, খার খাওয়া, খিল্লি খাওয়া, গরম খাওয়া, গোঁৎ খাওয়া, গোল খাওয়া, চাটনি খাওয়া, ট্যান খাওয়া, টাইট খাওয়া, টাল খাওয়া, টেনশন খাওয়া, তবলা খাওয়া, পালটি খাওয়া, পুরকি খাওয়া, শাল খাওয়া*

দেওয়া *কাঠি দেওয়া, গাদন দেওয়া, গ্যাস দেওয়া, চুলকে দেওয়া, জক দেওয়া, জ্ঞান দেওয়া, ঝাড় দেওয়া, ঝাড়ি দেওয়া, টক্কর দেওয়া, টাইট দেওয়া, টিপ্‌স্ দেওয়া, টুলু দেওয়া, টেক্কা দেওয়া, ট্যাক্স দেওয়া, ডিক দেওয়া, ডুব দেওয়া, তালি দেওয়া, তোল্লাই দেওয়া, পট্‌টি দেওয়া, পাত্তা দেওয়া, প্যাঁক দেওয়া, ফলস দেওয়া, বাঁশ দেওয়া, ব্যাটন দেওয়া, ভড়কি দেওয়া, ভুজুং দেওয়া, ভেঁপু দেওয়া, ভোগা দেওয়া, মাঞ্জা দেওয়া, মেরে দেওয়া, ম্যাক দেওয়া, লটকে দেওয়া, লিড দেওয়া, স্ক্রু দেওয়া, হাম্পু দেওয়া, হাফসোল দেওয়া*

মারা *আপটি মারা, অ্যাঙ্গেল মারা, কাওতালি মারা, খেপ মারা, গাঁড় মারা, গাড্ডা মারা, গুদ মারা, গুল মারা, চুক্‌কি মারা, ঝাকি মারা, টাপলা মারা, ঠাট মারা, ঢপ মারা, দাঁও মারা, নকশা মারা, পিনিক মারা, লাইন মারা, ভুলকি মারা, মটকা মারা, রং মারা, রেলা মারা, ল্যাং মারা*

যাওয়া *উতরে যাওয়া, কেঁচে যাওয়া, কেতরে যাওয়া, খেটে খাওয়া, খেপে যাওয়া, খোওয়া যাওয়া, গেঁজে যাওয়া, গোল্লায় যাওয়া, চটে যাওয়া, চেপে যাওয়া, টেরিয়ে যাওয়া, টেঁশে যাওয়া, ট্যান যাওয়া, থমকে যাওয়া, পটকে যাওয়া, পেগলে যাওয়া, ফুটে যাওয়া, ভেস্তে যাওয়া, মিইয়ে যাওয়া, হেদিয়ে যাওয়া।*

উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন—আমাদের সংকলিত শব্দকোষটিতে এজাতীয় উদাহরণ অজস্র আছে। এইসূত্রে আমরা স্ল্যাং-এ ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ থেকে উৎপন্ন শব্দেরও একটা তালিকা তৈরি করতে পারি :

আপানো, কাটানো, কামানো, গাঁতানো, চমকানো, জপানো, জাঁকানো, টপকানো, ঢপানো, টিকানো, টিপানো, ত্যালানো, ধসানো, ধামসানো, ধ্যাড়ানো, পটকানো, প্যাঁদানো, ফচকানো, ফসকানো, ফুসলানো, বাগানো, বাতলানো, ভাগানো, ভাঁড়ানো, ভিড়ানো, মজানো, মাড়ানো, লটকানো, হাতানো, হামলানো, হ্যাদানো, হ্যাজানো ইত্যাদি।

বাংলা স্ল্যাং-এ এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ধবন।

উচ্চারণগত বিকৃতি

বাংলা স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে উচ্চারণগত বিকৃতি ঘটিয়ে অনেক সময় স্ল্যাং-এর তীব্রতার হেরফের ঘটানো হয়ে থাকে। বাংলা স্ল্যাং-এর উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল /s/ ধ্বনির ব্যবহার। মান্য বাংলায় সাধারণত /ʃ ব্যবহারই লক্ষ করা যায়। কিন্তু স্ল্যাং-এ বিকল্প হিসেবে আমরা পাব *সালা*, সত্যনাস, সুরমা, সাফাই গাওয়া, সুপারি, সুরমা ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যাবে, যেখানে /s/ ধ্বনির ব্যবহার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে শব্দগুলি হিন্দি থেকে এসেছে বলেই দন্ত্য উচ্চারণ রয়ে গেছে। *শালা* শব্দটির দ্বিবিধ উচ্চারণ ʃala এবং sala পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে গালাগালির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। 'কিছু' শব্দটিতে /ছ/ ধ্বনি /s/-এ রূপান্তরিত হয়ে কিস্‌সু হয়ে গেলে একটি মান্য শব্দ স্ল্যাং-এ পরিণত হয়। এছাড়া কখনো কখনো ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্যের কারণে /z/ পাওয়া যাবে মান্য বাংলা স্ল্যাং-এ — *zali* (*জালি*) বা *zɔntor* (*জন্তর*) শব্দের ক্ষেত্রে এজাতীয় উচ্চারণ কখনো কখনো তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্ল্যাং-এ যুগ্ম শব্দ

বাংলা স্ল্যাং-এ বহু শব্দ আছে যেগুলি একাধিক শব্দ গঠিত। নানাভাবে এই

সমস্ত শব্দগঠন করা হয়ে থাকে। কথ্য বাংলাভাষার একটি রীতিই হল tag word-এর ব্যবহার। এই রীতি স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষ করা যাবে। কখনো সমার্থক শব্দের দ্বারা, কখনো অনুপ্রাস বিশিষ্ট শব্দের দ্বারা এই জাতীয় যুগ্ম শব্দ তৈরি করা হয়ে থাকে। এই জাতীয় যুগ্ম শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন শব্দের মানের বাইরে অন্য কোনো অর্থের দ্যোতনা করে। আমরা কয়েকটি এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা করতে পারি। প্রথমে ধ্বনি সাযুজ্যগত শব্দের তালিকা করা যাক :

আকুপাকু	উস্তন খুস্তন	ধানাই পানাই	নেটিপেটি
আগডুম বাগডুম	গাঁট্টাগোট্টা	ধুমধাড়াক্কা	ফস্টিনস্টি
আন্ডাগান্ডা	ঘাঁত্‌ঘোঁত্‌	নাদুসনুদুস	রসে বশে
অ্যাকশন ফিকশন	চুস্কু মুস্কু	নাকানিচোবানি	হেস্তনেস্ত
ইন্টু মিন্টু	তেন্ডাই মেন্ডাই	নাস্তাখাস্তা	

লক্ষ করলে দেখা যাবে, আমাদের এই তালিকায় কেবল যে ধ্বনিগত যুগ্ম শব্দই আছে, তা নয়। *অ্যাকশনফিকশন, নাকানিচোবানি* বা *ধানাই পানাই*-এর মতো শব্দে অন্যতর অর্থও আছে দ্বিতীয় শব্দটি। (মূল অর্থে নাকানি চোবানি হল নাকের পানি ও চোখের পানি। *চোবানি* শব্দে নিমজ্জন অর্থটিও হতে পারে; ধানাই পানাই হল ধান ও পানের সহযোগে আপ্যায়ন)।

কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলি অর্থগত নিছক সাযুজ্যের কারণে যুগ্ম শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন :

ক্যাশকড়ি, ফন্দিফিকির, বালবিচি, মালকড়ি

এজাতীয় শব্দের নিদর্শন অবশ্য স্ল্যাং-এ অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলা স্ল্যাং-এর প্রত্যয়

বাংলা স্ল্যাং-এ কিছু বিশেষ ধরনের প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষ করা যাবে যেগুলি শিষ্ট বাংলায় অত জনপ্রিয় নয়। কখনো কখনো কোনো ঔপভাষিক প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়। আমরা লক্ষ করব বাংলা নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির ব্যবহার বেশি।

১.	খোর	*গুলিখোর, ঘুষখোর, চশমখোর, চুকলিখোর, চোটাখোর, পাতাখোর, হারামখোর*
২.	গিরি	*টিপিগিরি, ঢ্যামনাগিরি, দাদাগিরি, রুস্তমগিরি, হারামিগিরি, হিনটামিগিরি*
৩.	বাজ/বাজি	*কলারবাজি, কাঠিবাজি, ক্লিকবাজি, গলাবাজি, গুলবাজি, চিটিংবাজি, ছুকবাজি, ঢপবাজি, ন্যাকড়াবাজি, পার্টিবাজি, ফাটকাবাজি, ফেরেববাজি, বউদিবাজি, মাগীবাজি, রোমিওবাজি*
৪.	পনা	*চুতিয়াপনা, টিটপনা, ডেঁপোপনা, দিল্লেগিপনা, ধিঙ্গিপনা, বেহায়াপনা*
৫.	নি/আনি	*কুটনি, ক্যালানি, ঠুকুনি, চাপনি, ধ্যাতানি, বুকনি*
৬.	নে	*ক্যালানে, গাঁড়মারানে, ঢলানে*
৭.	আল/আলি	*ক্যাচাল, কাওতালি, বাওয়ালি, মাওয়ালি*
৮.	লিং	*গ্যাসলিং, ঢপলিং, বাওলিং, বাতলিং, রেলিং*
৯.	মি/আমি	*ক্যাওড়ামি, ঠেটামি, ধ্যাস্টামি, পেজোমি, ফাজলামি, ফিচলেমি, হারামি*

স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তি ও নির্মাণগত কিছু বৈশিষ্ট্য

স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুরূহ কারণ স্ল্যাং-এর উদ্ভব প্রায়শই তাৎক্ষণিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে থাকে। সেই সমস্ত ঘটনা পরে প্রাসঙ্গিক না থাকলেও শব্দগুলি টিঁকে যায়। স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলির বুৎপত্তি একেবারেই নির্ণয়ের উপায় নেই। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সাধারণভাবে স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তির পিছনে যে সমস্ত প্রবণতা কাজ করে তার একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

স্ল্যাং-এর উৎপত্তির ক্ষেত্রে নানা প্রবণতার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হল সাদৃশ্য (analogy) এবং উল্লেখ (allusion)। স্ল্যাং ব্যবহারের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি যে ভাষাকে বর্ণময় করেতোলা, ভাষার মধ্যে cliché বর্জন করা, ভাষাকে বিষয়মুখী, তাৎক্ষণিক ও সময়োপযোগী করে তুলতে স্ল্যাং-এর ভূমিকা থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারের

সঙ্গে স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তিতে সাদৃশ্য ও উল্লেখের যোগাযোগ রয়েছে। প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, তাকে কাজে লাগিয়ে স্ল্যাং-এ নানাভাবে অভিনবত্ব তৈরির প্রবণতা বস্তুত সব ভাষাতেই লক্ষ করা যায়। নিয়মিত প্রাত্যহিক নানা ঘটনার সূত্রে স্ল্যাং-এর উদ্ভব ঘটে বলেই তার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়।[৭]

প্রত্যেক ভাষারই স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তিগত কিছু সাধারণ প্রবণতা থাকে। নানাবিধ সাযুজ্য বা উল্লেখ-অনুষঙ্গ থেকে স্ল্যাং তৈরি হয়। স্ল্যাং-এর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করব কোন কোন সামাজিক ক্ষেত্র থেকে স্ল্যাং-এর উদ্ভব ঘটে থাকে। এপ্রসঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি না করে আমরা আলোচনা করতে পারি স্ল্যাং-এর উদ্ভবের পিছনে থাকা কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রবণতা সম্পর্কে। সেই সূত্রে আমরা লক্ষ করব বাংলা ভাষায় স্ল্যাং তৈরি করার কিছু পুনরাবৃত্ত কৌশল। পশ্চাৎ স্ল্যাং, স্ল্যাং বাগ্‌ধারা, মুণ্ডমালা শব্দ বা সমাসের মতো কিছু বিশেষ প্রবণতা আমরা লক্ষ করবার চেষ্টা করব।

সাদৃশ্যজাত স্ল্যাং-এর বৈচিত্র্য ব্যাপক, কারণ ঠিক কোন সাদৃশ্যের কারণে কোন স্ল্যাং তৈরি হবে তার কোনো অনুমান আগে থেকে করা যায় না। স্ল্যাং-এর উদ্ভবের সঙ্গে তাই কবিতার চিত্রকল্প নির্মাণের সাদৃশ্য লক্ষ করেন কেউ কেউ।[৮]

স্ল্যাং-এর সাদৃশ্যের কোনো পরিধি নেই। বাংলা স্ল্যাং-এর নিরিখে আমরা দেখতে পারি কতভাবে স্ল্যাং-এর উৎপত্তি ঘটছে সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করে। যে-সাধারণ ধর্মকে কেন্দ্র করে সাদৃশ্যসূচক শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে, সেই সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে আমরা সাযুজ্যজাত স্ল্যাং-এর কয়েকটি ধরন লক্ষ করি।

সাদৃশ্যের একটি বড়ো ক্ষেত্র হল আয়তন বা আকৃতিগত সাদৃশ্য। সাধারণ ভাষাতেও এজাতীয় ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কোনো লম্বা মানুষকে *টাটা সেন্টার* বলা এজাতীয় দৃষ্টান্ত। স্তনের প্রতিশব্দ হিসেবে নানাবিধ ফলের নাম ব্যবহার করাও একইভাবে হয়ে থাকে। স্তন বোঝাতে কখনো *ফজলি আম* বা কখনো *আমসি* বা *নিমকি* আসলে তাদের আয়তনের ইঙ্গিতবাহী।

ইংরেজি স্ল্যাং-এও এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অনেক। Esther Lewin এবং Albert Lewin প্রণীত *The Theasurus of Slang* গ্রন্থে breast অর্থে পাওয়া যাচ্ছে bags, melons, apples, lemons, oranges ইত্যাদি শব্দ। প্রসঙ্গত মনে পড়া অসম্ভব নয় বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদে পয়োধরের বর্ণনা : *পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ*। রোগাব্যক্তিকে *প্যাকাটি* বলা হয়ে থাকে প্যাকাটি বা পাটকাঠির সরু আকৃতির কারণে। অন্যদিকে পুরুষাঙ্গ বোঝাতে *কলা, শশা, ব্যাটবল, পেন্সিল, ডাণ্ডাগলি, পিস্তল* বা *মেশিনগান* জাতীয় শব্দ আকৃতিগত সাদৃশ্যজাত। জাঙ্গিয়া বোঝাতে *কলার খোসা* বলার মধ্যে তো রীতিমত চিত্রকল্প তৈরি হয়। মাথার টিকি বোঝাতে মাথার ওপরে *রেফ* বা *অ্যান্টেনা* বলা হয় আকৃতিগত সাযুজ্যের কারণে—বর্ণমালায় রেফ-এর আকৃতির সাযুজ্যে। মাথার ওপরে *রেফ* বলা হয় ট্রামকেও—একই সাযুজ্যের কারণে। সিগারেটকে যখন বলা হয় *মিসাইল* তখনও কাজ করে আকৃতিগত সাযুজ্য। আকৃতির কথা মনে রেখে স্থূল নিতম্বকে বলা হয় *ডবল ডেকার* কিংবা *তানপুরা*। ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের অনুষঙ্গে কুঁজো ব্যক্তিকে বলা হয় *ছটা পাঁচ* বা *ছটা বাজতে পাঁচ*। যৌন-অক্ষম পুরুষ একই অনুষঙ্গে *সাড়ে ছটা*। কোনো তাল গোল পাকানো অবস্থাকে যখন বলা হয় *মিক্স্‌ড চাউ* বা চাউ, তখন চাউমিনের পাকানো আকৃতিটাই মাথায় থাকে। *খিচুড়ি* অর্থে যখন তালগোল পাকানো তখনও ব্যঞ্জনাটা সমজাতীয়ই।

বর্ণগত সাদৃশ্যের কারণে বেশ কিছু শব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ পাওয়া যায়। এবিষয়ে দুটি কৌতুককর উদাহরণ হল বিড়ি এবং সিগারেটের প্রতিশব্দ যথাক্রমে *ইণ্ডিয়ান খাকি* এবং *ক্যালকাটা পুলিস*। সিগারেটকে সাদা কাঠি-এ বলা হয়ে থাকে। মেয়েদের ঋতু অর্থে লাল রং-এর অনুষঙ্গযুক্ত শব্দে ব্যবহার হয়ে থাকে। *লাল ঝাণ্ডার স্ট্রাইক, অশোক ফুল, জবাকুসুম, লাল জেলি* ইত্যাদি একাধিক শব্দ এই অর্থে রয়েছে। কালো লোককে *লোডসেডিং* বলার পিছনে বর্ণগত সাযুজ্য ক্রিয়াশীল। বিবাহিত মেয়েকে *কপাল ফাটা* বা *মাথা ফাটা* বলা হয় সিঁদুরের রঙের অনুষঙ্গে। বিবাহিত মেয়েকে বলা হয়ে থাকে *লাইসেন্স ধারি*। যেখানে রং-এর সাযুজ্য না থাকলেও সিঁদুরের প্রতিই থাকে লক্ষ্যটা। একশো টাকার নোটকে বলা হয় *নীল পাত্তি*। *খাকি*

শব্দটা সমার্থ হয়ে গেছে বিড়ি কিংবা পুলিশ কনস্টেব্‌লের সঙ্গে রঙের সাদৃশ্যের কারণেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইদানীং *তরমুজ* শব্দটি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। যে-রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী বাইরে কংগ্রেস বা বিজেপির দলভুক্ত অথচ ভেতরে ভেতরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন, তাকে বর্ণের অনুষঙ্গ মাথায় রেখে বলা হয় *তরমুজ*।

কোনো বস্তুর প্রকৃতিগত অবস্থানকে কেন্দ্র করে অনেক স্ল্যাং তৈরি হয়। মদের প্রতিশব্দে প্রায়শই এজাতীয় সাদৃশ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মদকে *হরলিক্স* বা *পেপসি* বলার মধ্যে দিয়ে তারল্যের সাযুজ্যের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে; একইভাবে অনেক সময় বলা হয় *অমৃত*। অন্যদিকে *রাবড়ি* বললে তার লোভনীয়তাকে মেলানো হচ্ছে। *সলিড* শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার দৃঢ়তা বা প্রচণ্ডতা বোঝানো হয়। *কঠিন* শব্দটি ব্যবহৃত হয় পরিস্থিতিগত জটিলতা বোঝাতে। কোনো বস্তুর ক্রিয়ার সাযুজ্যে স্ল্যাং ব্যবহৃত হয় অনেক সময়। কোনো বোকা লোককে *টিউবলাইট* বা *পেট্রোম্যাক্স* বলা হয়, কারণ সেগুলি জ্বলতে সময় নেয়। বোকা লোকের কোনো বিষয় বুঝতে দেরি হবার ঘটনাটিকে এইভাবে ফুটিয়ে তোলার দৃষ্টান্তটি চমৎকার। যে-নারী বহু পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে তাকে বলা হয় *লেডি ম্যাগনেট*। শব্দটির সঙ্গে লেডি ম্যাকবেথের ধ্বনিগত সাযুজ্যের কারণে শব্দটির প্রয়োগ আরো আকর্ষণীয় হয়েছে। সিগারেট বা বিড়ি খাওয়াকে *মুখাগ্নি* করা বলার মধ্যে কি কেবল আক্ষরিক সাযুজ্যের বিষয়টিই আছে, না তার শারীরিক হানিকর দিকটির প্রতিও কিছু সতর্কতার নির্দেশও আছে? তেল দিলে যে-কোনো যন্ত্র ভালোভাবে চলে, সেই থেকে *তেল দেওয়া* বা *ত্যালানো* বাংলায় একটি পরিচিত স্ল্যাং; এই সূত্রে বাংলা প্রবাদ *তেলা মাথায় তেল দেওয়া*ও স্মরণীয়। *তেল দেওয়া*র ইংরেজি রূপ *oiling*-ও বাংলায় চলে। একই অর্থে পাই *buttering* শব্দটাও। পুরষাঙ্গকে *ঝরনা কলম* বা *ফাউনটেন পেন* বলার পিছনে ক্রিয়াগত সাযুজ্যটি খুব পরিষ্কার। একই কথা প্রযোজ্য কনডোমকে *টুপি* বা *টোপর* বলার ক্ষেত্রেও। গাঁজা টানা বা যৌন সংগম, উভয় অর্থেই যখন *কামান দাগা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখনও ক্রিয়ার একটা ঐক্য কল্পনা করে নেওয়া হল। ডাক্তারি

স্ল্যাং-এ যখন গর্ভধারণকে বলা হয় *দই জমানো* তখনও এজাতীয় সাযুজ্য কাজ করে। রান্নার অনুষঙ্গ ও বিশেষ একটি পদের সাযুজ্য সম্পূর্ণ লন্ডভন্ড করার অর্থে *ঘন্ট বানানো* শব্দটির মধ্যে লক্ষ করা যায়; একই অর্থে *মিক্স্‌ড্‌ চাউ* বা খিচুড়ির ব্যবহারের কথা আগেই বলা হয়েছে। *মাথায় গোবর* একটি প্রচলিত স্ল্যাং যা প্রায় বাগ্‌ধারার কাছাকাছি চলে এসেছে। *গোবরের* অনুষঙ্গে *মাথায় ঘুঁটে* বলে বুদ্ধিহীনতাকে আরো সম্যকভাবে প্রকাশ করা যায়।

অর্থগত বা ধ্বনিগত সাযুজ্যের বিষয়টিও এই সূত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মাথার ছিট বোঝাতে যখন *কাটপিস* বলা হয়, তখন ছিট শব্দটিকে জামার ছিট অর্থে গ্রহণ করা হয়। পশ্চাদ্দেশ অর্থে *ছাপা* শব্দের ব্যবহার পশ্চাৎ স্ল্যাং-এর নিদর্শন। কিন্তু এই অর্থে যখন *প্রিন্টেড* শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন ছাপা শব্দটির অর্থানুসারে অনুবাদ করা হয়। মৃত্যু অর্থে *পটল তোলা* শব্দটির ব্যবহার মূলত চোখের পটল বা চোখের পাতার কথা মনে রেখে। কিন্তু পটল শব্দটি খুব অনিবার্যত আনাজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং অনুরূপ অনুষঙ্গে মরণাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা বোঝাতে *চুবড়ি খোজা* বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ পটল তোলবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা। *বগল বাজানো* থেকে যখন *বিউগেল বাজানো* হয়, তখন ধ্বনি সাযুজ্যটিই প্রধান হয়ে ওঠে। মদকে যখন *খোকাকোলা* বলা হয় তখন কোকাকোলার ধ্বনি সাযুজ্যটির ব্যবহার ঘটে। মদকে এমনিতে *খোকা* বলার কারণে শব্দটির প্রয়োগটি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। ইংরেজি মিডিয়ম স্কুলের নাম যখন হয় আন্টিনিকেতন, তখন শান্তিনিকেতনের ধ্বনিঅনুষঙ্গটি স্বভাবতই মনে পড়ে। সেই সঙ্গে স্কুলের শিক্ষিকাদের আন্টি বলার রীতিটিকে ব্যবহার করে শব্দটির উদ্ভব। *সে গুড়ে বালি* একটি প্রচলিত বাংলা বাগ্‌ধারা। কিন্তু শোনা যায় যখন *সে গুড়ে কোন্নগর* তখন বালির নিকটবর্তী স্টেশনের অনুষঙ্গ কাজ করে। ভারতীয় নাগরিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদানের যে ব্যবস্থা তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার টি. এন. শেষণ করেছিলেন, সেটি র‍্যাশন কার্ডের অবধারিত ধ্বনিগত সাযুজ্যে হয়ে গেছে, *শেষণ কার্ড*। লোডসেডিং শব্দের ধ্বনির অনুষঙ্গে যখন কেরোসিনের অভাব বোঝাতে *কেরোসেডিং* শব্দের উৎপত্তি হয়, তখন এই অনুষঙ্গ ব্যবহার প্রায় কবিতার পর্যায়ে চলে যায়।

অক্কা পাওয়া বাংলায় একটি প্রচলিত স্ল্যাং। সেটিকে ধ্বনিসাযুজ্যের সাহায্যে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করে বলা হয়ে থাকে *অকুপায়েড*। সাধারণ মার্ক্সবাদী যারা, তাদের পারস্পরিক সম্ভাষণের ডাক হল কমরেড। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীকী রং হল লাল। কমরেড শব্দটিকে সভঙ্গ শ্লেষ করে *কম রেড* হল পাটির সঙ্গে যার যোগাযোগ কমে গেছে।

সাযুজ্যের আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে এভাবে কোনো বিভাজনের অন্তর্গত করা সহজ হবে না। প্রেমিকপ্রেমিকার মধ্যে উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় *কাবাব মে হাড্ডি*। এক জাতীয় ঘটনা বা কাজকর্ম বা লোকজন বোঝাতে বলা হয় *জেরক্স কপি, কার্বন কবি* বা *ডিটো*। ঘুড়ির একদিকে ভারি থাকলে অন্যদিকে ভর চাপিয়ে সামঞ্জস্য আনতে হয়। একে বলে কার্নিক দেওয়া সেই থেকে পক্ষপাতী লোক, যার একদিকে হেলে থাকার প্রবণতা থাকে, তাকে বলা হয় *কার্নিকে খাওয়া*। তেমনি একেবারে পর্যদুস্ত হওয়ার অর্থে ক্রিকেটে খেলার সাযুজ্যে *তেকাঠি ফাঁক* শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রায় কাছাকাছি অর্থে গোল খাওয়া শব্দটির ব্যবহারের পিছনে কাজ করে ফুটবলের অনুষঙ্গ। *ইঁচড়ে পাকা* বলে যখন কোনো অকালপক্ককে চিহ্নিত করা হয়, তখনও একধরণের সাযুজ্যের বোধ কাজ করে। অনুষঙ্গগত সাযুজ্যের কারণেও কখনো কখনো স্ল্যাং-এর উৎপত্তি ঘটে থাকে। কড়ে আঙুল উঁচু করে আড়ি করার ইঙ্গিত যেমন করা হয়ে থাকে, তেমনি প্রস্রাব করা বোঝাতে এটি হল পশ্চিমী রীতি। এর থেকে বাংলা স্ল্যাং-এ *কুট্টি পিসি* মানে হয় প্রস্রাব করা, কারণ আড়ি করার আরেক নাম কুট্টি করা। আবার পিসি শব্দটির মধ্যে ইংরেজি pissing-অনুষঙ্গও থাকতে পারে। একশো টাকার নোট যখন হয় *এক থাপ্পর*, তখন যে ব্যক্তি সে-নোটটি খরচ করে, তার মনোভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়। কথ্যবাংলায় গলাকাটা দাম বলতে যা বোঝায় *এক থাপ্পরের* মধ্যেও সেই দ্যোতনা আছে। কোনো সংকটজনক অবস্থার রুগির ওপর যখন একই সঙ্গে অক্সিজেন, স্যালাইন এবং ক্যাথিটারের প্রয়োগ ঘটাতে হয়, তখন ডাক্তারদের স্ল্যাং-এ একটি চমৎকার শব্দ আছে—সেটা হল রুগিকে *নল-জল-কলে রাখা*। বাংলা বানানে মৃত ব্যক্তি বোঝাতে চন্দ্রবিন্দু লেখবার যে রীতি প্রচলিত, তার সূত্র ধরে মারা যাওয়া অর্থে *চন্দ্রবিন্দু হওয়ার* ব্যবহার।

অসুস্থতা বা রোগের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য সাযুজ্যজাত স্ল্যাং লক্ষ করা যায়। প্রধানত অর্থগত বা ধ্বনিগত সাযুজ্যে রোগের নামের সঙ্গে বাংলা বা ইংরেজি কিছু শব্দ যোগ করে এ জাতীয় স্ল্যাং-এর উৎপত্তি। মাথাধরা অর্থে *সেরিব্রাল পাকরাইটিস্* বা মাথা ঘোরা অর্থে *সেরিব্রাল বনবনাইটিস্;* স্পন্ডিলাইটিস্‌কে বাংলায় *স্কন্ধলাইটিস্,* অর্শকে *পন্দেলাইটিস্* ইত্যাদি বলার মধ্যে অত্যন্ত কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

উল্লেখজাত স্ল্যাং

স্ল্যাং-এর চরিত্রই হল সময়োপযোগিতা। তাই সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব স্ল্যাং-এ পড়তে বাধ্য। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সিনেমা, খেলাধূলো, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের জোরালো প্রভাব আছে স্ল্যাং-এ। আবার ভারতবর্ষের পেনাল কোডের ধারা ৪২০ হল ছিঁচকে চুরি ইত্যাদি সংক্রান্ত। সেই থেকে *৪২০* শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ছিঁচকে চোর অর্থে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে *ফোরটুয়েন্টি* বা *চারশোবিশ* বললে যে অভিঘাত হয়, কোনো কারণে চারশো কুড়ি বললে কিন্তু তা হয় না! রাজ কাপুর নির্দেশিত ও অভিনীত শ্রী৪২০ ছবিটির সূত্রে শব্দটি আরো জনপ্রিয় হয়। ১৯৮৫ সালে রাজ কাপুর নির্দেশিত শেষ ছবি *রাম তেরি গঙ্গা ময়লি*-তে নায়িকা মন্দাকিনীর ঝরনার জলে স্নানের অনুষঙ্গে ভিজে যাওয়াকে যুক্ত করে ফেলা হয়েছিল। শব্দটির প্রয়োগ এখনো মাঝে মাঝে লক্ষ করা যায়। সাইকেল থেকে শুরু করে যে কোনো বস্তু *ভিজে মন্দাকিনী* হয়ে যেতে পারে। *মন্দাকিনী* শব্দটি যৌন-আকর্ষণসম্পন্না মহিলা সম্পর্কেও প্রযুক্ত হয়।

সিনেমার মতোই সাম্প্রতিক ঘটনাও স্ল্যাং-এর সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় কলকাতায় চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিল স্টোনম্যানের ঘটনা। তার সমসাময়িক কালে যে কোনো ভারি জিনিসের বর্ণনায় স্টোনম্যানের শব্দটির ব্যবহার চলে আসছে। যেমন মোটা বই বা ভারি আকারের বস্তু ছুঁড়ে মারলে *স্টোনম্যান হয়ে যেতে* পারে তেমনি হয়ে যেতে পারে ভিজে মন্দাকিনী জিন্সের প্যান্টও! কার্গিলের ঘটনার পরে

যে-কোনো বিবাদকে *কার্গিল* বলে যেমন চিহ্নিত করা হচ্ছে তেমনি হচ্ছে অনধিকার প্রবেশের ঘটনাকেও। সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাভাষ্যকার জিওফ্রি বয়কটের ইয়র্কশায়ারীয় উচ্চারণের প্রভাবে বাংলায় এখন বিশেষ ভাবে চলছে *রুবিশ*। বলা বাহুল্য, এ শব্দগুলি সাময়িক জনপ্রিয়তা পায়, কিন্তু সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কারণ যে-ঘটনাগুলির অনুষঙ্গে এগুলির উদ্ভব সেগুলি লোকের মন থেকে মুছে গেলে শব্দগুলির বিশেষ তাৎপর্য আর থাকে না।

তাৎক্ষণিক অনুষঙ্গজাত স্ল্যাং-এর আরেকটি ধরন হল বিজ্ঞাপনের ভাষা। আজকের টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের দাপটে বিজ্ঞাপনের প্রভাব কমবেশি মধ্যবিত্ত মানুষের মনে পড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত সেটা ভাষার ওপরেও প্রভাব ফেলে। প্রচলিত স্ল্যাং *তেল দেওয়ার* একাধিক রূপান্তর লক্ষ করা যায় বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে। কোনো বিজ্ঞাপনের প্রচারের ভাষায় সরষের তেল সম্পর্কে বলা হল গলানো সোনা। সেই সূত্রে তেল দেওয়া অর্থে *গলানো সোনা ঢালা* বলে চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে কখনো কখনো বলা হয় *ডবল রিফাইণ্ড ঢালা*। বিজ্ঞাপনের সূত্রেই, অত্যন্ত খররসনা বিশিষ্ট লোককে বলা হয় *জিলেটের ব্লেড*। ব্র্যান্ডনাম এভাবে স্ল্যাং-এর উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। *কলিন্স হাসি* বা *কোলগেট হাসির* উল্লেখ আগে করেছি। *মুরগি করা* অর্থে চলে *আরামবাগ* শব্দটি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে অনেক শব্দ চলে আসে স্ল্যাং-এ। *ভাট বকা* বাংলায় বেশি বকা অর্থে ব্যবহৃত একটি স্ল্যাং। ভাট বলা হত তাদের যারা রাজাদের স্তুতি করত। স্তুতি করার সঙ্গে অনিবার্য হত অতিরঞ্জন। তার থেকেই শব্দটির উৎপত্তি বলে আমাদের বিশ্বাস। মিথ্যে কথা বলার একটি জনপ্রিয় স্ল্যাং *ঢপ মারা* বা *ঢপ দেওয়া*। শব্দটি সাধারণভাবে ধ্বন্যাত্মক। শূন্যগর্ভ আওয়াজ বোঝাতে কথ্য বাংলাতেও বলা হয় ঢপ করে পড়া। কিন্তু এশব্দটি ব্যবহারের পিছনে বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দী যে-ঢপ কীর্তনের প্রচলন ঘটে তার অনুষঙ্গ থাকা একান্ত সম্ভব। কেননা *ঢপ মারার* সঙ্গে সঙ্গে দুটি সহচর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একটি হল *ঢপের চপ*, অন্যটি *ঢপের কেত্তন*। প্রথমটিতে অনুপ্রাস তৈরি করার প্রবণতা সক্রিয় থাকলেও দ্বিতীয়টি স্পষ্টতই বাংলা গানের অনুষঙ্গে

শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। *কেষ্ট, কলির কেষ্ট, বৃন্দাবন* বা *বেন্দাবন, লীলা* ইত্যাদি শব্দে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ খুব স্পষ্ট। *কেলো, কেলোর কীর্তি* ইত্যাদি শব্দেও কৃষ্ণের প্রতি ইঙ্গিত থাকা খুবই সম্ভব। দেবদেবীর নাম স্ল্যাং হিসেবে ব্যবহৃত হয় মাঝে মাঝে। *কাত্তিক, ক্যালানে কাত্তিক, গোবর গণেশ* ইত্যাদি এজাতীয় শব্দের নিদর্শন। *অক্কা পাওয়া* শব্দটির পিছনে শাক্ত অনুষঙ্গের কথা অনুমান করেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১০]। *মায়ের ভোগে* কথাটি নিশ্চয় সমগোত্রীয়। তা থেকে শুধু *ভোগে যাওয়া* বলেই এখন কাজ চলে যায়। সাহিত্য থেকেও অনেক সময় স্ল্যাং-এর উৎপত্তি ঘটে। *ঢপ* বা *ভাট*-এর প্রসঙ্গ আগেই এসেছে। কৃষ্ণের অনুষঙ্গ বাংলা কেবল ধর্মীয় ভাবনা থেকে আসেনি। তাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুষঙ্গ রয়েছে। *রোমিও* বাংলাসাহিত্যে প্রেমিকের স্ল্যাং রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, যদিও তার সঙ্গে লাম্পট্যের একটা ইঙ্গিতও যেন থেকে যায়। *রোমিওবাজি* বললে তো সরাসরি বহুবল্লভ ব্যক্তির কার্যকলাপকেই বোঝায়। খেলাধুলোর অনুষঙ্গে জাত বাংলা স্ল্যাং-এর নিদর্শন অজস্র। মুশকিলে পড়া বা ব্যর্থ হওয়া অর্থে *গোল খাওয়া, তেকাঠি ফাঁক হয়ে যাওয়া, ভোকাট্টা হয়ে যাওয়া* ইত্যাদি শব্দের মধ্যে অনুষঙ্গগুলি বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। কোনো জটিল তায় না যাওয়াকে *সোজা ব্যাটে খেলা,* কোনো কাজে বিশেষ সফল হওয়াকে *ছক্কা মারা* ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ক্রিকেট অনুরাগী বাঙালির ভাষা ব্যবহারের একটি বিশেষ মাত্রা লক্ষ করা যায়। বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসা—এই অর্থে আকর্ণবিস্তৃত হাসিকে বলা হয় *থারটি টু অল আউট*। এর মধ্যেও ক্রিকেটের পরিভাষারই ব্যবহার।

কলকাতা শহরের নানা উল্লেখ স্ল্যাং-এ লক্ষ করা যায়। *গড়ের মাঠ* শব্দটি শূন্যতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পকেট থেকে টাক—সমস্ত কিছুই *গড়ের মাঠ* হতে পারে। একই অর্থে ব্যবহৃত হয় *রবিবারের ডালহাউসি*। *ভিক্টোরিয়া* শব্দটি প্রেমের ক্ষেত্র হিসেবে অর্থগত প্রসার লাভ করেছে। যে-কোনো নিরিবিলি জায়গাই *ভিক্টোরিয়া* হতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় একই অর্থে ব্যবহৃত, বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গজাত শব্দ *বৃন্দাবন*।

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় থেকে ছাত্রছাত্রীমহলে নানাধরনের শব্দ উঠে আসে। ট্রিগোনমেট্রির অনুষঙ্গে *সেক্সি* শব্দটির অন্যরূপ হল Sec C। গাণিতিক

নিয়মে তা *ওয়ান বাই কস সি* (${}^{1}/_{\cos c}$) বলে চিহ্নিত করা হয়। এই বিষয়টি এতই ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে কখনো কখনো ট্রিগোনমেট্রি শব্দটির খণ্ডিত রূপ *ট্রিগো* বলতে বোঝায় সেক্সি! বৃত্তের বহির্মণ্ডল দিয়ে কোনো সরল রেখা চলে গেলে তাকে গণিতের ভাষায় বলে tangent, ট্রিগোনমেট্রিতে যা হল tan। কোনো বিষয় যদি মাথা ওপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে চলে যায়, তাহলে *ট্যান যাওয়া* বা *ট্যান খাওয়া* বলা হয়ে থাকে। শব্দটির ক্ষেত্রে গণিতের অনুষঙ্গজাত সাযুজ্যের ব্যবহারটি লক্ষণীয়। প্রস্রাব করা যখন হয় *মাইনাস করা* বা *জলবিয়োগ করা*, তখন অঙ্কের যোগবিয়োগের বিষয়টা কার্যকর হয়।

অনুষঙ্গজাত স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে অনেক সময় লক্ষ করি যে শব্দগুলির পিছনে একাধিক অনুষঙ্গ কাজ করে। *আনন্দবাজার* যখন হয় নিষিদ্ধ পল্লির সমার্থক, তখন একদিকে যেমন কাজ করে ফুর্তি লোটার অনুষঙ্গে আনন্দ শব্দটি, অন্যদিকে বাজার শব্দটি এই অর্থে স্বীকৃত একটি ব্যবহার। কিন্তু এ দুয়ের সঙ্গে যোগ হচ্ছে প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকটির নামের অনুষঙ্গ। প্রসঙ্গত, *আনন্দবাজার* বা *গণশক্তি* শব্দদুটি বাংলা দৈনিকের সততার পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যে কথার প্রতিশব্দরূপে প্রচলিত।

স্ল্যাং বাগ্‌ধারা

বাংলা স্ল্যাং-এ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কয়েকটি শব্দের সমবায়ে গড়ে ওঠা স্ল্যাং। এই জাতীয় শব্দ সমবায়ের ব্যাপারটি স্ল্যাং-এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কথ্যভাষার কোনো রীতি এখানে মানা হয় না। ফলত নানাবিধ অনেক সম্ভব-অসম্ভব শব্দকে স্ল্যাং-এ এক সূত্রে গাঁথা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এগুলির পিছনে প্রধানত যেটা কাজ করে সেটা হল একটা অনুপ্রাসের বোধ। তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় চিত্রকল্পও তৈরি হয় সচেতনভাবে। নিয়মিত ব্যবহারের ফলে এগুলি বাগ্‌ধারার মতো সিদ্ধ একটি রূপ গ্রহণ করে। *মুখের জিওগ্রাফি বদলে দেওয়া, পোঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখানো, পোঁদিয়ে পোস্টকার্ড বানানো, চটকে চব্বিশ, চটকে চানাচুর* বা *চটকে চাটনি, কেলিয়ে*

ক্যালেন্ডার, মগজে ফাইল ঘষা, পোঁদ মেরে পাকিস্তান, পাগল না সি.পি.এম., ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছশো করা ইত্যাদি অজস্র শব্দ প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে। *কেলিয়ে ক্যালেন্ডারের* মতোই *ঝুলিয়ে ক্যালেন্ডার,* কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুপ্রাসটা গৌণ, ক্যালেন্ডার ঝোলানোর ক্রিয়াটাই প্রধান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার কাহিনিতে এ জাতীয় অনেক তৎক্ষণাৎ বানানো শব্দের দৃষ্টান্ত আছে যেমন *পাগল না পাঁপড়ভাজা* বা *চালাকি না চলিষ্যতি*। এজাতীয় শব্দের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও কাজ করে নানা ধরনের সাযুজ্য বা উল্লেখ। শব্দগুলি সতত সৃজ্যমান, যেমন কার্গিল যুদ্ধের পরে নতুন সংযোজন *কেলিয়ে কার্গিল*।

অনুবাদ জাত স্ল্যাং

বাংলায় ইংরেজি শব্দকে অনুবাদ করে অনেক সময় স্ল্যাং তৈরি করা হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চাদ্দেশ অর্থে *প্রিন্টেড* শব্দটির কথা। *পিছন পাকা* অর্থে *ব্যাক রাইপ,* খানকি অর্থে *ইট ওয়াট,* আমাশা অর্থে *ম্যাংগো হোপ,* রং মারা অর্থে *কালার* ইত্যাদি শব্দ একেবারেই আক্ষরিক অনুবাদ। মাথা ধরা যখন হয় *সেরিব্রাল পাকরাইটিস,* এবং মাথা ঘোরা হয় *সেরিব্রাল বনবনাইটিস,* তখন শব্দগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করা হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষার আদলে। অবশ্য পাকড়ানো বা বনবন করা জাতীয় বাংলা শব্দও থাকে সঙ্গে।

অনেক বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি প্রত্যয় যোগ করে স্ল্যাং তৈরি করা হয়ে থাকে। *চলেব্‌ল্, চিটিংবাজ, কেলেংকোরিয়াস, খেপচুরিয়াস, টুকলিফাই, ঢপিং* ইত্যাদি শব্দ এজাতীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। চা খাওয়ানো থেকে নাম ধাতু *টিআনো* ব্যবহারের মধ্য একটা মজা আছে। সেন্টিমেন্ট শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ *সেন্টুতে* বাংলা মিশেছে শেষের /উ/ ধ্বনির প্রয়োগে। তফাৎ আর difference সংযুক্ত হয়ে পাওয়া যায় *তফারেন্স*। একইভাবে দখল আর occupy যোগ করে পাই *দখুপাই*। কিছু ইংরেজি শব্দের ব্যঙ্গাত্মক বাংলা রূপ নির্মাণের কথাও এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে—সার্টিফিকেট থেকে *সাট্‌টিফিট্‌টি,* প্রফেসর থেকে *পৈপেচোর,* সেক্রেটারি থেকে *স্যাকারুটি,*

ফিউচার ডুম থেকে *ফুটুর ডুম* ইত্যাদি। ইংরেজির সচেতন ভুল উচ্চারণের মধ্যে দিয়েও স্ল্যাং তৈরি হয়। future থেকে *ফুটুর* যেমন, তেমনই হচ্ছে *ফুটুরি* বা *ফুচুরি*-ও। একইভাবে nature থেকে নাটুরি এবং mature থেকে মাটুরি। সাইকোলজি বাংলা উচ্চারণে হয় *পিসি চলো যাই*। পর্নোগ্রাফির বাংলা করা হয়েছে *পানু*।

মুণ্ডমাল স্ল্যাং

স্ল্যাং-এর ব্যুৎপত্তির আরেকটি মজাদার দিক হচ্ছে মুণ্ডলার শব্দ। মুণ্ডমাল শব্দ বা abbreviation সাধারণত ব্যবহৃত হয় দীর্ঘ শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য। সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, ইংরেজিতে যেপরিমাণ মুণ্ডমাল ব্যবহার করা হয়, বাংলায় তার চেয়ে অনেক কম মুণ্ডমাল পাওয়া যাবে। এর একটা কারণ হল বাংলা লিপিতে স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ইংরেজিতে স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হয় ফলে আদ্যবর্ণ দিয়ে অজস্র মুণ্ডমাল তৈরির অবকাশ থাকে। United States of America থেকে ইংরেজিতে U.S.A সহজেই, কিন্তু বাংলায় বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ *ব.ব.দ.বাগ* না হয়ে হয় *বিবাদী বাগ*। বিবাদীবাগ বাংলায় কিছুটা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে কারণ শব্দটি অনেকটা ইংরেজি মুণ্ডমাল বি.বি.ডি.বাগের কাছাকাছি। কিন্তু বাঙালির রসনা বা কান, কোনোটাই ভারতীয় জনতা পার্টির বদলে *ভা.জ.পা* মুণ্ডমালটি মনে নেবে না যদিও শব্দটি ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশে, বিশেষত হিন্দিবলয়ে যথেষ্ট প্রচলিত। বাঙালি বরং প্রয়োজনে ইংরেজি মুণ্ডমাল *বি.জে.পি.* ব্যবহার করবে বাংলা লোককথা *পিপুফিশু*-র মতো নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও এজাতীয় প্রয়োগ কখনোই জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। বিশুদ্ধ বাংলা মুণ্ডমালের নিদর্শন খুব অল্প পাওয়া যাবে। স্ল্যাং-এ এমন দুটি খুব উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের কথা বলা যেতে পারে। একটি হল *ভ.জা.* অর্থাৎ ভগবান জানে, দ্বিতীয়টি হল *ন্যালা* অর্থাৎ ন্যাশনাল লাইব্রেরি। *ন্যালার* সঙ্গে বাংলা বাগ্‌ধারার একটি অনুগামী শব্দ জুড়ে *ন্যালাখ্যাপা* শব্দটি যথেষ্ট জনপ্রিয়। বাংলা স্ল্যাং-এ *ন্যালাখ্যাপা* হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে খেপ

মারেন! শান্তিনিকেতনে একটি প্রচলিত শব্দ—*বোটু*—যার পূর্ণরূপ হল বোকা টুরিস্ট।

স্ল্যাং-এ যে সমস্ত মুণ্ডমাল পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক শব্দই এমন, যেগুলির অন্য অর্থে মুণ্ডমাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন *M.B.B.S., D.I.G., Ph.D., N.R.S., K.L.M., U.S.A., N.F.D.C.* ইত্যাদি। সাধারণভাবে শব্দগুচ্ছের ক্রম মেনে মুণ্ডমাল তৈরি হয় হয়; এক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটে বিপরীত দিক থেকে, মুণ্ডমালের বর্ণগুচ্ছের ক্রম মেনে পদগুচ্ছ তৈরি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজাতীয় মুণ্ডমালের পূর্ণরূপ বাংলা বাক্যের দ্বারা তৈরি করা হয়, যদিও কখনো কখনো দু-একটি ইংরেজি বাক্যও দুর্লভ নয়। *C.A.P.S.T.A.N.* শব্দটি এই সূত্রে লক্ষণীয়, কারণ শব্দটি মূলক্রমে একটি প্রশ্ন, এবং বিপরীতক্রমে (অর্থাৎ NATSPAC) তার উত্তর।

দ্বিতীয় আরেকটি ধরন হল, যেখানে প্রচলিত শব্দকে অনুসরণ করে শব্দগুচ্ছ সাজিয়ে কৃত্রিম মুণ্ডমাল তৈরি করা হয়। *Cat, Boss, Bitch* ইত্যাদি এজাতীয় নিদর্শন। সাধারণত এসমস্ত মুণ্ডমালা গঠিত হয় ইংরেজি বাক্য দ্বারা। এ-ধরনটিরই আরেকটি রকমফের হল, বিভিন্ন স্থাননামকে মুণ্ডমালে পরিণত করা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে *U.S.A.*-র কথা। কিন্তু *U.S.A.* শব্দটি প্রথম থেকেই মুণ্ডমাল। কিন্তু *B.O.M.B.A.Y., P.A.R.I.S., R.U.S.S.I.A, J.A.P.A.N* ইত্যাদি শব্দকে খানিকটা কৃত্রিমভাবেই মুণ্ডমালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি অত্যন্ত অশ্লীল অর্থবাহী, অন্তত যৌনঅর্থবাহী তো বটেই। এজাতীয় দৃষ্টান্ত ইংরেজি স্ল্যাং-এও মিলবে।[১১]

বোকাচোদা শব্দ থেকে *B.C.* অনিবার্য একটি মুণ্ডমাল; কিন্তু যখন গালাগালিটার পরিবর্তে *খ্রিস্টপূর্ব* ব্যবহার করা হয়, তখন *B.C.*-র প্রচলিত রূপটির অনুষঙ্গটিকে ব্যবহার করা হয়। আরেকটি প্রবণতা হল বর্ণমালায় অক্ষরের ক্রম মেনে মুণ্ডমাল তৈরি করা। *A.B.C.D.* এবং *K.L.M.N.O.P.* এমন দুটি নিদর্শন।

বাংলায় যে-সমস্ত মুণ্ডমাল পাওয়া যায় তার মধ্যে যেগুলি এরকম কোনো রীতির অন্তর্গত নয় অর্থাৎ যেগুলি বাক্য বা পদগুচ্ছের রীতি মেনে স্বাভাবিক উপায়ে তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ করা যাবে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি—তিন ভাষারই শব্দগুচ্ছ।

আমরা বাংলা স্ল্যাং-এ মুণ্ডমালের কিছু নিদর্শন এখানে সংকলন করেছি :

ABCD All Bengal চ্যাংড়ার দল
AFRICA After fucking rest in cool air
AIDP All India ধান্দাবাজ পার্টি
AIDS Acute Economic Deficiency Syndrom
ASP এসো শুয়ে পড়ো
BC/BKC বোকাচোদা
BF Boyfriend
BITCH Beautiful Indian Teeager Causing Heart-ache
BHMH বড়ো হলে মাল হবে
BM বারোয়ারি মুরগি
BMAC বাংলা মায়ের অ্যাংলো ছেলে
BOMBAY Both of my breasts at you
BOSS Brother of sexy sister
BR Back ripe
BTM বহেনজি turned mod
CAPSTAN Can a person Screw thrice a night? No, after two strokes, penis absolutely collapses
CAT Casual American Teenager
CC Coca Cola
CGL চুদ গ্যায়া লায়লা
CMDA কাটছি মাটি দেখবি আয়; কলিকাতা মহানগরী ডুবাইবার আয়োজন; Calcutta Metropolitan Digging Authority
DIG Double income Group
DMU দাদা মুতে উঠুন
DPL Direct পোঁদে লাথি
EMU একটু মুতে উঠুন
FG Full গাণ্ডু
FRCS ফাঁকা রাস্তায় চুদে সুখ
GF গাঁড় ফাটা, girl friend, Gold Flake
GG gone to গাঁড়
GGA গাঁড়ে গুদে একাকার
GM গাঁড় মারা
GP ঘোড়ার পেচ্ছাপ
HG Half গাণ্ডু
ILU I Love You
ITALY I trush and love you
JAPAN Jumping and Pumping at night
JJTT যখন যেমন তখন তেমন
JMTT জাতে মাতাল তালে ঠিক
KLM কালো লুলুর মালিক
KLMNOP কাকে লাথি মেরে নাড়ালি ও পোঁদ
KP কেটে পড়া
LB liquid bathroom
LBCC ল্যাওড়া বাপের চ্যাংড়া ছেলে, লাওড়া বাপের ক্যাওড়া ছেলে
LLB লম্বা লম্বা বাত
LLTT Looking London talking Tokyo
LM Love Marriage
LMF ল্যাজ মোটা Fox
LP Long Playing; leg pulling
MABF Matric Appeared but failed
MBBS মা বাবার বেকার সন্তান
MC মাদার চোৎ

MMKC মাংমারানি ক্যালাচোদা
MP Market Prostitute
NCC নুনু কাটা কোম্পানি
NFDC নিরোধ ফাটা ড্যামনা ছেলে
NRS নোংরা রাজনীতির শিকার
PARIS Please allow rape in school
Ph D potato highly defective, পথে হল দেরি, পাইনি হাতে ডিগ্রি
PM পেছন মারা
PNKD পাশ না করা ডাক্তার
PNPC পরনিন্দা পরচর্চা
PP পোঁদ পাকা
PWD পোঁদ উল্টে ডিগবাজি
RUSSIA Rape Until she screams in agony
SFI Sexually Frustrated Individual
TC টোটো কোম্পানি
TP Time pass
TTMP টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ
TUMP Typical Uncivilized Medinipuri Product
USA Under Skirt Area, Uttam Suchitra Association

বাংলায় মুণ্ডমালের আরেকটি ধরন হল সম্পূর্ণ বাক্যের বা বাক্যাংশের মুণ্ডমাল না করে আংশিক মুণ্ডমালের ব্যবহার। যেমন সুন্দরী মেয়ে অর্থে *G জ্যাম* হল গোলাপ জাম। *চোদন চৌষট্টি* বলে গালাগালি দিতে হলে বলা হয় *C 64*। বীর্য অর্থে ভিটামিন *P*-র ব্যবহার হয় কারণ লোকশ্রুতি হল বীর্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। গাঁজা হল ভিটামিন *G*। অসুস্থতা বোঝাতে *G.G.* যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি *G স্কোয়ার* বা *G টু* (G_2)-ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রচলিত মুণ্ডমালকে অন্যভাবে পূর্ণ করার প্রবণতা আমরা দেখেছি আগেই। কিন্তু মুণ্ডমালের মূলটিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে প্রকৃত অর্থটিকে অপরিবর্তিত রেখে এমন নিদর্শনও আছে। তপশিলি জাতি উপজাতি বোঝাতে S.C. আর S.T. শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণির প্রতি সরকার নির্ধারিত যে-সমস্ত সুযোগসুবিধা আছে তার প্রতি কটাক্ষ করে এদের *সোনার চাঁদ সোনার টুকরো* বলা হয়ে থাকে। উদ্দীষ্ট ব্যক্তি একই থাকল, কিন্তু মূলরূপটি বদলে একটি ব্যঙ্গাত্মক মাত্রা দেওয়া হল।

পশ্চাৎ স্ল্যাং

মুণ্ডমাল স্ল্যাং-এর মতোই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পশ্চাৎ স্ল্যাং বা Black Slang। পশ্চাৎ স্ল্যাং-এর প্রবণতা অনেক ভাষাতেই লক্ষ করা যায়।

ইংরেজিতে তার নিদর্শন অজস্র। বাংলায় এমন প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। ইংরেজিতে vowel এবং consonant পরস্পরের পাশাপাশি যুক্ত হবার কারণে back slang অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়। বাংলায় স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে এমন উলটে নেওয়ার ব্যাপারটা বাংলায় কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকে। ইংরেজিতে bone যখন enob হয়, তখন সম্পূর্ণ একটি নুতন শব্দ তৈরি হয়। বাংলায় অ-কারান্ত শব্দের হলান্ত উচ্চারণের কারণে এ ধরণের পরিবর্তনের সম্ভাবনা কিছুটা কমে যায়। তবে নিদর্শন যে কিছু নেই এমন নয়। সুকুমার সেন ছোটোদের সংকেত ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে শব্দকে উল্টে নিয়ে কথা বলার একটা প্রবণতা বাংলায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন 'আম খাবি' এইভাবে হয়ে যায় [মআ বিখা]।[১২] কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে সংকলিত হল :

টপ > পট — পাছা > ছাপা > ছাপু
টুপি > পুঁটি — ফুটে যাওয়া > টুফু হওয়া
টেঁশে যাওয়া > সেঁটে যাওয়া — মুখ > খুমা/খোমা
ডিম > মডি — স্যার > রস্যা > রসিয়া
তেলানো > লতানো

কোনো কোনো পশ্চাৎ স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে ব্যবহারগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। *টুপি পরানো* বা *টুপি করা* থেকে যখন *পুঁটি বানানো* হয়, তখন *পুঁটি* শব্দটি যেন একটি নামবিশেষ। *ফুটে যাওয়া* থেকে *টুফু হওয়ার* মধ্যেও এই নামের ব্যঞ্জনাটা থেকে যায়। সাধারণতই লক্ষ করা যায়, যদি শব্দটিকে উলটে নিলে কোনো প্রচলিত শব্দ পাওয়া যায় বা তার কাছাকাছি কোনো ধ্বনি তৈরি হয়, তাহলেই বাংলায় পশ্চাৎ স্ল্যাং তৈরি করার প্রবণতা দেখা যায়। bone থেকে enob যে-জাতীয় উদ্ভাবন, বাংলায় সে-জাতীয় উদ্ভাবন বিরল। *তেলানো থেকে লতানোর* মধ্যেই বিষয়টা ধরা পড়বে। প্রচলিত বাংলা শব্দকে মাথায় রেখে, এবং প্রায় অর্থসাযুজ্যের কথাও মাথায় রেখেই শব্দটির ব্যবহার। স্যার থেকে *রসিয়া*, বা, পাছা থেকে *ছাপা*—এসব ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটছে। পশ্চাদ্দেশ অর্থে *printed* শব্দটির ব্যবহার পশ্চাৎ স্ল্যাং-এর অনুবাদ করেই তৈরি।

খণ্ডিত শব্দ

শব্দকে অংশত খণ্ড করে খণ্ডিত শব্দ বা clipped words তৈরি করা স্ল্যাং-এর স্বাভাবিক প্রবণতা। *World Book Encyclopedia* (International) 1983-তে বলা হয়েছে

> The process of creating a new word by dropping one or more syllables from a longer word is called clipping. Clipping produces many slang terms.[১৩]

ইংরেজি ভাষায় বহু শব্দও খণ্ডিত করে তৈরি হয়েছে এবং তার অনেক শব্দই আজ মান্যভাষার অন্তর্গত হয়েছে। বিশুদ্ধ বাংলা শব্দের খণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন কম, কিন্তু বহু ইংরেজি শব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ খণ্ডিত আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা শব্দের মধ্যে যেগুলির খণ্ডিত ব্যবহার পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে বেচারা থেকে *বেচু*। বিখ্যাত পানীয়-র Fanta নামটি তৈরি হয়েছে fantastic শব্দটিকে ছেঁটে। *ফ্যান্টা* শব্দটি বাংলা স্ল্যাং-এও স্বীকৃতি পেয়েছে। ইদানীং এজাতীয় শব্দ তৈরির প্রবণতা বাড়ছে। কোনো কোনো শব্দে বাংলা প্রত্যয় যোগ করে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়। যেমন sentiment থেকে *সেন্টু*, desperate থেকে *ডেস্পো*, Marxist থেকে *মার্কু* বা মাকু, vaccum থেকে *ভ্যাকু*, Frustrated থেকে *ফ্রাস্টু* ইত্যাদি। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার—এই অর্থে second শব্দটির খণ্ডিত রূপটিকে যখন বহুবচন করে ব্যবহার করা হয়, তখন তার ধ্বনিটি অন্য অর্থ জাগায়— matter of secs হয়ে যায় *matter of sex!* আমরা প্রচলিত কিছু খণ্ডিত শব্দের একটা তালিকা এখানে দেবার চেষ্টা করি :

ইংরেজি শব্দ

abnormal : অ্যাব
appointment : অ্যাপো/অ্যাপ্পো
calibre : কালি/ক্যাল
capacity : ক্যাপা
casual : ক্যাজু
confidence : কনফি
demonstration : ডেমো
desperate : ডেস্পো
enthusiasm : এন্থু
fabulous : ফ্যাব
fantastic : ফ্যান্টা
frustrated : ফ্রাস্টু
fundamental : ফান্ডা

genuine : জেনু
hospital : হসপি
impossible : ইম্‌পস
Marxist : মার্কু/মাকু
modern : মড
pornography : পানু/পর্নো
principal : প্রিন্সি
prostitute : প্রস্‌
satisfaction : স্যাটি
sec : সেক
sentiment : সেন্টু
sophisticated : সফি
subsidiary : সাব্‌সি
supplementary : সাপ্‌লি
tangent : ট্যান
talent : ট্যাল
teenager : টিনু

বাংলা শব্দ

গুজরাটি : গুজু
ঝামেলা : ঝাম
ধ্বজভঙ্গ : ধজু, ধজো
বেচারা : বেচু
মাড়োয়ারি : মেড়ো

ধ্বনিসংযোগ প্রক্রিয়া বা gibberish

অপরিচিত শ্রোতার কাছ থেকে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনেক সময় কথ্যভাষার সঙ্গে সচেতনভাবে কোনো বিশেষ ধ্বনি যোগ করে ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলার প্রবণতাকে ধ্বনিসংযোগ প্রক্রিয়া বা gibberish বলা হয়। প্রধানত ছোটোদের মধ্যে এই ধরণের সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার থাকে। এজাতীয় প্রবণতা পৃথিবীর অনেক ভাষার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। বাংলায় 'চ' ধ্বনির সাহায্যে এরকম বাক্য তৈরি করার প্রবণতা বিশেষ স্বীকৃত। সুকুমার সেন এবিষয়ে কৃত্রিম ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ছোটোদের মধ্যে এই প্রবণতার কথা। উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে 'আম খাবি' এইভাবে হয়ে যায় [চাম চিখাব]।[১৪] 'চ' যোগের প্রক্রিয়াটি ক্ষেত্রবিশেষে আরো অন্যভাবেও করা হয়। প্রত্যেক অক্ষরের (syllable) সঙ্গে 'চি' ধ্বনি যোগ করা (যেমন 'সে ভালো ছেলে'—এই বাক্যটি বোঝাতে *চিসে চিভা চিলো চিছে চিলে* বলা) অথবা আরেকটু সহজ করে নিয়ে শব্দের আদিতে 'চি' যোগ করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। নিয়মিত অভ্যাসের ফলে যারা বলে তাদের বলার গতি যথেষ্ট দ্রুত, শ্রোতার অনুধাবন ক্ষমতাও তদনুরূপ। এজাতীয় আরো পরিশীলিত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বড়োদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সে-সব

ক্ষেত্রে একাধিক ধ্বনি যোজিত হয়ে থাকে। এবিষয়ে শর্মিলা বসুদত্ত জানাচ্ছেন যে 'ইংচ', 'ইংট', 'আরফা', 'আরমা' ইত্যাদি ধ্বনি যোগে ভাষা প্রয়োগ করা হয়। যেমন 'রমা, রমা, আজ তুমি কি সিনেমা দেখতে যাবে? 'ইংচ' যোগে হবে 'রিংচমা, রিংচমাল ইংচাজকে তিংচুমি কিংচি সিংচিনেমা দিংবে খেতে যিংচাবে?'[১৫] ছাত্রদের মধ্যে এজাতীয় ব্যবহার অনেকক্ষেত্রেই ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে হয়ে থাকে। শব্দের আদিতে 'স' এবং অন্তে 'ন' ব্যবহার করে চলে কথোপকথন। তার সঙ্গে ঘটে দলের (syllable) বিপর্যাস। ফলে ফ্ল্যাটের সুন্দরীর প্রতি সহচরদের সতর্ক করে দিতে যদি বলতে হয় যে 'ফ্ল্যাটে ভালো মেয়ে আছে', তা হলে বলতে হবে *স্ল্যাটেফান সালোভান সেয়েমেন সাছেআন*। কিন্তু যে শব্দের-আদিতে এমনিতেই 'স' আছে, সে শব্দের ক্ষেত্রে 'স'-এর পরিবর্তে ব্যবহার হবে 'ট'। তাই সিগারেট হল *টিগারেটসিন*। আরেকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া হল /স্প/ ধ্বনির যোগে। 'ভাল মেয়ে' এ ভাষায় হল *ভাস্পালোস্পো মেস্পেয়েস্পে*। তবে এই সংকেতটির ক্ষেত্রে অনেকসময় একটা সহজ করে নেবার প্রবণতা দেখা যায়—যাতে শব্দের প্রথম দলটির (syllable) সঙ্গেই কেবল /স্প/ ধ্বনি যুক্ত হয়। তাতে ভালো মেয়ে বলতে *ভাস্পালো মেস্পেয়ে* বলেই কাজ চালানো যায়।

সমাস

সমাস বাংলা স্ল্যাং-এর একটি জরুরি ও অভিনব বিষয়। সমাসের বৈশিষ্ট্য হল কোনো প্রচলিত শব্দের যৌনতাপূর্ণ ব্যাসবাক্য তৈরি করা। সমাসের কয়েকটি বিশেষত্ব আমরা এখানে দেখতে পারি :

১. সমাজ একটি কৃত্রিমভাবে নির্মিত শব্দভাণ্ডার, যাতে সমাজের ব্যাসবাক্য গঠনের আদলটাকে নেওয়া হয়েছে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে।
২. স্ল্যাং-এ বিশেষভাবে নির্মিত শব্দগুলো প্রধানত যৌনতা প্রধান
৩. সৃষ্ট ব্যাসবাক্যটিকে বোঝাতে অনেক সময় শব্দের ব্যবহার করা যায় না।
৪. অদীক্ষিতের পক্ষে সমাস সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।

৫. সমাসগুলির কোনো কোনোটিতে নামকরণ করা হয়। সেই নামকরণ কোথাও বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে (যেমন Threatening তৎপুরুষ), কোথাও তার অন্য কোনো আবেদন ফুটে ওঠে (যেমন পথের পাঁচালি সমাস)।

বিষয়টির তুলনা ইংরেজি rhyming slang-এর সঙ্গে চলতে পারে। rhyming slang ইংরেজি কক্‌নির একটি বিশিষ্ট ধরন—যেটা অদীক্ষিতের পক্ষে অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব। সমাস-ও জানা না থাকলে অর্থভেদ করা নিতান্ত কঠিন।

সমাসের একটি তালিকা এই সূত্রে আমরা একত্র করি :

অধ্যাপক	অর্ধেক ঢুকিয়ে পকাপক
আলমারি	আলে ফেলে গাঁড় মারি
অ্যালজেবরা	আলে বসে বাল জাবড়া
ইউক্যালিপ্‌টাস	ইঁউ কেলিয়ে পটাশ
উচ্ছে	উঃ করছে, তবু চুদছে
করাচি	ক্রিটিকাল অ্যাঙ্গেলে চুঁচি
কলকাতা	কলতলায় ল্যাংটো ললিতা
কাঁকড়া	কাকের পোঁদে ন্যাকড়া
কাকিনাড়া	কাকির মাই ধরে নাড়া
কুমার শানু	কুমারী মেয়ের গুদে শানিত নুনু
কেমিস্ট্রি	কে চুদল সেটাই মিস্ট্রি
কেলেংকারি	কেলোর লুঙ্গি খুলে এনকোয়ারি; তদন্তমূলক সমাস
খুদা গাওয়া	খোদার গুদ মেরে (অমিতাভ) হাওয়া
গাভাস্কার	গাঁড় মেরে অস্কার
গামলা	গাঁড়ের ওপর হামলা; উগ্রপন্থী তৎপুরুষ
গাম্ভীর্য	গামলা ভরা বীর্য; টইটম্বুর সমাস
গারডার	গাঁড় মারার অর্ডার
গুদাম	গুদের মধ্যে ফজলি আম
গুমটি	গুদের মধ্যে চিমটি; কুটকুটানি সমাস
ঘুগনি	ঘুঘুর পোঁদে অগ্নি; উত্তাপদায়ক সমাস
চমৎকার	চুদে মুতে একাকার
চশমা	চোশে মামি হাসে মামা

চাদর	চোদার জন্য আদর
চাল	চুদব তোকে কাল
চিত্রাঙ্গদা	১. চিৎ করে শুয়ে গুদে গদা, ২. চিত্রবিচিত্র গুদে ঢোকাই গদা
চিমা	১. চোদার জন্য বীমা ২. চোদার আগে বীমা; insurance সমাস বা LIC তৎপুরুষ
চুমকি	চোদার হুমকি; উগ্রপন্থী বা Threatening তৎপুরুষ
জামাই	১. জায়ের মাই ২. জামার তলায় মাই
জ্যামিতি	জাঙ্গিয়া খুলে গুদে মুতি
দুর্গাপুর	দুর্গার গুদে মাখনের পুর; পথের পাঁচালি সমাস
নন্দিনী	নুনু চেয়েছিল দিইনি
নিমাই	নাই মাই যার
নৈহাটি	নুনু নিয়ে হাঁটাহাঁটি/নুনুর ওপর হাঁটাহাঁটি
পদাতিক	পোঁদ মারা বাতিক যার
পদ্মিনী	পোঁদ চেয়েছিল দিইনি
পদ্মিনী কোলাপুরী	পোঁদ মেরে কলা পুরি
পার্থ	পোঁদ মারতে বার্থ
পুলক	পুংলিঙ্গ লক
ফাল্গুনী	ফাল্গুনের হাওয়া বসে বাল গুনি; Time passing সমাস
বউভাত	বউয়ের গুদে ভাসুরের হাত
বাজেট	বাঁজা মেয়ের পেট impossible সমাস
বাঁদর	বাবার পোঁদে আদর
বালক ব্রহ্মচারী	বাল লক্ষ করে বোম ছোঁড়াছুড়ি; attacking তৎপুরুষ
বাল্মীকি	বালের মধ্যে ঝিকিমিকি; lighting তৎপুরুষ
বাসর	বসে চোদার আসর
বিরাটি	বাঁড়াতে ভর দিয়ে হাঁটি
বিস্কুট	বেশ্যার গুদে কুটকুট
বোটানি	বোঁটা নিয়ে টানাটানি
ব্যারাকপুর	বাঁড়ার ওপর কর্পূর
ব্রাশ	ব্রায়ের তলায় ব্রাশ
ব্রাহ্মণ	ব্রায়ের মধ্যে আড়াই মণ

(উচ্চ) মাধ্যমিক	(উঁচু থেকে পড়ে) মামার ধনে মামির কিক
মামলা	মাইয়ের ওপর হামলা
মারডার	মাঙ্ মারার অর্ডার
মারুতি	মায়ে গুদে আরতি
মালাকার	মাল ফেলে একাকার
ম্যান্চেস্টার	man-এর মতো চেস্ট যার
রঞ্জন	রমার গুদে অস্ত্রুতাঞ্জন
শাশুড়ি	শায়ার মধ্যে শুড়শুড়ি
শিলিগুড়ি	শিল দিয়ে গুদ মারি
সৌগত	সদ্য গুদ হতে আগত
হলুদ	হলহলে গুদ
হাওড়া	হাওয়া ওড়ে বাঁড়া; উড্ডীয়মান সমাস
হেলিকপ্টার	হেলানো গুদে গরম হিটার

লক্ষ করা যাবে যে সব সমাসের নাম পাওয়া যায় না; কিন্তু যেগুলোর পাওয়া যায়, সেগুলোর অর্থ সাযুজ্য বজায় রেখেই নামগুলো তৈরি হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. Eric Partridge এপ্রসঙ্গে বলেছেন
Nearly all slang consists of old words changed in form or, far more often, old words with a new meanings or new shades of meaning. The latter tendency appears even in such common words as *do, take, make, go* and *out*, which in their slang sense, are just as much creation as new derivatives and compounds, however old the root-words...Partridge, *Today and Yesterday* p. 22.

২. Moore, John : *Your English Words* (1962); Green, Jonathon কর্তৃক *The Macmillan Dictionary of Contemporary Slang* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. viii

৩. Matthews, Brander : Harper Magazine-এ 1893 সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, Eric Patridge কর্তৃক উদ্ধৃত *Today and Yesterday*, p. 11.

৪. Eric Patridge বলেছেন :

Borrowing, indeed have a way of seemingly slangy or of being welcomed by slang before standard speech takes them to its sanctum. ...Hospitality, whether to native coinage or to foreign arrivals, is the hall-mark of slang... Patridge. *Today and Yesterday,* p. 21.

৫. *অপরাধজগতের ভাষা* পৃ. ৪৭

৬. ঐ, পৃ. ১১

৭. Eric Patridge জানাচ্ছেন এবিষয়ে :

At this point we may note a very different characteristics of slang: that of the difficulty in assinging a correct etymology to so many of its units, for slang, usually indirect, depends upon metaphor and allusion (often very far-fetched) and irresponsible mutilation. The metaphors and allusions are generally connected with some temporary phase, some ephemeral vogue, some unimportant incidents; if the origin is not nailed down at that time, it is rarely recoverable. Patridge *Today and Yesterday* p. 31

৮. এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Eric Patridge G. K. Chesteron-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন :

Metaphors,—by which we understand the "application of name of descriptive term to an object to which it is not literally applicable",—spring from a lively fancy and furnish much of the life-blood of all language. In slang, they are particularly vital and (often startlingly, almost ridiculously) vivid. The domain of metaphor, comprising the spiritual, mental, and the physical, Nature and human nature, the dead and the "live", the actual and the possible, is for all practical purposes, limitless and unlimited : it draws its examples from every spheres and phases of human and animal activity, from our knowledge of the inanimate, and from the imagination : every social activity supplies a multitude of felicitously accessible combinations and permutations; every vocation gives concreteness if desired. The metaphor is the most important factor in the renewal of language. With characteristically epigrammatic force and exaggeration, Mr. G. K. Chesterton,

in one of the best essays in The Defendant, 1901, has said that "the one stream of poetry which is constantly flowing is slang. Every day some nameless poet weaves some fairy tracery of popular language...All slang is metaphor, and all metaphor is poetry...The world of slang is a kind of topsy-turvydom of poetry, full of blue moons and white elephants, of men losing their heads and men whose tongues run away with them a whole chaos of fairy tales, Patridge *Today and Yesterday* p, 24.

৯. Lewin, Esther and Albert E. : *The Thesearus of Slang*, 1991, p. 49.

১০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন :
বোধ হয়, বৈষ্ণবদিগের 'কেষ্টো পাওয়া'র মত শাক্ত দিগের অক্কা 'পাওয়া' (অর্থাৎ মাকে পাওয়া বা মরা) মরণসূচক। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* পৃ. ৮

১১. এই বিষয়ে Eric Patridge তাঁর অভিধানের পরিশিষ্টে Lovers' Acronyms or Code-Initials অংশে বলছেন :
Mostly lower and lower-middle class, and widely used by Servicemen : C. 20; perhaps also late C. 19. Usu. at the foot, or on the envelope, of letters. The commonest is *SWALK*, sealed with a loving kiss; perhaps earlier, and less demonstratively, merely *SWAK*, ...*SWANK*, ...nice kiss. Common also are...*BOLTOP*, better on lips than on paper...and *ILUVM*, I love you very much. The next three occur in John Winton, We saw the Sea, 1960, but are, of course, very much older: *ITALY*, I trust and love you; *BURMA*, be undressed, and ready, my angel; ...*NORWICH*, (k)nickers off ready when I come home. The phonetic element is worth noting; also note the symbol (), an embrace. Two other examples are *HOLLAND*, here our lovelies and never dies, and the somewhat more earthy *EGYPT*, eager to grab your pretty tits. Patridge, Eric, *A Dictionary of Slang and Unconventional English*, p. 1386-7.

১২. *ভাষার ইতিবৃত্ত* পৃ. ২৪

১৩. *The World Book Encyclopedia* p. 563.

১৪. *ভাষার ইতিবৃত্ত* পৃ. ২৪

১৫. শর্মিলা বসুদত্ত : *বাংলায় মেয়েদের ভাষা পৃ.* ২৬৮

৪

বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার

সাহিত্যে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ সব সময়ই একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। স্ল্যাং সাহিত্যের ভাষা নয়, মুখের ভাষা; কিন্তু সাহিত্য কেবল মান্যভাষা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। স্ল্যাং-এর মধ্যে প্রকাশের বলিষ্ঠতা সবসময়ই শিষ্টভাষার চেয়ে বেশি। অনেক সময়ই সেই বলিষ্ঠতা সাহিত্যিকরা প্রয়োগ করতে চান সাহিত্যে। লক্ষ করা যাবে, যে, স্ল্যাং বাদ দিয়ে সাহিত্য প্রায় কদাচিৎ রচিত হয়। শেক্সপিয়রের নাটকে স্ল্যাং-এর ব্যবহার সমালোচকদের আগ্রহের বিষয়।[১] বাংলাসাহিত্যেও দেখব, স্ল্যাং ব্যবহারের একটি প্রবণতা বরাবরই কাজ করে চলেছে। অবশ্য সে-প্রবণতা সবসময় সমান থাকেনি। নানাবিধ বাইরের কারণে স্ল্যাং ব্যবহার সম্পর্কে সাহিত্যিকদের মতাদর্শ বদলেছে। আমরা বিভিন্ন কালে সেই প্রবণতা কীভাবে কাজ করছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে কবিদের রুচিবোধ সাধারণত এমনই ছিল যে স্ল্যাং ব্যবহার খুব একটা প্রশ্রয় পায়নি। বাংলাসাহিত্যে আমরা এটা বরাবরই লক্ষ করব যে, সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রকাশ বা রুচির অবনতি যখন ঘটেছে, তখন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই সেই শিথিলতা ঘটেছে। বাংলাসাহিত্যে আদিরসের

প্রয়োগ ঘটেছে, তাতে নানাবিধ আপত্তিও তৈরি হয়েছে; কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে শিথিলতার জন্য কোনো সাহিত্য আধুনিক যুগের আগে নিন্দিত হয়নি। আসলে সাহিত্যে স্ল্যাং যখন সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তার মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনে একটি বিশেষ অভিঘাত জাগিয়ে তোলাটাই মূল লক্ষ্য হয়। মধ্যযুগে সেই সচেতনতা লেখকদের ছিল না। তাছাড়া সাহিত্যের বিষয় অনেকটাই দেবদেবীনির্ভর হওয়ায় আলাদা করে স্ল্যাং ব্যবহারের তাগিদ অনুভব করেননি সেকালের লেখকেরা। অবশ্য মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সঠিক প্রবণতা সব সময় ধরা যায় না কারণ লিপিকরদের ব্যক্তিগত রুচিবোধ অনেক সময় অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া মধ্যযুগে যথার্থ নাগরিক সংস্কৃতি না থাকায় স্ল্যাং সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। স্ল্যাং-এর সচেতন চর্চা নিতান্তই নাগরিক সভ্যতার ফল। ভাষার মধ্যে গ্রাম্যতা বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে মান্য স্ল্যাং-এর পার্থক্য আছে, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এর সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাং নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা থেকে যায়। আমরা যে-মান্য স্ল্যাং-এর অনুসন্ধানে বর্তমানে রত, তার কোনো পরিচয় তখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে স্ল্যাং-এর ব্যবহার প্রধানত গালাগালি ও অভিসম্পাতের দৃষ্টান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এছাড়া কোনো বিশেষ প্রবণতার পরিচয় মেলে না।

আমরা খুব বিক্ষিপ্তভাবে প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্য থেকে কিছু মান্যভাষা-বহির্ভূত শব্দের নিদর্শন এখানে দেখবার চেষ্টা করব।

চর্যাপদের আঠারো সংখ্যক পদটিতে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম স্ল্যাং-এর নিদর্শন মিলবে। কাহ্নপা রচিত এই পদটির শেষ চরণটি হল—*ডোম্বী ত আগলি নাহি চ্ছিণালী*[২]। *ছেনালি* শব্দটি মান্যভাষার অন্তর্গত নয়। অবশ্য হাজার বছর আগে যখন এ পদ রচিত হয়েছে, তখন *ছেনালি*র ঠিক চরিত্রটি কী ছিল, আজ তা বলা সম্ভব নয়। চর্যাপদের ৩৭ সংখ্যক পদে আছে *বাণ্ড কুরণ্ড*[৪]। পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ অর্থে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার। *বাণ্ড* শব্দটির তৎভব রূপ *বাঁড়া* আধুনিক বাংলায় অত্যন্ত প্রচলিত। ১৮ সংখ্যক পদে *বিটালিউ*[৪] শব্দটি বর্তমান বিটলের সমান্তরাল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *দোহাকোশ*-এ যে-সমস্ত চর্যাগান প্রকাশ করেন, তার মধ্যে আগন্তুক অর্থে

অচাভুঅ[৫] শব্দটিও তৎকালীন স্ল্যাং হতে পারে। (এ পদগুলি অবশ্য অনেক অর্বাচীন বলে সুকুমার সেন মনে করেন। দ্র. *চর্যাগীতি-পদাবলী*, ১৯৬৬, *নিবেদন*)

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এধরনের ব্যবহার পাওয়া যাবে। আমরা দুটি নির্দশন একত্র করি।

১. পামরী ছেনারী নারী হআঁ বড় আছিদরী আসহন বোলহ সকলে॥ [৬]

২. এরহ আহ্মারে কাহ্ন না কর কচাল। [৭]

*ছেনারী ছেনালি*রই রূপভেদ। *কচাল* শব্দটির সঙ্গে স্ল্যাং-এর ভাব থাকা অসম্ভব নয়।

একইভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কিছু দৃষ্টান্ত এই সূত্রে দেখা যেতে পারে। এগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে স্ল্যাং বলা যায় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু এগুলি যে মান্যভাষা নয়, তা মোটের উপর নিশ্চিত। লঙ্কাকাণ্ডের কিছু নিদর্শন আমরা দেখতে পারি। *ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভঙ্গ* অংশের দুটি বাক্য উৎকলন করা যাক :

১. পলায় রাক্ষসগণ হইয়া ফাঁপর। [৮]

২. যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে। [৯]

কুম্ভকর্ণের নাসাচ্ছেদন অংশে পাই :

১. ছি ছি বলি কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারী। [১০]

একইভাবে *ইন্দ্রজিৎ বধ* অংশের থেকেও দুটি বাক্য দেখানো যেতে পারে :

১. আজি তোমা কাটি খুড়া ঘুচাইব শনি। [১১]

২. লক্ষ্মণ বলেন বেটা দুষ্ট নিশাচর। [১২]

বস্তুত, সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যেই *বেটা* শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত। শব্দটি সংস্কৃত বটু শব্দ জাত—যার অর্থ বালক। কৃত্তিবাসের পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পারি। মঙ্গলকাব্যে সাধারণভাবে স্ল্যাং বেশি, কারণ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি মঙ্গলকাব্যে ধরা আছে। দেবদেবী বা পৌরাণিক চরিত্রও মঙ্গলকাব্যে মানবিক লক্ষণাক্রান্ত। ফলত চরিত্রের বাক্‌রীতিতে এসেছে কথ্যভাষার ধরন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অংশবিশেষ দেখা যেতে পারে :

১. নারদে কহিব কী তার বাক্যে দিলাঙ ঝি
এমন ভাঙরমতি পাপে। [১৩]

২. লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালামালা। [১৪]

৩. টিটকারি দেই যত নগরিয়া ছাবাল। [১৫]

৪. খাট ভাতার ঢেঙা মাগু দেখ্যা লোক হাসে। [১৬]

মনসামঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ব্যবহার আছে অনেক। আমরা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল থেকে কিছু অংশ এখানে একত্র করতে পারি :

১. মনস্তাপ পায় তব না নোয়ায় মাথা।
বলে চেঙমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥ [১৭]

২. প্রভাতে উঠিয়া দেখে চাঁদ সদাগর।
গৃহে ধান্য কিছু নাই হইল ফাঁপর॥ [১৮]

৩. ছটি পুত্র খেয়ে তোরে করিব আঁটকুড়ী॥ [১৯]

৪. ক্ষুধায় আকুল প্রাণ লাগে ভোচকানি॥ [২০]

৫. তুই উচ্চ কপালিনী হও চিরুনদাঁতিনী
বাসরে খাইলি প্রাণনাথ॥ [২১]

৬. দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কড়ে রাঁড়ী। [২২]

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও স্ল্যাং-এর অনেক ব্যবহার রয়েছে। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি। ফলত, রাজসভায় মনোরঞ্জন ছিল তাঁর লক্ষ্য। ভাষা-ব্যবহারের দিক থেকেও ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে আশ্চর্য আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মানসিংহ অংশে তিনি জানাচ্ছেন যে বাদশার যে-ভাষা, তাতে 'আবী-পারসী-হিন্দুস্থানী'র প্রয়োগ আছে। সে-সমস্ত ভাষা লোকে বুঝতে পারবে না 'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'। এই মনোভাবটি তাঁর রচনায় বহু কথ্যশব্দের ব্যবহারে কার্যকর হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে এই সূত্রে :

১. নিমক হারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥ [২৩]

২. রাজ্য কৈল ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্রমিত্র গোবরগণেশ॥ [২৪]

৩. সূর্য্যকেতু বলে এটা দেখি যে গোঁয়ার। [২৫]

৪. কোটাল কহিছে রাগি কি বলেরে বুড়ী মাগী
এ বড় কুটিনী ঘাগী। [২৬]

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং আছে—কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও ইতস্তত। আখ্যানমূলক সাহিত্যে সংলাপের প্রয়োজনে স্ল্যাং কিছু পরিমাণে আসতে বাধ্য, বাংলাসাহিত্যেও এসেছে। কিন্তু মোটের ওপর, স্ল্যাং সম্পর্কে কোনো বিশেষ সচেতনতা, বা বিশেষ কোনো অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। স্ল্যাং-এর চরিত্রও মোটের ওপর এক জাতীয়। কালগত দিক থেকে তিন-চার শতাব্দী বা স্থানগত দিক থেকে অজস্র জেলার পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলা স্ল্যাং-এর যে-সামান্য ব্যবহার প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে আমরা পাই, তার মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যের নমুনা কিছু নেই। সেই কারণেই স্ল্যাং ব্যবহার কোনো বিশেষ মাত্রা লাভ করেনি প্রাগাধুনিক যুগের বাংলাসাহিত্যে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও স্ল্যাং

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে-নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার ফলে বাংলাদেশের নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগের ফলে বাঙালি মানসিকতারই বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। এ-বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে এই সময় থেকেই। বাংলাসাহিত্য পাশ্চাত্যপ্রভাবের ফলে নিছক দেবনির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে মানবমুখীন হয়ে ওঠে। বাংলায় গদ্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে, নাটক-উপন্যাস প্রভৃতির চর্চা শুরু হয়, কবিতাও গোত্রান্তরিত হয়। এই সমস্ত রূপান্তরের সঙ্গে স্ল্যাং-এর ব্যবহারের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

কবিগান ও বাংলা স্ল্যাং

বাংলা স্ল্যাং ব্যবহারের আলোচনার সূত্রে আমাদের মনে পড়বে কবিগানের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও কবিগান চলে আসছে তার কিছু আগে থেকেই। তৎকালীন বাঙালির বিকৃত রুচির পরিচয়

গেছে। আছে কবিগানের মধ্যে। যদিও সে-রুচিবিকার যতটা বিষয়গত ছিল ততটা ভাষাগত ছিল না, তবু অনেক স্ল্যাং প্রয়োগ সে-সময়ে কবিগানে দেখা করা গেছে। বিশেষত 'খেউড়' গানের মুখ্য লক্ষণই ছিল অশ্লীলতা। এ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন :

> খেউড় ও লহরে ভদ্রতা না রাখাই ছিল সাধারণ রীতি। অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা ইত্যাদি ব্যাপার যত কটু হত, শ্রোতাদের সানন্দ সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন ততই বেড়ে যেত।[২৭]

খেউড় সম্পর্কে শ্রোতাদের রুচি ও মানসিকতার পরিচয় মিলবে *'সংবাদ প্রভাকর'*-এ ১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১ তারিখে প্রকাশিত একটি রচনা থেকে :

> বিশিষ্টজনেরা ভদ্র গানে এবং ইতর লোকেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্ত কালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি (নিত্যানন্দদাস বৈরাগী) সখী-সংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাষার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্ব্বক কহিল "হ্যাদ্ দেখ লেতাই, ফ্যার ঝদি কাল্ কুকিল্লির গান ধল্লি, তো দো, দেলাম্, খাড়্ গা।" নিতাই তচ্ছ্রবণে মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহাদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।[২৮]

খেউড়ের প্রকৃত রূপ বর্তমানে নির্ধারণ করা কঠিন। পরবর্তীকালে সংকলনকর্তাদের রুচিবোধে এগুলি অশ্লীল বিবেচিত হওয়ায় বর্জিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত জানাচ্ছেন যে খেউড়ে সকারবকার হত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তা সংগ্রহে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন না। এসম্পর্কে কবিগান সম্পর্কিত গবেষণায় বলা হয়েছে :

> হরু ঠাকুরের খেউড় এবং লহর গান ছিল সর্বোত্তম। কিন্তু অশ্লীলতার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই। তাহার ফলে, সেগুলির স্বরূপ নির্ণয় বর্তমান কালে অসম্ভব।[২৯]

মোটের ওপর স্ল্যাং-এর নিদর্শন এভাবেই অনেকটা censored হয়ে গেছে। তবু কিছু বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা উৎকলন করার চেষ্টা করি :

১. ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়। (ভোলা ময়রা)[৩০]

২. ঘোমটা খুলে চোম্‌টা মারে, কোমটা বড় ভারি। (ভোলা ময়রা) [৩১]

৩. বাঁঝা মেয়ের বেটা হল অমাবস্যার চাঁদ। (ভোলা ময়রা) [৩২]

৪. তুই জাত ফিরিঙ্গি, জবর জঙ্গি, পারবে না মা তরাতে,
যিশু খৃষ্ট ভজ্‌গে বেটা শ্রীরামপুরের গির্জাতে॥ (ভোলা ময়রা) [৩৩]

৫. অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কফন্‌চোর।
ভাঙে রাত হলে সব যত গোর॥
টাটকা গোরে শুট্‌কো ভূতের রব।
এ কি অসম্ভব॥
এ হুমকি দিয়ে লোটে সব। (রামসুন্দর স্বর্ণকার) [৩৪]

সাধারণভাবে কবিওয়ালাদের মধ্যে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ হত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। তবে এরই মধ্যে ঠাকুর সিংহকে সোজা 'শালা' বলে গালাগালি না দিয়ে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি যে-ব্যঞ্জনার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা কবিওয়ালাদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সংযমের নিদর্শন বলে গণ্য করা যেতে পারে :

এই বাংলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাক্‌রে সিংহের বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥ [৩৫]

কবিগানের পাশাপাশি উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন আকারে দেখা দিল পাঁচালি—দাশরথি রায় ছিলেন যে-ধারার শ্রেষ্ঠ শিল্পী। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে মান্যেতর শব্দের প্রয়োগ অজস্র। প্রধানত যুগরুচির কথা মাথায় রেখেই তিনি পাঁচালি রচনা করেন। তাঁর পাঁচালি থেকে কিছু দৃষ্টান্ত এই সূত্রে দেখা যেতে পারে :

১. দেখিলাম বেটার সকলি ফক্কি, বামুন বড় ষাটি লক্ষি
ইহার বাড়া হয় যদি কান কাটি। [৩৬]

২. যত পেঁদির বেটা রামসন্না শ্যামা মায়ের নাম সন্না
শাক্তবামুনের ভাত খান্না বলি দিয়েছেন বলে।
এদিকে ডোম কোটালকে করে শিষ্য, তাদের প্রতি নাই উষ্ম,
শূয়র বলিতে নাই দুষ্য, আনন্দ ভোজন হয়ে বসে তাদের বাড়ী॥ [৩৭]

৩. কশ্যপ বলেন, লেটা, ঘটালে নারুদে বেটা, তখনি বুঝেছি সেটা, সমূলেতে কল্লে খোঁটা, ভাল কি করেছে এটা, নেহাৎ তার বুদ্ধি মোটা, পরের মন্দ হবে যেটা, সেই কর্ম বড়ে আটা, ঋষির মধ্যে বড় ঠেঁটা, কে

কোথা দেখেছে কটা, পোঁদে লাউ উপরে গোঁটা, হাতে করে সদাই সেটা, বেড়ায় যেন হাবা বেটা, চালচুলো নেই নির্লজ্জেটা, কি সাউখুড়ি করেন একটা, মিথ্যে কথার ধুকড়ি ওটা, সত্য কয় না একটি ফোঁটা, গণ্ডগোলের একটি গোটা, বিষম দেখি বুকের পাটা, মাগু ছেলে নাই ন্যাংটা ওটা, কিছুতেই নাই যায় আটা, বেটা সব দুয়ারে ফ্যানচাটা॥ [৩৮]

উইলিয়ম কেরি ও বাংলা স্ল্যাং

স্ল্যাং সাধারণভাবে কথ্যভাষার সঙ্গেই জড়িত। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে কথ্যভাষার চর্চা বাংলায় পুরোদমে শুরু হয়। কেরির *কথোপকথন* গ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়বে আমাদের। বলা বাহুল্য বিশুদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ এটি নয়। ১৮০১ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত এই গ্রন্থটির উপশিরোনামে লেখা ছিল :

> Dialogues / intended / to facilitate the acquiring / of / The Bengali Language

কথ্যবাংলার সঙ্গে অবাঙালির পরিচয় ঘটানোই এগ্রন্থের উদ্দেশ্য। বইটির নামকরণ থেকেই বিষয়বস্তুর কিছুটা আন্দাজ করা যায়। বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাল্পনিক সংলাপ এখানে রয়েছে। উনিশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ড থেকে আগত সিভিলিয়নদের জন্য রচিত এই গ্রন্থে তৎকালীন কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বাঙালির কথ্যভাষায় একটি প্রামাণ্য রূপ ধরা আছে। বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথোপকথন এগ্রন্থে থাকার ফলে এতে অনেকগুলি register আমরা পাই। কেরি যেহেতু অবাঙালি, তাই শব্দের সামাজিক দিকটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। শ্লীল, অশ্লীল নির্বিশেষে তিনি শব্দ গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, এমন অবাধ স্বীকৃতি ছাপার হরফে বাংলা স্ল্যাং কমই পেয়েছে। বাংলা স্ল্যাং-এর এটিই প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য দলিল।

বাংলাভাষা সম্পর্কে কেরির মনোভাব প্রমথনাথ বিশী তাঁর *কেরী সাহেবের মুন্সী* উপন্যাসে চমৎকার দেখিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক কিছুটা অংশ উৎকলন করা যাক :

রাম বসুকে কেরী বলে, মুন্সী, বাংলা গদ্য গড়ে তুলতে হবে—লোকে যে সব শব্দ সদাসর্বদা ব্যবহার করে তার উপরে।

রাম বসু বলে—তাই করুন না কেন। আমি তো সাহিত্যের ভাষায় কথা বলি নে।

তোমার ভাষায় ফারসী শব্দে আধিক্য, সংস্কৃত শব্দও কম নয়। লোকমুখের ভাষা অবিকৃত ন্যাড়ার মুখে। ও আমাকে খুব সাহায্য করছে। ওর নাম দিয়েছি ন্যাড়া দি গ্রেট।...দেখ, সেদিন ন্যাড়া দি গ্রেট আমায় দিয়েছে 'মিন্সে' শব্দটা! শব্দটার খুব তাকত।

ওটা নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ।

অধিকাংশ লোকই যে গ্রাম্য। দেখ মুন্সী, মনুষ্য বল, পুরুষ বল, লোকজন বল—মিন্সের মত কোনটাই এক্সপ্রেসিভ নয়। মিন্সে শব্দটা উচ্চারণ করবামাত্র আস্ত একটা মানুষ সম্মুখে এসে দাঁড়ায়!

রাম বসু বোঝে যে, যে-কারণেই হক, সাহেবের কাঁধে এখন গ্রাম্যভাষার পেত্নী ভর করেছে, প্রতিবাদ করলেও পেত্নী সহসা নামবে না, কাজেই এখন পেত্নীর সমর্থন করাই বুদ্ধির কাজ। সে বলে—আপনি যা বলেছেন। গ্রাম্যশব্দের তাকতই আলাদা।

তবে! বলে একখানা কাগজ টেনে বের করে কেরী।

দেখ, ন্যাড়া দি গ্রেট আরও কতকগুলো চমৎকার শব্দ আমাকে যুগিয়েছে।

এই বলে সে পাঠ করে—কাহিল, ঠাকরঝি, খানকী, মাগী, বেটা, ফলানা!

তারপরে বলে ওঠে—'ফলানা'—এখন চমৎকার শব্দ না আছে ইংরেজী ভাষায় না আছে তোমার সংস্কৃত ভাষায়! 'অমুক' ব্যক্তি বা 'দ্যাট ম্যান' 'ফলানা'র কাছে—মদের কাছে জলের মত স্বাদুতাহীন।

তারপরে উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, এর পরে যখন আমি প্রভুর নাম প্রচার করব, সমবেত জনতাকে সম্বোধন করব, হে মাগী, মিন্সে ও অন্যান্য ফলানাগণ! কেমন হবে?'[৩৯]

উদ্ধৃতিটি কাল্পনিক তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু এর মধ্যে কেরির মনোভাবের যে-প্রকাশ ঘটেছে তা নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলেই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি আমরা ব্যবহার করলাম। উপর্যুদ্ধৃত অংশে কেরি-কথিত শব্দগুলির প্রভূত ব্যবহার আমরা লক্ষ করি *কথোপকথন* গ্রন্থে। যেমন :

১. সারথি ঘোড়া বহুত *কাহিল* কেন।[৪০]

২. আসো গো *ঠাকুরঝি* নাতে যাই।[৪১]

৩. আরে *পেট ফেলানি খানকি*।[৪২]

৪. এই যে বেণে *মাগী*র অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না।[৪৩]

৫. মুই সে *বেটা*র বাড়ী আর যাব না![৪৪]

৬. *ফলানা* স্থানে শিবস্থাপনা হইবে।[৪৫]

প্রসঙ্গত, *ফলানা* শব্দটা বাংলাভাষা থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।

কেরির রচনায় যে-সমস্ত স্ল্যাং হয়েছে—তার অনেকটাই গালাগালি। বিশেষত মেয়েদের ভাষার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি অজস্র গালিগালাজকে স্থান দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু নিতান্ত গ্রাম্যশব্দ অবশ্যই আছে। তবে এ-থেকে তৎকালীন বাংলাভাষার রীতি ও স্ল্যাং-এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। *কথোপকথন*এর কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা এখানে উৎকলন করি :

১. কন্দল।

আরে শুনেছিসডে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। ম্যাঁদাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়া ছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে যাইটের বাছা জ্বরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাশুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পূতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালে ভালডা খাগি তার বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।[৪৬]

২. মজুরের কথাবার্ত্তা

ফলানা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনুঁ তার বাড়ী অনেক কায আছে তুই যাবি।

না ভাই মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তার বড় ঠেঁটা। মুই

আর বছর তার বাড়ি কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই যে বেটার বাড়ী আর যাব না।[৪৭]

৩. মাইয়া কোন্দল

তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়াবেড়ানী সাঁজের কাম কায কিছু যেন নাই বটে।

কি কাযের দায়ে তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো।...

পুতখাকি তুই আমার কি জানিস।...

আরে পেটফেলানি খানকি।...

তোর যে বড় গলারে ভাইখাকী।

তুই যদি মোরে না মারিস তবে তোর পুতের মাথা খাস লো খানকি।

গস্তানী বজ্জ্ত তুই যেমন পুতের কিরা দিস তোর মুখে ঝাঁটা মারিয়া মুখ ভাঙ্গিয়া দিব লো খানকি ঠেঁটী।[৪৮]

গালাগালির নিদর্শন যা পাই তার অনেকটাই নারীর সতীত্ব সংক্রান্ত। *পুতখাকী, ভাইখাগী, ঝিজামাইখাগী, ভাতারখাগী* ইত্যাদি গালিও অজস্র। আমাদের বিশ্বাস, মাতৃভাষা বাংলা না-হওয়ার কারণে কোন শব্দটি কতটা শিষ্ট, সে-সম্পর্কে কেরির কোনো সংস্কার ছিল না। তিনি শব্দের ব্যবহারিক জোরটুকুই দেখেছেন, শব্দের সামাজিক গ্রহণীয়তা তাঁর বিচার্য ছিল না।

প্রহসন ও বাংলা স্ল্যাং

নাটক যেহেতু সংলাপনির্ভর সেইহেতু নাটকে সবসময়ই সাধুভাষার চেয়ে কথ্যভাষার প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করি যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার সেখানে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি। বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে সেটা বিশেষ করে খুবই বেশি, কারণ প্রহসনের উদ্দেশ্যই হল ব্যঙ্গাত্মক, এবং সেই কারণেই তার ভাষা সাধারণত খুব লঘু, সাধুভাষার ব্যবহার সেখানে কদাচিৎ মেলে। অনেক সময় প্রহসনে অত্যন্ত কথ্য বাগ্‌ধারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যেগুলি প্রায় স্ল্যাং-এরই পর্যায়ভুক্ত। আমরা উদাহরণস্বরূপ দীনবন্ধু মিত্রের *নবীন তপস্বিনী* প্রহসন থেকে কিছু নিদর্শন একত্র করি :

১. ছোটরাণী যদি কবিরাজকে হাত কত্তে পাত্তেন।[৪৯]

২. কপালক্রমে বড়রাণীর পেট হল।[৫০]

৩. শাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠ্‌লো, বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজরাতে লাগ্‌লো।[৫১]

৪. টিপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকির দিতে এইচিস্‌?[৫২]

৫. নইলে কোন্‌দিন আপনার হাতে টুকনি দিবে।[৫৩]

৬. আমি আর ছেনালের কথায় ভুলিনে।[৫৪]

৭. সেবার গুণী গয়লানকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটাই ঢলালে।[৫৫]

৮. তবে রে আটকুড়ীর ব্যাটা, এমনি উন্মত্ত হয়েচে, মাগ্‌কে বাছা বল্‌চো।[৫৬]

৯. আমি রাঁড় হয়েচি।[৫৭]

এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অজস্র। এর পাশাপাশি আছে *মাগ* বা *মাগী*, *মিনসে*, *ভাতার* ইত্যাদি শব্দ বা *মাইরি* বলে দিব্যি কাটা। তাছাড়া অনেক গালাগালিও পাওয়া যাবে—যেমন *পোড়াকপালীর বেটা*, *গতরখাগী*, *পাড়াকুঁদলী* ইত্যাদি। দীনবন্ধুর *নীলদর্পণ* নাটকেও স্ল্যাং অনেক আছে। বিশেষত গালাগালির ব্যবহার সে-নাটকে যথেষ্ট। উড সাহেবের গালাগালির ব্যাপ্তিও যথেষ্ট—*হারামজাদা*, *বজ্জাত*, *বেইমান*, *শালা*, *বাঞ্চৎ* বা *গোরুখোর* জাতীয় শব্দ সে ব্যবহার করেছে অনায়াসে। পদী ময়রানির সংলাপের অংশবিশেষ আমরা এই সূত্রে লক্ষ করতে পারি :

> ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদামে রাখতে পারে, ড্যাক্‌রার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না।[৫৮]

রোগ সাহেবকে ক্ষেত্রমণি যে-ভাষায় গালাগালি দেয় তা-ও এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে :

> ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মর‍্যে,...ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্‌ না মোর প্রাণ বার করো ফ্যাল...।[৫৯]

পাশাপাশি নবীনমাধবের সাধুভাষার গালাগালি অসংগত ও অস্বাভাবিক। বর্তমান প্রসঙ্গে সেটা প্রাসঙ্গিক না হলেও কৌতুহলের জন্য একটু উদ্ধৃত করা যাক :

> রে নরাধাম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? [৬০]

বিশেষত সাধারণ মানুষের সংলাপের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু তৎকালীন বাংলা স্ল্যাং-এর যে-জাতীয় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। কোনোরকম শিষ্টায়নের চেষ্টা দীনবন্ধু করেননি।

নীলদর্পণ নাটকে তোরাপ প্রভৃতির সংলাপে অজস্র ঔপভাষিক স্ল্যাং-এর নিদর্শনও মিলবে। ঔপভাষিক স্ল্যাং আমাদের আলোচনার বিষয় না হওয়ায় সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। আমাদের সংকলিত অভিধানেও সে-সমস্ত শব্দ স্থান পায়নি। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং-এর আলোচনার সূত্রে সেগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। দীনবন্ধু মিত্রের *নবীন তপস্বিনী* (১৮৬৩) নাটকে জগদম্বার একটি সংলাপে মেয়েলি গালাগালির প্রয়োগ অজস্র। আমরা সেটি উৎকলন করি :

> পাড়ার পোড়াকপালীরে, পাড়ার সর্ব্বনাশীরে, পাড়ার সাত গতরখাগীরে, পাড়ার গস্তানীরে, পাড়ার পাড়াকুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কত্তে যায়। [৬১]

দীনবন্ধুর মতোই, মধুসূদনের প্রহসনগুলিতেও অনেক স্ল্যাং-এর ব্যবহার আছে। *শালা, মাগী, মিনষে, ছুঁড়ী, হারামজাদা* ইত্যাদি শব্দের পাশাপাশি অনেক আরবি-ফারসি এবং ইংরেজি শব্দের ব্যবহার আছে, যদিও স্ল্যাং সেভাবে নেই। তাঁর *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* থেকে কিছু নিদর্শন আমরা দেখতে পারি :

১. এই ছুঁড়ীকে তো হাত কতো পারবি। [৬২]
২. আর এই ব্যাটারা আমাকে দেখছি ডুবুলে। [৬৩]
৩. এই আবার সাল্যে দেখছি। [৬৪]
৪. ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালীও আছে। [৬৫]
৫. এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুরের বিচে আর দুটো আছে? [৬৬]
৬. আজ বুড়োর ঠাট দেখলে হাসি পায়। [৬৭]
৭. কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁক্‌বেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। [৬৮]

শুধু মধুসূদন বা দীনবন্ধুই নয় সেকালে আরো অনেক বাংলা প্রহসন লেখা হয় যার মধ্যে স্ল্যাং-এর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটে।

নাটকের সূত্রে স্মরণীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা। গিরিশচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন রঙ্গমঞ্চ খুব সম্মানের জায়গা ছিল না। নাটকে নারীরা যখন থেকে অভিনয় শুরু করেন তখন থেকে নাটককে কেন্দ্র করে একটা শ্রেণির মানুষের বিকৃতি রুচির ফলে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস কিছুটা কালিমালিপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। তখনও পর্যন্ত অভিনেত্রীরা সকলেই ছিলেন বারাঙ্গনা এবং কোনো-না-কোনো ধনী ব্যক্তির রক্ষিতা। গিরিশচন্দ্র-রঙ্গমঞ্চের এই দিকটার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কলকাতা বিশেষত বাগ্‌বাজার অঞ্চলে প্রচলিত কলকাত্তাই উপভাষার সঙ্গে গিরিশের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ফলে কলকাতার কথ্যশব্দ এবং স্ল্যাং গিরিশচন্দ্রের ভাষায় স্থান পেয়েছে। এমন কি *জনা*র (১৮৯৪) মতো পৌরাণিক নাটকেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার আছে অজস্র। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১. আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সট্‌কাচ্ছ! [৬৯]

২. আর কেন ছক্কাবাজি ঝাড়ছ? [৭০]

৩. হতচ্ছাড়া মিনসের আক্কেল শোন..। [৭১]

৪. অমন একটা বেখাপ্পা মাগীকে আগলে বেড়াতে পারব না! [৭২]

নকসা ও বাংলা স্ল্যাং

উনিশ শতকীয় কলকাত্তাই স্ল্যাং-এর অজস্র ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যাবে বাংলা পাওয়া যাবে নকশাগুলিতে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *কলিকাতা কমলালয়* গ্রন্থের ভূমিকায় বলছেন

> ...কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবে,...। [৭৩]

উনবিংশ শতাব্দীর স্ল্যাং-এর আলোচনার সূত্রে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখেছি ভবানীচরণের মনোভাব।

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) এবং *হুতোম প্যাঁচার নকসা* (১৮৬২)তে স্ল্যাং-এর ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। *আলালের ঘরের দুলাল* প্রসঙ্গে আমরা কিছু আলোচনা আগে করেছি। *আলালের ঘরের দুলাল থেকে* আমরা কিছু দৃষ্টান্ত এই সূত্রে সংকলন করতে পারি :

১. সঙ্গীরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল।[৭৪]

২. এক্ষণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যক।[৭৫]

হুতোম প্যাঁচার নকসা গ্রন্থটি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

> The colloquial of Calcutta made its first eclatant advent in the 'Hutom Pechar Naksa' (1862) *Sketches of the Hooting Owl* of Kali-Prasanna Sinha, which is one of the raciest books in Bengali, a work which is full of life, being sketches of social life in Calcutta in the middle of the 19th century, written in the choicest colloquial spiced with slang terms and unconventional expressions such as a man about the town would use.[৭৬]

হুতোম প্যাঁচার নক্সায় যে কেবল স্ল্যাং-ই ব্যবহৃত হয়েছে এমন নয়, তৎকালীন কলকাতার সাধারণ কথ্যভাষাই এগ্রন্থে আগাগোড়া ব্যবহৃত। সে-সময়ে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সাধুভাষাই প্রধানত ব্যবহৃত হত। সেদিক থেকে *হুতোম প্যাঁচার নক্সা* একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এতে শুধু কথ্যবাংলাই ব্যবহার করা হয়নি, কথ্যবাংলার উচ্চারণও লিপিতে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচলিত প্রবাদের চমৎকার ব্যবহারের সাহায্যে হুতোমের ভাষা সত্যিই কলকাতার কথ্যভাষার যথার্থ প্রতিরূপ ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। আমরা এজাতীয় দুটি উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারি *হুতোম* থেকে :

১. অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক মুচিশাক মহাশয়রা হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন, ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্দেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো, সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু নাব্ড়ানের বদলে—ফাউলকারী ও রোল্ রুটী ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুর-বাড়ি আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও

ভালুকের লোম ব্যাচা কল্‌কেতায় থাক্‌তে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন ফক্কার জায়গা আলবার্ট ফ্যাশান ভর্ত্তি হলেন। [৭৭]

২. সহরে ঢিঢি পড়ে গ্যাচে আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ আখড়াই হবে। কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চারপুরুষে ক্রেপ্‌ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলন্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুন্‌সি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো। [৭৮]

অসামান্য উপমা ব্যবহার, ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদির কারণে *হুতোম*-এ ভাষা বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য স্ল্যাং-এর প্রয়োগও *হুতোম*-এ আছে অনেক। তার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা এইবার উৎকলন করতে পারি :

১. পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। [৭৯]

২. থেকে থেকে ফক্কুড়িটে টপ্পাটা চল্‌চে। [৮০]

৩. রামহরি বাবু কুটি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশায় তর্‌ হয়ে বসেছিলেন। [৮১]

৪. কোথাও একজন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে-খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। [৮২]

৫. কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে। [৮৩]

হুতোম প্যাঁচার নক্‌সায় স্ল্যাং ব্যবহারের দৃষ্টান্তের তালিকা আরো অনেকে দীর্ঘ করা যায়। যেমন হুজুক অংশে *পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ*-এ একটি গানের প্রসঙ্গ আছে, যার সুর হল "হাঃ শালার গরু" আর তাল "টিট্‌কিরি ও ল্যাজমলা"। আমরা কয়েকটিমাত্র সংকলন করেছি। কিন্তু এথেকেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলাভাষা ও বাংলা স্ল্যাং সম্পর্কে মনোভাব অত্যন্ত উদার ও সংস্কারশূন্য ছিল।

তৎকালীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য নকসা হল ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

আপনার মুখ আপুনি দেখ (১৮৬৩)। এ গ্রন্থটিতে স্ল্যাং-এর অনেক ব্যবহারই শুধু নেই, সে-বিষয়ে লেখকের বিশেষ সতর্কতার পরিচয়ও আছে। যেমন প্রচলিত বাংলা স্ল্যাং (বা বাগ্‌ধারা) *পটল তোলা* প্রসঙ্গে ভোলানাথ মন্তব্য করছেন :

> আজকাল পটলতোলা মৃত্তকে বলে।
> অর্থাৎ একটী রোগীর চরমকালের পূর্ব্বলক্ষণে রোগের স্বধর্ম্মে বিছানা হাতড়ে ছিল, তাহাতে রোগীর বাটীর একজন মনুষ্য চিকিৎসককে বিছানা হাতড়াবার কথা জিজ্ঞাসা করায় (কবিরাজ মুখের উপর মোরবে কেমন কোরে বোল্‌বে) কবিরাজ কহিল, পটল তুল্‌বে বোলে পটলগাছ হাত্‌ড়াচ্ছে। [৮৪]

একইভাবে মানুষের টিকির প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন :

> মাথার মাঝখানে গাছ কতক চুল রাখলে কি ফল আছে? ওতে দেখ্‌তে কিছু ভাল দেখায় না, বরঞ্চ অনেকেই ঠাট্টা কোরে কত কথা কয়, দেখ, কেহ বোল্‌চে "চৈতন ফক্কা" কেহ বোল্‌চে "টিকিদাস" কেহ বোল্‌চে "চৈতন্যদাস" কেহ বোল্‌চে "মাথার উপর রেফ" কেহ বোল্‌চে "আর্কফলা" একটা ভাল কথা কেহই বলেনা, অতএব একালে তোমার এমন টিকীতে কি ফল আছে? [৮৫]

আপনার মুখ আপুনি দেখ থেকে আরো কিছু নিদর্শন আমার দেখতে পারি :

১. খানকী হোয়ে কি তোমাদিগের এমত কথা বলা সাজে? ৮৬

২. বেটী ভারী ঘাগী। [৮৭]

৩. যে দুটো একটা সেকেলে বুড়ো আছে, তাদের পোঁদে হাততালী দে পাগল কোরে দেবে। [৮৮]

৪. আর২ সভ্য বাবুরা সকলেই পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়ে রগড় কোচ্চেন। [৮৯]

৫. রামমণির ধমকানিতে সকলেই টীট হোলেন। [৯০]

প্রায় সমকালীন আরেকটি নকসা হল টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র) নামে চুণীলাল মিত্র রচিত *কলিকাতার নুকোচুরি* (১৮৬৫)। তাঁর রচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উৎকলন করি :

১. বাছার পেটের ভিতরে সরস্বতী হাম্মা, হাম্মা করে, সংস্কৃতের মধ্যে গোটাকতক "বংশের গাণ্ডু মারিশ্যামিঃ" গোচ বোল শিখিয়াছেন। [৯১]

২. তবে একটু একটু পাকা মাল টেনে নে।[৯২]

৩. কত উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা নূতন নূতন সভা স্থাপন কচ্চে।[৯৩]

৪. আপনার বাটীর চাকররা বড় টিট নয়, ব্যাটারা ইসারা বুঝতে পারে না।[৯৪]

৫. ব্যাটার অন্ত পাওয়া ভার—সব ভিট্‌কিলেমী—আর সব নুকোচুরি।[৯৫]

৬. বেটাদের কলা দেখানোই পুরুষের কাজ।[৯৬]

৭. সন্ন্যাসি কোলু কিয়দ্দিবস পরে শিঙ্গে ফুঁকলেন।[৯৭]

বিশেষ করে প্রথম নিদর্শনটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা স্ল্যাং *গাণ্ডু* শব্দের ব্যবহার আছে গালাগালি অর্থে। আর *গাঁড় মারা* বাংলার খুবই জনপ্রিয় একটি অশ্লীল উক্তি। উভয়ের ব্যবহার এখানে দেখতে পাচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা স্ল্যাং

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সময় স্ল্যাং-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এর কারণ একদিকে যেমন এই দুই সাহিত্যস্রষ্টা স্বভাবসুলভ সৌজন্যবোধ এবং এজাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনীহা, অন্যদিকে তেমনই কাজ করেছে ভিক্টোরীয় যুগের বিশুদ্ধ নীতিবাগীশ মনোভাব। দুজন স্রষ্টাই সাধারণভাবে স্ল্যাং এড়িয়ে গেছেন, যদিও প্রয়োজনে তাঁরা স্ল্যাং ব্যবহারকে একেবারে যে কোনো রীতি হিসেবে বর্জন করেছিলেন, এমন নয়। সংলাপ রচনায় স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের আদৌ রক্ষণশীল বলা যাবে না।

বঙ্কিমের *লোকরহস্যের New Years Day* শীর্ষক রচনার একটি পংক্তি এই সূত্রে মনে করা যেতে পারে :

> আহা, তাই ত! ছড়ে গেছে? অধঃপেতে ড্যাকরা মিনসে। সকালবেলা মরতে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি করতে এসেছেন।[৯৮]

বঙ্কিম উপন্যাসে মেয়েদের কথোপকথনে অনেকসময় স্ল্যাং লক্ষ করা যায়। আমরা এইসূত্রে কেবল *ইন্দিরা* উপন্যাসের কিছু বাক্য উৎকলন করব :

১. না ত কি পাড়ার মুদি মিন্‌সেকে এই রাত্রে ডাকিতে পাঠাইব?[৯৯]

৩. বামনী চটিয়া লাল।[১০০]

৪. আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে আমি গোল্লায় যাই।[১০১]

৫. মাগী গিলিল অনেক।[১০২]

৬. হলো বা স্বয়ং গৃহিণীর সঙ্গে একটু ইয়ারকি করি।[১০৩]

৭. পোড়ারমুখী, ও করেছ কি, মার চুলে কলপ দিয়াছ?[১০৪]

৮. আঃ আবাগের বেটী, লোকে এখনই বলবে কলপ দিয়েছে।[১০৫]

১০. যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?[১০৬]

বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা সেকালে 'শব পোড়া মড়া দাহে'র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। বোঝা যায়, কথ্য বা অকুলীন শব্দের ব্যবহার নিয়ে তাঁর কোনো সংস্কার ছিল না। বিশেষত মেয়েদের ভাষা তাঁর উপন্যাসে যথাযথভাবেই এসেছে। নারীর গালাগালি বা অভিসম্পাতের কিছু নিদর্শন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস থেকে একত্র করা যাক :

১. তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল, "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ারমুখি। আবাগি! শতেক খোয়ারীরা!" কোন্দল-বিদ্যায় কৌশল্যা পটুতর।[১০৭]

২. বুড়ী তখন গালির ছড়া আরম্ভ করিল—"সর্ব্বনাশীরা! শতেকক্ষোয়ারী! আবাগীরা!"[১০৮]

৩. এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সে শব্দ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পর্দ্ধা", "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিট্‌কারি ইত্যাদির গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

...ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১—আর শুনেছ বৌ ঠাকরণ?

নং ২—এমন সর্ব্বনেশে কতা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আস্‌বো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌ ঠাকরুণ—বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে কেমন করে জান্‌বো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল, "আগে বল্ না কি হয়েছে তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোন নি। পাড়া শুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২ বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

নং ৩—মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বল্‌ব বৌ ঠাকরুণ, বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫—ভিজে বেরালকে চিন্‌তে জোগায় না। —গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিল, "তোদের"।...

ভ্রমর বলিল, "তার পর? কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলে?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুণের আর কার

নং ২—সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই না কি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে।[১০৯]

৪. তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া, ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"[১১০]

গালাগালি বা কোন্দলের যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমে আছে, তাতে শব্দের ব্যবহার মোটামুটিভাবে একজাতীয়ই। উপন্যাসের পাশাপাশি *কমলাকান্তের দপ্তর* থেকেও কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। বাংলা বাগ্‌ধারার অনবদ্য প্রয়োগ ও সেই সূত্রে কিছু স্ল্যাং-এর ব্যবহার এই গ্রন্থে আছে। *বড়বাজার* শীর্ষক রচনায় কমলাকান্ত গেছে বাংলাসাহিত্যের বাজারে। সেখানে বিক্রেয় পদার্থ হল "খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী" (*কাঁচকলা*)[১১১]। তেমনই দইয়ে হাটায় "খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ

পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।" [১১২] একইভাবে *ঢেঁকি* শীর্ষক রচনায় স্বর্গে গিয়ে কমলাকান্ত চেয়েছে মেনকা-উর্বশী-রম্ভাকে। তখন তাকে জানানো হয়েছে যে আটের হিসাবে রম্ভাকে সে মর্ত্যেই অনেক পেয়েছে! (*অষ্টরম্ভা*) [১১৩]। এজাতীয় নিদর্শনের পাশাপাশি প্রসন্নর একটি গালাগালির নিদর্শন আমরা দেখতে পারি :

প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে,—"নেশাখোর!" "বিট্‌লে" "পেটার্থী" [১১৪]

রবীন্দ্রসাহিত্যেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার আছে। কিন্তু তাঁর বিপুলায়তন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে স্ল্যাং-এর সামগ্রিক অনুপাত কম। তার ওপর, স্ল্যাং সম্পর্কিত রবীন্দ্রধারণা ছিল বেশ কুণ্ঠিত। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত *রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা* গল্পে রবীন্দ্রনাথের স্ল্যাং বিষয়ক ভাবনাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে রামকানাইয়ের স্ত্রী তার জা বরদাসুন্দরীর নামে 'পোড়ারমুখী ডাইনি' বা 'হাড়জ্বালানি ডাকিনী' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে। বঙ্কিমের রীতিই এখানে রবীন্দ্রনাথ মানছেন। কিন্তু, বরদাসুন্দরীর গালাগালির মাত্রা আরো প্রসারিত। সে-সমস্ত গালাগালি রবীন্দ্রনাথকৃত শিষ্টায়নের পরের কিছুটা মার্জিত আকার ধারণ করছে :

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে... [১১৫]

মেয়েদের স্ল্যাং যথাযথভাবে তুলে আনতে রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধ বাধছে। মেয়েদের স্বাভাবিক গালাগালি বঙ্কিমচন্দ্র যত সহজে ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা পারেননি।

রবীন্দ্রনাটকে, বিশেষত প্রথম দিককার নাটকে স্ল্যাং-এর বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত *বাল্মীকি প্রতিভা* থেকেই স্ল্যাং-এর ব্যবহার লক্ষ করি আমরা। বেশ কিছু দৃষ্টান্ত এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে :

১. লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁত কপাটি
তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন। [১১৬]

২. কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন [১১৭]

৩. হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়ো একী ব্যাপার [১১৮]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটকে স্ল্যাং-এর ব্যবহার এসেছে প্রধানত জনতা চরিত্রের সূত্রে। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচক জানাচ্ছেন :

> আমরা দেখেছি, পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মতই, প্রধান চরিত্রের গভীর বা গম্ভীর সংলাপ রচনায়, সে গদ্য পদ্য যাই হোক না কেন—রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না, অন্যদিকে জনতাদৃশ্যের হালকা গদ্য সংলাপে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন।
>
> এর একমাত্র কারণ, এই জনতারা অন্তরে বাহিরে সহজ—কোন বানিয়ে তোলা ভাব বা তত্ত্ব তাদের ক্লিষ্ট করে নি। তাদের কথায় সাবলীলভাবে চলে আসতে পারে নানা অশিষ্ট ভাষা (Slang), প্রবাদ বা বাগ্‌ধারা। [১১৯]

কয়েকটি নিদর্শন দেখা যেতে পারে *প্রকৃতির প্রতিশোধ* (১৮৮৫) থেকে :

১. এই যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে ভারি মাগ্‌গি হয়েছ। [১২০]

২. বেটা এখনো জাগল না রে।...একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক। [১২১]

রাজা ও রানী (১৮৮৯) ও *বিসর্জন* (১৮৯০) নাটকেও এমন উদাহরণ মিলবে :

রাজা ও রানী

১. এবার ওদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরাব। [১২২]

২. তাও না থাকলেই আপদ চোকে। চুপ কর মাগি। [১২৩]

বিসর্জন

১. অলুক্ষণে বেটারা এসেছিস। [১২৪]

২. সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল...মাইরি বলছি। [১২৫]

শালা যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিরাট একটা সীমা, তা শেষ উদাহরণটি থেকে বোঝা যায়। বিক্ষিপ্তভাবে এরকম অনেক উদাহরণই তাঁর সাহিত্য থেকে আহরণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্যের আনুপাতিক বিচারে তা নগণ্য বলেই বিবেচিত হবে। তাছাড়া নিতান্ত সাহিত্যিক প্রয়োজনে কোথাও কোথাও স্ল্যাং ব্যবহার করলেও বিষয়টি সম্পর্কে তার মনোভাব যে কিছুটা রক্ষণশীল ছিল তা বোঝা যায় *রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা*

গল্পে প্রচলিত কিছু স্ল্যাং-কে সাধুরূপে পরিণত করা দেখে। গালাগালির ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বোঝা যাবে শেষ পর্যায়ের রচিত *তাসের দেশ* নাটকে গালাগালি দেবার ধরন থেকে :

> জানো না চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগণ্ড, অর্বাচীন, অজাতশ্মশ্রু। [১২৬]

গালাগালির শব্দ হিসেবে *অপোগণ্ড* বা *অর্বাচীন* প্রচলিত নয়, কিন্তু *অজাতশ্মশ্রু* সত্যিই অভিনব। অজাতশ্মশ্রু অর্থে বাংলায় *মাকাল* একটি স্ল্যাং কিন্তু এই শব্দটির ব্যবহার কি আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত গালাগালি ব্যবহারে কুণ্ঠারই পরিচয় বহন করে না? প্রসঙ্গত, তাঁর সাহিত্যে গালাগালির কিছু নিদর্শন এখানে একত্র করা যেতে পারে :

১. মহাকলরবে গালি দিই যবে/পাজি হতভাগা গাধা (*পুরাতন ভৃত্য*) [১২৭]

২. ও রে সর্বনাশী কি কথা তুই বলিস্,/আগুন নিয়ে খেলা (*চণ্ডালিকা*) [১২৮]

৩. ও রাক্ষসী কী করলি তুই করলি তুই/মরলিনে কেন পাপীয়সী (ঐ) [১২৯]

৪. জয়সিংহ,/অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,/স্বেচ্ছাচারী (*বিসর্জন*) [১৩০]

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ স্ল্যাং-এর ব্যবহার দীনবন্ধু বা গিরিশচন্দ্রের মতো অকুণ্ঠ ছিলেন না; আর ছিলেন না বলেই কিছু অভূতপূর্ব শব্দের সৃষ্টি তাঁকে করতে হচ্ছে। অবশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার আগাগোড়া একইভাবে চলেনি। *তাসের দেশ* নাটকেই *টিটকারি* [১৩১], *বেহায়াপনা* [১৩২] বা বিশেষ করে *ধাষ্টমো*-র [১৩৩] মতো শব্দও তিনি ব্যবহার করেন সাবলীলভাবেই। শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রক্ষণশীলতা অনেকটা কমে। তাঁর কথ্যভাষায় স্ল্যাং-এর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লক্ষ করা যায়। *সাহিত্যধর্ম* (*বিচিত্রা*, আষাঢ় ১৩৩৪) প্রবন্ধে মোহিতলাল মজুমদার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> ...মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তারা-মারা পালোয়ানি নেই। [১৩৪]

পাঁয়তারা শব্দটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু পত্রিকাপাঠের এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক কুণ্ঠাবশত *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থে বর্জন করেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কখনো কখনো অল্পবিস্তর স্ল্যাং-এর ব্যবহার দেখা যাবে। আমরা *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের এমন কয়েকটি স্ল্যাং বা অতি-কথ্য শব্দের নিদর্শন এই সূত্রে দেখতে পারি :

১. আমি বুঝলুম ও'র ন্যায় বুদ্ধিতে খটকা লাগল।[১৩৫]

২. আইডিয়া মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিলেশ।[১৩৬]

৩. আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি।[১৩৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে বাংলাসাহিত্যের রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ফলত তাঁর সমকালীন সাহিত্যেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার কম হয়েছে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের স্ল্যাং সম্পর্কিত মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

> অশিষ্ট শব্দ সম্পর্কে তাঁর মস্ত একটা শুচিবায় ছিল—কতগুলো আমাদের মতে শিষ্ট শব্দ পর্য্যন্ত তাঁর বরদাস্ত হত না। মনে আছে 'গোলমাল', 'ধাপ্পাবাজ' এম্নি কয়েকটা কথার বদলে তিনি 'কোলাহল', 'প্রতারক' ইত্যাদি সাধু প্রতিশব্দ বসিয়ে দিয়েছিলেন সাধারণ একটি বাজার চলতি রচনায়। খাস বাংলা গালাগালি বা রসিকতা ত তাঁর মুখ দিয়ে বার হওয়াই অভব্য ছিল। খুব বেশী বলতে শুনেছি তাঁকে 'মন্দ লোক হলে এ অবস্থায় তালব্য শ'য়ে আকার দিয়ে বলতো।'[১৩৮]

বাংলায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। ফলত তাঁর শব্দরুচি বাংলার অন্যান্য লেখকদের মধ্যেও সঞ্চারিত। বস্তুত, বাংলায় স্ল্যাং-বিষয়ক সেকালের অনীহা যতটা না ভিক্টোরীয় প্রভাব, তার চেয়ে বেশি রাবীন্দ্রিক-প্রভাব।

অবশ্য তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পউপন্যাসে অনেক মেয়েলি স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটিয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের যেটা প্রধান পর্ব, সে-সময়ে আমরা বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বড়ো মাপের কথাসাহিত্যিককে পাইনি। ১৮৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু, এবং ১৯১৬ সালে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্যে বাংলাকথাসাহিত্যের জগৎ প্রায় শূন্যই ছিল। স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যদিও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক সাবলীল ছিলেন, তবু সাধারণভাবে তাঁর সাহিত্যেও স্ল্যাং-এর ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য বেশি নয়; আর যেটুকু আছে,

তাতে বৈচিত্র্য বড়ো-একটা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যে-জাতীয় স্ল্যাং ব্যবহার করেছেন, শরৎচন্দ্রেও সে-জাতীয় স্ল্যাং-ই পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্রও, বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই, প্রধানত নারীর মুখেই স্ল্যাং-এর ব্যবহার দেখিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের মুখে যে-সব স্ল্যাং পাওয়া যাবে, তা নিতান্ত মামুলি ধরনের। আমরা *শুভদা* উপন্যাসের একটি অংশ এই সূত্রে উদ্ধৃত করি :

> ওরে হারামজাদি তোকে খাব...ওরে আবাগি—শতেকখোয়ারি—ছেনাল—ডাইনি...তোকে খাব—...।[১৩৯]

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র—কেউই কোনো বিশেষ তাৎপর্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটাচ্ছেন না। নিছক ব্যক্তিবিশেষের সংলাপ হিসেবেই স্ল্যাং আসছে তাঁদের রচনায়। বিংশ শতাব্দীতে আমরা লক্ষ করব যে লেখকরা স্ল্যাং ব্যবহার করছেন সচেতনভাবে এবং তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। সেই সচেতন স্ল্যাং ব্যবহার এদের রচনায় পাওয়া যাবে না।

বাংলায় চলিতভাষার প্রচলন ও স্ল্যাং-এর ব্যবহার

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাসাহিত্য সাধুভাষা ছেড়ে চলিতভাষাকে স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য এই পরিবর্তন রাতারাতি হয়নি। প্রমথ চৌধুরির *সবুজ পত্র*কে কেন্দ্র করে চলিতভাষার চর্চা বিশেষ গতি লাভ করে। তার আগে চলিতভাষার ব্যবহার বিক্ষিপ্তভাবে অনেকেই করেছেন। চলিতভাষা ও স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল স্বামী বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দ বাংলা রচনার ক্ষেত্রে সবসময়ই প্রাধান্য দিয়েছেন কথ্যভাষা রীতিকে। *ভাববার কথা* গ্রন্থের *বাঙ্গালা ভাষা* প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার কি হবে?[১৪০]

নানাবিধ রচনায় বিবেকানন্দ বাংলা চলিতভাষাকে ব্যবহার করেছেন। তাতে প্রবাদ, কথ্যশব্দ প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনই আছে স্ল্যাং-এর ব্যবহার। বিভিন্ন রচনা থেকে আমরা বিবেকানন্দের ভাষারীতির কিছু দৃষ্টান্ত

সংকলন করে দেখাতে চেষ্টা করতে পারি কীভাবে তিনি তাঁর গদ্যে স্ল্যাংকে স্বীকৃতি দেন :

১. চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।[১৪১]

২. দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা।[১৪২]

৩. শক্তির কৃপা না হ'লে ঘোড়ার ডিম হবে।[১৪৩]

৪. এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি?[১৪৪]

৫. আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে?[১৪৫]

৬. ঠাকুর এই কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন।[১৪৬]

এজাতীয় দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় আরো অজস্র সন্ধান করা যেতে পারে।

সবুজ পত্র বা প্রমথ চৌধুরি চলিতভাষার জন্য যে-আন্দোলন চালিয়েছেন, তাতে অনিবার্যভাবে বেশ কিছু কথ্য শব্দ তাঁর শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত হয়েছে।

সাধুভাষার তুলনায় চলিতভাষায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেশি হবে, এমন একটা ধারণা খুব সহজেই করা যেতে পারে। স্ল্যাং যেহেতু মানুষের মুখের ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং চলিতভাষা যেহেতু মুখের ভাষার অনেক কাছাকাছি, সেইহেতু স্ল্যাং এবং চলিতভাষার মধ্যে সাধুভাষার তুলনায় একটা নিবিড়তর সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য বাংলাসাহিত্যে যে বিংশ শতাব্দীতে চলিতভাষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেড়েছে, সেটা অনেকটাই কাকতালীয়। বস্তুত চলিতভাষা নয়, নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণেই স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেড়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা স্ল্যাং : প্রথমার্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মানুষের অনেক পুরোনো মূল্যবোধ তথা বহু বিষয়ে রক্ষণশীলতা ক্রমশ কমতে থাকে। বাংলাসাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। নানা শ্রেণির মানুষের কথা উঠে আসতে থাকে বাংলাসাহিত্যে। ফলত একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ক্রমশ ঘটতে থাকে। দারিদ্র্য এবং

যৌনতা বাংলাসাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। বাংলাসাহিত্যে বিষয়ে সে-সময়ে অশ্লীলতার অভিযোগ তীব্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ব্যাপৃত হন। আগেই বলেছি, বাংলাসাহিত্যের অশ্লীলতার অভিযোগ যখনই কোনো গ্রন্থ বা রচনা সম্পর্কে উঠেছে, তখনই লক্ষ করা গেছে যে সে-বিতর্ক বিষয়কেন্দ্রিক—প্রধানত যৌনতাকেন্দ্রিক। বাংলাভাষা নিয়ে এজাতীয় কোনো অভিযোগ সচরাচর ওঠেনি। স্বভাবতই, ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলাদা করে স্ল্যাং-এর ওপর কোনো গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন লেখকেরা তখন পর্যন্ত অনুভব করেননি। অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথা যখন আলাদা করে আসতে শুরু করে বাংলাসাহিত্যে, তখন তাদের নিজস্ব ভাষারীতি ও সেই সূত্রে বাংলা স্ল্যাং-ও কিছু পরিমাণে আসতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাকথাসাহিত্যের জগৎ বিস্তৃত হয় নানাভাবে। শরৎচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলাসাহিত্যে গ্রামবাংলার জীবন বিশেষ গুরুত্ব পায়। তার আগে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পেও আমরা গ্রামজীবন পেয়েছি। কিন্তু গ্রামজীবনের ভাষারীতি সেখানে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের শিষ্টায়নের সচেতন চেষ্টার কথা আমরা আগেই দেখেছি। শরৎচন্দ্র সেদিক থেকে যথাযথ ভাষারীতির প্রতিই বিশ্বস্ত থেকেছেন। এই ভাষারীতির আরো স্পষ্ট নিদর্শন মিলবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক* (১৯২৪) উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুতেই পাঁচি আর তিনকড়ির বউ-এর মধ্যে কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক :

> তিনকড়ির বৌ কেউটের মত ফোঁস করে' উঠে বললে, 'কে গলাগলি করতে যায়, কে? আমার কি মরবার দড়ি কল্‌সি জোটে না, উই শতেক্-খোয়ারীর সঙ্গে গলাগলি করতে যাব?'
>
> কালাচাঁদের বোন পাঁচি,...মুখ ভেংচে বললে, 'না গলাগলি করতে যাবি কেন? "ও পাঁচি, দুটো পয়সা দিতে পারিস?"—তখন যে সোহাগ আর ধরে না, আজ সকালে যে নেকী সেজে চাল চেয়ে নিয়ে গেছিস! এখনো যে ভাত হজম হয়নি। আবার ফুটানি করিস কিসের?'
>
> ...তিনকড়ির বৌ ক্ষেপে উঠে সকলের দিকে চেয়ে বললে, 'শোন

তোমরা গো সবাই—এক কুনকে চাল দিয়ে—তাও ধার, ভালোখাকীর খোঁটা শোন। তবু যদি তোর নিজের ঘর থেকে দিতিস্ পাঁচি, তবু যদি না ভায়ের ঘরের ঢেঁকি হতিস!'

গালাগালি ও অভিসম্পাতের এমন বিস্তারিত ও বিশ্বস্ত ছবি আমরা কেরির যুগ থেকেই পেয়ে আসছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার মেয়েদের সংলাপের সূত্রেই বেশি হয়েছে। মধ্যযুগের স্ল্যাং আমরা যা পেয়েছি, তাতেও নারীর সংলাপের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই সূত্রে বাংলা প্রবাদ ও সেঁজুতি ব্রতর কথাও আমাদের মনে পড়বে। কেরির *কথোপকথন* এবিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নারীর কলহের নানা জীবন্ত চিত্রে উদ্ভাসিত।

এই পর্বে স্ল্যাং ব্যবহারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন মিলবে যুবনাশ্বের *পটলডাঙার পাঁচালি* (১৯২৯) গ্রন্থে। সমাজের অনভিজাত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা ও কথোপকথন উঠে এসেছে এ গ্রন্থে। কিছু উদাহরণ একত্র করা যাক :

১. বলি, রূপ দেকে কজনার মন মজল লো, কজনার ট্যাকে হাত বুলোলি? [১৪৮]

২. শ্...আলারা! এই কলাপাতায় মুড়ে কী দিলে মাইরি চাট্টি...বগলদাবা ক'রে স'রে পড়ুন! [১৪৯]

৩. ছেনাল মাগি! যে রূপের ছিরি,—ওই নিয়ে আবার যায় মানুষ পটাতে! [১৫০]

৪. থাম গুবড়ে!...ষাঁড়ের মতো ঘুমচ্ছিস—খুব টেনেছিলি বুঝি? [১৫১]

বিচ্ছিন্ন উদাহরণ আরো অনেকের রচনাতেই মিলবে। তারাশংকর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা বাংলাসাহিত্যের পরিধিকে নানাদিকে বিস্তৃত করেছেন। সংলাপের সূত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে অনেক সময় স্ল্যাং উঠে এসেছে। কিন্তু সচেতনভাবে স্ল্যাং প্রয়োগ, বিশেষত, সংলাপ বাদ দিয়ে বিবৃতি অংশে স্ল্যাং-এর ব্যবহার তখনও বড়ো একটা ঘটেনি। বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং-এর চরিত্র বদলাল—সচেতনভাবে স্ল্যাং-এর ব্যবহার মিলল কথাসাহিত্যে। বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থা ও সাহিত্যের নতুন নতুন ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের অন্বেষণ সাহিত্যে স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রেও নতুন মাত্রা যোগ করল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে : বাংলাকথাসাহিত্যে স্ল্যাং

বেকার যুবক বা লক্ষভ্রষ্ট যুবকের সংলাপে স্ল্যাং-এর ব্যবহার শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে। সামাজিক ও বিশেষভাবে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে সম্পূর্ণ হতাশ, লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা প্রজন্মকে আমরা সাহিত্যে খুঁজে পাই এই সময় থেকে। মানুষের মূল্যবোধের তীব্র একটা অবক্ষয়ের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগে থেকে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের রচনায় যার আভাস আমরা পাই। কিন্তু নানাকারণে স্বাধীনতা-উত্তর কালে সেই হতাশা চরমে পৌঁছোয়। নানাভাবে সেই সমস্ত চরিত্র বাংলাসাহিত্যে আসতে থাকে। এরা যে সকলেই শহরের ছেলে, তা নয়; কিন্তু কাহিনির প্রবর্তনায় কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই চরিত্রগুলি বেড়ে উঠেছে।

সমাজসম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ যুবসমাজকে কেন্দ্র করে অনেক উপন্যাস-ছোটোগল্প রচিত হতে থাকে ষাটের দশক থেকে। নানা দিক থেকে আশাহত, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দীর্ণ এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন লক্ষ করা গেছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও পরিবারব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র একটা জ্বালা, অন্যদিকে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই নায়করা অত্যন্ত অসহিষ্ণু। এই সময়ে, সমরেশ বসুর *প্রজাপতি* উপন্যাস অশ্লীলতার কারণে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। *প্রজাপতি* উপন্যাসকে কেন্দ্র করে একটি মামলা হয়। এই মামলার দীর্ঘ বৃত্তান্ত গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাতে দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসের স্ল্যাং ব্যবহার প্রসঙ্গে বলছেন :

> এই উপন্যাসের নায়ক আজকের দিনের একটি রকবাজ ছেলে। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে তারই জবানীতে। তারই ভাষাতে। এই রকবাজ ছেলেরা যে ভাষায় কথা বলে এখানে সেই ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে। তার মুখে যদি মার্জিত ভাষা বসিয়ে দেওয়া হত তাহলেই উপন্যাসটি ব্যর্থ হত। উপন্যাসটি এতে বাস্তবধর্মী হয়েছে। হয়েছে জীবন্ত। যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মুখের কথাই লেখক বসিয়েছেন। আমি মনে করি উপন্যাসে স্ল্যাং শব্দ বেশি ব্যবহারের এটাই কারণ। ...সাধারণত এসব কথা চলতি

> সাহিত্যের ভাষা নয়। কিন্তু এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।...এ রকম ভাষা এখনও সাহিত্যে খুব বেশি আসি নি। বইয়ে তত বেশি এসব ভাষা ব্যবহৃত হয় না তাও সত্য। কিন্তু সমাজে বিশেষ করে রকবাজদের মধ্যে এসব ভাষা এখন খুবই চলছে।[১৫২] ...সুতরাং রকবাজদের ওই ভাষা ব্যবহার করে সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করেছেন।[১৫৩]

স্ল্যাং সম্পর্কিত মনোভাব সাধারণ মানুষের মনে যদি সুস্থ না হয়, তাহলে সাহিত্যে তার প্রয়োগ সহজ নয়—কারণ পাঠকের প্রত্যাখ্যানের একটা সম্ভাবনা সেখানে থেকে যায়। সমরেশ বসুর সাহিত্যসম্পর্কে এজাতীয় অভিযোগ প্রমাণ করে যে ষাটের দশকেও বাঙালি পাঠক খুব প্রস্তুত ছিলেন না স্ল্যাংকে স্বীকৃতি দিতে।

এখনি উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখক রমাপদ চৌধুরী জানাচ্ছেন একটি তথ্য, যা এই সূত্রে গুরুত্বপূর্ণ :

> একটি পত্রিকায় তো একজন পাঠক জানালেন, এ উপন্যাসে কতবার 'শালা' শব্দটি আছে। তাকে আর জানাইনি অন্যান্য শব্দগুলি যা কানে এসেছে, মুদ্রণ অযোগ্য বলেই সবচেয়ে নির্দোষ শব্দটি বারংবার ব্যবহার করতে হয়েছে।[১৫৪]

রমাপদর সমস্যাটি সত্যিই জটিল—মুদ্রণের অযোগ্য মানেই তো বাঙালি পাঠকের গ্রহণ করার অক্ষমতা। অবশ্য এই রক্ষণশীলতা ক্রমশ কমছে। আমরা লক্ষ করি যে বাংলায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধে একটা আঘাত লাগে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতায় একটা অবক্ষয়ের চেহারা প্রথম লক্ষ করা যায়। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালের অর্থনৈতিক সংকট, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ সংকট থেকে নতুন এক প্রজন্মের জন্ম হয় যারা চূড়ান্ত এক নেতিবাচকতার মধ্যেই লালিত। তথাকথিত ভদ্রতা বা শালীনতাবোধের প্রতি সহানুভূতি তাদের মধ্যে নেই। ষাটের পরবর্তী বাংলা সমস্ত কথাসাহিত্যিকের রচনায় বারবার ফিরে ফিরে আসবে এই সমস্ত যুবকেরা—যারা প্রভূত পরিমাণে সম্ভাবনাময়, কিন্তু ততধিক লক্ষ্যভ্রষ্ট। তাদের মানসিকতায় সমাজের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে একধরনের

সমাজবিমুখতা কাজ করে। প্রকৃত অর্থে হয়তো সবাইকে সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া সংগত হবে না, কিন্তু সমাজের নির্দিষ্ট সীমারেখায় নিজেদের বেঁধে রাখতে নারাজ এই সমস্ত চরিত্র। তাদের মনোভাবে প্রেম ও যৌনতা পাচ্ছে নতুন মাত্রা, বদলে যাচ্ছে যে-কোনো সম্পর্কেরই সংজ্ঞা। ভাষাব্যবহারেও তার ছাপ পড়ছে অনিবার্যত। এই জাতীয় চরিত্রের সংখ্যা যত বেড়েছে বাংলাকথাসাহিত্যে, ততই বেড়েছে স্ল্যাং ব্যবহারের প্রবণতা।

এক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে স্ল্যাং কেবল চরিত্রগুলির সংলাপেই আসেনি; চরিত্রগুলি নিজেরাই স্ল্যাং সম্পর্কে সজাগ হয়েছে। প্রসঙ্গত কয়েকটি নিদর্শন আমরা দেখতে পারি। প্রথমেই দেখা যাক সমরেশ মজুমদারের *কালবেলা* (১৯৮৩) উপন্যাসটির অংশবিশেষ। প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে আমরা দেখতে পারি যে কীভাবে উপন্যাসের চরিত্রসমূহ বিষয়টি নিয়ে ভাবছে।

> প্রশান্ত বলল, 'না না অনিমেষ, তোমার কিছু মনে করার কারণ নেই। আমরা স্ল্যাং নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমার মত সিরিয়াস ছেলের সামনে এসব কথা বলা ঠিক নয় তাই বলছি না।'
>
> 'স্ল্যাং? মানে অশ্লীল কথা?' চোখ বড় বড় করল অনিমেষ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এরা তিনজন নিজেরা যা আলোচনা করতে পারছে সহপাঠী হয়েও সে আলোচনায় তাকে জড়াতে দ্বিধা করছে। ...বলল, 'খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট! আমি শুনতে পারি না?'
>
> প্রশান্ত বলল, 'কথ্যভাষায় যে অশ্লীল গালাগাল চলে আসছে তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন পালটে যাচ্ছে। যেমন ধরো এককালে কেউ শালা শব্দটা ব্যবহার করে মনের ঝাল মেটাতো। তখন গুরুজন বা মেয়েদের সামনে কথাটা ব্যবহার করতে সাহস হতো না। এই শব্দটা প্রয়োগ করলে মারামারি পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখন ওটা জলের মত সহজ, মেয়েরাও বলে। এবং এখনকার রকবাজ ছেলেরা শালা ব্যবহারই করে না। এরকম আরো আছে, ভোঁদা, উজবুক, বুদ্ধু এইসব শব্দ ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে।'
>
> রোগা ছেলেটি বলল, 'এখন দু-অক্ষর চার অক্ষরের শব্দ এগুলোকে রিপ্লেস করেছে। মজার কথা হল এরা যখন ওই শব্দগুলোকে উচ্চারণ করে তখন তার অর্থ বা অশ্লীলতা সম্পর্কে কোনরকম সচেতন না হয়েই করে। জিভের ডগায় এত সহজে এসে যায় যে ওরা তা নিজেই জানে না।

কোনদিন দেখব গল্প উপন্যাসেও শালা শব্দের মত এগুলো খুব স্বচ্ছন্দে লেখা হচ্ছে।'

অনিমেষের বেশ মজা লাগছিল বিষয়টা শুনতে। সত্যি কথাই, পথেঘাটে আজকাল কিছু ছেলে পুরুষাঙ্গের একটি প্রতিশব্দ বিকৃতভাবে শালার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে। তা নিয়ে তাদের সত্যি কোন বিকার নেই। ট্রামে-বাসে প্রকাশ্যে ওরা বলে যায় এবং আমরা সেগুলো নীরবে শুনে থাকি। একটা শব্দ শ্লীল কি অশ্লীল তা আমরাই ঠিক করে নিই, আমরাই তা পরিবর্তন করতে পারি।

অনিমেষ বলল, 'কথাটা ঠিক। তবে শুধু বাংলা ভাষা কেন, পৃথিবীর সব ভাষাতেই এটা হচ্ছে। লেখাতেও আসবে বইকি।' [১৫৫]

স্ল্যাং সম্পর্কে সচেতনতার আরেকটি নির্দশন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *জাল* (১৯৮৫) উপন্যাস থেকে দেখা যাক :

আচ্ছা আপনি আমাকে কী বলবেন বলেছিলেন! বললেন অনেক কথা আছে।
সেসব ফ্যাদরা প্যাচাল।
তার মানে? ইজ ইট ফ্রেঞ্চ?
আরে না ফ্যাদরা প্যাচাল মানে হল আংসাং কথাবার্তা।
আংসাং মাস্ট বি চাইনিজ?
তাও নয়, যাজ্ঞসেনী, এ হল বাংলা স্ল্যাং। মানে হল, ননসেন্স টক।
হি হি। কথাটা আর একবার বলবেন? [১৫৬]

সংলাপে স্ল্যাং আমরা বহুদিন ধরেই পেয়ে আসছি। বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিবৃতি বা narration-এর স্ল্যাং-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সমরেশ বসুর '*বিবর*' (১৯৬৫) বা *প্রজাপতি* (১৯৬৯) উত্তমপুরুষের জবানিতে বলা—ফলত লেখক সেখানে কথক নন। কিন্তু আরো সাম্প্রতিক রচনায় সর্বজ্ঞকথকের জবানিতেও উঠে আসে স্ল্যাং। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *চলো দুবাই* (২০০২) উপন্যাসের অংশবিশেষ লক্ষ করা যাক :

মলয় যাদের সঙ্গে মেশেটেশে, তাদের মধ্যে মলয়ই একটু মদনা টাইপের। আজ অবধি মেয়ে গাদকি করতে পারেনি।...দু'পেগেই নেশা হয়ে যায়, পয়দাও তেমন নেই। এর ওর চামচেবাজি করে যা সামান্য কিছু হয়। [১৫৭]

সংলাপ নয় বিবৃতিতে স্ল্যাং-এর এজাতীয় প্রয়োগে বোঝা যায় ইদানীংকার

কথাকারদের স্ল্যাং সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। এই সূত্রে নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের কথাও বলতে হয়। তাঁর *হারবর্টি* (১৯৯৩) বা কাঙাল মালসাটি (২০০৩) উপন্যাসে স্ল্যাং এসেছে অবলীলায়। উৎকলন করি কিছু দৃষ্টান্ত :

১. ...কত উকিল মোক্তার মেনে নিল আর কোত্থেকে উড়ে এসে বলচে কিনা এসব ঢপবাজি। আবার কোতাকার কে ঝাঁটের লোম, তার কাচে গিয়া কিনা বলতে হবে। [১৫৮]

২. থানার অন ডিউটি অফিসার শুনল। শুনে বলল, যাঃ শালা। দিনটা ভোগে গেল। [১৫৯]

৩. এখনকার বড়ো ডাক্তার মানেই হারামি। খালি পয়সা খ্যাঁচার বান্দা। গরিব ধরো আর বাঁড়া মুরগি বানাও। [১৬০]

৪. ওফ্ ল অ্যাণ্ড অর্ডারের একেবারে গাঁড় মেরে দিয়েচে স্যার। আপনি ফোর্স নিয়ে না গেলে বানচোৎদের ট্যাকেল করা যাবে না। [১৬১]

৫. ল্যাওড়া! গভরমেন্ট ধন দাঁড়াচ্চে কিনা দেকবে। [১৬২]

৬. ও সব ঢপের কেত্তন ছাড়ঃ তোর ডাকনাম ছিল পেদো। সেটা ভুলে মেরে আল্‌বাল্ পড়ে ভাবছিস পার পেয়ে যাবি। এন্টার পাঁচপাবলিককে বলে দেব যে তোর নাম পেদো পাল। তখন বুঝবি। বোকাচোদা কোথাকার! [১৬৩]

১৯৮৩ সালে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের চরিত্র যে বলেছিল —'কোনদিন দেখব গল্প উপন্যাসেও শালা শব্দের মত এগুলো খুব স্বচ্ছন্দে লেখা হচ্ছে'—তা কার্যত দশক ঘুরতে না ঘুরতেই বাংলায় ঘটে গেল। *বাঁড়া, ঝাঁটের লোম, গাঁড় মারা, ধন দাঁড়ানো* বা *বোকাচোদার* মতো শব্দ উপন্যাসে সাবলীল স্বীকৃতি পেল—এবং এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের খুব একটা চোখরাঙানিতে লক্ষ করা গেল না। আমরা পরে লক্ষ করব, কবিতাতেও কীভাবে *বানচোৎ* বা *মাদারাফাকার*-এর মতো শব্দ চলে আসছে।

পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যে আমরা লক্ষ করছিলাম যে স্ল্যাং এসেছে প্রধানত গালাগালি বা অভিসম্পাতের অনুষঙ্গে। কিন্তু বর্তমান সময়ের বাংলা স্ল্যাং-এর বিষয় বৈচিত্র্য বেড়েছে নানাভাবে। কেবল গালাগালি নয়, মানুষের ভিন্নতর আবেগ বা mood-ও ধরা পড়তে থাকে স্ল্যাং-এর মাধ্যমে।

বিভিন্ন উপন্যাসের যে-সমস্ত নিদর্শন আমরা দেখেছি, তাতে তার

পরিচয় কিছুটা ধরা পড়বে। আমরা এই সূত্রে এই জাতীয় কিছু আবেগের প্রকাশের ক্ষেত্রে স্ল্যাং-এর ভূমিকার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি :

ক্রোধ

১. কাল বিল্-এর টাকা শালা কিছু না দিলে, ওরই একদিন কি আমারই একদিন। [১৬৪] —*এখনি*

২. হারবার্ট রেগে যায় আরো।

-ও ইংরিজি করে বলে ভেবেছেন ভেবড়ে দেবেন সেটি হবে না। ইংরিজি মারাচ্ছে। [১৬৫] —*হারবার্ট*

শাঁসানি

১. পেঁদিয়ে তাড়াব, বলব কী? এত বছরের ভাতকাপড়-হিসেবটা হোক না! খাল খিচে দেব না বানচোতের! [১৬৬] —*হারবার্ট*

২. বাইরে থেকে ট্যাপার বিকট গলা শোনা গেল হঠাৎ, আব্বে শুয়োরের বাচ্চা কানু, বেরিয়ে আয়। [১৬৭] —*জাল*

উচ্ছ্বাস

১. হাঁটতে হাঁটতে, ট্রাম লাইনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিকলুর ইচ্ছে হল ও চিৎকার করে বলে ওঠে, শালা টিকলু তুই মহৎ, তুই শালা বেজায় মহৎ। [১৬৮] —*এখনি*

২. ফুটু বলল—ঘ্যামা মালটা মাইরি। [১৬৯] —*শ্যাওলা*

গর্ব-আস্ফালন

১. অতীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, চিনে রাখলেও বয়ে গেল। আমার গায়ে হাত দেবার সাহস করবে, এমন কোন্ সুয়োরের বাচ্চা আছে, দেখা। [১৭০] —*পূর্ব পশ্চিম ১*

২. আরে ফ্যান্টাসটিক কাণ্ড শোন না, বেদ সাহেবের মারসিডিজ গাড়ী করে এসেছি। আজ আমার ফাণ্ডা আলাদা। [১৭১] —*শ্যাওলা*

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-তাচ্ছিল্য

১. লোকটা সত্যি, ডিভাইন খচ্চর শুধু নয়, কিছুটা সাবলাইম খচড়ামিও পাঞ্চ করা আছে মনে হচ্ছে। [১৭২] —*প্রজাপতি*

২. টিকলু, তুই ফর নাথিং স্বপ্ন দেখছিস, এদিকে অরুণ লটকে নিয়েছে রুণুকে। [১৭৩] —*এখনি*

বিরক্তি

১. গৌতম বলল, 'এই পলিটিকস-করা ছেলেমেয়েগুলোর লম্বা লম্বা কথা শুনলে মাইরি আমার গা জ্বালা করে।' [১৭৪] —*একুশে পা*

২. আসলে ফিকির-ফন্দি সব। আসলে বোকা বুঝিয়ে মেয়েগুলোকে হাত করতে চায়। হাতের কাছে এলেই যে বুক ভরবে। স্টুপিড স্টুপিড সব। [১৭৫] —*এখনি*

প্রশ্ন

১. গুরু, তুমি আমাদের লোক? শালা এতক্ষণ নকশা করছিলে? [১৭৬] —*কালবেলা*

হতাশা

১. আমার শরীরে শালা চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু শালা আমাকে ইন্ টাইম ঘরে ফিরতে হবে, তারপর ওই কুচ্ছিত বউটা...মাইরি একটু লাবণ্য নেই, ডায়েট কন্ট্রোল না করেও এমন হাড়গিলে...ওঃ অ্যামেরিকা! [১৭৭] —*ঘুণপোকা*

বিবৃতি

১. দোলের পরের দিন। খোঁয়ারি কাটেনি। ভরদুপুর বেলায় ভেজানো দরজা খুলে সেই বানচোৎ এসে হাজির যে ঘিয়ে রঙের র-সিল্কের বুশ শার্ট পরে এসে বলে গিয়েছিল যে সময় মতো এসে খটকা ভেঙে দেবে। [১৭৮] —*হারবার্ট*

২. এখন অবিশ্যি আমি ভাবতেই পারি না, ওরকম না খেয়ে চিত্তির দিয়ে পড়ে থাকব। তাও কিনা, শহরের সেই ঘাগী খচ্চরগুলোর জন্যে। [১৭৯] —*প্রজাপতি*

সাম্প্রতিককালে বাংলা উপন্যাসের যুবকদের ভাষা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। এবিষয়ে কিছু আলোচনা শুরুও হয়েছে। [১৮০] নকশাল আন্দোলনের শরিক, শিক্ষিত বেকার যুবক, যৌনবিকৃতিগ্রস্ত যুবক, মস্তান, অপরাধী ইত্যাদি নানা শ্রেণির চরিত্র এই সময়কার উপন্যাসে উঠে এসেছে। এদের মধ্যে একদিকে যেমন আছে সমাজসম্পর্কিত একটা অবজ্ঞা বা অনীহা, অন্যদিকে তেমন আছে এক বিকৃত যৌনমানসিকতা। বস্তুত, যৌনতার একটা বিকৃত রূপ উঠে এসেছে বাংলাসাহিত্যে। সুবিমল মিশ্র বাংলায় যেভাবে অ্যান্টিউপন্যাস লেখার কথা ভাবছেন, তাতে যৌনতারই প্রাধান্য।

আমরা আগেও বাংলাসাহিত্যে অশ্লীলতার আলোচনার সূত্রে লক্ষ করেছি যে বাংলায় যৌনতাই প্রধানত অশ্লীল ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, ভাষা নয়। কিন্তু সুবিমলের উপন্যাসে যৌনতার পাশাপাশি উঠে আছে যৌনতা কেন্দ্রিক স্ল্যাং-ও। সে-সমস্ত উপন্যাসে তিনি তুলে আনতে অবিকৃত সোনাগাছির ভাষা :

> এ সিগ্রেট আমি চিনি। বাবুদের সিগ্রেট। ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : মাল ছাড়, এখানকার নাড়ির খবর সব বলব খন। এইসব ১৪/১৫ বছরের ছেলেরা যখন মাকে মুখ খিস্তি কর্যে চুদির বোন বল্যে গালাগাল দেয় আর মা যখন জবাবে তর আর বাকি থাকে ক্যান্ কাপড় তুল্যে দিচ্ছি আয় ঠাপ্যে যা নাঙ-খাটানির ব্যাটা—বল্যে মুখ খিস্তি করে তখন তো দেখেননি সেই সব সিন—শোনেননি ভাষা—বেইর্যে এনু বেশ্যা হনু কুল করনু ক্ষয়, এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়। অবিশ্যি আমরা আপনাদের ভদ্দরনোকদের মতো ঘোমটার ভেতরে খেমটা নাচি না।[১৮১]

বিংশ শতাব্দীর স্ল্যাং-সম্পর্কিত মনোভাবের প্রসারণ ঘটেছে সাম্প্রতিক সাহিত্যেও। নবারুণের উপন্যাসে যৌন-স্ল্যাং এসেছে—কিন্তু সেখানে বিষয় যৌনতা নয়। যে-কোনো ভাষায়ই যৌন-স্ল্যাং শুধু যৌনতাবাচকই নয়, তার প্রতীকী বা রূপকনির্ভর ব্যবহার হয় অজস্র। নবারুণ সে-ধরনের প্রয়োগ উপন্যাসে করে থাকেন। প্রসঙ্গত *গাঁড়* শব্দের কিন্তু প্রয়োগ দেখা যাক তার *কাঙাল মালসাট* গ্রন্থ থেকে :

> ১. আপনাকেও যেতে হবে, আমাকেও যেতে হবে। এর মধ্যে গাঁড় মারামারি করে কোনো লাভ আছে?[১৮২]
>
> ২. পড়ত বাঁড়া ব্রিটিশ সায়েবদের হাতে। গাঁড়ে রুল দিয়ে নাচাত।[১৮৩]
>
> ৩. তেড়ে ফুটে যা। তোরও মঙ্গল। আমিও ঠাণ্ডায় গাঁড় মারানো থেকে বাঁচি।[১৮৪]
>
> ৪. বড়লোকের অর্ডার বলে গাঁড়ে রস হয়েচে, না?[১৮৫]

শিষ্ট সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলায় পর্নোগ্রাফির চর্চাও চলেছে। এই সমস্ত বই পাওয়া যায় কলকাতার ফুটপাথে। যৌন স্ল্যাং-এর অজস্র ব্যবহার এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে লক্ষ করা যাবে। বলাই বাহুল্য, রুচির বিচার এই

বইগুলির ক্ষেত্রে বড়ো নয়। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি :

> মোতির পুরো বাড়া এখন শ্যামলীর গুদের ভেতর। লাল বাড়া এখন আর দেখা যাচ্ছে না। মোতি ঠাপাচ্ছে।[১৮৬]

কবিতায় স্ল্যাং

বিশ শতকের কবিতাতেও স্ল্যাং আসছে অনেক। নাটক বা উপন্যাসে যেভাবে স্ল্যাং আসে কবিতায় সেভাবে সাধারণত স্ল্যাং আসে না। প্রচলিত সংস্কারে, কবিতার ভাষায় স্ল্যাং-এর কার্যত কোনো জায়গাই নেই। কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। আমরা এই সূত্রে বাংলা কবিতায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত দেখতে পারি।

কবিতার ভাষা মানুষের মুখের ভাষার থেকে আলাদা, এ-সংস্কার আজকের কবিদের মধ্যে আর নেই। এটিই হল আধুনিক বাংলা কবিতায় স্ল্যাং-এর প্রয়োগ বাড়বার প্রধান কারণ। আধুনিক সাহিত্যের অন্য শাখার মতো কবিতাতেও সাম্প্রতিক কালের ভাষা স্থান করে নিচ্ছে ক্রমাগত। বলা বাহুল্য কবিতে কবিতে স্ল্যাং ব্যবহার করবার বিষয়ে প্রবণতাটা সর্বত্র এক নয়। কিন্তু মোটের ওপর একটা সাধারণ প্রবণতা যেন রয়েছে। গালাগালি, যৌনস্ল্যাং এবং সাধারণ স্ল্যাং—সবই কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে ইদানীংকালে।

আমরা কয়েকজন কবির রচনা থেকে কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন উৎকলন করতে পারি :

শক্তি চট্টোপাধ্যায় :

১. কলকাতার প্রকৃতির অশ্লীল তদন্তে চমৎকার
পোঁদের জ্বালায় হু-হু করতে-করতে দিক্‌বিদিকহারা॥[১৮৭]

২. উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত।[১৮৮]

ভাস্কর চক্রবর্তী

১. এল মাতব্বর, এলো মূর্তিমান ভণ্ড, মাথামোটা[১৮৯]

২. ...রাস্তা থেকে কে যেন বললো
এই বাঞ্চোত, ঘুমো [১১০]

কেতকী কুশারী ডাইসন :

১. বন্দিনী বৌকে উদ্ধার ক'রে
নিজের শার্টের কলারটা উঁচু করলেন ঠিকই। [১১১]

২. পাগলী, তোর তো বরাবরই মাথায়
একটু ছিট, আমরা সকলে জানি। [১১২]

সুবোধ সরকার :

১. এ শালা আমার বয়ের মতো হারামি, পেছন ছাড়ে না দেখছি। [১১৩]

২. মাল মাল আর মাল, ত্রিবেণী মালের কথা আর ভালো লাগে না।
মাল মানে মদ, মাল মানে মেয়ে আর তিন নম্বর মাল টাকা
... ...
১৯ বছরের ছেলেমেয়েরা কি একটা শব্দ শিখেছে, মাদারফাকার,
সেটাই যেখানে সেখানে বলছে। [১১৪]

এই জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে আধুনিক বাংলাকাব্যভাষায় স্ল্যাং আর অপাংক্তেয় নয়; সাবলীল, অথচ অত্যন্ত যথাযথভাবে স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটছে বাংলাকবিতায়। আধুনিক কবিতার একটি অন্যতম ঝোঁক প্রাত্যহিকতার দিকে; তারই স্বার্থে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ হচ্ছে। বাংলাকবিতার মাত্রা এতে বাড়ছে সন্দেহ নেই।

বাংলাসাহিত্যে স্ল্যাং ব্যবহার সংক্রান্ত টাবু ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সকলের রচনা বা সবধরনের রচনাতেই যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার হচ্ছে এমন নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। ফলত সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আমাদের সংকলিত শব্দকোষটিতে আমরা বিভিন্নকালের বিভিন্ন মানসিকতার লেখকদের রচনা থেকে উদাহরণ আহরণ করবার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শব্দগুলির প্রয়োগের ধরনটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলা; কিন্তু পাশাপাশি আমরা বৈচিত্র্যের দিকেও লক্ষ রাখবার চেষ্টা করেছি।

উল্লেখপঞ্জি

১. এই সূত্রে দ্রষ্টব্য, শেক্সপিয়রের নাটকের যৌন সুভাষণ বিষয়ক Eric Partidge রচিত *Shakespeare's Bawdy* শীর্ষক গ্রন্থ।
২. *চর্যাগীতিপদাবলী* : সুকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫ পৃ. ৬২ ঐ
৩. ঐ পৃ. ৭১
৪. ঐ পৃ. ৬২
৫. ঐ পৃ. ১৭০
৬. *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৪৯, পৃ. ৩৩
৭. ঐ পৃ. ৪৬
৮. *রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত* : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪১
৯. ঐ পৃ. ৩৪২
১০. ঐ পৃ. ২৮৯
১১. ঐ পৃ. ৩৪২
১২. ঐ পৃ. ৩৪২
১৩. কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩, পৃ. ৯
১৪. ঐ পৃ. ৮৪
১৫. ঐ পৃ. ১০৬
১৬. ঐ পৃ. ১১৮
১৭. *মনসামঙ্গল* কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সংকলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৬১, পৃ. ১
১৮. ঐ পৃ. ৭
১৯. ঐ পৃ. ৩১
২০. ঐ পৃ. ৪১
২১. ঐ পৃ. ৪৮
২২. ঐ পৃ. ৫৪
২৩. ভারতচন্দ্র : মদনমোহন গোস্বামী সংকলিত, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৮৪ পৃ. ৪৬
২৪. ঐ পৃ. ৫০

২৫. ঐ পৃ. ৭৬
২৬. ঐ পৃ. ৮০
২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৭
২৮. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩৮
২৯. ঐ. পৃ. ৫২
৩০. ঐ. পৃ. ৯৫
৩১. ঐ. পৃ. ৯৫
৩২. ঐ. পৃ. ৯৫
৩৩. ঐ. পৃ. ৯৮
৩৪. ঐ. পৃ. ৯৩
৩৫. ঐ. পৃ. ৯৩
৩৬. দ্র. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২৫৮
৩৭. ঐ. পৃ. ২৫৯
৩৮. ঐ. পৃ. ২৬১
৩৯. প্রমথনাথ বিশী, *কেরী সাহেবের মুন্সী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯, পৃ. ১১৭-১১৮
৪০. *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* : প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ১৪০
৪১. ঐ. পৃ. ১৫৮
৪২. ঐ. পৃ. ১৬৮
৪৩. ঐ. পৃ. ১৬১
৪৪. ঐ. পৃ. ১৫৪
৪৫. ঐ. পৃ. ১৬০
৪৬. ঐ. পৃ. ১৬১-৬২
৪৭. ঐ. পৃ. ১৫৪
৪৮. ঐ. পৃ. ১৬৮
৪৯. *দীনবন্ধু রচনাবলী*, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৯, পৃ. ৪৮
৫০. ঐ. পৃ. ৪৮
৫১. ঐ. পৃ. ৪৮-৪৯
৫২. ঐ. পৃ. ৫০
৫৩. ঐ. পৃ. ৫০
৫৪. ঐ. পৃ. ৫৩

৫৫. ঐ. পৃ. ৬৪
৫৬. ঐ. পৃ. ৬৫
৫৭. ঐ. পৃ. ৬৬
৫৮. ঐ. পৃ. ১৬
৫৯. ঐ. পৃ. ২৪
৬০. ঐ. পৃ. ২৪
৬১. ঐ. পৃ. ৫৩
৬২. *মধুসূদন রচনাবলী*, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯০, পৃ. ২৫৬
৬৩. ঐ. পৃ. ২৫৭
৬৪. ঐ. পৃ. ২৫৮
৬৫. ঐ. পৃ. ২৫৮
৬৬. ঐ. পৃ. ২৫৯
৬৭. ঐ. পৃ. ২৬৩
৬৮. ঐ. পৃ. ২৬৫
৬৯. *গিরিশ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯ পৃ. ৩৫৬
৭০. ঐ. পৃ. ৩৯৬
৭১. ঐ. পৃ. ৩৮১
৭২. ঐ. পৃ. ৪০০
৭৩. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রসরচনা সমগ্র*, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৭ পৃ. ৩
৭৪. টেকচাঁদ ঠাকুর, *আলালের ঘরের দুলাল*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬২, পৃ. ৩৫
৭৫. ঐ পৃ. ৯১
৭৬. Chatterjee, Suniti Kumar, *Origin and Development of Bengali Language,* Rupa & Co. 1993, p. 135
৭৭. *হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র*, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩, পৃ. ১৩
৭৮. ঐ. পৃ. ২৮
৭৯. ঐ. পৃ. ৮
৮০. ঐ. পৃ. ৮
৮১. ঐ. পৃ. ৩৩
৮২. ঐ. পৃ. ১০

৮৩. ঐ. পৃ. ১০১
৮৪. ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : *আপনার মুখ আপুনি দেখ*, দ্র. দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ ২, কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, পৃ. ৯৮
৮৫. ঐ. পৃ. ৭৬
৮৬. ঐ. পৃ. ৫৭
৮৭. ঐ. পৃ. ৫৮
৮৮. ঐ. পৃ. ৭৫
৮৯. ঐ. পৃ. ৭৯
৯০. ঐ. পৃ. ১০৫
৯১. টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র), *কলিকাতার লুকোচুরি*, দ্র. দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ ২, পৃ. ১৯৯
৯২. ঐ. পৃ. ২০৪
৯৩. ঐ. পৃ. ২২১
৯৪. ঐ. পৃ. ২২০
৯৫. ঐ. পৃ. ২২৫
৯৬. ঐ. পৃ. ২২৮
৯৭. ঐ. পৃ. ২৩৪
৯৮. *বঙ্কিম রচনাবলী* ২, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১, পৃ. ৪৭
৯৯. *বঙ্কিম রচনাবলী* ১, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬০, পৃ. ৩৫৪
১০০. ঐ. পৃ. ৩৫৫
১০১. ঐ. পৃ. ৩৫৬
১০২. ঐ পৃ. ৩৫৭
১০৩. ঐ. পৃ. ৩৫৮
১০৪. ঐ. পৃ. ৩৬০
১০৫. ঐ. পৃ. ৩৬০
১০৬. ঐ. পৃ. ৩৮১
১০৭. ঐ. পৃ. ২৯৭
১০৮. ঐ. পৃ. ৩৬১
১০৯. ঐ. পৃ. ৫৫৪-৫৫৫
১১০. ঐ. পৃ. ৫৬২-৫৬৩
১১১. *বঙ্কিম রচনাবলী* ২, পৃ. ৭৮
১১২. ঐ. পৃ. ৭৯
১১৩. ঐ. পৃ. ৯০

১১৪. ঐ. পৃ. ৯০
১১৫. *রবীন্দ্ররচনাবলী*, বিশ্বভারতী ১৫ খণ্ড, পৃ. ৪২৪-৪২৫ (পরে শুধু র.র.)
১১৬. র.র. ১, পৃ. ২০৭
১১৭. র.র. ১, পৃ. ২০৭
১১৮. র.র. ১, পৃ. ২০৮
১১৯. সৌমিত্র বসু : *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণ শৈলী : উনিশ শতক*, পৃ. ১৬৭
১২০. র.র. ১, পৃ. ১৬৮
১২১. র.র. ১, পৃ. ১৭৬
১২২. র.র. ১, পৃ. ২৬৭
১২৩. র.র. ১, পৃ. ২৯৭
১২৪. র.র. ২, পৃ. ৩০৭
১২৫. র.র. ২, পৃ. ৩০৭
১২৬. র.র. ২৩, পৃ. ১৬৯
১২৭. র.র. ৭, পৃ. ৯৬
১২৮. র.র. ২৫, পৃ. ১৭৩
১২৯. র.র. ২৫, পৃ. ১৮৩
১৩০. র.র. ২, পৃ. ৩৬৩
১৩১. সেদিন আমাকে মানবী বলে টিট্‌কারি দিতে এসেছিল—র.র. ২৩, পৃ. ১৭৯
১৩২. এত বড়ো বেহায়াগিরি তাসরমণী হয়ে!—র.র. ২৩, পৃ. ১৭৯
১৩৩. এমন ধাষ্টামির কথা তো সাত জন্মে শুনি নি—র.র. ২৩, পৃ. ১৮০
১৩৪. *সাহিত্যের পথে*, গ্রন্থপরিচয়, র.র. ২৩, পৃ. ৫৫২
১৩৫. র.র. ৮, পৃ. ১৮২
১৩৬. র.র. ৮, পৃ. ১৯৩
১৩৭. র.র. ৮, পৃ. ২১২
১৩৮. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৫৯
১৩৯. *শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ*, অষ্টম খণ্ড, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স লিঃ, পৃ. ১৩৭
১৪০. বিবেকানন্দ : রাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় পৃ. ৩৫
১৪১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদ্বোধন কার্যালয় ১৩৫৫, পৃ. ২৫
১৪২. ঐ. পৃ. ৩৫
১৪৩. *পত্রাবলী*, প্রথমার্ধ, উদ্বোধন কার্যালয় ১৩৮৪, পৃ. ২৫৬
১৪৪. ঐ. পৃ. ২৮৪
১৪৫. ঐ. পৃ. ২৮৩

১৪৬. ঐ. পৃ. ২৫৯
১৪৭. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *পাঁক*, প্রেমেন্দ্র রচনাবলী, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩, পৃ. ৬৫-৬৬
১৪৮. যুবনাশ্ব, *পটলডাঙার পাঁচালি, রচনা সংকলন মনীশ ঘটক*, সোমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ. ৫৬
১৪৯. ঐ. পৃ. ৫৯
১৫০. ঐ. পৃ. ৬১
১৫১. ঐ. পৃ. ৬২
১৫২. সমরেশ বসু, *প্রজাপতি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯ পৃ. ১৪৩
১৫৩. ঐ. পৃ. ১৪৬
১৫৪. রমাপদ চৌধুরী, *উপন্যাস সমগ্র* ৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৮, প্রসঙ্গ কথা, পৃ. ৪৭০
১৫৫. সমরেশ মজুমদার, *কালবেলা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৬, পৃ. ২৪৪-২৪৫
১৫৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *জাল*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ১১
১৫৭. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *চলো দুবাই*, দে'জ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ৪৯
১৫৮. নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬
১৫৯. ঐ, পৃ. ৫২
১৬০. নবারুণ ভট্টাচার্য, *কাঙাল মালসাট*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৩৫
১৬১. ঐ. পৃ. ৪৯
১৬২. ঐ. পৃ. ১৬৬
১৬৩. ঐ. পৃ. ১৭১
১৬৪. রমাপদ চৌধুরী, *এখনি*, *উপন্যাস সমগ্র* ৩, পৃ. ৪৩
১৬৫. *হারবার্ট*, পৃ. ৪৮
১৬৬. ঐ. পৃ. ১৭
১৬৭. *জাল*, পৃ. ৩৩
১৬৮. *এখনি*, পৃ. ৯১
১৬৯. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *শ্যাওলা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ. ৭৪
১৭৯. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *পূর্বপশ্চিম* প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৬, পৃ. ৩২৫

১৭১. *শ্যাওলা*, পৃ. ৩২
১৭২. *প্রজাপতি*, পৃ. ৮৬
১৭৩. *এখনি*, পৃ. ৩১
১৭৪. বাণী বসু, *একুশে পা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ১১০
১৭৫. *এখনি*, পৃ. ৮৪
১৭৬. *কালবেলা*, পৃ. ২১৩
১৭৭. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *ঘুণপোকা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ. পৃ. ৭৩
১৭৮. *হারবার্ট*, পৃ. ৩৮
১৭৯. *প্রজাপতি*, পৃ. ৫৫
১৮০. দ্র. ঊর্মি রায়চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ*, প্রকাশিকা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক পুস্তক বিপণি, ২০০১
১৮১. সুবিমল মিশ্র, *আমাদের এই সিকি-লেবু নিংড়ানি*, প্রকাশক আনডারগ্রাউনড, ১৯৯০, পৃ. ৩৩
১৮২. *কাঙাল মালসাট*, পৃ. ৩৫
১৮৩. ঐ. পৃ. ৯৫
১৮৪. ঐ. পৃ. ১০০
১৮৫. ঐ. পৃ. ১৭২
১৮৬. জিৎ সেনগুপ্ত, *শ্যামলীর অভিসার, রঙ্গিনী নায়িকা*, বিবাহিত নর-নারীদের জন্য কামঘন পুস্তক, প্রকাশক ও সম্পাদক সন্দীপ জৈন, এলাহাবাদ, ইউ. পি. (তারিখবিহীন)
১৮৭. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৬ পৃ. ৭১
১৮৮. ঐ. পৃ. ৬৮
১৮৯. ভাস্কর চক্রবর্তী, *মুখোশের সঙ্গে কথা, স্বপ্ন দেখার মহড়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ. ২৯
১৯০. ঐ. *ঘটনা*, পৃ. ২১
১৯১. কেতকী কুশারী ডাইসন, *ঐতিহাসিক, কথা বলতে দাও*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯, পৃ. ১২-১৩
১৯২. ঐ., *অভিনেত্রীর বক্তব্য : সহঅভিনেত্রীর প্রতি*, পৃ. ৪২
১৯৩. সুবোধ সরকার, *চাঁদ, ছিঃ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ৯
১৯৪. ঐ. *মাদারফাকার*, পৃ. ১৮

৫

বাংলা স্ল্যাং : আভিধানিক স্বীকৃতি

বাংলাভাষায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে হয়ে এসেছে—কিন্তু বাংলা অভিধান সংকলনের একেবারে প্রথম যুগ থেকেই লক্ষ করা যায় যে স্ল্যাং-কে স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অভিধানকর্তাদের কিছুটা কুণ্ঠা থেকেই গেছে। সাধারণভাবে বাংলা অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে প্রধানত মিশনারিদের উদ্যোগে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু বাংলা অভিধান সংকলিত হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য বিংশ শতাব্দীর আগে প্রকাশিত কোনো অভিধানই আর ব্যবহৃত হয় না; তবে বাংলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে-অভিধানগুলি বর্তমানে প্রচলিত, তার অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বাংলাভাষায় অভিধান প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল। তাই নিয়মিতভাবে প্রতি সংস্করণে এগুলিকে সময়োপযোগীভাবে পরিমার্জিত করে নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না। তা ছাড়া, অধিকাংশ অভিধানকর্তাই বাংলাভাষার অভিধান প্রণয়নে সংস্কৃতে ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে বাংলায় দেশজ শব্দ ও স্ল্যাং সাধারণতই উপেক্ষিত থেকে গেছে। স্ল্যাং সম্পর্কে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-রক্ষণশীলতা আমরা দেখেছি, অভিধানসংকলনের ক্ষেত্রে সেই রক্ষণশীলতাই আরো বেশি সক্রিয় ছিল বলে আমাদের মনে হয়। সাধারণ অনেক স্ল্যাং স্বীকৃত হলেও বিশেষত যৌন শব্দ বা যৌনাঙ্গ বিষয়ক শব্দের ক্ষেত্রে বাংলা অভিধানের রক্ষণশীলতা সর্বাধিক চোখে পড়ে।

বাংলা যৌনক্রিয়া বা জননেন্দ্রিয় বিষয়ক যে-সমস্ত শব্দ বহুল প্রচলিত, সেই সমস্ত শব্দকেও আশ্চর্যভাবে এড়িয়ে গেছেন অভিধানকর্তারা। যৌনতাই যে বাঙালি সমাজের প্রধান ট্যাবু, সেটা স্পষ্ট হয় অভিধানকর্তাদের মনোভাব থেকে।

ইংরেজি স্ল্যাং অভিধান

ইউরোপে স্ল্যাং সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে অনেক আগে—ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই সে-জাতীয় শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন Eric Partridge। [১] প্রধানত অপরাধজগতের ভাষার সংগ্রহই তখন হয়েছে। জার্মান, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় এ-জাতীয় সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিতভাবে গত পাঁচ-ছশো বছর ধরে। ইংরেজি অভিধানের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি ষোড়শ শতাব্দী থেকেই স্ল্যাং বিষয়ক অভিধান প্রকাশিত হচ্ছে। Copland, John Awdeley বা Thomas Harman-এর মতো ব্যক্তি ছোটো ক্ষেত্রে স্ল্যাং সংকলন করছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে B.E. Gent (অর্থাৎ Gentleman) প্রণয়ন করেন *A New Dictionary of the Canting Crew, in its several Tribes of Gypsies, Beggers, Theives, Cheats etc.* নামে একটি অভিধান। এই অভিধানটিকেই স্ল্যাং-এর প্রথম অভিধান বলে মনে করা হয়ে থাকে। [২]

ভিক্টোরীয় যুগে যুগোচিত শুচিতার কারণে স্ল্যাং-এর সংকলন অনেক কমে যায়, কিন্তু তার মধ্যেও গোপনে সংগ্রহের কাজ চলেছে, এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। ভিক্টোরীয় যুগের পরে বহু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার সঙ্গে সাধারণ অভিধানেও স্ল্যাং-এর স্বীকৃতি ঘটেছে ব্যাপক হারে। Francis Grose প্রণীত *Classical Dictionary of Vulgar Tongue* (১৭৮৫), Ducange Anglicus-এর *The vulgar Tongue : a glossary of slang, cant, and flash words and phrases used in London from 1839 to 1859* (১৮৫৭, ৫৯), James Camden Hotten সংকলিত *The Slang Dictionary* (১৮৫৯) প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য অভিধান

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়। Tom and Jerry-র স্রষ্টা Pierce Egan ১৮২৩ সালে Grose-র অভিধানের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ায় J.S. Framer এবং W.E. Henley সাতখণ্ডে সংকলন করেন *Slang and its Analogues* (১৮৯০-১৯০৪)।

বিংশ শতাব্দীতে স্ল্যাং অভিধানের সংখ্যা বহুগুণিত হয়েছে। Eric Patridge বিংশ শতাব্দীর প্রবাদপ্রতিম স্ল্যাং সংকলক। তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ *A Dictionary of Slang and Unconventional English* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত Paul Beale-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই অভিধানের শব্দসংখ্যা লক্ষাধিক। শুধু স্ল্যাং-ই নয়, এই অভিধানে সংকলিত হয়েছে *Colloquialism and Catch-phrases, Solecisms and catachreses, Nicknames and Vulgarism*। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বহু স্ল্যাং স্থান পেয়েছে এই অভিধানটিতে। এই অভিধানটির একাধিক সংক্ষেপিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছে *Smaller Slang Dictionary* বা ১৯৭২ সালে Jacqueline Simpson কর্তৃক সংক্ষেপিত *A Dictionary of Historical Slang*। এর পাশাপাশি Eric Partridge-এর আরেকটি স্মরণীয় কীর্তি হল *A Dictionary of the Underworld* (১৯৫০)। অপরাধজগতের ভাষা বা cant-এর অজস্র নিদর্শন আছে এই অভিধানে।

শুধু অপরাধজগতের ভাষাই নয়, স্ল্যাং-এর অন্যান্য অনেক বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখেও ইদানীংকালে অনেক অভিধান সংকলিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে Julian Franklyn সংকলিত *The Dictionary of Rhyming Slang* প্রকাশিত হয়। একই বছর প্রকাশিত হয় H. Wentworth ও S.B. Flexner সংকলিত *Dictionary of American Slang*। ১৯৮৪ সালে Jonathan Green সংকলিত *The MacMillan Dictionary of Contemporary Slang* প্রকাশিত হয়। Jonathan Green-এর আরেকটি অভিধান *A Dictionary of Jargon* প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। John Ayto সংকলিত *Oxford Dictionary of Slang* প্রকাশিত হয় ১৯৯৮

সালে। অভিধানটির পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী অন্যান্য অভিধানগুলির থেকে স্বতন্ত্র। এই অভিধানটির শব্দবিন্যাস বর্ণানুক্রমিক নয়, বিষয়ভিত্তিক। ফলত, অভিধানের পাশাপাশি থিসেরাসের স্বাদ মেলে এই অভিধানে। প্রসঙ্গত, একাধিক স্ল্যাং থিসেরাসও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে।

ধারাবাহিকভাবে স্ল্যাং-এর সংকলন প্রচলিত হওয়ার কারণে ইংরেজিতে স্ল্যাং-চর্চা সহজতর হয়েছে। স্ল্যাং হিসেবে কোনো শব্দ খুব দীর্ঘমেয়াদী জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রেখেছে, এমনটা কদাচিৎ ঘটে থাকে। ফলে নিয়মিতভাবে অল্পসময়ের ব্যবধানে স্ল্যাং-এর সংকলন যদি না করা হয়, তাহলে বহু শব্দ হারিয়ে যেতে বাধ্য—এবং স্ল্যাং বিষয়ক কোনো ধারাবাহিক আলোচনা করাও কঠিন হয়ে ওঠে।

প্রাগ্‌বিংশ শতাব্দীর বাংলা অভিধান ও স্ল্যাং

বাংলায় কোনো স্ল্যাং অভিধান বিংশ শতাব্দী আগে হয়নি। সাধারণ অভিধানেও স্ল্যাং সাধারণ ভাবে বড়ো একটা স্বীকৃতি পায়নি। ভিক্টোরিয় যুগের রুচিবাগীশতা বাংলা অভিধানগুলির প্রথম যুগ থেকেই রয়েছে। ফলে উপাদানের অভাবে বাংলা স্ল্যাং-এর কোনো ধারাবাহিক বিবর্তন রেখাও অঙ্কন করা যায় না। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বাংলা অভিধানগুলির মধ্যে কীভাবে স্ল্যাং স্বীকৃত হয়েছে, এবং সেই স্বীকৃতির পিছনে অভিধানকর্তার কোনো বিশেষ মানসিকতা লক্ষ করা যায় কিনা তা দেখবার চেষ্টা করতে পারি আমরা।

বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান হল মানুয়েল দ্য আস্‌সুম্প্‌সাম সংকলিত বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষটি। ১৭৩৪ সালে রচিত ও ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির নাম ছিল *Vocabulario em Idioma Bengalla E Portugue*। মানুয়েল দ্য আস্‌সুম্প্‌সাম ঢাকার ভাওয়াল পরগণায় পাদ্রি ছিলেন। ফলত তাঁর গ্রন্থে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছে। আস্‌সুম্প্‌সাম-এর গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন প্রকাশ করেন ১৯৩১ সালে। সুনীতিকুমার তাঁর ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে আস্‌সুম্প্‌সাম সংকলিত শব্দকোষটি বড়ো—

ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে তিনি সবটা নকল করতে পারেননি। তিনি সেই সমস্ত শব্দগুলিই বিশেষ করে নকল করেছেন যেগুলির "আমার অজ্ঞাত, বা যাহার অর্থ আমরা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ জানি না" [৪]। বাংলা স্ল্যাং-এর অনেক নিদর্শন এতে আছে। আরো থাকা সম্ভব। সাধারণত বাংলা অভিধানগুলি যে-জাতীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয়, এ-অভিধানে তা নেই। যেমন, যৌনক্রিয়া অর্থে *চোদন* শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত ব্যাপকভাবেই। কিন্তু অনেক সময়, এমনকি আধুনিক বাংলা অনেক অভিধানেও শব্দটি পাওয়া যায় না। আস্‌সুম্প্‌সামের অভিধানে যৌনমিলনের প্রতিশব্দ হিসেবে *চোদন করিত* শব্দটি আছে বলে সুনীতিকুমার জানাচ্ছেন [৫]।

আমরা কয়েকটি অন্যান্য নিদর্শন এখানে উৎকলন করি। বলা বাহুল্য, এগুলি বহুশ্রুত নয়, কারণ সুনীতিকুমার বহুশ্রুত শব্দ সংকলন করেননি। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের উপভাষাই এই অভিধানে প্রাধান্য পেয়েছে, ফলত standard slang এখানে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

Bhabhu ভাবুয়া — Putanheiro (বেশ্যাসক্ত)

Bhaguite ভাগিতে — Fugir (পলায়ন করা)

Choqholqhor চকলখোর — Mexericador ((চুক্‌লিখোর)

Dari Upraite দাড়ি উপুড়াইতে (দাড়ি উপড়াইতে) — Arrepelar as barbas (শ্মশ্রূপাটন করা)

Goar গোঁয়ার — Bucal, i rude on burto homen (অসভ্য ও বর্ব্বর ব্যক্তি)

Gudd, guzhi গুদ, গুহ্যি (=গুহ্য) — Gi.cu (গুহ্যদ্বার)

এই জাতীয় নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে এই শব্দকোষ সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলনের মনে কোনো রক্ষণশীলতা কাজ করেনি।

আপজন নামক এক সাহেব একটি অভিধান সংকলন করেন ১৭৯৩ সালে। প্রায় দশ বছরের চেষ্টায় সংকলিত *A Extensive Vocabulary Bengalese and English* নামক এই অভিধানটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের ইংরেজি শেখানো ও ইংরেজদের বাংলা শেখানো। আপজন বাংলাভাষায় আরবিফারসির চেয়ে সংস্কৃতের প্রতিই অধিকতর পক্ষপাত

প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষার দুটি রূপ আপনজন সনাক্ত করেছিলেন—Polite এবং Vuglar। তাঁর অভিধানে সংকলিত অনেক প্রচলিত দেশজ শব্দ রয়েছে। যেমন—*এলুয়ামেলুয়া* (এলোমেলো), *ফসাদ*(ফ্যাসাদ), *হড়বড়ানো* ইত্যাদি। তা ছাড়া অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডে মূল সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করেছেন তিনি। যেমন পতিত (সংস্কৃত)—আচোট; অযথা ব্যয়—উড়নচণ্ড্যা; আকর্ষণ—হ্যাঁচকান ইত্যাদি।

কেরির *বাঙ্গালা ইংরেজি অভিধান* প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। আমরা আগেই লক্ষ করেছি বাংলার লৌকিক শব্দের কেরির আকর্ষণ। তাঁর অভিধানেও তাই যথেষ্ট পরিমাণ স্ল্যাং-এর ব্যবহার লক্ষ করা যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরো অনেক অভিধান বা শব্দকোষ সংকলিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলি খুব প্রাসঙ্গিক নয় বলে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণে আমরা যাচ্ছি না। সাধারণভাবে লক্ষ করা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত অভিধানসমূহের মধ্যে সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল। বিশেষত বাঙালিদের দ্বারা সংকলিত শব্দকোষে এজাতীয় প্রবণতা খুবই বেশি। তবে, ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত শ্রীতারা চন্দ্রশর্ম সংকলিত *শব্দার্থ প্রকাশাভিধান* এই সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিতে বিদেশি শব্দ বর্জন করা হয়েছে সচেতনভাবে। তার পরিবর্তে প্রচুর দেশজ শব্দ এই অভিধানে স্বীকৃত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোনো অভিধানই বর্তমানকালে আর ব্যবহৃত হয় না—ফলে সেগুলি ছাপাও নেই। মান্য স্ল্যাং বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে তাই সেগুলির গুরুত্ব কম।

বিংশ শতাব্দীর প্রধান অভিধানসমূহ ও বাংলা স্ল্যাং

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা অভিধান যে-সমস্ত প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যে-কোনো ভালো অভিধান বারবার আধুনিককালের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে সংশোধন করা প্রয়োজন। কিন্তু একক প্রয়াসে সংকলিত অভিধানগুলির কোনো সংশোধন ও পরিমার্জনার কাজ বন্ধ হয়ে যায় সংকলকের মৃত্যুর পরে।

ফলে, বাংলা অভিধানের একটি প্রধান সমস্যা হল সাম্প্রতিক শব্দ ও শব্দের ব্যবহারের সঙ্গে অভিধানগুলির যোগ নেই।

বর্তমানে প্রচলিত বাংলা অভিধানগুলির মধ্যে প্রধান অভিধানগুলির প্রবণতা এই সূত্রে দেখা যেতে পারে। শুধু সাধারণ অভিধানই নয়, যেগুলি বিশেষ কোনো বিষয়ের অভিধান, এমনকি স্ল্যাং-এরই অভিধান, সেগুলির সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করব। প্রথমে ছটি বাংলা অভিধানে স্ল্যাং-এর স্বীকৃতির মাত্রাটা আমরা লক্ষ করার চেষ্টা করব।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির *বাঙ্গালা শব্দকোষ* (১৯০৩) তার সমকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিধান। স্ল্যাং-এর স্বীকৃতিপ্রদানে যোগেশচন্দ্র যে-ধরনের উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা এক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ছাড়া তাঁর পরবর্তী অভিধানকর্তাদের মধ্যে দেখা যাবে না। তাঁর অভিধানের *সাংকেতিক অক্ষর* অংশে এ প্রসঙ্গে দুটি বিভাগ আমরা পাই।

১। অশিষ্ট ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত

২। গ্রা° গ্রাম্য, অশিক্ষিত নরনারীর ভাষায়

অভিধানে লক্ষ করা যাচ্ছে যে গ্রাম্য বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্ধতৎসম শব্দের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে স্ল্যাং-এর উল্লেখ আছে অশিষ্ট নামেই। তবে *সাংকেতিক অক্ষর*-এ উল্লেখ না থাকলেও কোনো কোনো শব্দের পরে বন্ধনীতে বলা হয়েছে *অশ্লীল*। আগেই বলেছি যে যৌনতা বিষয়ক শব্দাবলির ক্ষেত্রে বাংলা অভিধানগুলি সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল। কিন্তু *বাঙ্গালা শব্দকোষ*-এ অশ্লীল উল্লেখ করে বেশ কয়েকটি শব্দ দেওয়া হয়েছে। যৌনতা ও যৌনাঙ্গ বিষয়ক দু-একটি শব্দের উল্লেখ করা যাক। পরবর্তী অভিধানগুলির আলোচনায় আমরা এত বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না, তবে এই বিশেষ শব্দগুলির উল্লেখ প্রয়োজনে করা যাবে :

গাঁড়...ষ্য (সং° গণ্ড-চিহ্ন। ও° গাণ্ডি, হিং° গাঁড়-পায়ু। ফা° কুন)। যোনি, পায়ু (অশ্লীল) গাঁড়িয়া...পায়ু-মৈথুনকারী

গুদ...য্য (সং°-পায়ু) বাং° তে যোনি (অশ্লীল)

চুদ...ধাতু.(সং চুদ ধাতু প্রেরণে)। চোদা...মৈথুন করা (অশ্লীল) চোদা...ধাতু (চুদ ধাতু আস্তে)। চোদানা।

বাঁড়া...ষ্য (সং ব্রান হইতে। বানা দেখ। ওং বাণ্ড। তুং-সং-ব্রণ্ড) -ছিন্নত্বক। শিশ্ন (গ্রাং অশ্লীল)

বাল...ষ্য (সং। সং-তে কেশ। এই অর্থে অন্য তিন ভাষায়)। বাং তে গুহ্যদেশের কেশ (আসাং তেও)

প্রত্যেকটি শব্দই বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত—বাংলা অভিধানে এগুলি থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য সব অভিধানগুলিতে আমরা সবসময় পাচ্ছি না, যদিও সেগুলি পরবর্তীকালে সংকলিত। এগুলি ছাড়াও আরো অনেক সাধারণ স্ল্যাং-ও যোগেশচন্দ্রের অভিধানে সংকলিত হয়েছে।

সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত এই *সরল বাঙ্গালা অভিধান* (১৯০৬) অভিধানটি প্রধানত সংস্কৃত-ঘেঁষা, শব্দার্থ ছাড়া একই সঙ্গে হিন্দু পুরাণের নানা প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জিও এটিতে পাওয়া যাবে। ফলত, এই অভিধানটির প্রধান প্রবণতা তৎসম শব্দের দিকেই। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু কিছু স্ল্যাং-ও পাওয়া যাচ্ছে।

অভিধানটির সংকেতের যে সূচি দেওয়া হয়েছে, তাতে স্ল্যাং, অশ্লীল, ইতর, বা গ্রাম্য শব্দ জাতীয় কোনো সংকেত নেই। আমরা লক্ষ করি যে শব্দবিশেষের ক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গেই বলে দেওয়া আছে, যেমন

গুদ—ভগ, স্ত্রীযোনি। প্রাদেশিক; ইতরভাষা।

বাল—উপস্থদেশী লোম। দেশী

বাঁড়া—লিঙ্গ (অশ্লীল)

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ইতরভাষা, অশ্লীল, দেশী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার কোনো বিশেষ রীতি মেনে হচ্ছে না। কিছুটা এলোমেলোভাবে শব্দগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

যৌনক্রিয়া বিষয়ক কোনো স্ল্যাং অবশ্য এ অভিধানে স্থান পায়নি। অন্যান্য সাধারণ স্ল্যাং-ও অপেক্ষাকৃতভাবে কম।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১৯১৬)-এ স্বীকৃত হয়েছে অনেক স্ল্যাং। অভিধানের ভূমিকায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন জানাচ্ছেন যে হিন্দিভাষার অভিধানে লক্ষাধিক শব্দ সংকলিত হয়েছে। ইংরেজি অভিধানেও

পাঁচ লক্ষের বেশি শব্দ আছে। কিন্তু তার এক-দশমাংশের বেশি শব্দ মানুষের ব্যবহারে লাগে না। একথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, তার অংশবিশেষ বর্তমান প্রসঙ্গে জরুরি :

> উক্ত এক-দশমাংশ শব্দ-সমষ্টি ভিতর কতই না প্রাদেশিক (Provincial), কত বৈদেশিক (Foreign), কত কথ্য (Colloquial), লুপ্তপ্রায় (Obsolete), গ্রাম্য (Slang), অশিষ্ট (Obscene) বা অপভ্রষ্ট (Vulgar) ইত্যাদি শব্দ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়া অথবা পরিত্যাজ্য বোধে উক্ত অমূল্য অভিধানগুলি হইতে বর্জিত বা তাহাতে সঙ্কলনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। [৬]

বিভিন্ন সূত্র থেকে বাংলায় যে-সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ বা গ্রাম্যশব্দ এসেছে, ভবিষ্যতের বাংলা অভিধানকর্তাদের সে-বিষয়ে তিনি সচেতন করে দিয়ে বলতে চেয়েছেন :

> এখনও আর্য্যপূর্ব্বযুগের বাঙ্গালা কথ্যভাষা হইতে কোলারীয় (সাঁওতালী প্রভৃতি) এবং দ্রাবিড়াদি শব্দ যাহা "অনার্য্য" "দেশজ", "গ্রাম্য" "প্রাদেশিক" ইত্যাদি পরিচয়ে আজিও আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহার মূল, মূলের বিকাশ, বিকার ও পরিণতি সন্ধানপূর্ব্বক বাহির করা ভবিষ্যৎ অভিধানকারের অন্যতম অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবে। [৭]

তাঁর অভিধানে স্বভাবতই প্রত্যাশা জাগে যে স্ল্যাং, যাকে তিনি *গ্রাম্য* বলে অভিহিত করেছেন, তার যথেষ্ট নিদর্শন থাকবে। বস্তুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সে-প্রত্যাশা অনেকদূর পর্যন্ত পূরণও করেন। যোগেশচন্দ্রের অভিধানে যে-যৌন শব্দগুলির উল্লেখ করেছি, তা জ্ঞানেন্দ্রমোহনেও পাওয়া যাবে। এছাড়া আরো অনেক স্ল্যাং তাঁর অভিধানে স্বীকৃত হয়েছে।

রাজশেখর বসুর ***চলন্তিকা*** (১৯৩০) বাংলার জনপ্রিয়তম অভিধান। অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন এই অভিধানটিতে অল্পবিস্তর স্ল্যাং আছে। তবে স্বল্পপরিসরের কারণেই তাঁর অভিধানে অনেক স্ল্যাং জায়গা পায়নি। অভিধানের সংকেত অংশে দুভাবে স্ল্যাং-এর নির্দেশ করা হয়েছে।

১. "" চিহ্নের মধ্যে হলে মৌখিক, গ্রাম্য বা অশিষ্ট শব্দ, slang যথা "কত্তা", "ডোকলা"

২. অশিঃ অর্থাৎ অশিষ্ট বা slang

দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি অভিধানকর্তা।

চলন্তিকায় সাধারণ কিছু স্ল্যাং জায়গা পেলেও যৌনতা বা যৌনাঙ্গ বিষয়ক কোনো শব্দই স্থান পায়নি। এ বিষয়ে রাজশেখর যথেষ্ট রক্ষণশীলতারই পরিচয় দিয়েছেন।

চলন্তিকায় ব্যবহৃত নিদর্শন দু-একটা দেখা যেতে পারে।

"আম্বা"] স্পর্ধা, দুরাকাঙ্ক্ষা

"কচু, কচুপোড়া"] কিছুই নয় (অবজ্ঞাসূচক)

"কলা"<কদলী, রম্ভা। কিছুই নয় (অশিঃ)।..."কলা দেখানো"] বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন। ফাঁকি দেওয়া (অবজ্ঞাসূচক)

প্রসঙ্গত, "কক্ষনো" শব্দটি স্ল্যাং হিসেবে দেখানো হয়েছে *চলন্তিকায়*। অথচ *ধড়িবাজ, ধিঙ্গি,* বা *মোতার* মতো শব্দ অভিধানে আছে, কিন্তু সেগুলিকে স্ল্যাং হিসেবে নির্দেশ করা হয়নি। কোনো কোনো শব্দের ক্ষেত্রে একাধিক উচ্চারণ ও তার মধ্যে একটি বিশেষ উচ্চারণের স্ল্যাং হিসেবে ব্যবহার দেখানো হয়েছে, যেমন

পিরিত, পিরীতি/"পিরিত্"] < প্রীতি, প্রণয় ('—করা'। পিরিত—প্রায় অবৈধ প্রণয় অর্থে)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ***বঙ্গীয় শব্দকোষ*** (১৯৩২-৫১) একটি বিশালায়তন প্রয়াস। অভিধানে প্রথমে *সঙ্কলয়িতার নিবেদন* অংশে হরিচরণ অভিধানের শব্দবিন্যাস প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন :

> যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্‌লায় লেখ্যভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে ও পরে ব্যবহৃত হইতে পারিবে তাদৃশ শব্দ, প্রাচীন বাঙলা শব্দ, আধুনিক বাঙ্‌লার লেখ্য ও কথ্য শব্দ, জমিদারী-কার্য্যে, আদালতের ভাষায়, মহাজনী খাতায়, বাজার হিসাবে, দলিল দস্তবেজে ও চিঠিপত্র প্রভৃতিতে ব্যবহৃত সাধারণ আরবী ও ফারসী, ইংরাজী পর্টুগীজ শব্দ, দ্রাবিড়ীয়ভাষা-মূলক বাংলা শব্দ এই অভিধানে গৃহীত হইয়াছে।

বিশেষ করে আধুনিক বাংলার লেখ্য এবং কথ্যরূপের স্বীকৃতির মধ্যেই আছে হরিচরণের আধুনিকতার পরিচয়। কিছু কিছু স্ল্যাং তিনি স্বীকার করছেন। স্ল্যাং-এর চরিত্র অনেক সময় নির্ভর করে তার প্রয়োগের ওপরে হরিচরণ

এজাতীয় কিছু ব্যবহারও তাঁর অভিধানে দেখিয়েছেন। আমরা একটি নিদর্শন এই সূত্রে দেখতে পারি :

এঁড় 'এ্যাড়' বি [সং অণ্ড; হি মৈ আঁড়; ঠ আংড] বৃষণ, অণ্ডকোষের বিচি; অণ্ডকোষ [এঁড় দেখান-কলা দেখান; ফাঁকি দেওয়া।...এঁড়ে তেল দেওয়া-অণ্ডকোষে তৈলমর্দ্দন করা; (গৌণার্থে) চাটুবাক্যে প্রীত করা; খোসামোদ করা।]

এই অভিধানটি মোটের ওপর সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও এই জাতীয় ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত এই অভিধানটি তিনবার সংশোধিত হয়েছে যথাক্রমে শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুভাষ ভট্টাচার্যের দ্বারা। সেদিক থেকে একক প্রয়াসে সংকলিত বাংলা অভিধানের ধারায় বর্তমান *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* কিছুটা ব্যতিক্রমী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অভিধানটিতে রক্ষণশীলতার পরিমাণ অন্যান্য অভিধানগুলির থেকে কিছুটা বেশিই। অভিধানটির বিভিন্ন সংস্করণের তুলনা করলে দেখা যাবে রক্ষণশীলতার মাত্রা কমেছে-বেড়েছে।

'সঙ্কেতের অর্থ' অংশে প্রাসঙ্গিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কয়েকটি :

অমা.—অমার্জিত

অশি.—অশিষ্ট ব্যবহার

গ্রা.—গ্রাম্য

এছাড়া দেশী বলে কিছু শব্দের উল্লেখ আছে অভিধানে যার মধ্যে কিছু স্ল্যাং পাওয়া যাবে, যেমন

ঢেমনা-বি. লম্পট। [দেশী]

নেলাখেপা, ন্যালাখাপা-বিণ. পাগলাটে, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অসতর্ক। [দেশী]

খাণ্ডার-বিণ. কলহপ্রিয়। [দেশী]

অশিষ্ট শব্দ বলে পাওয়া যাচ্ছে

চুঁচি-বি. (অশি.) স্তন বা স্তনের বোঁটা। [সং.চুচুক]

পেট খসা-(অশি.) গর্ভপাত হওয়া।

আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয় যে *গুদ, চুতিয়া, পোঁদ, চুটকি* প্রভৃতি শব্দ অশিষ্ট বলে নির্দিষ্ট হয়ে স্থান পেয়েছিল এই অভিধানের প্রথম সংস্করণে।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে শব্দগুলি বাদ চলে যায়। বাঙালি অভিধানকর্তাদের যে-রক্ষণশীলতার কথা আমরা বলতে চাইছি, তার একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত এটি, কারণ এই শব্দগুলির ব্যবহার বাংলাভাষা থেকে আদৌ উঠে যায়নি, অথচ যথাক্রমে ১৯৭১ এবং ১৯৮৪ প্রকাশিত তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে এই শব্দগুলি বাদ চলে গেছে বিনা কৈফিয়তে।

একটি শব্দের উল্লেখ আলাদা করে করা যেতে পারে :

কেলান, কেলানো-ক্রিঃ (অশ্লী) প্রকাশ করা, আবরণমুক্ত করা, খোসা বা ছাল ছাড়ানো [বাংলা √ কেলা+আন]

অশ্লীল বলে কোনো সংকেত অভিধানের প্রথমে দেওয়া হয়নি। *কেলান* বা *কেলানো* শব্দটি কেন অশ্লীল হতে যাবে, তা কোথাও স্পষ্ট করা হয়নি। অনেক শব্দ যেগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবেই স্ল্যাং বলা যেতে পারে, বিনা সংকেতে অভিধানে স্থান পেয়েছে। যেমন

খানকী-বি. বেশ্যা। [ফা.খানগী]
গুল্‌-বি.ধাপ্পা (গুল মারা)।
ক্রি. বাঁশ দেওয়া-সর্বনাশ করা।

সুভাষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণে (২০০২) তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণে বাদ চলে যাওয়া অনেক শব্দ পুনর্বাসিত হয়েছে। অনেক স্ল্যাং আলাদা করে সংযোজিতও হয়েছে। কিন্তু *গুদ*-এর মতো শব্দের এই সংস্করণেও স্থান হয়নি।

অশোক মুখোপাধ্যায় সংকলিত ***সংসদ সমার্থ শব্দকোষ*** এযাবৎ প্রকাশিত বাংলার ভাষার সবচেয়ে ব্যাপ্ত থিসেরাস। থিসেরাসের ভূমিকা অভিধানের মতো না হলেও শব্দকোষ হিসেবে তারও গুরুত্ব যথেষ্ট। বেশ কিছু স্ল্যাং এই শব্দকোষে আছে। উপপতি অর্থে *নাঙ*, ব্যভিচারী অর্থে *লম্পট, লোচ্চা, ঢ্যামনা,* উপপত্নী অর্থে *কসবী, রাড়, ঢেমনী, ছেনাল, খানকি* ইত্যাদি নানাবিষয় নিয়ে অনেক স্ল্যাং এই শব্দকোষে আছে। তবে কোনো ক্ষেত্রেই স্ল্যাং হিসেবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়নি। থিসেরাস বলেই তার অবসরও হয়তো ছিল না। তবে যৌনতা বা জননেন্দ্রিয় প্রসঙ্গে সংকলক কিছুটা

রক্ষণশীল; সেখানে অপ্রচলিত তৎসম শব্দ থাকলেও প্রচলিত স্ল্যাং স্থান পায়নি। যে-সমস্ত শব্দ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংকলিত অভিধানসমূহে স্থান পেয়েছে, এবং যে-শব্দগুলি পরবর্তীকালে লোকের মুখে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে সেগুলি সংসদের অভিধানে বা সমার্থ শব্দকোষে বর্জিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে স্ল্যাং-এর ব্যবহার বেড়েছে বহু পরিমাণে কিন্তু অভিধানে তার সম্যক প্রতিফলন হয়নি।

সাধারণ অভিধানে স্ল্যাং স্বীকৃত না হওয়ার প্রবণতা অবশ্য শুধু বাংলাতেই আছে, এমন নয়। ইংরেজি অভিধানের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা লক্ষ, করেছেন কেউ কেউ। একই সংস্থার অভিধানে এবিষয়ে এক মাপকাঠি প্রযুক্ত হয়নি—এমন নিদর্শন আছে। এপ্রসঙ্গে আমরা Bethany K. Dumas এবং Jonathan Lighter জানাচ্ছেন :

> ...lexicographers are often at odds about which terms should bear the SLANG label. *Webster's Third,* published in 1961 with 450,000 entires, call only 24 entries beginning with the letter *W* "slang". In *Webster's New World Dictionary,* a desk volume with fewer than a third of the entires in *Webster's Third* and published nine years later, 81 entries beginning with *W* are "slang". [৮]

বাংলা স্ল্যাং অভিধান

বাংলাভাষায় স্ল্যাং-এর স্বতন্ত্র সংকলন বেশি নেই। সামান্য যে-কয়েকটি এজাতীয় সংকলন আছে, সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত *বিবিধার্থ অভিধান* (১৩৬৮) সম্ভবত বাংলাভাষায় প্রথম অভিধান যাতে স্ল্যাং-এর স্বতন্ত্র আভিধানিক স্বীকৃতি ঘটেছে। কুড়িটি বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত এই অভিধানে একটি শ্রেণি হল *বাংলা অশিষ্ট বা অপশব্দ*। সাতশোর বেশি শব্দ সম্বলিত এই অংশটি ছাড়াও *বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশ* আর *বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ*— এই দুই অংশে বেশ কিছু স্ল্যাং আছে।

স্ল্যাং-এর প্রথম সচেতন স্বতন্ত্র সংকলন হিসেবে এই অভিধানটির

বিশেষ গুরুত্ব আছে। অল্পবিস্তর রক্ষণশীলতা ও নানাধরনের ছোটোখাটো অসংগতি সত্ত্বেও অভিধানটি ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান। অনেক অশ্লীল শব্দের সংকলন সুধীরচন্দ্র করেছেন যেমন *গাঁড়, চুঁচি, চুতিয়া, বাঞ্চৎ* ইত্যাদি। অবশ্য কিছু অত্যন্ত প্রচলিত অশ্লীল যৌনশব্দ তিনি এড়িয়েও গেছেন। *বিবিধার্থ অভিধান*-এ অর্থ যা দেওয়া আছে তা অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়। অর্থ করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন *ঠাপ* শব্দটির অর্থ করা হয়েছে *(অশ্লীল) ধাক্কা*। বলা বাহুল্য যৌনক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বলেই শব্দটি অশ্লীল। সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে শুধু ধাক্কা বললে শব্দটি কেন অশ্লীল, সেটা পরিষ্কার হয় না।

বিশিষ্টার্থক শব্দের যে-সংকলন এই অভিধানে আছে, তার মধ্যে *অক্কা পাওয়া, গতরখাকী, গর্ভস্রাব, চিপটেন কাটা, টক্কর দেওয়া, টেক্কা দেওয়া, দাগাবাজ, নকড়া ছকড়া করা, নেলাখোপা, পোঁদ পাকা, পোঁদ তলতল হওয়া, পোঁদ ফেটে দরজা, ফষ্টি নষ্টি, ভাতার-খাকী, মাল টানা, রদ্দা মারা, রদ্দি মাল, রাঁড়বাজ* ইত্যাদি বেশ কিছু বিশুদ্ধ স্ল্যাং আছে। *গতরখাকী, চিপটেন কাটা, নেলাখোপা, পোঁদ পাকা, ফষ্টি নষ্টি, ভাতার-খাকী*, প্রভৃতি শব্দ স্ল্যাং-এর অংশেও আছে। কিছু অসংগতি ও কিছু স্ববিরোধ সত্ত্বেও এই অভিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাভাষা স্বতন্ত্রভাবে একটি স্ল্যাং অভিধানের প্রথম প্রয়াস কুমারেশ ঘোষের *আড্ডার অভিধান* (১৯৬৯)। নানাদিক থেকে এই অভিধানটি তাৎপর্যপূর্ণ। বারোশর কাছাকাছি শব্দ (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪) সম্বলিত এই অভিধানটি দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার একমাত্র স্ল্যাং অভিধান ছিল। *আড্ডার অভিধান*-এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগের নিদর্শন। আমরা এইসূত্রে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পারি :

> অমিসৎ—কালো মেয়ে (উৎপত্তি : অমাবস্যা থেকে।) প্রয়োগ : দ্যাখ, একটা অমিসৎ আসছে।
>
> আপপেট—অতিশয় হৃষ্টপুষ্টদেহ লোক। (উৎপত্তি : যার পেট আপ বা উঁচু।) প্রয়োগ : লোকটা কী আপপেট রে বাবা!

ডবল ডেকার—খুব লম্বা চওড়া বিরাট চেহারার মহিলা। (উৎপত্তি : ডবল ডেকার বাস থেকে। পা থেকে কোমর ও কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত দুটি থাক যেন।)

ডাণ্ডাগুলি—অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ। (পুরুষাঙ্গ দেখতে অনেকটা ড্যাংগুলির মত, তাই এই নামকরণ।)

উদাহরণ বাড়ানো বাহুল্য, কারণ এগুলি থেকে বোঝা যাবে কুমারেশ ঘোষের প্রবণতা। সবক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু সম্ভাব্য কিছু ব্যুৎপত্তির আভাস থাকায় কাজটা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। তবে অনেকক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা কিছুটা কষ্ট কল্পনা বলে মনে হতে পারে। যেমন *ফটিচার* শব্দটির ব্যুৎপত্তি বলা হচ্ছে *যার মুখে কথা ফোটে সব সময়*। একইভাবে *ফান্টুস* শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বল হয়েছে *ফানুস থেকে*। এই জাতীয় ব্যুৎপত্তি নির্ণয় একান্ত অনুমানসাপেক্ষ।

এই অভিধানটির সবচেয়ে বড়ো অপূর্ণতা হল সংকলকের রক্ষণশীলতা। স্ল্যাং-এর অভিধান রচনা করতে বসে রক্ষণশীল হওয়া যায় না। তিনি রতিক্রিয়ার একাধিক স্ল্যাং-এর উল্লেখ করছেন, কিন্তু তাঁর অভিধানে বাদ চলে যাচ্ছে *চোদা* শব্দটি। একইভাবে স্ত্রীযোনি অর্থে অনেকগুলি শব্দের উল্লেখ তিনি করেছেন, কিন্তু *গাঁড়* শব্দটি নেই। এই জাতীয় শব্দ বাদ যাওয়াটা নিশ্চয়ই অনবধানবশত নয়, কারণ পূর্ববর্তী একাধিক সাধারণ অভিধানেও যে শব্দগুলি আছে, তা আমরা আগেই বলেছি।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক সংকলিত *অপরাধ-জগতের শব্দকোষ* (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) বাংলায় স্ল্যাং তথা অপ্রথাগত (unconventional) ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯৯৩ সালে এটি *অপরাধজগতের ভাষা ও শব্দকোষ* নামে নতুন করে প্রকাশিত। সুনিপুণ ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংকলিত এই অভিধানটি প্রধানত অপরাধজগতের ভাষা বা cant-এর অভিধান। ড. মল্লিক অপরাধজগতের ভাষাকে বলেছেন গোষ্ঠীভাষা বা Social dialect। বিভিন্ন শ্রেণির অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের আলাদা করে সনাক্ত করে তাদের স্বতন্ত্র ভাষারীতিকে নির্দেশ করা এই অভিধানটির

একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গব্বাবাজ, পকেটমার, চোর, হিজড়া, পতিতা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শব্দপ্রয়োগ আমরা এই অভিধানে পেতে পারি।

অপরাধজগতের শব্দকোষ অবশ্য শুধু অপরাধজগতের ভাষার অভিধান নয়। এতে অনেক সাধারণ স্ল্যাং-ও আছে। গ্রন্থের *সঙ্কেত-অক্ষর ও চিহ্ন* অংশে নির্দেশ হিসেবে দেখা যাবে :

৩ অপরাধ-জগৎ ও অন্যত্র প্রচলিত। যেমন আম্‌সি

এ জাতীয় আরো কিছু দৃষ্টান্ত এই সূত্রে দেখা যেতে পারে :

আন্‌সান ° ১। বি. আজে বাজে বকা॥

এক্‌লা হওআ ° (হওয়া) ক্রি. পালানো॥

চার্‌-চোকো ° বি. যে লোকের চোখে চশমা আছে॥

বিলামাল ° বি. চোলাই মদ

স্ল্যাং-এর এজাতীয় নিদর্শন এই অভিধানে আরো রয়েছে। তাছাড়া সাধারণ স্ল্যাং এবং অপরাধজগতের মধ্যে শব্দের আদানপ্রদানেরও একটা ছবি এ-অভিধান থেকে স্পষ্ট হয়।

দু হাজারের কিছু বেশি শব্দ সম্বলিত হয়েছে সত্রাজিৎ গোস্বামীর ***অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ*** (২০০০)-এ। স্ল্যাং অভিধান কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অভিধানটির ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। পূর্বতন স্ল্যাং অভিধানগুলির তুলনায় এই অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয়েছে অনেক বেশি।

কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

অওয়াতি-[<অউঅতি<রউঅতি<ঋতুমতী]

আচাভুয়ো-[<অত্যদ্ভুত]

গুদ-[<পো.Gudao?=Godown/<গুদ্ধ<গুহ্য]

এজাতীয় ব্যুৎপত্তিনির্দেশ অবশ্য সবক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নয়। গুহ্য থেকে গুদ্‌ধ হয়ে—এ বিশ্লেষণ নিতান্ত কল্পনানির্ভর। বস্তুত, *গুদ* বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ!

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো শব্দের সম্পর্কে বাঁকা হরফে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। দুয়েকটি নিদর্শন দেখা যেতে পারে :

অংগার-[অঙ্গার] কালো গাত্রবর্ণ,-*কয়লার বর্ণসাদৃশ্যে*, (নাগরিক)।

ইনকুমারী-[<Inquiry] তদন্ত,—*ব্যঙ্গার্থে*, (আইন ব্যবসায়ী)

এই শব্দকোষটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লিখিত সাহিত্যে স্ল্যাং ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। শব্দকোষটির ভূমিকায় বলা হয়েছে :

> সব শব্দের না হলেও কোনো কোনো শব্দের ব্যবহারিক উদাহরণ সাহিত্য-গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

প্রয়োগসংক্রান্ত দৃষ্টান্তসংগ্রহের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু এই কাজটি আরো বিশদ হতে পারত। বাংলাসাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের নিদর্শন যা দেওয়া হয়েছে, তা কিছুটা অসম্পূর্ণ।

শুধু শব্দের সংকলন বা ব্যুৎপত্তিই নয়, শব্দগুলির ব্যবহার কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে হয়ে থাকে তারও বিবরণ এই অভিধানে দেওয়া হয়েছে। তবে এভাবে ব্যবহারকারীর গোষ্ঠী বা বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্ল্যাং-এ সব সময় সম্ভব নয়। সেটা করতে গিয়ে কিছু অসংগতি কখনো কখনো ঘটে গেছে। যেমন, যে-যে-গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ এই শব্দকোষে আছে, তার মধ্যে আছে সাধারণ, নাগরিক, ছাত্র, যুব ইত্যাদি বিভাজন। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই সীমা প্রায়শই পরস্পরলঙ্ঘী। অর্থাৎ ছাত্র মাত্রেই তো যুবসম্প্রদায়; আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্র বলতে যাদের বোঝানো হচ্ছে, তার নাগরিক রীতিনীতিতেই অভ্যস্ত। ফলত অনেক সময়ই তাদের স্ল্যাং এবং নাগরিক স্ল্যাং-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অন্যতর কিছু কিছু এজাতীয় অসংগতিও রয়েছে। যেমন বিড়ি অর্থে *আড়াই প্যাঁচ* শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্র হিসেবে বলা হয়েছে অপরাধজগৎ। কিন্তু এটি যুবসমাজে যথেষ্ট প্রচলিত। আবার *বাপ তোলা* কথাটিকে বলা হচ্ছে যুব স্ল্যাং। এই শব্দকোষে শব্দগুলি কোন শ্রেণির পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ বা অন্য কিছু, তা নির্দেশ করা হয়নি।

অভিধানটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি লক্ষ করা যাবে। বাংলা ভাষায়, বা যে-কোনো ভাষাতেই, স্ল্যাং প্রধানত প্রয়োগ নির্ভর। আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও ব্যঞ্জিত কিছু অর্থ থাকে স্ল্যাং-এর। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, Eric Partridge তাঁর অভিধানে fuck শব্দটির পঞ্চাশের বেশি প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ড. গোস্বামীর অভিধানে *গাঁড়* আছে, কিন্তু *গাঁড় মারা* নেই। তেমনই *বাল*

শব্দের অর্থ তিনি বলছেন যৌনকেশ। পাশাপাশি মনে রাখা ভালো যে বিরক্তির অভিব্যক্তি হিসেবে, বা নঞর্থকতা বা অসম্মতি *বাল* শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। "বাল হবে ইংরেজি দিয়ে" [১০]—নবারুণ ভট্টাচার্যের *হারবার্ট* উপন্যাসের এই বাক্যটি নিশ্চয়ই নিছক যৌনকেশ বোঝাচ্ছে না। ড. গোস্বামী এই জাতীয় প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই বাদ দিয়ে যাচ্ছেন।

সাড়ে চারশ শব্দ সম্বলিত সন্দীপ সত্ত সংকলিত *স্ল্যাংগুয়েজ* (২০০০) নামক ক্ষুদ্র সংকলনটি বাংলাভাষায় অভিনব, কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালের স্ল্যাং-এর সংকলন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে সংকলিত এই শব্দকোষে একান্তভাবেই স্থান পেয়েছে কলকাতায় প্রচলিত শব্দ যা 'ঘোরাফেরা করত কিশোর-যুবক-মস্তানের মুখে।' স্ল্যাং-এর একটা সময়, অঞ্চল ও ব্যবহারকারী ভিত্তিক চরিত্র থাকে। এই সংকলনে সেই চরিত্রটি ধরা পড়েছে। সংগ্রহের দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে প্রকাশিত হলেও সংকলক সেই চরিত্রটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে এক ধরনের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। এজাতীয় শব্দসংকলনকে up-to-date করে তোলার প্রলভন সংবরণ করা সহজ নয়, কারণ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দের একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। সেদিক থেকে এই সংকলনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অবশ্য শব্দের প্রাথমিক অর্থপ্রদান করা ছাড়া আলাদা করে কোনো অভিধানগত বৈচিত্র্য এই সংকলনটির নেই। ব্যুৎপত্তি বা অন্য কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি খুব সামান্য দুএকটি ব্যতিক্রম বাদে, যেমন :

> আপে তোলা—অহঙ্কারের চূড়ান্তে নিয়ে যাওয়া (Up এর অর্থ ওপরে তোলা, এইভাবে)।
>
> ও.জি.সি—যে আষাঢ়ে গল্প বানাতে ওস্তাদ (ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী; গ্যাসে যেমন বেলুন ফোলে তেমনি ভাবে কথাকে বাড়িয়ে ফুলেয়ে ফাঁপিয়ে বলা হ'লে)।
>
> কলিনস—মুক্ত দাঁত বার করা। ('কলিন্স' দাঁত মাজনের বিজ্ঞাপন অনুসারে)।

এই রকমই, খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে সাহিত্যে বা চলচ্চিত্রে ব্যবহারের নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনামাফিক সেটা হয়নি। যেমন :

অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ—টিপ সই ('চব্বিশ ঘন্টা'-নাটক, প্রমথনাথ বিশী)
কর্পোরেশনের জল খাওয়ানে—গাল দেওয়া। ('আপনজন' চলচ্চিত্র-তপন সিংহ)।

জানুয়ারি ২০০১ সালে প্রকাশিত মানসকুমার রায়চৌধুরীর *বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান* গ্রন্থের প্রচ্ছদে 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' শব্দযুগল কিছুটা বিস্মিত করে। কোনো অভিধান বা গবেষণালব্ধ কাজকে এভাবে চিহ্নিত করা হয় না সচরাচর।

অভিধানটির শব্দ সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি, সেদিক থেকে এটি আয়তনগত দিক থেকে বেশ বড়ো। বিচিত্রধরনের শব্দ সম্বলিত এই অভিধানটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। অভিধানটিতে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে অনেক শব্দের। ক্ষেত্রবিশেষে সাহিত্যিক উদাহরণও ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থের উল্লেখ না করে শুধু লেখকের নাম করায় এই কাজটি অসম্পূর্ণ মনে হবে। স্ল্যাং-এর পাশাপাশি বাগ্‌ধারা ও কথ্যভাষার সংখ্যা এই অভিধানে প্রচুর। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলিকে স্ল্যাং অভিধানের অন্তর্গত করা খুব সংগত বলে আমাদের মনে হয়নি। এগুলি সুনিশ্চিতভাবে কথ্য শব্দ বা বাগ্‌ধারা।

ঘরকুনো বিণ. যে ঘরের বাইরে যেতে চায় না; কুনো।
চড়চাপড় বি. থাপ্পড়, করতল দ্বারা আঘাত।
তল্লাস বি. খোঁজ, অনুসন্ধান
দিনকাল বি. সমসাময়িক অবস্থা (দিনকাল খারাপ)।
ফাঁকা ফাঁকা বি. ১. নির্জনতা বা শূন্যতাবোধ (চারদিক ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে) ২. দূরে দূরে অবস্থিত, মাঝে ব্যবধান রেখে অবস্থিত (ফাঁকা ফাঁকা হয়ে দাঁড়াও)।
ব্যাটাছেলে বি. পুরুষমানুষ (ব্যাটাছেলেরা এই দিকে বসবে)।

অভিধানটির আরেকটি সমস্যা হল একই শব্দের একাধিক প্রবেশ। *ডেঁপোমি* এবং *ডেঁপোপনা* কি সত্যিই স্বতন্ত্র মুখশব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন? কিংবা *পোঁ ধরা* আর *পোঁ ধরা দল?* এজাতীয় বহু দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। অভিধানটিতে শব্দগুলির পদপরিচয় থাকলেও ব্যুৎপত্তি নির্দেশের কোনো চেষ্টা নেই।

বাংলায় স্ল্যাং সম্পর্কিত গবেষণা ও সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে। তার ফলে উপাদানের অভাব রয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের অবহেলার পর ইদানীংকালে স্ল্যাং সংগ্রহের কাজ যথেষ্ট গতি লাভ করেছে। অবশ্য স্ল্যাং-এর পাশাপাশি অপরাধজগতের ভাষার সংকলন যেমন হয়েছে, তেমনই হওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন উপভাষা ও বৃত্তিগত স্ল্যাং-এর সংকলন। ইংরেজিতে Jonathan Green সংকলিত *A Dictionary of Jargons*-এর মতো অভিধান বাংলায় সংকলিত হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, এই ধরনের ভাষাচর্চা কোনোরকম সামাজিক রক্ষণশীলতা বাদ দিয়েই হওয়া উচিত। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন উপভাষা ও বৃত্তিগত স্ল্যাং-এ যে-সমস্ত শব্দের উদ্ভব হয়, তার যদি যথাযথ সংরক্ষণ না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে উপাদান সংক্রান্ত অভাব থেকেই যাবে। সেই কারণে সাম্প্রতিক স্ল্যাং-এর একাধিক সংকলন বাংলাভাষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।

উল্লেখপঞ্জি

১. *Today and Yesterday* গ্রন্থে Eric Partridge জানাচ্ছেন :

The history of European slang begins in the thirteenth century, when we find the word *Rotwalsh,* now *Rotwelsch*, the name for the slang of vagabonds. It is a significant fact that the earliest records whether for Germany, France or England, are of thieves, not of general slang. p. 41

২. Partridge গ্রন্থটি সম্পর্কে বলছেন :

It does, indeed contain much cant, which B.E. considerately marks *c.*, but it also contains slangy and colloquial terms : it has, in point of fact, less cant than slang colloqualism. It is thus not only much the most complete glossary of cant to have appeared by the end of seventeenth century but also the first dictionary to record ordinary slang as such. *Today and Yesterday,* p. 61-62

৩. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের *স্ল্যাং-এর অভিধান : ইতিহাস ও সম্ভাবনা;* কোরক সাহিত্য পত্রিকা শারদ ১৪০৬, অভিধান সংখ্যা

৪. *পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ* : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক ভূমিকাসহ সম্পাদিত ও অনূদিত; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১; পৃ. ১-১/০।

৫. ঐ. পৃ. ৮৮। শব্দ-সংগ্রহের মধ্যে মৈথুন প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার জানাচ্ছেন : Moiton মৈথুন—Copula carnal (এতদর্থে chodon corite শব্দও আছে)

৬. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ভূমিকা, পৃ. ১১-১২

৭. ঐ পৃ. ১২

৮. Dumas, Bethany K. & Lighter, Jonathan : *Is slang word for linguists,* American Speech 53, 1978, p. 8

৯. নবারুণ ভট্টাচার্য, *হারবার্ট*, প্রমা প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৪০

৬

সমাজ ও স্ল্যাং

স্ল্যাং নির্ভর করে সমাজের নানাধরনের রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের উপর। সমাজ সাধারণত স্ল্যাং-এর উদ্ভব এবং প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করে। একটি শব্দ স্ল্যাং বা স্ল্যাং নয়, তা নির্ধারণ করে দেয় সমাজই। কাজেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্ল্যাং-এর ওপর থাকেই।[১]

আমরা লক্ষ করেছি যে স্ল্যাং-এরও অনেক ধরন থাকে। স্ল্যাং-এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হল অশ্লীল বা vulgar। এই অশ্লীলতার বিচারটাও একান্ত সমাজনির্ভর। বাংলাভাষায় vulgar শব্দ আছে অজস্র। সেই শব্দগুলির ব্যবহার অন্যান্য স্ল্যাং-এর তুলনায় অনেক বেশি সীমিত। সেগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একান্ত ঘনিষ্ঠমহলে বা অত্যন্ত ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য বোঝাতে সেগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে সামাজিক censorship অনেক বেশি কাজ করে। যে-সমস্ত স্ল্যাং কথ্যভাষার কাছাকাছি চলে এসেছে বা বাগ্‌ধারার অন্তর্গত হয়ে গেছে, সেগুলি তুলনায় অনেক সহজে ব্যবহৃত হয় যে-কোনো পরিবেশে।

শব্দের যেমন সামাজিক স্বীকৃতির তারতম্য থাকে, তেমনই সমাজের রক্ষণশীলতার ওপরেও স্ল্যাং-এর প্রয়োগ নির্ভর করে। যে-সমাজে সামাজিক রীতিনীতি খুব কড়া, সে-সমাজে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ কম হয়ে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক শৈথিল্য বেশি ঘটলে স্ল্যাং ব্যবহার করার প্রবণতা বেড়ে যায়। আমেরিকার সমাজ নানাদিক থেকে খুব উদার, সামাজিক চাপ সাধারণ মানুষের ওপরে কম। তাই সে-ভাষায় স্ল্যাং-এর প্রয়োগ অত্যন্ত বেশি।[২]

তুলনায় ইংল্যাণ্ডের সমাজে বিধিনিষেধ আরো জোরালো হওয়ায় বিলেতের ইংরেজি স্ল্যাং-এর ব্যাপকতা কম। লক্ষণীয় যে ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরীয় শাসনকালে, যখন সামাজিক চাপ ছিল অত্যন্ত বেশি, তখন স্ল্যাং-এর ব্যবহার রীতিমতো কমে গিয়েছিল। সেকালে স্ল্যাং-এর যে-সংকলন প্রকাশ হয়, তাতেও দেখা যায় যে সংকলকের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। এবিষয়ে Julian Franklyn তাঁর *A Dictionary of Rhyming Slang* গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে ভিক্টোরীয় যুগে

> The gentleman who was 'something in the City' was quite different in the suburbs. All classes were users of slang, each according to the orbit of his activities, but the conventional, respectable attiude was one of shocked disapproval.[৩]

তিনি জানাচ্ছেন যে স্বয়ং চার্লস্ ডিকেন্স-ও তাঁর যুগের প্রভাবে স্ল্যাং-এর বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

> Charles Dickens, not in his capacity of great-hearted humanitarian and humorist, but as the personification of *vox populi* wrote a poor and priggish article denouncing slang which he printed in *House-hold Word*, No. 183, 24 September 1853[৪]

বাংলা স্ল্যাং ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

বাংলাতেও ভিক্টোরীয় যুগের প্রভাব বিস্তর। বস্তুত বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-জাগরণ, তার ওপর সার্বিকভাবে প্রভাব পড়েছে ভিক্টোরীয় যুগের, যদিও সে-জাগরণের সূত্রপাত ভিক্টোরীয় যুগের আগে থেকেই। আমরা লক্ষ করি যে বাংলাগদ্যসাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সময়ে তার ব্যবহার প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য শুধু একজন রবীন্দ্রনাথ বা একজন বঙ্কিমচন্দ্র নন, সামগ্রিকভাবেই সমাজে স্ল্যাং-এর ব্যবহার সম্পর্কে অভিজাতমহলে যে একটা দ্বিধা ছিল, তা আমরা লক্ষ করেছি আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ঊনবিংশ শতকের স্ল্যাংসম্পর্কিত আলোচনায়। ব্রাহ্মসমাজের

একটা বিরাট ভূমিকা ছিল ভাষার শিষ্টায়নের ক্ষেত্রে। বরং হিন্দু সমাজের মধ্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার প্রাথমিকভাবে বেশি ছিল। রামকৃষ্ণদেব বা গিরিশচন্দ্রের প্রসঙ্গও আগেই উল্লেখিত। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে যখন কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সাহিত্যে পুরোনো মূল্যবোধকে বদলে দিতে উদ্যত হয়েছেন, সমাজসম্পর্কে কিছুটা অনীহার মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাঁদের রচনায়, তখনই বাংলায় স্ল্যাং-এর প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মানুষের মূল্যবোধ দ্রুত বদলেছে। নানা কারণে হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ মানুষ সমাজ সম্পর্কে রক্ষণশীলতা কাটিয়ে নতুনতর মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষত ষাটের দশক থেকে যুবসমাজে এই মানসিকতা প্রবল হয়েছে।

প্রসঙ্গত শুধু বাংলাতেই নয়, ইংরেজিতেও স্ল্যাং-এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশ শতকে অনেক বেড়েছে। বিশেষত দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের স্ল্যাং সম্পর্কিত মানসিকতাকে অনেকাংশে বদলে দিয়েছে।[৫]

মানুষের কথোপকথনে অনেক মাত্রা বা register-থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে একই মানুষের যে আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহার, তাকে বলা হয় register। স্ল্যাং একান্তভাবে register নির্ভর বিষয়, কেননা পরিবেশ-পরিস্থিতি-নিরপেক্ষভাবে স্ল্যাং-এর ব্যবহার সচরাচর হয় না। বিশেষত সামাজিক চাপ যখন স্ল্যাং ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন কোন অবস্থায়, কার সঙ্গে, কী বিষয়ে কথোপকথন হচ্ছে, তা অত্যন্ত জরুরি মাপকাঠি হয়ে ওঠে। সমবয়স্ক, সমমনস্ক মানুষ যখন একান্তে কথোপকথনে রত হয়, তখন স্ল্যাং-এর ব্যবহার অনেক সাবলীল। আগেই উদ্ধৃত Franklyn-এর মন্তব্যটিতে তিনি বলেছেন যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার সকলেই করছেন! কিন্তু, the conventional, respectable attitude was one of shocked disapproval। বাংলার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার একান্ত সংলাপে সব সময়ই ছিল; কিন্তু প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যখন বাইরের কারণে সমাজ সম্পর্কে মানুষের আনুগত্য কমতে দেখা যায়, তখন প্রকাশ্যেই স্ল্যাং ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। সাহিত্যেও স্ল্যাং-এর প্রয়োগ ঘটে আরো বেশি।

স্বাধীনতা ও দেশভাগ বাংলা স্ল্যাং-এর আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমরা মনে করি। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে এদেশের মানুষের যে-স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে, স্বাধীনতার পরে তা পূর্ণ হয়নি। ফলে বিশেষ হতাশা ও বিক্ষোভের কারণ সেসময় থেকেই মানুষের মনে তৈরি হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও কলকাতায় দলে দলে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আসার ফলে কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়। রাতারাতি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির সংকট লক্ষ করা যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা মানুষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী মানুষের সম্পর্ক অন্তত প্রাথমিক পর্বে সহজ হয়নি। ফলে ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্ব একটি তীব্র আকার ধারন করে। বিশেষত উদ্বাস্তু মানুষের নানাবিধ বঞ্চনা ও সংগ্রামের কারণে তীব্র ক্ষোভ ছিল। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সমস্ত বস্তি গড়ে ওঠে, সেগুলির অবস্থা নিদারুণ ছিল। সামান্যতম নাগরিক পরিষেবাও সেখানে ছিল না। শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বস্তিগুলির মানুষ। তার ওপর ছিল জীবিকার সমস্যা। সুস্থ সুযোগসুবিধের অভাবে কলকাতার এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের জীবন অনেক সময়ই সুস্থ হয়নি। বস্তুত, বস্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্ত মানুষের ধারণা ভালো ছিল না। স্ল্যাং-এর প্রতিশব্দ হিসেবে যে *বস্তির ভাষা* ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে দিয়ে কলকাতার মানুষের বস্তি সম্পর্কিত মনোভঙ্গিটি ধরা যেতে পারে। কলকাতা শহরে স্ল্যাং ব্যবহারসম্পর্কিত ট্যাবু যে অনেকটাই আর নেই, তার একটা কারণ এই সময় থেকে মানুষের ভাষায় স্ল্যাং-এর ব্যাপক প্রয়োগ।

নকশাল আন্দোলনের মতো একটি আন্দোলন মানুষের সমাজ সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের একটি প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। অনেক উজ্জ্বল, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যুবক যে এই আন্দোলনের সরিক হয়েছিলেন, তাতেই বোঝা যায় যে সমাজ সম্পর্কিত মোহভঙ্গ সেসময়ে হয়েছিল প্রবলভাবেই। ফলত ভাষার ওপরেও তার প্রভাব পড়েছে।

স্ল্যাং-এর প্রয়োগ বাড়ার একটি সূচক হল স্ল্যাং সম্পর্কিত সচেতনতা

বেড়ে যাওয়া। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই স্ল্যাং সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ করা গেলেও স্ল্যাং নিয়ে ভাবনাচিন্তা বা স্ল্যাং সংকলনের কোনো ধারাবাহিক চেষ্টা তখন দেখা যায়নি। সাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে আমরা লক্ষ করেছি যে ষাটের দশক থেকে বাংলা উপন্যাসে নায়কের চরিত্রগত একটা পরিবর্তন আসছে। সাহিত্যে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ অনেক বেশি হচ্ছে এই সময় থেকে। আরো লক্ষণীয়, এই দশকেই প্রথম বাংলা স্ল্যাং-অভিধান সংকলিত হল। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় সুধীরচন্দ্র সরকারের *বিবিধার্থ অভিধান*। আমরা লক্ষ করব, এই অভিধানে বিভিন্ন ধরনের শব্দের স্ল্যাং-এর কিছু নিদর্শন আছে। প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ স্ল্যাং অভিধান কুমারেশ ঘোষের *আড্ডার অভিধান* (১৯৬৯) প্রকাশিত হয় এই দশকেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে *যষ্ঠি-মধু* পত্রিকায় এই অভিধান প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে স্ল্যাং বিষয়ে মানুষের সচেতনতা সমাজে ক্রমশ বেড়েছে। প্রসঙ্গত, সন্দীপ দত্ত সংকলিত *স্ল্যাংগুয়েজ* (২০০০) বইটির সংকলিত শব্দাবলির সময়কালও ষাটের দশক।

বিংশ শতাব্দীর শেষ, একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙালিজীবনে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রদ্ধা যে আগের মতো নেই, তা বলাই বাহুল্য। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাঙালি জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে। এক অস্বাভাবিক বিমিশ্র জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটেছে। বাংলায় *ট্যাঁশ* শব্দটা সেই জাতীয় সংস্কৃতিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে বহুদিন থেকেই। কিন্তু বর্তমানকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেলে ও ইন্টারনেটের সৌজন্যে মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজের চেহারাটা অনেকটাই অন্যরকম হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যপ্রভাব বলতে ছিল মূলত ইংল্যান্ডের প্রভাব। কিন্তু বর্তমানকালে মার্কিনি প্রভাব তার চেয়ে চরিত্রে স্বতন্ত্র। ফলত আজকের বাঙালি সমাজের আধুনিকতার মাত্রা নিশ্চিতভাবে অনেকটা বদলে গেছে। পাশ্চাত্য পপ্ কালচার, এবং তার সঙ্গে হিন্দি সিনেমার একটা ব্যাপক প্রভাবে আজকের বাঙালিসংস্কৃতি প্রথার অনুবর্তী হতে আগ্রহী নয়। এযুগের বাংলা গানে তাই ধ্বনিত হয় "শুধু বিষ,

শুধু বিষ দাও, অমৃত চাই না"। মনে রাখতে হবে শুধু পাশ্চাত্য অনুকরণ বা সর্বাত্মক বস্তুতান্ত্রিকতাই এর জন্য দায়ী নয়। সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার অভাবই কোনো-না-কোনোভাবে নতুনতর প্রজন্মকে অমৃতে অনাগ্রহী করে তুলেছে। এদেশের আর্থিক দুর্দশা, সর্বস্তরে অসাধুতা, দুর্নীতি ও ঘুষের কারবার, বেকারি, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত স্তরে নিষ্ক্রিয়তা ও কাজ করতে অনাগ্রহ মানুষকে এই বিপন্ন অবস্থায় রেখে যায়। সরকারি চিকিৎসা, প্রশাসন, বিশেষত পুলিশি ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা কোনো কিছুতেই মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ক্রীড়াজগতেও নানাবিধ দুর্নীতির যে-ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সেখানেও গৌরবের কিছু অবশিষ্ট থাকছে না। মানুষের বিরক্তি ও অভিযোগ প্রকাশের কোনো সুব্যবস্থা নেই। মূল্য দিয়েও যেখানে উপযুক্ত জিনিস পাবার উপায় নেই, সেখানে যাদের একান্তভাবে নির্ভর করতে হয় সুলভ সরকারি ব্যবস্থার ওপর তাদের দুর্বিসহ অবস্থা অনুমান করা শক্ত নয়। দেশ হিসেবে, জাতি হিসেবে গর্ব করবার মতো উপাদান না পেলে এধরনের সমাজসংস্কৃতি সম্পর্কিত অনীহা আসা অনিবার্য। ফলত ভাষা ব্যবহারে আগেকার সংযম বাঙালি দ্রুত হারাচ্ছে।

অবশ্য সমাজের অন্যদিক থেকে তাতে আর যাই হোক, ভাষা এতে সমৃদ্ধই হচ্ছে। কারণ স্ল্যাং-এর উৎপত্তি ও ব্যবহারের পিছনে মানুষের বিরক্তিই শুধু আছে এমনটা মনে করা অন্যায় হবে। বরং তাতে যে সমালোচনাকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, তাতে অনেক সময়ই পাওয়া যাবে কার্টুনের গুণ। কলকাতা কর্পোরেশন যখন মানুষের মুখ হয়ে যায় *চোরপোরেশন*, তখন শব্দটাই কি একটা আশ্চর্য কার্টুন হয়ে ওঠে না? কিংবা প্রাইমারি স্কুল যখন লোকমুখে হয়ে ওঠে *প্রায় মারি* বা *পায়ে মারি*, তখন তার সমালোচনার তীব্রতাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি মিডিয়ম স্কুলকে যখন বলা হয় *আন্টিনিকেতন*, তখন একটি বিশেষ সংস্কৃতির প্রতি থাকে কটাক্ষ। রাজনীতির বিষয়েও দেখব নানা ধরনের স্ল্যাং তৈরি হচ্ছে। কমিউনিস্ট শব্দের রূপান্তর হয়ে হচ্ছে *কামিয়েনিস্ট*, বা সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা স্বয়ং ব্যবহার করছেন *তরমুজ* শব্দটি—অর্থাৎ যে বাইরে এবং ভেতরে ভিন্ন মতাবলম্বী। সমাজের নানাক্ষেত্রে এজাতীয় স্ল্যাং তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

স্ল্যাং সমাজের সর্বত্র স্বীকৃত নয়, স্ল্যাং ব্যবহার বিষয়ে অনেক রক্ষণশীলতা সমাজে লক্ষ করা যায়। কিন্তু পাশাপাশি একথাও স্মরণীয় যে, সামাজিক নানাবিধ অসংগতির কারণেই অনেক সময় স্ল্যাং-এর উদ্ভব ঘটে থাকে। তাই স্ল্যাং-এর একটা সমাজ-সমালোচনাত্মক ভূমিকাও আমাদের এই সূত্রে স্বীকার করতে হবে। সামাজিক নানা অসংগতি, দ্বিচারিতা, অন্যায় ইত্যাদির প্রতি স্ল্যাং অনেক সময়ই খুব তীব্র একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। সাধারণভাবে ভাষার মধ্যে স্ল্যাং বেড়ে যাওয়াটাকে সামাজিক একটা বিকার হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, সামাজিক বিকারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের একটি হাতিয়ার স্ল্যাং।

সামাজিক স্তর ও স্ল্যাং : স্ল্যাং-এর নাগরিকতা

স্ল্যাং ব্যবহার মানুষের সামাজিক স্তরের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সমাজের সব স্তরেই মানুষই স্ল্যাং ব্যবহার করেন, কিন্তু শিক্ষিত বা অভিজাত শ্রেণির মানুষের ভাষায় সৌজন্য ও শিষ্টতার প্রতি বেশি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। সেই কারণে, যে-কোনো ভাষার মতোই, বাংলায় অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে শিষ্টেতর শব্দের ব্যবহার বেশি। কিন্তু নিম্নবিত্ত বা সামাজিকভাবে নিম্নবর্তী মানুষের মধ্যে এই সমস্ত ভাষা খুব সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয় না। তাই গালাগালি বা vulgar শব্দের ব্যবহার সেখানে অজস্র। কিন্তু সচেতন স্ল্যাং ব্যবহারের মধ্যে যে-তীব্রতা আছে, তা সাধারণত শিক্ষিত মানুষের ভাষাতেই বেশি লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে সমালোচক মন্তব্য করছেন :

> যাকে অপভাষা বা slang বলা হয়, তা সাধারণত শিক্ষা ও রুচির দিক থেকে একটু মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের মুখেই বেশি শুনতে পাওয়া যায়। যদিও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও কেউ কেউ shock effect-এর জন্য এ ধরনের ভাষাব্যবহার করেন, হয়তো এর মূলে খানিকটা প্রদর্শনস্পৃহাও আছে।[৬]

অশিক্ষিত অনভিজাত মানুষের মধ্যে স্ল্যাং ব্যবহারের একটা প্রধান কারণ, তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতি তাদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত সরল ও শিথিল। ভাষাসংক্রান্ত সামাজিক কোনো স্পর্শকাতরতা

তাদের মধ্যে কম। শ্রমজীবী মানুষের ভাষায় অনেক সময় আমরা অশ্লীল শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি কষ্টলাঘবের জন্য সহজ মনোরঞ্জনের উপায় হিসেবে। ভারী জিনিস সরানো বা টিউব ওয়েল বসানোর মতো কাজ, যেখানে অনেকে মিলে একটা বিশেষ তালে কোনো কাজ করা হয়, সেখানে অনেক সময়ই লক্ষ করা যাবে যে একটা গান বা কবিতা সুর করে বলা হয়; সেই তালে তালে শ্রমিকরা কাজ করে। অধিকাংশ সময়েই এই গান বা কবিতা একটি অশ্লীল আদিরসাত্মক বিষয়কে অবলম্বন করে বাঁধা হয়ে থাকে। বস্তুত যৌনতা দরিদ্র মানুষের কাছে একটি সুলভ মনোরঞ্জন।

মধ্যবিত্ত বাঙালির সামাজিক মর্যাদারক্ষার একটা বিচিত্র মানসিকতা আমরা লক্ষ করি। বাংলায় যে *মিডিল ক্লাস* শব্দটি গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার কারণ এই নয়, যে বাংলাদেশে মার্কস্‌বাদীরা বেশি সক্রিয়; তার কারণ, মধ্যবিত্ত বাঙালির অদ্ভুত ক্ষেত্রবিশেষে হাস্যকর শ্রেণি সচেতনতা। আচার-আচরণের তাই মধ্যবিত্ত বাঙালি মোটের ওপর রক্ষণশীল; অন্তত, আপাতভাবে তাই। ফলত সেক্ষেত্রে স্ল্যাং-এর ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত। স্ল্যাং যারা বেশি ব্যবহার করে, তাদের ভালো চোখে দেখা হয় না। বস্তির ভাষা বা রকের ভাষা ইত্যাদি গোছের অবজ্ঞাবাচক শব্দ এই ভাষা প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়।

স্ল্যাং সম্পর্কিত বাঙালি মানসিকতা এখনো যথেষ্ট রক্ষণশীল। কিন্তু তার পাশাপাশি মানসিকতা বদলাচ্ছে স্ল্যাং সম্পর্কে, এবং নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ স্ল্যাং উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হচ্ছে সচেতনভাবে। Shock effect বা প্রদর্শনস্পৃহা—দুটোই তো সচেতনতারই প্রকাশ। ফলত মান্য স্ল্যাং বলতে যা বোঝাতে চেয়েছি আমরা, তার প্রয়োগ বেশিটাই শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে vulgarism-এর ব্যবহার হয়তো কম। অবশ্য আগে যে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ বাড়বার পিছনে মানুষের ক্রমবর্ধমান বীতশ্রদ্ধার কথা বলেছি, তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণির ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এই সূত্রে স্মরণীয় যে অল্প শিক্ষিত মানুষের যে-স্ল্যাং, তা সাধারণত প্রচলিত শব্দ। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের স্ল্যাং-এ বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। এই পার্থক্য লক্ষ করা যাবে গ্রাম

এবং শহরের মানুষের ভাষার মধ্যেও।[৭]

শহরের মানুষের শুধু যে নতুন শব্দ তৈরির প্রতি ঝোঁকের কারণেই স্ল্যাং-এর পরিমাণ বেশি, তা নয়। শহরে বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন ভাষার মানুষ একত্র হয়। বহু মানুষের সমাগম একত্রে না হলে স্ল্যাং-এর প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। I.L.Allen তো মনে করেন যে স্ল্যাং-এর বিষয়টিই একান্তভাবে নাগরিক একটি বিষয়। শহরে মানুষ যখন থেকে বাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই স্ল্যাং-এর উদ্ভব।[৮] নানাবিধ মানুষের পারস্পরিক মেলামেশার কারণে নতুন নতুন শব্দের আদানপ্রদানের একটা স্বাভাবিক অবকাশ তৈরি হয় শহরে। এই কারণেই, শহরে যে-সমস্ত স্ল্যাং-এর ব্যবহার ঘটে থাকে, তার আয়ু গ্রাম্য স্ল্যাং-এর চেয়ে অনেক কম। অনাগরিক মানুষের প্রবণতায় নতুন শব্দের স্বীকৃতি অনেক বেশি কুণ্ঠিত। শহরে সেখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ সৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই সমস্ত শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্ল্যাং-এর উদ্ভবের পিছনে যে-সমস্ত বিচিত্র কৌশল কাজ করে, যেমন মুণ্ডমাল, পশ্চাৎ স্ল্যাং, খণ্ডিত শব্দ ইত্যাদি, সেগুলিও একান্তভাবে নাগরিক স্ল্যাং-এর বৈশিষ্ট্য।

শহরের সব মানুষের মধ্যেই স্ল্যাং ব্যবহারের প্রবণতা সমান নয়। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বিভিন্ন রকম। যে-কোনো ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার কমবয়েসিদের মধ্যে বেশি। ছাত্রসমাজে স্ল্যাং ব্যবহৃত হয় অত্যন্ত বেশি পরিমাণে। তারুণ্যের কারণে তাদের মধ্যে নবীনতা বেশি, ফলে নতুন শব্দ গ্রহণে আগ্রহ ও ঔদার্যও বেশি। কলকাতা শহরে স্ল্যাং-এর ব্যবহারের যে-প্রবণতা, তাতে দেখা যায় যে উত্তর কলকাতার পুরোনো বাঙালিদের মধ্যে স্ল্যাং ব্যবহৃত হয় অনেক বেশি। অবশ্য এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, সেগুলির মধ্যে নতুন শব্দের চেয়ে পুরোনো শব্দই বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলাভাষায় যে স্ল্যাং-এর প্রচলন, তারই প্রাধান্য উত্তর কলকাতার স্ল্যাং-এ। এর সহজ কারণ এই যে উত্তর কলকাতাই কলকাতার পুরোনো অংশ। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসা বাঙালিদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-জাতীয় রুচির বিকৃতি ঘটে, তার কিছুটা পরিবর্তন ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ঘটলেও সবটা পরিশুদ্ধ

হয়ে যায়নি। এখনো সেই উত্তরাধিকার মানুষের ভাষায় রয়ে গেছে। উত্তর কলকাতার বহু পুরোনো পরিবারে লক্ষ করা গেছে স্ল্যাং ব্যবহার হচ্ছে নিয়মিত। শুধু যে তাদের নিজস্ব কিছু বিশেষ ভাষা আছে, তাই নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে censorship-ও অনেকক্ষেত্রে নেই। দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা পরবর্তীকালে কলকাতায় এসেছে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদ্বাস্তুরা যেমন দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বসতি স্থাপন করেছে, তেমনই স্বাধীনতা উত্তরকালে কলকাতার পুরোনো অধিবাসীরাও চলে আসতে শুরু করেছে এই সব প্রান্তে। তাই তাদের চরিত্র অনেক বেশি মিশ্র ধরনের। সে-কারণে উত্তর কলকাতার মানুষের একটা নিজস্ব উপভাষা আছে, দক্ষিণ কলকাতার মানুষের কথ্যভাষা অনেক বেশি মান্যভাষার কাছাকাছি। অবশ্য এই সূত্রে মনে রাখা ভালো যে কলকাতার মহানগরীর বৃদ্ধি ইদানীংকালে যেভাবে হচ্ছে, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই উত্তর ও কলকাতার মানুষের মধ্যে একটা মিশ্রণের ফলে ভাষাগত পার্থক্য অপসৃত হচ্ছে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এই ব্যবধান সম্পূর্ণতই মুছে যেতে পারে, বা নতুন কোনো স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠতে পারে।

বাংলা স্ল্যাং : নারী বনাম পুরুষ

বাঙালি সমাজে রক্ষণশীলতার দায় আশ্চর্যজনকভাবে পুরুষের চেয়ে নারীর বেশি। সমাজনিষিদ্ধ ক্রিয়াকর্মে পুরুষের যে-পরিমাণ ছাড়, নারীর সেই পরিমাণ ছাড় নেই। বিংশ শতাব্দীতে নারী সচেতনতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও এই দিক থেকে খুব মারাত্মক অগ্রগতি হয়েছে এমন বলা যাবে না। তাই শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার পুরুষদের মধ্যে বহুগুণ বেশি। স্বভাবতই, বাংলা স্ল্যাং-এ সে-কারণে একটা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ আছে। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে নিজস্ব একটা স্ল্যাং-এর জগৎ আছে, প্রয়োজনের কারণে নানারকম শব্দ সেখানে আছে। কিন্তু পুরুষের স্ল্যাং-এ যে-ব্যাপ্তি, তা মেয়েদের স্ল্যাং-এ নেই। মেয়েদের যে-সব স্ল্যাং রয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য জুগুপ্সা, পুরুষের মতো shock effect বা প্রদর্শনস্পৃহা

মেয়েরা তৈরি করতে গেলে সমাজ সহজেই তাদের অসংযমের ব্যাখ্যা করবে অস্বৈরণ বলে। ফলত সাধারণভাবে মেয়েদের স্ল্যাং সীমাবদ্ধ রয়েছে একান্ত মেয়েলি বিষয়ের মধ্যেই।

অবশ্য স্ল্যাং-এর এই পুরুষপ্রাধান্য যে কেবল বাংলার ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। ইংরেজি স্ল্যাং-এও এই প্রবণতা রয়েছে। এ সম্পর্কে S.B. Flexner তাঁর *The Dictionary of American Slang* গ্রন্থের ভূমিকায় জানাচ্ছেন :

> In my dictionary, I was constantly aware that most American slang is created and used by males. Many types of slang words—including the taboo and strongly derogatory ones, those referring to sex, women, work, money, whiskey, politics, transportation, sports, and the like—refer primarily to male endeavors and interest…men belong to more sub-groups than do women; men create and have acquaintance who belong to many different sub-groups. Women, on the other hand, still tend to be restricted to family and neighborhood friends. Women have very little of their own slang. [১]

অবশ্য পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় কলকাতা শহরের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে স্ল্যাং-এর ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। হয়তো তার মধ্যে vulgarism-এর প্রয়োগ সেভাবে ঘটে না, কিন্তু অন্য জাতীয় স্ল্যাং অনেকই পাব। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ vulgarism-এর অংশটুকু বাদ দিলে অনেক ক্ষেত্রেই একজাতীয়। তবে মেয়েদের সম্পর্কে, বা নারীদেহ সম্পর্কে স্ল্যাং-এর যে-বিপুল সম্ভার, পুরুষ সম্পর্কে তার সমান্তরাল প্রয়োগ এখনো অনেক কম। তাছাড়া স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে একটা taboo রয়েই গেছে।

মেয়েলি গালাগালি বা অভিসম্পাতের একটা বিচিত্র ঐতিহ্য আছে বাংলাভাষায়। আমরা মেয়েলি কোন্দলের বহু দৃষ্টান্ত বাংলাসাহিত্যে লক্ষ করি। সাহিত্যে স্ল্যাং সম্পর্কে আমরা সেবিষয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী অংশে গালাগালির আলোচনাসূত্রে আমরা আবারও নারীপুরুষের গালাগালির পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করব। এই সূত্রে স্মরণীয়, যে এজাতীয় কোন্দল অনেকক্ষেত্রেই গ্রাম্যতার অন্তর্গত, সেগুলিকে হয়তো মান্য স্ল্যাং বলা যাবে না।

মানুষের সমাজব্যবস্থায় যৌনতা বিষয়ে পুরুষেরই অগ্রাধিকার। যৌনমিলনের ক্ষেত্রে পুরুষই কর্তা। সেই কারণেই অনেক বাংলা অভিধানে আমরা দেখি যৌনমিলনের আরেকটি প্রতিশব্দ হল স্ত্রীসংগম করা! [১০] পুরুষের ভোগের চরিতার্থতাই যৌনসম্পর্কের প্রধান লক্ষ অনেকক্ষেত্রে। আর সেই কারণেই সমাজে বলপূর্বক যৌনমিলন বা ধর্ষণে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার। বাংলাদেশের সমাজ দীর্ঘকাল নারীকে নিতান্ত বস্তু হিসেবেই দেখে এসেছে। নারীর অধিকার, নারীর মর্যাদা এগুলো বাঙালি সমাজে স্বভাবত আসেনি।

দেখা যাবে, বাংলা স্ল্যাং-এ মেয়েদের নিয়ে নানা রকমের শব্দের প্রাচুর্য। নারী স্ল্যাং-এর বিষয় শুধু নয়, নারীকে দেখা হচ্ছে বস্তু হিসেবে। আমরা শুধু মেয়ে শব্দের যত রকম প্রতিশব্দ বাংলা স্ল্যাং-এ আছে, তার যদি একটি তালিকা করি, তাহলে তার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ধরা পড়বে :

আগুন, আনার কলি, কম্‌লি, খরশি, খাপচু, গুড গুড্‌স, গুড়িয়া, গোলাপ জাম, চামকি, চাম্পি, চিকনা, চিজ্, চিড়িয়া, চুটকি, চুলবুলি, চাঁদনি, ছাম, ছেমড়ি, জিটু, ঝিল্লি, টিশু, তুবড়ি, দুগ্‌গি, নল, পাটি, পানসি, পিস্, ফানটুস, ফোর ফরটি, ভাতি, মাল্, মিছরি, রঙ্গিলা, লগদা ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই জাতীয় শব্দব্যবহারের মধ্যে মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমের বোধ বড়ো একটা নেই। বরং মেয়েদের উপভোগের বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতাটাই বড়ো। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্ন রিরংসা বা ধর্ষণেচ্ছাও রয়েছে। নারী সম্পর্কে এই অশ্রদ্ধার বোধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালি পুরুষের স্ল্যাং-এ পাওয়া যায়। সমাজের ওপর মহলে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নারী সম্পর্কিত ধারণা সামান্য পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু স্ল্যাং-এর ক্ষেত্রে তার কোনো ইতর বিশেষ ঘটেনি। নারীদেহ সম্পর্কিত নানাধরনের শব্দ, যৌনশব্দে নারীকে নিছক ভোগ্য হিসেবে দেখা, ইত্যাদি বিষয়ে স্ল্যাং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রায় কোনো পার্থক্য ঘটাতে পারেনি। বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের বা ছাত্র সমাজের স্ল্যাং-এ এবিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শিক্ষিত মানুষের স্ল্যাং-এ যখন *Sexy* শব্দটাই আলাদা করে স্ল্যাং হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যায়, তখন কথকের মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস ধরতে অসুবিধে হয় না। নারীদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গও স্ল্যাং-এ পাওয়া যাবে। তার একটি তালিকা

করা যাক। শব্দগুলি যে সবই একেবারে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত এমন নয়। সামান্য অর্থের তারতম্য কোথাও কোথাও পাওয়া যাবে :

স্তন *আতা, আনারদানা, আপেল, আমসি, উই ঢিবি, গ্যানা, চুঁচি, নিমকি, নিমাই, পিরামিড, ফজলি আম, ফল, বাতাবি, বুটকি, বেগুন, বেগুন পোড়া, মাই, মেশিন, ম্যানা, লুচি, সিঙাড়া, হেডলাইট*

যোনি *গাঁড়, গুদ, গুহা, চুত, চেরাপুঞ্জি, চ্যাট, ফুটো, মন্দির, মাং, স্বর্গ, স্বর্গদ্বার, হোল*

পশ্চাদ্দেশ *কত দিবি কত নিবি, কি দিবি কি নিবি, ডবল ডেকার, ডেকচি, তবলা, তানপুরা, তুই থাক আমি যাই, দুলকি, দোলন*

নাভি *খিড়কি, টুনি, পেটি*

এছাড়া গর্ভধারণ, ঋতুস্রাব, গর্ভপাত ইত্যাদি বিষয়ও স্ল্যাং-এ গুরুত্বপূর্ণ; এই সমস্ত বিষয় নিয়েও আছে অনেক শব্দ। ঋতুস্রাবের বিষয়টি মেয়েদের স্ল্যাং-এও আছে। পাশাপাশি আছে sanitary napkin বিষয়ক কিছু শব্দ। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শব্দসমূহ জুগুপ্সার কারণে ব্যবহৃত, কোনো প্রদর্শনস্পৃহা সেখানে কাজ করে না। অসতী নারী, বিশেষত বেশ্যাদের প্রসঙ্গে আছে অজস্র স্ল্যাং। গালাগালির প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করব যে নারীর পুরুষগামিতা মাত্রেই তীব্র গালাগালি হতে পারে, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে মা বা বোনের প্রসঙ্গ এলে তবে তা তীব্রতা পায়।

পুরুষের স্ল্যাং-এ পুরুষাঙ্গেরও অজস্র প্রতিশব্দ। যেমন :

অ্যাঁড়, কচু, কলা, কেউটে, খোকার বাপ, ঘন্টা, ছেলের বাপ, ছোটো খোকা, টল, ডাণ্ডা, ডাণ্ডাগুলি, ঢেন্‌ঢেন্‌পাদ, তিন নম্বর পা, ধন, নুঙ্কু, নুনু, পিস্তল, পেন্সিল, ফাউন্টেন পেন, বন্দুক, বল, ব্যাং, ব্যাটবল, মটন রোল, মাঝের পা, মেন পয়েন্ট, মেশিন গান, রড, রোল, লণ্ডা, ল্যাও, লাওড়া, ইত্যাদি।

পুরুষের হস্তমৈথুনের প্রসঙ্গটিও স্ল্যাং-এ বিশেষভাবে আসে।

সামাজিক ট্যাবু ও স্ল্যাং

যে-সমস্ত বিষয়ে কোনো-না-কোনো সামাজিক ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা কাজ করে, সে-সমস্ত বিষয়ে স্ল্যাং-এর প্রাধান্য। যেমন যে-কোনো ভাষাতেই

যৌনতা স্ল্যাং-এর একটি প্রধান বিষয়। বাংলা স্ল্যাং-ও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারণভাবে আধুনিক ভারতবর্ষে যৌনতার বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয়। প্রাচীনযুগের ভারতীয় সাহিত্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে যৌনতা বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ভাবনাচিন্তা এককালে যথেষ্ট উদার ছিল। কিন্তু আধুনিককালের ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের, বিশেষত ভারতীয় সিনেমা এবং সেন্সর বোর্ডের আচরণ দেখে উপলব্ধি যায় যে যৌনতা আজ প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় নয়। বাংলাভাষাতেও নানাধরনের কৌতূহলোদ্দীপক প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। বাংলাভাষার নিজস্ব কোনো যৌনমিলন বিষয়ক মান্যশব্দ নেই। বাংলা স্ল্যাং-এ যৌনতা সম্পর্কিত শব্দ অনেক আছে। আমরা লক্ষ করি যে বিভিন্ন অভিধানে সেগুলি স্বীকৃতও হয়েছে। তবু বাঙালির শিষ্টালাপে প্রসঙ্গটি এলে আমরা সচরাচর সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দ বা ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি শব্দের সাহায্যে কাজ চালাই, বাংলার নিজস্ব শব্দ সেখানে আদৌ কোনো মর্যাদা পায় না। *আমার মেয়েবেলা* গ্রন্থে তসলিমা নাসরিন তাঁর সরাফ মামার কথা বলেছেন যিনি তসলিমার সঙ্গে যৌনসম্পর্কের পরে বলেছিলেন "এইটারে কি কয় জানস্, চোদাচুদি।"[১১] বাংলাভাষার এই শব্দটি সকলেরই জানা অথচ শব্দটি ব্যবহারে বাঙালির অসীম দ্বিধা, সংকোচ। এমনকি সব অভিধানও যে শব্দটিকে স্বীকার করেনি, সে তো আমরা আগেই লক্ষ করেছি। ইংরেজি শব্দ intercourse (sexual intercourse-এর সংক্ষেপণ) বা সংক্ষেপে IC বাঙালির সবচেয়ে পছন্দের শব্দ এইক্ষেত্রে। লক্ষণীয়, শব্দটি সংস্কৃত, চুদ্ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রেরণ করা। সে-অর্থে এটি তৎসম শব্দই। কিন্তু বাঙালি রমণ, মৈথুন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলেও *চোদা* শব্দটি বর্জন করবে। একই প্রবণতা *গুদ* শব্দটির ক্ষেত্রেও। এটিও বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ—কিন্তু যোনি চললেও বাংলায় শিষ্ট মহলে *গুদ* অচল। ফলত, বাংলা যৌনতাবিষয়ক আলোচনা হয় অত্যন্ত মার্জিত একটি শব্দব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, নইলে নিতান্ত অশ্লীলভাবে তা আলোচিত হয়।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, অনেক ভাষাতেই বিরক্তি প্রকাশের জন্য যৌনশব্দের ব্যবহার করা হয়। ইংরেজিতে fuck শব্দটি এই জাতীয়।

বাংলাতেও সে-রকম অজস্র শব্দ আছে। *গাঁড় মারা, বাল ছেঁড়া, বাঁড়া* ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার বাংলায় যত্রতত্র হয় আজকাল। কিন্তু সে-সমস্ত শব্দ সচরাচর যে-কোনো পরিবেশে ব্যবহার করা হয় না। বরং shock effect-র জন্য কখনো কখনো তার প্রয়োগ ঘটে থাকে। যৌনতা বিষয়ক শব্দের মধ্যে একটা তীব্রতা আছে। সেই কারণেই যৌনশব্দ যে-কোনো ভাষাতেই অভিধার্থের পাশাপাশি নানাবিধ ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহৃত হয়।

যৌনতা বিষয়ে বাঙালিদের মানসিকতার পরিবর্তন ইদানীংকালে ঘটছে। আজকের ছাত্রছাত্রীমহলে নানাসময়ে যৌনতা আলোচিত হচ্ছে। এমনকি পণ্ডিতমহলে সমাজ ও যৌনতার বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু সে-আলোচনাও খুব সতর্ক। কারণ যৌনতা সম্পর্কিত সুস্থ আলোচনা ও পর্নোগ্রাফির মধ্যে পার্থক্য এখনো বাঙালি মানসে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে বাংলা স্ল্যাং-এ পুরুষের প্রাধান্য। যৌনতা বিষয়ক শব্দে সেটা আরো বেশি করে বোঝা যায়। ছাত্রদের মধ্যে বা যুবকদের মধ্যে যে-সমস্ত শব্দ প্রচলিত, তার মধ্যে খুব সুস্থ রুচি যে সবসময় পাওয়া যায়, তা নয়। বরং একটা প্রচ্ছন্ন রিরংসার মানসিকতাই অনেকক্ষেত্রে স্ল্যাং-এ লক্ষ করা যায়। অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে স্ল্যাং অত্যন্ত নির্মম। উপপত্নী বা উপপতি বিষয়ক শব্দাবলি অত্যন্ত কর্কশ এবং অশ্লীল।

সামাজিক নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা কাজ করে বিভিন্ন নেশা সম্পর্কে। স্ল্যাং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সামাজিক পরিস্থিতিতে কটাক্ষ করা। সামাজিক ট্যাবু যেমন স্ল্যাং ব্যবহারের একটা প্রধান বিষয়, তেমনই নানাবিধ বিচ্যুতিও স্ল্যাং-এর একটা আকর্ষণীয় বিষয়। মদ্যপান যে যে-কোনো ভাষাতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ মদ্যপান পরবর্তী মাতালামির মধ্যে আছে প্রবল অসংগতি। মদ্যপান বিষয়েও সামাজিক একটা নিষেধাজ্ঞা আছে আমাদের সমাজে। পৃথিবীর সব সমাজের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা সমান জোরালো নয়। কিন্তু মদ্যপান বিষয়ক স্ল্যাং সব ভাষাতেই প্রচুর।[১২] বাংলায় মদ সম্পর্কে *খোকা, খোকা কোলা, চারু, চুল্লু, জল, পেপসি, মাল, রঙিন জল, হরলিক্স* ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আছে। মদ খাওয়া, মাতাল হওয়া বা নেশা হওয়া প্রসঙ্গে পাওয়া যায় *আউট হওয়া, টানা, টাল করা, ডোজ চড়া, ধুমকি, পাক্কু হওয়া, মউজ করা, মস্ত্ হওয়া* প্রভৃতি প্রচুর শব্দ।

শুধু মদ্যপান নয়, যে-কোনো নেশা সম্পর্কেই স্ল্যাং-এ শব্দ বাহুল্য। কিন্তু মদ্যপানের নেশার কারণে যে মাতলামি, এবং তার কারণে যে দৃশ্যমান অসংগতি তা অন্য কোনো নেশায় ঘটে না। শিক্ষিত বাঙালিসমাজে ধূমপান সম্পর্কিত ট্যাবুও আছে। ফলত, ধূমপান বিষয়ক শব্দ কিছু সময় গোপনীয়তার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তি এসে পড়লে সিগারেট *ইন করা* হয় বা *চাপনি মারা* হয়। ধূপমান যুবকদের মধ্যে একটি দেমাকের প্রতীকও বটে। ফলে ছাত্রদের ভাষায় সিগারেট সংক্রান্ত নানাবিষয় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সিগারেট ভাগ করাকে বলা হয় *কাউন্টার*। ইংরেজি শব্দ হলেও ইংরেজি স্ল্যাং-এ শব্দটি নেই। এটি বাংলা স্ল্যাং-এর নিজস্ব শব্দ এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়।

গাঁজা খাওয়া বা ড্রাগ নেওয়ার বিষয়টি বাঙালি সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয়। ফলত এবিষয়ে স্ল্যাং বহুক্ষেত্রেই জুগুপ্সার জন্য ব্যবহৃত।

বাংলায় অপমানের ভাষা

স্ল্যাং ব্যবহারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল অন্যকে অপমান করা। অপমানের ভাষা সব ভাষার ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপমানের ভাষা হতে পারে তীব্র, জ্বালাময়, আবার অত্যন্ত মজাদার ও বর্ণময়। সংস্কৃতি-দেশ-কাল-নির্বিশেষে মানবসম্পর্কের অতিপরিচিত ঝগড়াঝাটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অপমানের ভাষা কখনো সূক্ষ্ম এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, কখনো বা নিতান্ত স্থূল এবং একঘেয়ে।

অপমানের ভাষা একান্তভাবে সমাজসাপেক্ষ, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য স্ল্যাং-এর অন্যান্য ধরনের মতোই অপমানের ভাষাও অনেক সময় সাধারণ শব্দ দিয়েই গঠিত হয়, যেগুলি বিশেষ প্রসঙ্গগত (context) কারণে বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। বস্তুত ভাষিক অপমানের মতো প্রসঙ্গ বা context সম্ভবত আর কোনো ক্ষেত্রে এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাষিক অপমানের একটা অংশ নিতান্ত স্থূল এবং ভাষাতাত্ত্বিক অর্থে জটিলতাবিহীন। কিন্তু যে-অংশটি সূক্ষ্ম এবং

ব্যঞ্জনাধর্মী সেটি নানাদিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কার্যত, অপমানের কোনো স্বতন্ত্র ভাষা যে আছে এমনটা নয়। কোনো চোরকে যদি চোর বলা হয়, তাহলে তা অপমানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ নয়; সেটি নিছক একটি বিবৃতিমূলক একটি ব্যবহার। কিন্তু সেই শব্দই যদি কোনো সাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে তাতে অপমানিত হবার যথেষ্ট কারণ থাকে। কলকাতা কর্পোরেশনের তার goodwill-এর কারণে লোকের মুখে হয়ে গেছে *চোরপোরেশন*। আবার অনেক সময় বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত নিতান্ত গালাগালিও ব্যবহৃত হতে পারে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্ভাষণ হিসেবে। এজাতীয় সম্ভাষণে অনেক অশ্লীল শব্দও কেবল ব্যবহারকারী এবং শ্রোতার সম্পর্কের কারণে গালাগালির তীব্রতা হারিয়ে গলাগলির ভাষা হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে, verbal insults বলতে যা বোঝায় তাকেই গালাগালি বলা হয়ে থাকে। তবে অপমানজনক ভাষা প্রয়োগ মাত্রেই যে গালাগালির ব্যবহার ঘটবে তার কোনো মানে নেই, কারণ অনেক সময় অপমান করার জন্য আদৌ কোনো বিশেষ শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না; বরং কোনো শিষ্ট শব্দের দ্বারাই যথেষ্ট অপমান করা যেতে পারে। বস্তুত, অপমানের বোধ নির্ভর করে একান্তভাবেই কোনো-না-কোনো সামাজিক বিষয়ের ওপরে। ফলত সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় অপমান করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর। আগেই বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে চোর বললে সে ব্যক্তি অপমানিত বোধ করতে পারে। তার কারণ, সামাজিকভাবে চৌর্যবৃত্তিটা নিন্দনীয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে যদি তার যুক্তিবাদিতা বা বিচক্ষণতার জন্য উকিল বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে অপমানিত হবার সাধারণভাবে কোনো কারণ থাকে না কারণ ওকালতির পেশা সম্পর্কে সমাজে কোনো নিন্দার বিষয় নেই। তেমনই সাধারণত, মনুষ্যেতর প্রাণির সঙ্গে কোনো মানুষের তুলনা সাধারণভাবে অপমানজনক। কোনো মনুষ্যেতর প্রাণির সন্তান বলে চিহ্নিত করলে অপমানের অন্ত থাকে না। শুয়োরের বাচ্চা বা কুকুরের বাচ্চা যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা যায়, তাহলে যে তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে যখন তার কর্মদক্ষতা, সাহস বা বীরত্বের কারণে বাঘের বাচ্চা বলা হয়,

তখন যে সেটা অপমান করার জন্য নয়, বাংলাভাষী মাত্রেই সেটা ধরতে পারবে। আসলে শুয়োর বা কুকুরের চেয়ে বাঘের মর্যাদা অনেক বেশি। কার্যত বাঘের মধ্যে যে- প্রকাণ্ডতা আছে, সেইটাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। বোঝা যায়, ভাষামাত্রেই অপমানসূচক নয়। অনেকগুলি বিষয় এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। যেমন আমরা আগেই বলেছি যে বক্তা-শ্রোতার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে কোনো ভাষা অপমানজনক হতে পারে, কোনোটা নয়। আবার, বলার ভঙ্গি বা স্বরক্ষেপণের ওপর নির্ভর করেও হতে পারে নানা রকমের তারতম্য। যেমন রুষ্ট হয়ে কোনো কথা বললে তা হতে পারে অপমানের ভাষা, আবার তাই সহজভাবে বললে নিছক রসিকতার ভাষাও হতে পারে। রসিকতার ভাষার সঙ্গে যদি মেশে অল্পবিস্তর বিদ্রূপ বা sarcasm, তাহলে তা-ই মুহূর্তে হয়ে উঠতে পারে অপমানের ভাষা! ফলত, বিষয়টি অনেকগুলি variables-এর ওপরে নির্ভরশীল। সাধারণ শব্দ যেমন *পুঁজিবাদী*, *মধ্যবিত্ত*, *ভদ্রলোক* ইত্যাদিও অনেক সময় অপমানের ভাষা, তথা স্ল্যাং হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

তবে কোনো কোনো শব্দ আছে যেগুলি সমাজনিরপেক্ষভাবে অপমানের বোধ জাগাতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে পশুপ্রাণির সঙ্গে তুলনা করাটা এজাতীয় অপমানেরই দৃষ্টান্ত। প্রাণির সঙ্গে তুলনা করাটার নানা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। বাংলায় *গরু*, *পাঁঠা*, *গাধা*, *গর্ধব*, *গাড়োল*, *ছাগল* ইত্যাদি বলার মধ্যে মানুষের নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আবার *বিচ্ছু*, *খচ্চর* ইত্যাদি বলা হলে মানুষের শয়তানিটাই লক্ষ হয়। বস্তুত, মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও শয়তানি নিয়ে শব্দের কোনো অন্ত নেই। নিছক *বোকা* বললেই মানুষকে আঘাত করা যেতে পারে। *আতা*, *ক্যাবলা*, *গবেট*, *গামবাট*, *ভোঁদা*, *হাঁদা*, *হাঁদুস* ইত্যাদি নানা শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপদার্থতার কথা বোঝাতেও এগুলির ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যেমন এর পাশাপাশি প্রচলিত রয়েছে *ক্যালানে*, *ক্যালা*, *ক্যালাকাত্তিক*, *ক্যালানে কাত্তিক*, *ঝুল*, *মাল*, *মালটোস*, *মালাকার* ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার। মানুষের স্বভাবের অনেক লক্ষণের কারণে অনেক সময় অনেক মন্তব্য অপমানসূচক হতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে *ন্যাকা*, কোনো পুরুষকে *মেয়েলি* বা *লেডিস* বলা হলে যথেষ্ট আঁতে ঘা লাগতে পারে।

নিছক গালাগালির জন্য *শুয়োরের বাচ্চা* বা *কুত্তার বাচ্চার* মতো শব্দের ব্যবহার বহু প্রচলিত। তবে এজাতীয় গালাগালির মধ্যে বাংলায় *শুয়োরের বাচ্চা*টাই সবচেয়ে জোরালো। ইংরেজিতে *Son of a bitch* একটি তীব্র অতিপরিচিত গালাগালি। কিন্তু বাংলায় *কুত্তার বাচ্চা* বা ক্ষেত্রবিশেষে *কুত্তির বাচ্চা* ব্যবহৃত হলেও *শুয়োরের বাচ্চার* তীব্রতা বা ব্যাপকতা *কুত্তার বাচ্চার* চেয়ে বেশি।

বাংলায় অপমানের ভাষার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি বিভিন্ন সম্পর্ক, যেগুলি ব্যবহার করলে কার্যকরভাবে অপমান করা যায়। যেমন, বাংলায় এদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে-সম্পর্কটি, সেটি হল শালা। কেন বাংলাভাষায় এই সম্পর্কটি কার্যত গালাগালি হয়ে উঠেছে, তা বলা শক্ত। বিষয়টি নিয়ে একসময় *শনিবারের চিঠি*তে এক সময় অত্যন্ত কৌতুককর আলোচনার সূত্রপাত হয়। বনফুল কবিতা লেখেন *শালা* নামে (চৈত্র ১৩৪১)। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় একটি চিঠি লিখে প্রস্তাব করেন যে *কমরেড* শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে শালা শব্দটি স্বীকৃত হোক। *জামাই* শব্দটিও অপমানের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যেখানে জামাই আদরের প্রসঙ্গ আসে, সেখানে সেটা আদরকর্তার দিক থেকে খুব আন্তরিক ভাব নয়, বরং খানিকটা ব্যঙ্গের ভাবই মিশে থাকে। শ্বশুরের নাম তুলে গালাগালি প্রায় বাপ তুলে গালাগালিরই সামিল।

সাধারণভাবে অশ্লীল গালাগালি বা খিস্তি হিসেবে যেগুলি নির্দিষ্ট, সেগুলির মধ্যে সাধারণত দুটি বিষয় প্রাধান্য-পেয়ে থাকে—১. যৌনতা ২. অবৈধ সম্পর্ক। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে দুটির মধ্যে একটা মিলের জায়গা আছে। সাধারণভাবে অবৈধ সম্পর্কের মধ্যেও যৌনতার বিষয়টি এজাতীয় গালাগালির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবেই পাওয়া যায়।

যৌনতা বিষয়ক ট্যাবুর প্রাবল্য ইদানীংকালে ক্রমশ কমছে, কিন্তু এখনো বাংলাভাষায় তার প্রভাব যথেষ্ট আছে। ফলে যৌনতা বিষয়ক যে-কোনো গালাগালিই বাংলায় যথেষ্ট তীব্র অভিঘাত বহন করে। *গাঁড় মারা, পিছন মারা, পুরে রেখে দেওয়া, চুদে দেওয়া, মাং মারা* ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে অভিপ্রায়বাচক গালাগালি হিসেবে। (যেমন, *গাঁড় মেরে*

রেখে দেব! গোছের গালাগালি)। অভিপ্রায়সূচক গালাগালিতে অবৈধ যৌনতা, পিতা-মাতাকেন্দ্রিক গালাগালির একটা বিশেষ মাত্রা আছে। *তোর মাকে চুদি* গোছের ব্যবহার রুচিবহির্ভূত একেবারেই—কিন্তু বাংলায় মোটেই অশ্রুত নয়। অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যৌনক্রিয়ার সংখ্যাও—*তোর মাকে একশো একবার চুদি!* আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে একশো এক সংখ্যাটি সুনির্দিষ্ট! *মা মেগো, মাদারচোৎ* বা *মাদার ফাকার*-এর মতো শব্দও পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দও পর্যবসিত হয়েছে বাংলায়। *মাদারচোৎ* শব্দের মুণ্ডমাল রূপ *এম.সি.*-ও বাংলায় শোনা যায় কখনো কখনো। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে *বান্‌চোৎ* শব্দটি বাংলায় যেভাবে ব্যবহৃত হয়, *মাদারচোৎ* শব্দের গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। কার্যত, *বান্‌চোৎ* শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় সাধারণ গালি হিসেবেই। শব্দটি যারা ব্যবহার করে, তারা অনেকে খেয়ালই করে না যে শব্দটির আদিরূপে *বহেন* শব্দটি আছে। ফলে এটি যে বোন তুলে গালাগালি, সে-বোধটিই অনেকক্ষেত্রে কাজ করে না।

অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টিও নানাভাবে ব্যবহৃত। তবে সাধারণত এই অবৈধ সম্পর্কটি জন্মসংক্রান্ত অবৈধতার ইঙ্গিতবাহী। বাংলায় *বে* শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত। শব্দটি বেজন্মায় অপভ্রংশ। বে, আব্বে, কিব্বে ইত্যাদি প্রয়োগ বহুল পরিমাণে হয়। সাধারণত কোনো যৌন বা অবৈধ ইঙ্গিতের অভিপ্রায় ছাড়াই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বাংলায় সবচেয়ে জোরালো গালি *বোকাচোদা* সম্পর্কেও একই কথা খাটে। শব্দটি অবৈধ সন্তান বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। এই শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ক একটি ছড়াও শোনা যায়। ছড়াটি এই রকম :

মাটিতে পড়িলে বীর্য রোদ্দুরে শুকায়।
জলেতে পড়িলে বীর্য পুঁটি মাছে খায়।
সেই বীর্য খেয়ে বিধবা গর্ভবতী হয়।
তাহার সন্তানেরে লোকে বোকাচোদা কয়। [১৩]

শব্দটির মধ্যে উনিশ শতকীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় ধরা আছে। বিধবার ব্যভিচার—তা সে যৌন ব্যভিচারই হোক আর পুঁটি মাছ খাওয়াই

হোক, তাকেই আক্রমণ করা হয়েছে শব্দটির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির ব্যবহারকারীরা প্রায় সকলেই সেই অবৈধ অনুষঙ্গ সম্পর্কে অবগত নন, যদিও যৌনতার আভাস শব্দটির দ্বিতীয় অংশটির কারণে থেকে গেছে এবং সেটাই সাধারণত ব্যবহারকারীর অভিপ্রেত ইঙ্গিত। এখন সমান্তরালভাবে *ক্যালাচোদা, কাটাচোদা, হারামচোদা* ইত্যাদি বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যৌন ইঙ্গিতবাহী ভাষিক অপমানের আরেকটি রূপ হল চরিত্রবিষয়ক গালাগালি। আমাদের সমাজব্যবস্থায়, বলা বাহুল্য, দুশ্চরিত্র বলে গালাগালি দিলে নারীর ক্ষেত্রে যতটা তীব্র হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। বেশ্যা শব্দের অজস্র স্ল্যাং প্রতিশব্দের অস্তিত্বই বিষয়টিকে প্রতিপন্ন করে, যেমন : *আর. পি., কসবি, খানকি, প্রস্, রেণ্ডি, লাইনের মেয়ে* ইত্যাদি। তাছাড়াও মেয়েদের ক্ষেত্রে অজস্র গালাগালি আছে যার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের একনিষ্ঠতার অভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য পাশাপাশি পুরুষের ক্ষেত্রে *লুচ্চা, লুম্পেন, লম্পট* ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট অপমানকর।

অপমানের আরেকটি উপায় হল মানুষের আর্থিক সংগতি নিয়ে খোঁটা দেওয়া। সাধারণত ধনের অহংকারই হল এই জাতীয় শব্দের প্রধান লক্ষ্য। বাংলা প্রবাদের দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলেও দেখা যাবে প্রবাদ অজস্র। কয়েকটি এজাতীয় প্রবাদ সংকলন করা যেতে পারে :

১. ঘরে শাক-সজনা বাইরে বাবুয়ানা
২. ঘরে নেই চাউল-পাত, চড়িয়েছে ঘি-ভাত
৩. ঘরে নেই ভাত, কোচা তিন হাত
৪. গোলা নেই, তার লক্ষ্মীবার

বোঝা যায়, বাঙালি সমাজে বিষয়টির প্রতি একটু কটাক্ষের ভাব সর্বদাই ছিল। বাংলা বাগ্ধারাতেও তার প্রতিফলন আছে। *নবাবপুত্তুর, লাট সাহেব, লাটের বাঁট* ইত্যাদি শব্দ তীব্র ইঙ্গিতবাহী এবং অপমানসূচক। স্ল্যাং হিসেবেও এগুলির প্রয়োগ ঘটে থাকে। টাকাকড়ির প্রতি তাচ্ছিল্যপ্রকাশের জন্য অনেক সময় ব্যবহৃত হয় কিছু অতিপ্রায়বাচক শব্দ—*তোর টাকায় আমি মুতি* ইত্যাদি। বাসে ট্রামে প্রায়শই কোনো ব্যক্তিকে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করার কারণে পরামর্শ দেওয়া হয় ট্যাক্সি চড়তে।

বয়সসম্পর্কিত অপমানের ভাষাও বাংলায় আছে। বার্ধক্য হল একটি আক্রমণের বিষয়। *বুড়ো ভাম*, বা *তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা* জাতীয় বাগ্‌ধারা অনেক সময় গালাগালির জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে বয়সোচিত আচরণ না করবার জন্যও ব্যবহৃত হয় *কচি খোকা*, *পাঁচ ছেলের বাপ* ইত্যাদি শব্দ শোনা যায়। বয়সের চেয়ে বেশি পাকামি করলে *জ্যাঠামি* যেমন শোনা যায়, তেমনই পাওয়া যায় *নাক টিপলে দুধ বেরোয়* গোছের শব্দ।

মানুষের শারীরিক অক্ষমতার প্রতি তির্যক ইঙ্গিত করা হল অপমানের ভাষার আরেকটি রূপ। *খোঁড়া*, *ল্যাংড়া*, *নুলো*, *কানা* ইত্যাদি বলার পাশাপাশি *চোখে ন্যাবা হওয়া*, চশমা-পরা ব্যক্তিকে *চারচক্ষু* ইত্যাদি নানাধরনের মন্তব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেই সূত্রেই আসে মানুষের চেহারার প্রসঙ্গ। পুরুষের চেহারা বা হাবভাব যদি নারীসুলভ হয়, তাহলে তাকে *লাল্টু*, *লেডিস*, *আলুভাতে* প্রভৃতি নানাভাবে কটাক্ষ করা হয়ে থাকে। মোটা লোককে *হোঁদল্‌কুতকুত* বলে ডাকা, রোগা লোককে *তালপাতার সেপাই* বলা, লম্বা লোককে *টাটা সেন্টার* বলা এই একই জাতীয় ব্যাপার। কুশ্রী নারীকে *চেড়ি*, *তারকা রাক্ষসী* প্রভৃতি, স্থূলাঙ্গী নারীকে *টিপসি*, *হিড়িম্বা* প্রভৃতি নানাভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ইভটিজারদের অপমানের একটা স্বতন্ত্র ভাষারীতি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই কোনো রকম শারীরিক প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে *বেবি*, *মাল*, *ছাম* ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে নানাভাবে স্তন বা নিতম্বের উঠাপড়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে।

মানুষের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেও অপমান করা হয়ে থাকে। *ধান্ধাবাজ*, *দুনম্বরী*, *ঘুষখোর*, *ছ্যাঁচ্চর* বা *ছ্যাচড়া*, *ফোর টুয়েন্টি* বা *চারশো বিশ*, *চিটিংবাজ* প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়ে মানুষ স্বভাবতই অপমানিত বোধ করে।

মানুষের নানা প্রবণতার প্রতি লক্ষ করেও অনেক সময় অপমানসূচক শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন যে-ব্যক্তি বেশি কথা বলে, তাকে *বক্তিয়ার* বলা বা মহিলা হলে *Lady Chatterly* বলা। যে-ব্যক্তি অন্যের বিষয়ে অনেক খবর রাখে তাকে বলা হয় *গেজেট*। এগুলি, বলাই বাহুল্য খুব তীব্র অপমানসূচক নয়, তবে এর মধ্যে একটা কটাক্ষের ভাব ধরা পড়ে।

অপমানের ভাষা বাংলায় অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাঙালি সমাজের মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিভাজন লক্ষ করা যায়। ধর্মের ভিত্তিতে বাঙালিদের প্রধানত দুটি ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। এখানেও ধর্ম উল্লেখ করে পরস্পরকে অপমান করবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মুসলমানদের *নেড়ে, গোরুখোর, কাটুয়া* প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। আবার পূর্ববঙ্গের বাঙালি ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে যে ঘটি-বাঙালের লড়াই, তাতেও পরস্পকে আক্রমণ করবার প্রবণতা লক্ষ করা যাবে।

সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে অপমানের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাভাষার এই জাতীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সমাজজীবনের নানা সূক্ষ্ম মাত্রা ধরা পড়ে।

উল্লেখপঞ্জি

১. I.L. Allen এ প্রসঙ্গে বলেছেন :
Slang is more a sociological than a purely linguistic idea and is best understood in theory of modern society and culture. *Slang* p 3960-61

২. H.L. Mencken জানাচ্ছেন :
American shows its character in a constant experimentation, a wide hospitality to novelty, a steady reaching out for new and vivid forms. No other tongue of modern times admits foreign words and phrases more readily; none is more careless of precedents; none shows a greater fecundity and originality of fancy. It is producing new words every day, by trope, by agglutination, by the shedding of inflections, by the merging of parts of speech, and by sheer brilliance of imagination. *The American Language*, p. 15

৩. Franklyn : *Rhyming Slang* p. 3

৪. ibid p. 4

৫. এই সূত্রে Eric Partridge-এর মন্তব্য আমরা স্মরণ করতে পারি :
It is...true that the War has made slang thoroughly respectable,

though not yet acceptable to either linguistic or social purists. The most prominent person, prelate or politician, publican or publicist, can now employ a slang expression without shaking the kingdom to its base or congesting the newspapers with letters from indignant teachers, shocked spinsters, apoplexied Tories, pained highbrows, and those other Pharisaical guardians of our potentially Flastaffian, actually admirable speech who would devitalize it to nervelessness, de-gut it to debility, drain it if all colour, shackle its feet, clip its pinions, and preserve it as a museum-piece. But that the present conditions, as ever since August, 1914, favour slang can hardly be doubted, however much any acceleration and intensification of that state of things may be feared. Partridge, *Today and Yesterday* p. 118

৬. পবিত্র সরকার, *বাংলা গালাগালের ভাষাতত্ত্ব*, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ১০৪

৭. এ প্রসঙ্গে Frank Sechrist বলছেন :
The rapidity of language change seems to vary with the density of population. In the sparsely settled country the rendency is to preserve the archaic, in the city to adopt slang. *The Psychology of Unconventional Language* p. 422

৮. Allen, *Slang* P 3962

৯. Preface by Flexner, S.B.; Wentworth, H. & Flexner, S.B. : *Dictionary of American Slang*, p. XXV

১০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ **চুদ** শব্দের অর্থ দিচ্ছেন স্ত্রী-সহবাস। এই সূত্রে লক্ষণীয়, সংস্কৃত চুদ্ ধাতুর অর্থ হরিচরণ দিচ্ছেন : প্রেরণ, ক্ষেপণ, চালান, নিয়োগ। যৌনসংগম অর্থে চুদ শব্দের ব্যবহারে বস্তুত পুরুষাঙ্গ প্রেরণের ক্রিয়াটিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই শব্দটিও পুরুষেরই ক্রিয়াবাচক।

১১. তসলিমা নাসরিন : *আমার মেয়েবেলা*, পিপল্স্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৬০

১২. দ্র. প্রথম অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জি ১৬

১৩. দ্র. *ধরি মাছ না ছুঁই পানি : বাঙালি সমাজে যৌনতা : স্ল্যাং-এ ও প্রবাদে*, ধ্রুবপদ, ২০০১, যৌনতা ও সংস্কৃতি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

অজিতকুমার ঘোষ : *বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬৮

অলিভা দাক্ষী : *বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ*, সুবর্ণরেখা, ২০০১

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫

ঊর্মি রায়চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাসের যুবসমাজ*, প্রকাশিকা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক পুস্তক বিপণি, ২০০১

কালীকিশোর বিদ্যাবিনোদ সংকলিত : *বৃহৎ বারোমেসে মেয়েদের ব্রতকথা*, অক্ষয় লাইব্রেরী ১৪০৫

জয়ন্ত গোস্বামী : *সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৪

জ্যোতিভূষণ চাকী : ১. *শব্দ যখন গল্প বলে*, বেস্ট বুক্‌স্‌, ১৯৯১

২. *বাগর্থকৌতুকী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২

তপন রায়চৌধুরী : *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪

ননীগোপাল দাশ : *অধুনা লুপ্তপ্রায় ঠাকুমা দিদিমাদের ব্যবহৃত শ্লোক*, ২০বি+২০সি/১ দত্তাবাদ রোড, সল্টলেক, কলকাতা, তারিখবিহীন

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৫৮

নিরঞ্জন চক্রবর্তী : *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৮৮০ শকাব্দ

নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : *ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, রত্নাবলী, ১৯৮৩

পবিত্র সরকার : ১. *ভাষা, দেশ, কাল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৫

২. *লোকভাষা : লোকসংস্কৃতি*, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯১

৩. *ভাষা মনন ও বাঙালি মনীষা*, পুনশ্চ, ১৯৯২
৪. *ভাষা নিয়ে ভাবছেন তো*, পুনশ্চ,

পরিমল গোস্বামী : *রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী, বাংলাভাষা ও নানা নিবন্ধ*, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, ১৯৮৮

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাম্ : *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক ভূমিকাসহ সম্পাদিত ও অনূদিত;, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : *শব্দের জগৎ*, বিশ্ববিদ্যা পরিচয়, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, ১৯৮০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *বঙ্কিম রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, প্রথম খণ্ড ১৯৬০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬১

বসুমিত্র মজুমদার : *রবীন্দ্র অনুধ্যান*, বকুম প্রকাশনী, শেওড়াফুলি, ১৯৯৯

বিমলেন্দু হালদার : *দক্ষিণ ২৪ পরগণার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ* প্রথম খণ্ড, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৯

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : *হেটো বই হেটো ছড়া*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৪

মনসুর মুসা : *ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১

মিহির সেনগুপ্ত : *ভাঁটি পুত্রের পত্রবাখোয়াজি*, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৬

মুহম্মদ আবদুল হাই : মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

মৃণাল নাথ : *ভাষা ও সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯

যূথিকা বসু : *বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী, ১৩৯১

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত : *কলিকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫

রাধারমণ মিত্র : *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭

শক্তিব্রত ঘোষ : *উইলিয়াম কেরী : সাহিত্য সাধনা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০

শর্মিলা বসু দত্ত : *বাংলায় মেয়েদের* ভাষা, প্রমা, ২০০০

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, আহমদ শরীফ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত : *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

শিশিরকুমার সিংহ : *চলিত ভাষার বিবর্তন : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে*, দে'জ পাবলিশিং ১৪০৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, ইস্টার্ন পাবলিশিং, ১৩৬৯
শ্রীপান্থ : *শ্রীপান্থের নানারকম*, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৮৪
সত্যনারায়ণ দাশ : *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা*, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪
সরস্বতী মিশ্র : ১. *বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ*, পুস্তক বিপণি ২০০০
২. *বিতর্ক : বাংলা ব্যাকরণ*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি ১৯৮৭
সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৯
সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত : *যৌনতা ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, ২০০৩
সুভাষ ভট্টাচার্য : ১. *বাংলাভাষা চর্চা*, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯২
২. *ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৯৯
সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ১. উনিশশতকের কলকাতার অন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য, অনুষ্টুপ, ১৯৯৯
২. *অশ্রুত কণ্ঠস্বর*, সুবর্ণরেখা ২০০২
সৌমিত্র বসু : *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী : উনিশ শতক, সেরা প্রকাশক* ১৯৯৩

বাংলা অভিধান

অশোক মুখোপাধ্যায় : *সমার্থশব্দকোষ*, সাহিত্য সংসদ ১৯৮৮
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধান*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১
কামিনীকুমার রায় : ১. *লৌকিক শব্দকোষ, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশসন*, ১৯৬৮
২. *লৌকিক শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড*, লোকভারতী, ১৯৭১
কুমারেশ ঘোষ : *আড্ডার অভিধান*, গ্রন্থগৃহ, ১৯৮৮
গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন : *প্রবাদ বচন*, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, ১৩৬৭
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ১, ২, সাহিত্য সংসদ ১৯৯১
ফরহাদ খান : *বাংলা শব্দের* উৎস *অভিধান*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০০
ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক : ১. *অপরাধজগতের শব্দকোষ : পশ্চিম বাঙলা*, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৭৮
২. *অপরাধজগতের ভাষা ও শব্দকোষ*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩

মানসকুমার রায়চৌধুরী : *বাংলা অশিষ্ট শব্দের অভিধান*, অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১

যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি : *বাঙ্গালা শব্দকোষ*, ভূর্জপত্র, ১৩৯৭

রাজশেখর বসু : *চলন্তিকা*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৪০৫

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : ১. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, প্রথম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭

২. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬১

৩. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ*, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭

৪. *সংসদ বাংলা অভিধান*, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, সুভাষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭

সুধীরচন্দ্র সরকার : *বিবিধার্থ অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স ১৩৯২

সত্রাজিৎ গোস্বামী, *বাংলা অকথ্যভাষা ও শব্দকোষ*, একবিংশ, ২০০০

সন্দীপ দত্ত : *স্ল্যাঙ্গুয়েজ*, কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, ২০০০

সুবলচন্দ্র মিত্র : *সরল বাঙ্গালা অভিধান*, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৯৮

সুবোধ বসুরায় ও নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত : *মানভূমি শব্দকোষ (আঞ্চলিক বাংলা উপভাষার লৌকিক অভিধান)*, ছত্রাক প্রকাশনী, বনামি, নহিড়া, পুরুলিয়া, ১৯৯০

সুভাষ ভট্টাচার্য : *সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৬

সুশীলকুমার দে : *বাংলা প্রবাদ : ছড়া ও চলতি কথা*, এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোঃ লিঃ, ১৩৫০

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গীয় শব্দকোষ* ১/২ সাহিত্য অকাদেমি ১৯৮৮

সম্পাদিত গ্রন্থ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, প্রথম খণ্ড শৈব্যা পুস্তকালয় ১৯৭৮

কাঞ্চন বসু : *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ*, ১/২/৩ রিফ্লেক্ট, ১৯৯৫

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পুলিনবিহারী সেন সংকলিত *রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০০

পিনাকেশ চন্দ্র সরকার : *হারানো দিনের বাংলা নাটক*, সাহিত্য সংসদ, ২০০১
সজনীকান্ত দাস : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘প্রবেশক’ ও টীকা সহ *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ*, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, শ্রাবণ ১৩৪৬, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : *হরপ্রসাদ রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার*, ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি, ১৯৬০

প্রবন্ধ

উদয় চক্রবর্তী : *বাংলায় কৃত্রিম ভাষা*, বিভাব ২৫, এপ্রিল জুন ১৯৮৪
মৃণাল নাথ : *বাংলা ভাষার ভদ্রায়ণ ও বাঙালি সমাজ*, হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু সম্পাদিত *বিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, ২০০০ গ্রন্থভুক্ত
শর্মিলা বসু দত্ত : *বাংলায় মেয়েদের ভাষায় ট্যাবুর প্রয়োগ* : রবীন্দ্রভারতী, পত্রিকা, নবপর্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৪০২

পত্রপত্রিকা

অনুভাব, পঁচিশে বৈশাখ কবিপ্রণাম মে ২০০০; সন্দীপ দত্ত : *দোকানী সংস্কৃতি-দোকানীর ভাষা*
অরণি ১৯৮৯-৯০; অভ্র বসু : *রকিটকি*
আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৩ সংখ্যা, মে ১৯৯০; ৮ সংখ্যা ১৯৯৫
আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই, ১৯৯৪
কোরক, অভিধান সংখ্যা, শারদ ১৪০৪; অভ্র বসু : *স্ল্যাং-এর অভিধান : ইতিহাস ও সম্ভাবনা*
বর্তমান, ২২.৬.১৯৯৭
বিভাব, ২৫ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৪; উদয় চক্রবর্তী : *বাংলায় ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা*
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, নব পর্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৪০২; শর্মিলা বসু দত্ত : *বাংলায় মেয়েদের ভাষায় ট্যাবুর প্রয়োগ*
হাওয়া ৪৯, বিশেষ নারী সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০৪
The Asian Age; August 18, 1997; Supplimentary পৃষ্ঠার নিবন্ধ *Boss : The Brother of Sexy Sister*

অভিধান অংশে বিভিন্ন লিখিত রচনা থেকে যে সমস্ত অংশবিশেষ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলির স্বতন্ত্র নির্দেশিকা দেওয়া হল না। অভিধানের সূত্রনির্দেশে সেগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া সিমলা, রাঁচী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু বাংলা পর্নোগ্রাফিক বই বা বটতলার বই গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হল না। তবে এগুলি থেকে যেখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে যথাযথ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজি বই

Aitchison, J. : *Language Change : Progress or* Decay, Cambridge University Press, 1991,

Andersson, Lars-Gunnar & Trudgill, Peter : *Bad Language,* Penguin Books, *1992*

Burke, Peter & Porter Roy : *The Social History of Language,* Cambridge University Press, 1992

Bruke, W.J. : *The Literature of Slang,* The New York Public Library, 1939

Chatterjee, Suniti Kumar : *The Origin and Development of the Bengali Language,* Rupa & Co. 1993

Fishman, Joshua : *Advances in the Sociology of Language, Vol I,* Basic Concepts, Theories and Problems : Alternative Approaches, 1971, Mounton

i. Susan M. Erwin-Tripp *Sociolinguistics*

ii. Allen D. Grimshaw *Sociolinguistics*

iii. William Labov *The Study of Language in its Social Context*

iv. Joshua Marshman *An Interdisciplinary Social Science : Approach to Language in Society*

Goldberg Isaac : *The Wonder of Words,* Peter Owen Limied, London, MCML VII

Green, Jonathon : *1. Slang Through the Ages,* Illinois, NTC Publishing, 1997

2. The Big Book of Fifth, Cassell, London, 1999

Hudson, R.A *Sociolinguistic,* Second Edition, 1996 Cambridge University Press

Leech, Geoffrey : *Semantics,* Penguin, 1974

Mallik, Bhakti P, ed. *Suniti Kumar Chatterjee Commemorative volume,* The University of Burdwan, 1981

Marples, Morris : *University Slang,* Williams & Norgate Ltd., London, 1950

Mehrotra, R.R. : *Sociology of Secret Language,* Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1977

Mencken, H.L. : *The American Language,* Alfred A. Knopf, New York, 1963

Partridge, Eric : *1. Slang : To-day and Yesterday,* Barnes & Noble, New York, 1970

2. Adventuring Among Words, Andre Duetsch, London, 1961

3. Shakespeare's Bawdy, Routledge Classics, London, 2001

Sen, Sukumar : *Women's Dialect in Bengali,* Jijnasa Publishing Department, 1979

Sengupta, Swapna : *Language, Structure and Meaning,* Visva-Bharati, Santiniketan, 1977

Snoring, Karl : *Lexical Innovation : A Study of Slang, Colloquialism and Casual Speech,* Amsterdam, John Benjamins B.V. 1981

Tobin, Yishai : *Semiotics and Linguistics*, Longman, London & New York, 1990

Trudgill, P : *Sociolinguistics, Harmondsworth, 1974*

ইংরেজি encyclopedia

Chamber's Encyclopedia, Vol.XII, International Learning System Corporation Limited, London, 1973, *Slang,* Philip Nicholas Furbank

Collier's Encyclopedia, Vol. 21 Macmilan Educational Company, 1987, *Slang,* Eric Partridge

Encyclopedia Americana, Vol. 25 Grolier, 1999, *Slang,* Eric Partridge.

Encyclopedia Britannica, Cambridge University Press 1911, *Slang,* Henry Bradley

Encyclepedia Britannica, Vol. 16, Chicago 1974, *Slang,* Stuart Berg Flexner

The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol. 7. Pergamon Press, 1994, *Slang,* I.L. Allen

The World Book Encyclopedia, Vol. 17. World Book International, 1996, *Slang*

ইংরেজি নিবন্ধ

Dundes, Alan & Schonhorn, Manuel R. : *Kansas University Slang : A New Generation,* American Speech 38, 1963

Dumas, Bethany K. & Lighter, Jonathan : *Is Slang Word for linguists,* American Speech 53, 1978

Garrioch, David : *Verbal insults in eighteenth-century Paris,* Published in *The Social History of Language* ed. by Peter Burke and Roy Porter

Maurer, David W., assisted by **Ellesa Clay High :** *New Words—Where Do They Come From Where Do They Go,* American Speech 55, 1980

Meredith Mamie : *The Human Head Slang,* American Speech, June, 1928

Sechrist, Frank K. : *The Psyshology of Unconventional Language,* The Pedagogical Seminaty, December 1913, Vol. XX

Sledd, James : *On Not Teaching English Usage, English Journal 54, 1965*

ইংরেজি অভিধান

Ayto, John : *1. Oxford Dictionary of Slang,* Oxford University Press, 1998

2. *Twentieth Century Words,* Oxford University Press, 1999

Berry Lester V. & Van Den Bark, Melvin, *The American Thesaurus of slang,* George G. Harrap, 1954

Chapman, Robert L : 1. *New Dictionary of American Slang, Harper & Row Publishers, New York, 1986*

2. *The Macmillan Dictionary of American Slang,* Macmillan, 1993

Dawson : A. H. *A Dictionary of English slang and Colloquialism;* New York,, 1913

Dickson, P. : *Slang! the Topic-by-Topic Dictionary of Contemporary American lingoes,* ed. by Paul McCarthy, Pocket Books, 1990

Franklyn, Julian : *A Dictionary of Rhyming Slang,* Routledge and Kegan Paul, London, 1960

Green, Jonathon : 1. *The Macmillan Dictionary of Contemporary Slang, Macmillan, 1995*

2. *A Dictionary of Jargon,* Routledge and Kegan Paul, London & New York, 1987

3. *The Slang Thesaurus,* London, Penguin Books, 1988
4. *The Penguin Slang Theasurus,* 2nd Revised Edition, Penguin, 1999
5. *The Cassell Dictionary of Slang,* London, 1998

Grose, F : *Dictionary of the Vulgar Tongue, A Dictionary of Buckish Slang, Universtity wit, and Pickpocket Eloquence,* Unabridged form 1811 original with a foreward by R. Cromie, Northfield, Illinois, Digest Books, 1971

James, Etwart : *NTC's Dictionary of British Slang and Colloquil Expressions,* NTC Publishing Group, Lincolnwood, Illinois, USA, 1998

Johansen Lenie : *The Penguin Book of Australian Slang,* Victoria : Penguin Books 1988

Lewin, Esther & Lewin, Albert E. : *Thesaurus of Slang,* New Light Publishers, New Delhi, 1991

Lighter, Jonathan E. : *Random House Historical Dictionary of American Slang,* Random, 1994

Monier-Willams, M. : *A Sanskrit-English Dictionary*, Motilal Benarasidass Publishers Private Limited, Delhi, 2002

Partridge, Eric : 1. *A Dictionary of Slang and Unconventional English,* MacMillan, USA, 8th edition, 1984 Edited by Paul Beale
2. *The Wordsworth Dictionary of the Underworld,* Wordsworth Reference, 1995
3. *Smaller Slang Dictionary,* Routledge and Kegan Paul, London, 1961
4. *A Dictionary of Catch Phrases,* Routledge and Kegan Paul, London, 1985
5. *A Dictionary of Historical Slang,* Abridge by Jacqueline Simpson, Penguin Books, 1972

Simpson, John & Ayto, John, ed. *The Oxford Dictionary of Modern Slang,* Oxford, 1993

Share Bernard : *Slanguage—A Dictionary of Irish Slang*, Published by Gill and Macmillan, Dublin, 1997

Spears, Richard A. : *A Dictionary of Slang and Euphemism*, Penguin Books, NY, 1991

Thampson, Walter : *Dictionary of Slang and Unconventional English,* W.R. Goyal Publishers & Distributers, New Delhi, 1999

Wentworth, H. & Flexner, S.B. : *Dictionary of American Slang,* Crowell, New York, 1960

দ্বিতীয়ার্ধ

বাংলা স্ল্যাং অভিধান

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বাংলা স্ল্যাং-এর যে-অভিধানটি আমরা সংকলন করেছি, তাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে।

প্রথমত, স্ল্যাং-এর সীমানা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। কোনো বাগ্‌ধারা অনেক সময় স্ল্যাং-এর সীমানার কাছাকাছি চলে আসে। এসব ক্ষেত্রে সেগুলিকে স্ল্যাং বলা হবে কিনা, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। আমরা এক্ষেত্রে সেগুলিকে benefit of doubt দিয়ে সংকলনের অন্তর্গত করেছি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের আলোচনা মূলত সাম্প্রতিক স্ল্যাং হলেও সাহিত্যিক উদাহরণ যেখানে দিয়েছি, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দিয়েছি শব্দগুলির প্রাচীন প্রয়োগের উপর; বিশেষত উনিশ শতকের বহু রচনা এই অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে শব্দগুলির কোনো সাম্প্রতিক ব্যবহার নেই। আমরা শব্দগুলির ব্যবহার যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে চেয়েছি কেবল। উদাহরণের জন্য কোনো গ্রন্থ ব্যবহার বা একাধিক উদাহরণের মধ্যে কোনো একটির অগ্রাধিকারের বিষয়টি অবশ্য মোটের উপর random। আমরা ব্যবহৃত সাহিত্যিক গ্রন্থাদির যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছি। তা থেকে শব্দ ব্যবহারের সময়গত একটি ধারণা করা সম্ভব হবে।

বাংলা স্ল্যাং অভিধানটি ব্যবহারের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ :

১. **মূলশব্দটি বোল্ড টাইপে ছাপা হয়েছে। শব্দটির** উচ্চারণ ভেদ থাকলে তা / চিহ্ন সহযোগে পাশে নির্দিষ্ট হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে মূলশব্দটির কোনো সম্প্রসারণ ঘটে থাকলে তা স্বতন্ত্র মূলশব্দ হিসেবে চিহ্নিত না হলেও বোল্ড টাইপে দেখানো হয়েছে।

২. মূলশব্দের পরে কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যা বা তারকাচিহ্ন ঊর্ধ্বলেখ-এ দেওয়া আছে, যেমন **অকালকুষ্মাণ্ড** [১]। সংখ্যা বা তারকাচিহ্নিত এই নির্দেশগুলি নিম্নরূপ :

[১] বাগ্‌ধারা। অনেক বাগ্‌ধারার মধ্যে স্ল্যাং-সুলভ কিছু লক্ষণ দেখা যায়।

[২] প্রচলিত শব্দ, স্ল্যাং-এ অন্য অর্থ; মূল অর্থের জন্য মান্য অভিধান দ্রষ্টব্য। যেমন **অন্ধকার** শব্দের আভিধানিক অর্থের পাশাপাশি স্ল্যাং অর্থ হল হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি, বিপদসংকুল ভবিষ্যৎ।

[৩] রূপক অর্থ বা metaphorical meaning। এই জাতীয় শব্দ সবই (২) চিহ্নিত হতে পারে, বাহুল্যবোধে চিহ্নের দ্বিত্ব বর্জন করা হল। যেমন **অমাবস্যা** [৩] বিণ. কালো

* কথ্যশব্দ অথবা এমন শব্দ যা মান্য অর্থেই স্ল্যাং-এ ব্যবহার করা হয়, মর্জির ঈষৎ তারতম্যের কারণে স্ল্যাং বলে গণ্য হতে পারে। বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজি শব্দ বা আরবি-ফারসি শব্দ এই গোত্রের অন্তর্গত করা হল। যেমন **অনার** * সম্মান

৩. মূলশব্দের পদপরিচয় দেওয়া হয়েছে। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোনো বিশিষ্টতা থাকলে তা তারপরে বন্ধনীতে উল্লিখিত হয়েছে।

৪. একই শব্দের থেকে উৎপন্ন একাধিক শব্দকে মুখশব্দের অন্তর্গত রাখা হয়েছে। পৃথক ব্যবহার বোঝাতে সেক্ষেত্রে □ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। মূল শব্দটি যদি অবিকৃতভাবে শব্দান্তরেও থাকে, তাহলে পুনরাবৃত্তি না করে ~ চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন :

গাঁড় বিণ. যোনি, পায়ু (ঐটা যখন গাঁড়ে ঢুকিয়ে দেব তখন টের পাবে কী চলছে-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ক্রি.**~গরম করা** মাথা গরম করা □বি.**~ঘষা** তোষামোদ তু. **পোঁদ ঘষা** □বিণ. ~পাকা অত্যন্ত পাকা

৫. স্ল্যাং-এর যথাযথ অর্থনির্ধারণ করা কার্যত অসম্ভব, কারণ প্রয়োগ, পরিবেশ বা context, স্বরভঙ্গি বা বাক্‌রীতির কারণে স্ল্যাং-এর অর্থ

অনেকক্ষেত্রেই প্রসঙ্গনির্ভর। তাই শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট হয়েছে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিতে। একাধিক অর্থ থাকলে ১., ২., ৩., ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬. শব্দের অর্থের পরে সম্ভব হলে বন্ধনীতে শব্দটির সাহিত্যিক প্রয়োগ উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থ নাম এবং লেখকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থনামের উল্লেখ করা হয়েছে বাঁকা হরফে। সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের ক্ষেত্রে শেষে . চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থনামের তালিকা ও লেখক নামের তালিকা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

৭. অভিধানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেত :

অনু. অনুষঙ্গজাত
অনুবাদ. অনুবাদজাত
অ.বি. অর্থের বিপর্যয়
অ.স. অর্থ সংকোচন
আ. আরবি
আল. আলংকারিক ব্যবহার
ইং. ইংরেজি
ক্রি. ক্রিয়া
ক্রি.বি. ক্রিয়াবিশেষ্য
ক্রি.বিণ. ক্রিয়াবিশেষণ
খণ্ড. খণ্ডিত শব্দ clipped words
গ্রা. গ্রাম্য
তা. তাচ্ছিল্যবোধক
তু. তুলনীয়
তুর. তুরকি
দে. দেশী
দ্র. দ্রষ্টব্য
ধ্ব. ধ্বন্যাত্মক শব্দ
পো. পোর্তুগিজ
প্র. প্রবাদ
ফ. ফরাসি
ফা. ফারসি
বা. বাংলা
বি. বিশেষ্য
বিকৃ. বিকৃত উচ্চারণ
বিণ. বিশেষণ
বিপরীত মু. বিপরীত মুণ্ডমাল অর্থাৎ মুণ্ডমালের অন্যবিধ পূর্ণরূপ
বু. বুলি
ব্য. ব্যঙ্গার্থে
পশ্চ. পশ্চাৎ স্ল্যাং
মু. মুণ্ডমাল বা abbreviation
সমাস বাংলায় ব্যবহৃত এই বিশেষ ধরনটি প্রসঙ্গ সমীক্ষা অংশে সমাস বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য
স.ব্য সহচর ব্যবহার
সী. সীমিত ব্যবহার; কোনো একজন বা একটি দলের বাইরে যার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাইনি
স্ত্রী. স্ত্রীলিঙ্গ
হি. হিন্দি

লেখক তালিকা

অ.ঠা.	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অপ.	অপরাজিতা
অ.সূ.ভ.	অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
আ.ক.	আবীর কর
আ.দে.	আশাপূর্ণা দেবী
আ.হ.	আজিজুল হক
উ.কে.	উইলিয়ম কেরি
উ.দ.	উৎপল দত্ত
উ.মি.	উমেশচন্দ্র মিত্র
উ.রা.	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
কা.ন.ই.	কাজি নজরুল ইসলাম
কাল.	কালকূট
কা.সি.	কালীপ্রসন্ন সিংহ
কি.রা.	কিন্নর রায়
কৃ.ও.	কৃত্তিবাস ওঝা
কে.কু.ডা.	কেতকী কুশারী ডাইসন
কে.দ.	কেদারনাথ দত্ত (বাঁড়)
গি.ঘো.	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গৌ.ঘো.	গৌরকিশোর ঘোষ
জ.গো.	জয় গোস্বামী
জী.দা.	জীবনানন্দ দাশ
জ্যো.ঠা.	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
টে.ঠা.	টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)
টে.ঠা.জু.	টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়র) (চুণীলাল মিত্র)
ত.না.	তসলিমা নাসরিন
ত.রা.	তপন রায়চৌধুরী
তা.ব.	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
তা.রা.	তারাপদ রায়
ত্রৈ.মু.	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
দী.মি.	দীনবন্ধু মিত্র
দে.রা.	দেবেশ রায়
দ্বি.রা.	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ন.ভ.	নবারুণ ভট্টাচার্য
না.গ.	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
পর.	পরশুরাম
প্র.চৌ.	প্রমথ চৌধুরী
প্র.না.বি.	প্রমথনাথ বিশী
প্রে.মি.	প্রেমেন্দ্র মিত্র
বন.	বনফুল
বড়ু চ.	বড়ু চণ্ডীদাস
ব.চ.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বা.ব.	বাণী বসু
বি.ক.	বিমল কর
বি.ব.	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভ.মি.	ভগীরথ মিশ্র
ভো.মু.	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
ম.দ.	মধুসূদন দত্ত
ম.সে.	মন্দাক্রান্তা সেন
মা.চ.	মানব চক্রবর্তী
মা.ব.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মি.সে.	মিহির সেনগুপ্ত
মী.ম.হো.	মীর মশাররফ হোসেন

যুব.	যুবনাশ্ব	স.সে.	সমর সেন
র.চৌ.	রমাপদ চৌধুরি	সুকা.গ.	সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
র.ঠা.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সু.গ.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
রা.ত.	রামনারায়ণ তর্করত্ন	সু.চ.	সুধীর চক্রবর্তী
রা.ব.	রাজনারায়ণ বসু	সু.ভ.	সুচিত্রা ভট্টাচার্য
রূপ.	রূপদর্শী	সু.মি.	সুবিমল মিশ্র
লী.ম.	লীলা মজুমদার	সুভাষ.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শি.ব.	শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়	সু.মু.	সুব্রত মুখোপাধ্যায়
শক্তি.চ.	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	সু.স.	সুবোধ সরকার
শ.চ.	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সু.সে.	সুকুমার সেন
শং.	শংকর	সুব্র.সে.	সুব্রত সেনগুপ্ত
শী.মু.	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	সু.রা.	সুকুমার রায়
স.ঘো.	সন্তোষকুমার ঘোষ	সৈ.ও.	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
স.চ.	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	সৈ.মু.	সৈয়দ মুজতবা আলী
স.ব.	সমরেশ বসু	স্বা.বি.	স্বামী বিবেকানন্দ
স.ম.	সমরেশ মজুমদার	হ.দ.	হর্ষ দত্ত
স.রা.	সত্যজিৎ রায়		

অন্যান্য গ্রন্থ ও অভিধানের উল্লেখ

WDB	*Women's Dialect in Bengal* : Sukumar Sen
জ্ঞানেন্দ্রমোহন	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*
হরিচরণ	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ
EP	*A Dictionary of Slang and Unconventional English*
MDCS	*The Macmilan Dictionary of Contemporary Slang*
MW	*A Sanskrit-English Dictionary* : M. Monier-Williams
ODS	*Oxford Dictionary of Slang*
NTC	*NTC's Dictionary of British Slang and Colloquial expressions*

গ্রন্থনামের সংকেত ও প্রথম প্রকাশের তারিখ

অ.ন.	*অমৃতকুম্ভের সন্ধানে*	কালকূট	১৯৫৬
অগ্নি.	*অগ্নিবাণ*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬০
অগ্র.	*অগ্রবাহিনী*	শৈবাল মিত্র	১৯৭৮
অজ্ঞাত.	*অজ্ঞাতবাস*	শৈবাল মিত্র	১৯৮০
অটো		নবারুণ ভট্টাচার্য	১৪০৮
অ.ত্রি.	*অদৃশ্য ত্রিকোণ'*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬৮
অ.দি.	*অরণ্যের দিনরাত্রি*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৮
অদ্বিতীয়		শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬৮
[illegible]	*অবন্তীনগর*	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	২০০২
অ.পা.	*অচিন পাখি*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬৭
অভিশাপ		গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯০৩
অর্থমনর্থম		শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪০
অলীক.	*অলীকবাবু*	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০০
অ.স.	*অগ্নিসংকেত*	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৯৮৩
অ.সু	*অলীক সুখ*	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	১৪০৭
আ.অ	*আমি অনুপম*	নবনীতা দেবসেন	১৯৭৬
আড়.	*আড়কাঠি*	ভগীরথ মিশ্র	১৯৯৩
আ.দে.	*আমাকে দেখুন*	প্রফুল্ল রায়	১৯৭৫
আ.নি.	*আরোগ্যনিকেতন*	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৯
আ.প্রদীপ	*আকাশপ্রদীপ*	রমাপদ চৌধুরী	১৯৮৬
আ.প্র.	*আত্মপ্রকাশ*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৬
আ.ফু.	*আলোর ফুলকি*	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩২৬
আ.বি.	*আনন্দবিদায়*	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৯১১
আবোল.	*আবোল তাবোল*	সুকুমার রায়	১৯২৩
আ.মু.	*আপনার মুখ আপনি দেখ*	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৬৩
আ.মে.	*আমার মেয়েবেলা*	তসলিমা নাসরিন	১৯৯৯
আলাল.	*আলালের ঘরের দুলাল*	টেকচাঁদ ঠাকুর	১৮৫৭
আলি.	*আলিবাবা*	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৮৯৭
ইন্দিরা		বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৫
উপ.	*উপসংহার*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪২
উ.এ.	*উত্তমপুরুষ একবচন*	শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০২
এ.ও.	*এসপার ওসপার*	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৩৪

এ.কা.কে.	*এবার কাণ্ড কেদারনাথ*	সত্যজিৎ রায়	১৩৯১
একেই.	*একেই কি বলে সভ্যতা*	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
এখনই		রমাপদ চৌধুরী	১৯৬৯
এ.পা.	*একুশে পা*	বাণী বসু	১৯৯৪
এ.পৃ.পা.	*এই পৃথিবী পান্থনিবাস*	রমাপদ চৌধুরী	১৩৬৭
এ.ফু.ম্যা.	*একটি ফুটবল ম্যাচ*	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৬২
এই আমাদের.	*এই আমাদের সিকি লেবু নিংড়ানি*	সুবিমল মিশ্র	১৯৯০
ও.স.	*ওরা সবাই*	কণা বসুমিশ্র	১৯৮৫
ক.অ.	*কত অজানারে*	শংকর	১৯৬০
ক.কা.দ.	*কমলাকান্তের দপ্তর*	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৫
ক.নু.	*কলিকাতার নুকোচুরি*	টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়র	১৮৬৯
ক.ব.দা.	*কথা বলতে দাও*	কেতকী কুশারী ডাইসন	১৯৯২
ক.বা.	*করমেতি বাঈ*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৯৫
কচি.	*কচিসংসদ*	পরশুরাম	১৩৩৫
কথো.	*কথোপকথন*	উইলিয়ম কেরি	১৮০০
ক.দ.	*কলকাতার দরজা*	সুব্রত সেনগুপ্ত	১৪০৯
কমলা.	*কমলা কেমন আছে*	গৌরকিশোর ঘোষ	১৩৯০
কাণ্ডজ্ঞান		তারাপদ রায়	১৯৮৪
কা.মা.	*কাঙাল মালসাট*	নবারুণ ভট্টাচার্য	২০০৪
কা.পু.	*কালপুরুষ*	সমরেশ মজুমদার	১৯৮৪
কারা.	*কারাগারে আঠারো বছর ১/২*	আজিজুল হক	১৯৮৭/১৯৯০
কাল.	*কালবেলা*	সমরেশ মজুমদার	১৯৮৩
কু.কু.স.	*কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৪
কু.দে.	*কুশপাতার দেউল*	হর্ষ দত্ত	১৪০৭
কৃ.উ.	*কৃষ্ণকান্তের উইল*	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৫
কৃ.কী.	*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*	বড়ু চণ্ডীদাস	ত্রয়োদশ শতাব্দী
কে.কো.যা.	*কে কোথায় যায়*	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৯৭৬
কেরী.	*কেরী সাহেবের মুন্সী*	প্রমথনাথ বিশী	১৯৫৮
কৈ.পা.	*কৈলাস চৌধুরী পাথর*	সত্যজিৎ রায়	১৩৭৭
কো.আ.	*কোথায় আলো*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৮০
ক্যামোফ্লেজ		নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৫৫
ক্ষণিকা		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০০

খ.ও প.	*খট্টাঙ্গ ও পলান্ন*	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৫৫
খড়কুটো		বিমল কর	১৯৬৩
খণ্ডিতা		সমরেশ বসু	১৩৯৩
খা.ছে.	*খারাপ ছেলে*	বাণী বসু	১৪০৮
খাপছাড়া		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩৮
খো.	*খোয়াবনামা*	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১৯৯৬
গু.গু.	*গুপীর গুপ্তখাতা*	লীলা মজুমদার	১৯৫৯
গোরা		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১০
গোঁ.স.	*গোঁসাইপুর সরগরম*	সত্যজিৎ রায়	১৩৮৪
গ্যা.গ.	*গ্যাংটকে গণ্ডগোল*	সত্যজিৎ রায়	১৯৭১
ঘ.বা.	*ঘরে বাইরে*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১৬
ঘুণ.	*ঘুণপোকা*	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৬৭
চ.চ.	*চলচিত্ত-চঞ্চরি*	সুকুমার রায়	১৯২০
চণ্ড		গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৯০
চরিত্র		প্রফুল্ল রায়	১৪০৭
চ.দু.	*চলো দুবাই*	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	১৪০৭
চা.ই.ক.	*চার-ইয়ারি কথা*	প্রমথ চৌধুরী	১৩২২
চাঁ.ব.পা.	*চাঁদ বণিকের পালা*	শম্ভু মিত্র	১৯৭৮
চা.মূ.	*চারমূর্তি*	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৬২
চা.মূ.অ.	*চারমূর্তির অভিযান*	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৬৭
চিড়িয়াখানা		শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬০
চেতনা		আবীর কর	২০০৪
চো.বা.	*চোখের বালি*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০৩
ছিঃ (কাব্যগ্রন্থ)		সুবোধ সরকার	১৯৯৭
জ.দ.	*জমিদার দর্পণ*	মীর মশাররফ হোসেন	১৮৭৩
জননী		মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩৫
জনা		গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৯৩
জা.বা.	*জামাই বারিক*	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৭২
জাল		শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৮৫
জোনাকি		বিমল কর	১৯৬০
ঝা.	*ঝালাপালা*	সুকুমার রায়	১৯১১
ঝাঁকিদর্শন		রূপদর্শী	১৯৯২
ঝাঁপি		শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৪০৮

টি.ত.	*টিনের তলোয়ার*	উৎপল দত্ত	১৯৭৩
টু.ব.	*টুনটুনির বই*	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৯১০
টোটেম		মানব চক্রবর্তী	১৪০৯
ডমরু.	*ডমরু চরিত*	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯২৩
ঢেউ		দিব্যেন্দু পালিত	১৩৯৩
ত.হ.তী.	*তরী হতে তীরে*	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৭৪
তা.দে.	*তাসের দেশ*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩৩
তীর্থযাত্রী		সমরেশ মজুমদার	১৩৬০
তু.আ.	*তুমি আর আমি*	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৩৯১
তো.কা.	*তোতা কাহিনী*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯২৩
দ.দি.প.	*দশ দিন পরে*	সমরেশ বসু	১৩৯১
দল.	*দলছুট*	মন্দাক্রান্তা সেন	১৪০৭
দাঁ.জা.	*দাঁড়াবার জায়গা*	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৩৯৩
দু.ন.	*দুর্গেশনন্দিনী*	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৫
দু.বো.	*দুই বোন*	বিমল কর	১৯৫৩
দে.পা.	*দেনা পাওনা*	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯২৩
দেব.	*দেবলীনা*	অপরাজিতা	১৪০৩
দেলদার		গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৩০৬
ন.ত.	*নবীন তপস্বিনী*	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৩
নি.ক.	*নির্বাচিত কলাম*	তসলিমা নাসরিন	১৯৯২
নি.স.	*নিমাই সন্ন্যাস*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৮৫
নী.দ.	*নীলদর্পণ*	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৩
নীলকণ্ঠ		পরশুরাম	১৩৬৩
নুর.	*নুরজাহান*	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৯০৮
পঞ্চ.১	*পঞ্চতন্ত্র ১*	সৈয়দ মুজতবা আলি	১৩৫৯
পঞ্চপর্ব		বনফুল	১৯৫৪
প.ডা.পাঁ.	*পটলডাঙার পাঁচালী*	যুবনাশ্ব	১৯২৩
পত্রাবলী		স্বামী বিবেকানন্দ	১৩০৪
প.ব.	*পদিপিসির বর্মীবাক্স*	লীলা মজুমদার	১৯৫৩
প.পাঁ	*পথের পাঁচালী*	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯২৯
পাঁক		পেমেন্দ্র মিত্র	১৯২৬
পা.কাঁ.	*পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি*	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৯৭১
পাতক		সমরেশ বসু	১৯৬৯

পা.দা.	*পাগলাদাশু*	সুকুমার রায়	১৩২৩-১৩৩০
পায়রা		সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৩৮৪
পু.ভৃ.	*পুরাতন ভৃত্য*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯২
পূ.প.১/পূ.প.২	*পূর্ব পশ্চিম ১/২*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৮৯
প্র. আ.	*প্রথম আলো*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৯৭
প্রজা.	*প্রজাপতি*	সমরেশ বসু	১৯৬৭
প্র.প্র.	*প্রথম প্রতিশ্রুতি*	আশাপূর্ণা দেবী	১৩৭১
প্রফুল্ল		গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৮৯
পৌর্ণমাসী		সুব্রত মুখোপাধ্যায়	১৩৯১
প্রত্নকন্যা		সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	১৪০৫
প্রা.পা.	*প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*	স্বামী বিবেকানন্দ	১৩০৫
ফে.গো.	*ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি*	সত্যজিৎ রায়	১৩৭৭
ফেরা		তসলিমা নাসরিন	১৯৯৪
ফো.দি.	*ফোকলা দিগম্বর*	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৯০০
ফ্যাতাড়ু	*ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য*	নবারুণ ভট্টাচার্য	২০০৪
বলি.	*বলিদান*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৩১১
বা.এ.	*বাসস্টপে, একদিনি*	রবিশঙ্কর বল	১৪০৭
আ.আ.	*বাদশাহী আংটি*	সত্যজিৎ রায়	১৩৭৬
বা.কৌ.	*বাগর্থকৌতুকী*	জ্যোতিভূষণ চাকী	২০০২
বা.প্র.	*বাল্মীকিপ্রতিভা*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৮১
বা.বৃ.	*বাবু বৃত্তান্ত*	সমর সেন	১৯৭৮
বাঁধনহারা		কাজি নজরুল ইসলাম	১৩৩৪
বা.র	*বাক্সরহস্য*	সত্যজিৎ রায়	১৩৮০
বাস্তু.	*বাস্তুকথা*	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	১৪০৫
বিজয়িনী		অপরাজিতা	১৪০৫
বি.টি.	*বি.টি. রোডের ধারে*	সমরেশ বসু	১৯৫৬
বিদ্যা.	*বিদ্যাসুন্দর*	রামপ্রসাদ সেন	১৮ শতক
বিপর্যস্ত		সমরেশ বসু	১৯৮০
বি.পা.বু.	*বিয়ে পাগলা বুড়ো*	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৬
বি.পি.	*বিলাসীপিসি*	ভগীরথ মিশ্র	১৪০৭
বিবর		সমরেশ বসু	১৯৬৫
বি.বি.না	*বিধবা বিবাহ নাটক*	উমেশচন্দ্র মিত্র	১৮৫৬
বিষবৃক্ষ		বঙ্কিমচন্দ্র চট্টেপাধ্যায়	১৮৭২
বু.আ.	*বুড়ো আংলা*	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৭২-২৮

বুড়ো শালিক.	*বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো*	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬০
বে.ছাঁ.	*বেয়ারিং ছাঁট*	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৬৫
বৈ.উ.	*বৈকুণ্ঠের উইল*	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯১৫
বো.বো.	*বোম্বাইয়ের বোম্বেটে*	সত্যজিৎ রায়	১৩৮৪
ভাঙন.	*ভাঙন কাল*	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	১৯৯৬
ভালবাসা.	*ভালবাসা নাও হারিয়ে যেও না*	নীললোহিত	১৩৯১
ভুতুম ভগবান (কাব্যগ্রন্থ)		জয় গোস্বামী	১৯৯৭
মগ্ন.	*মগ্নমৈনাক*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬৩
মদ খাওয়া.	*মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকা কি উপায়*	টেকচাঁদ ঠাকুর	১৮৫৯
ম.দি.দি.	*মহুল দিহার দিন*	অনিতা অগ্নিহোত্রী	১৯৯৬
ম.ম.	*মহেশের মহযাত্রা*	পরশুরাম	১৩৬৩
ম.মতো.	*মনের মতো*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৩০৮
ম.রা.জী.	*মধ্যরাত্রির জীবনী*	রবিশংকর বল	১৪০৮
মারী		দেবেশ রায়	২০০৩
মাল্য.	*মাল্যবান*	জীবনানন্দ দাশ	১৯৪৮
য.কা.কা.	*যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে*	সত্যজিৎ রায়	১৯৮০
যা.পা.	*যাও পাখি*	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৭৬
র.ব.	*রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম*	অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য	১৯৭৫
র.দা	*রক্তের দাগ*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬৩
রঙ যখন.	*রঙ যখন সতর্কীকরণের চিহ্ন*	সুবিমল মিশ্র	১৩৯০
রবিবার		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩৮
রাজ.	*রাজসিংহ*	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৮১
রামায়ণ		কৃত্তিবাস ওঝা	পঞ্চদশ শতাব্দী
রা.রা.	*রাজা ও রানী*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৮৯
রূ.স.	*রূপ সনাতন*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৮৭
রোমন্থন	*রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তের পরচরিতচর্চা*	তপন রায়চৌধুরী	১৯৯৩
লজ্জা		তসলিমা নাসরিন	১৯৯৩
ল.শ.	*লক্ষ্মণের শক্তিশেল*	সুকুমার রায়	১৯১১
লাল.	*লালশালু*	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	১৯৪৮
লীলাবতী		দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৭
লুল্লু		ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৯৬
শঙ্করাচার্য্য		গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯০৯

শা.প্র.	*শাখা প্রশাখা*	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৩৮৭
শারদোৎসব		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০৮
শিল্পী		মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩৫
শিল্পী		সত্যজিৎ রায়	১৯৮৬
শে.ন.	*শেষ নমস্কার*	সন্তোষকুমার ঘোষ	১৯৭১
শ্যাওলা		শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৯৮২
শ্রীকান্ত ২	*শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব*	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯১৮
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত		শ্রীম	১৮৯৭-১৯৩৪
স.অ.	*সবুজের অভিযান*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১৪
স.উ.হ.	*সত্য উৎপাটিত হয়*	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৬
স.গু.ন.	*সচিত্র গুলজার নগর*	কেদারনাথ দত্ত	১৮৭১
স.পা.	*সন্দীপন পাঠশালা*	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫০
সদর.	*সদর মফস্বল*	সুধীর চক্রবর্তী	১৯৮৬
সাজাহান		দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৯০৯
সা.বি.গো.	*সাহেব বিবি গোলাম*	বিমল মিত্র	১৯৫০
সাহিত্যধর্ম		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৩৪
সি.মো.	*সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম*	মিহির সেনগুপ্ত	১৯৯৬
সুতীর্থ		জীবনানন্দ দাশ	১৯৪৮
সুর	*সুরসুন্দরী*	কিন্নর রায়	২০০১
সে.এ.	*সেকাল আর একাল*	রাজনারায়ণ বসু	১৮৭৫
সে.স.	*সেই সময় ১/২*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৮৮
স্বয়ম্বরা		পরশুরাম	১৩৩৫
স্বপ্ন.	*স্বপ্নপুরাণ*	কিন্নর রায়	২০০০
হরিণ.	*হরিণবাড়ি*	সমরেশ মজুমদার	১৩৯৬
হা.	*হারবার্ট*	নবারুণ ভট্টাচার্য	১৯৯৩
হাংরাস		সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৯৭৩
হাঁ.বাঁ.উ.	*হাঁসুলিবাঁকের উপকথা*	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৭
হা.না	*হারানের নাতজামাই*	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫২
হা.বা.	*হাটে বাজারে*	বনফুল	১৯৬১
হারা.	*হারানিধি*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৯০
হালকা ১/২	*হালকা হাসি চোখের জল ১/২*	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১৯৮৫/৮৬
হিতে.	*হিতে বিপরীত*	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯৬
হুতোম	*হুতোম প্যাঁচার নকশা*	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৬২

অ

অং বি. (<রং/ব্য.) প্রেম, আসক্তি □ ক্রি.বি. ~ **ধরা** প্রেমে পড়া

অংবং / অংবংচং বি. (ব্য.) সংস্কৃত মন্ত্র, অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ বা পূজা

অকালকুষ্মান্ড[১] বিণ. (মহাভারতে আছে, গান্ধারী গর্ভবতী হলে গর্ভধারণের দুবছর পরেও যখন কোনো সন্তানের জন্ম হয় না, তখন গান্ধারী নিজের গর্ভপাত করান। গর্ভ থেকে কুমড়োর আকৃতির একটি মাংসপিণ্ড অকালে নির্গত হয়। এই অকালকুষ্মান্ড থেকেই দুর্যোধনাদির জন্ম) অকর্মণ্য বা অপদার্থ লোক (রাজা কিংকর্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব একজন গ্যাঁটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনাইলেন- *জা.বা.*, দী.মি.)

অকালপক্ক[১] দ্র. **ইঁচড়ে পাকা**

অক্কা পাওয়া[১] ক্রি.বি. (ব্য./ আ. *অক্কা*= মালিক, তুর. আতা) মৃত্যু (বাপরে কী তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না তবু অক্কা- *আবোল.*, সু.রা.) তু. **অকুপায়েড**

অকুপায়েড ক্রি.বি. (ইং.<occupied) অক্কা পাওয়া, মারা যাওয়া; অক্কা পাওয়া শব্দের ধ্বনিসাযুজ্যজাত ইংরেজি রূপ

অক্কা পটাং বি. উল্টে পড়া (তু. চিৎপটাং)

অখদ্যে/ অখাদ্য/ অখাদ্যে[২] বিণ. (<অখাদ্য) অত্যন্ত খারাপ, জঘন্য (ওইসব অখদ্যে ব্রতপার্বণ করিয়ে শিশুকাল থেকে মেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে করে রাখা হয়েছে কিনা -*প্র.প্র.*, আ.দে.)

অগা/ অঘা বি. (<অজ্ঞ) নির্বোধ, নিষ্কর্মা □স.ব্য. **অগাকান্ত, অগাচণ্ডী, অগামারা, অগাচন্দর, অগারাম, অগার একশেষ, অগাবগা** (বাবুরাম অঘা অতি হইয়াছে ভীম রথী- *আলাল.*, টে.ঠা., যত রাজ্যের অঘামারা রোথো লোক ডেকে আনবে-*ঝা.*, সু.রা.) □ক্রি. ~ **মেরে যাওয়া** অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া, বোকা বনে যাওয়া

অগ্নিজল[৩] বি. মদ

অঘা দ্র. **অগা**

অঘোরপন্থী[৩] বিণ. অনাচারী লোক

অঙ্ক* বি. হিসেব, কোনো বিষয়ে বিশেষ পরিকল্পনা, বিশেষত জীবন বা career বিষয়ক ভাবনাচিন্তা, অনুমান, সম্ভাব্য বিষয় আঁচ করা

অঙ্গার[৩] বিণ. অত্যন্ত কালো (বর্ণের অনু.)

অছিলা/ আছিলা* বি. (ফা. রসিলা) ১. ছুতো, অজুহাত ২. উপলক্ষ (তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ-*রবিবার*, র.ঠা.)

অধ্যাপক[১] (সমাস) অর্ধেক ঢুকিয়ে পকাপক

অনাছিস্টি* বিণ. (<অনাসৃষ্টি) জানিনে আমি, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের-*প.পাঁ.*,বি.ব.)

অনামুখো বিণ. (<অনামক) গ্রাম্য গালি; যার নাম গ্রহণের যোগ্য নয়; যার নাম গ্রহণ করলে অমঙ্গল হয়

অনার দ্র. **আনার**

অনার* বি. (ইং. Honour) সম্মান (আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় আমার অনারে-*বিবর*, স.ব.)

অনাহারী[২] বিণ. (বিকৃ. honorary/ ধ্বনি-অর্থের অনু.) অবৈতনিক, বিনা পয়সায় কোনো কাজ করা, বেগার খাটা

অনুরাধা পাড়োয়াল (সমাস.) অনুর গুদে অপরের বাল

অন্ডা বি. আণ্ডা উচ্চারণ ভেদ দ্র. আণ্ডা

অন্তরটিপুনি/ অন্তরটিপ্পুনি* বি. ১. গোপনে ইঙ্গিত করা, সচরাচর চিমটি কাটা ২. পরোক্ষভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলা (হাসি হাসি মুখে এমনভাবে অন্তর টিপ্পুনি দিয়ে কথা বলে যাতে বোঝা যায় লোকটি অনেক কিছু জানে- *পূ.প.১*, সু.গ.) ৩. গোপনে উস্কানি দেওয়া (নিখিলের দলের আমলারা প্রায় সকলেই আমাদের দলে আছে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে-*ঘ.বা.*, র.ঠা)

অন্তেরা বি. (<অন্তর) ভেতর (পেটের অন্তেরা থেকে চপ, চানা আর হুইস্কি, রাম বরফজল সব গ্যাঁজগেঁজিয়ে উগরে আসছে-*হা.*, ন.ভ.)

অন্দর[২] বি. (হি. উচ্চারণ) ১. অন্তর্বাস ২. যৌনাঙ্গ ৩. জেলখানা ৪. গোপন স্থান বা ডেরা □ বিণ. ~ **কি বাত** (হি./ বিজ্ঞাপনের অনু.) ১. গোপন কথা ২. অন্তর্বাস

অন্ধকার[২] বিণ. হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি, বিপদসংকুল ভবিষ্যৎ □ ক্রি. ~ **দেখা/ চোখে অন্ধকার দেখা*** ক্রি.বি. বিপদের আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া, বিপন্ন বোধ করা (এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন, আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি- *চা.মৃ.*, না.গ.)

অপকম্ম[২] বি. প্রস্রাব করা

অপাট* বি. গণ্ডগোল, অকাজ □ক্রি. ~ **করা** (আমি অপাট করেছি তাই বুঝি ঠাকরুণ খেতে দেবে না-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.)

অপোগণ্ড* বিণ. (সং. not under sixteen years of age; a child or infant; timid; flaccid; having a limb too many or too few-*MW*) নাবালক, নির্বোধ (কতকগুলি অপোগণ্ড দিব্যি চালিয়েছে ছুটে ছুটে খেলা-*অ.কু.স.*, কাল.)

অবতার[২] বি. ১. বিশেষ ধরনের ব্যক্তি ২. (ব্য.) অকর্মণ্য ব্যক্তি

অভি বি. (খণ্ড.<) অভিসার, প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ

অমাইক[২] বিণ. (সং. অমায়িক=অকপট, নিরহংকার/ আল.<microphone) মাইক ছাড়া কথা বলা বা গান গাওয়া

অমাবস্যা[৩] বিণ. (বর্ণের অনু.) কালো

অমৃত[২] বি. মদ

অয়েলিং বি. (ইং. oiling) তোষামোদ তু. **তেল দেওয়া** (*ODS* **oil** : to flatter, to deceive with insincere or flattering talk)

অল্অলে বিণ. অগোছালে, খ্যাপাটে

অলুক্ষুণে/ অলক্ষণে* বিণ. (<অলক্ষণীয়) যাকে দেখলে অমঙ্গল হয়, অভাগা, অপয়া, গালি

অল্পেয়ে/ অলপ্পেয়ে/ অলোপ্পেয়ে/ আলোপ্পেয়ে বিণ. (গ্রা.) গালি; অল্প আয়ু যার; অল্প আয়ু হোক এমন অভিসম্পাত (আশমানি মনে মনে বলিল, আলোপ্পেয়ে! তুমি হাত ধোবে? -*দু.ন.*, ব.চ.)

অলবড্ড/ অলবড্ডে বিণ. (<অল্পবুদ্ধি) ১. অগোছালো, ২. অল্পবুদ্ধি ৩. নিড়বিড়ে, অকর্মণ্য (মেয়ে বড় অলবড্যা-*আলাল.*, ট.ঠা.)

অলম্বুষ[৩] বিণ. (পৌরাণিক রাক্ষসবিশেষ) বোকা, অকর্মণ্য

অলরাউণ্ডার* বিণ. (ইং. allrounder/ ব্য.) ১. নানা বিষয়ে পারদর্শী ২. যুগপৎ সমকামী ও বিষমকামী ব্যক্তি

অল্যা বিণ. অলস

অশথ পাতা/ অশোথ পাতা[৩] বিণ. শিথিল সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা বা দায়বদ্ধতা নেই যে-সম্পর্কে (অশ্বত্থের পাতার সহজেই ঝরে পড়ার অনু.)

অশোক ফুল[২] বিণ. (বর্ণের অনু.) ঋতুমতী মেয়ে

অশোক স্তম্ভ[২] বিণ. (আল.) সিটের কোণায় কোনোক্রমে ঝুলে বসা, অটোতে ঝুলে বসা (অশোকস্তম্ভের মূর্তির অবয়বের অনু.)

অশ্বডিম্ব/ অশ্বস্য ডিম্ব[১] দ্র. **ঘোড়ার ডিম**

অস্থির পঞ্চম[১] বিণ. (বু.) অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ

অসা বিণ. (খণ্ড.<) অসাধারণ

অষ্টমীর পাঁঠা/ বলির পাঁঠা[১] বিণ. পরিস্থিতির শিকার, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত করা হয়েছে, Scapegoat

অষ্টাবক্র[২] বিণ. (বিকৃতাঙ্গ পৌরাণিক মুনির নামানুষঙ্গে) বাঁকাচোরা

অষ্টরম্ভা[১] বি. ১. শূন্য, ফাঁকি (অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দুবেলা চড়ে না হাঁড়ি-*জা.বা.*, দী.মি.) তু. **কলা/ কাঁচকলা** ২. অকর্মণ্য

আ

আইটেম[২] বি. (ইং. item) ১. বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু ২. সুন্দরী নারী

আই ঢাই/ আঁইটাঁই বি. (ধ্ব.) অতিরিক্ত খাওয়া বা পানজনিত শারীরিক অস্বস্তি

আই.এস.টি. বি. (মু. Indian Strechable Time/ ব্য.) সময়ানুবর্তিতার অভাব (মূল মু. Indian Standard Time-এর অনু.)

আইসক্রিম খাওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. ice cream) ১. চুম্বন করা ২. প্রেম করা

আই. সি. বি. (মু.). intercourse, sexual intercourse-এর সংক্ষিপ্ত রূপ; যৌনমিলন

আউট হওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. out) ১. মাতাল হয়ে যাওয়া; অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাওয়া (পুরো আউট হয়ে গেছে -*কাল.*, স.ম.) ২. প্রেমে বিভোর হওয়া

আওড়ানো* ক্রি. ১. মুখস্থ করা কথা বলা ২. নিরর্থক বুলি উচ্চারণ (কত কি বলবে, তা নয় যত সব দর্শন আওড়াচ্ছে-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.)

আওয়াজ দেওয়া[২] ক্রি.বি. (ফা.আব্রাজ) বিদ্রূপ করা, ঠাট্টা করা, রঙ্গ তামাশা করা তু. **প্যাঁক দেওয়া** (বাবা বেরোতে গেলেই বুলে পঞ্চাননদের আওয়াজ খেতো-*বিপর্যস্ত*, স.ব.)

আংবাং/আংসাং/আনসান বিণ. বাজে বাজে কথাবার্তা (আমি মোটেই আংসাং বকছি না-*জাল*, শী.মু.)

আংলি করা ক্রি.বি. ১. উস্কানি দেওয়া ২. হস্তমৈথুন করা, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে

আক্কুটে/ আক্খুটে* বিণ. (<সং.আখেটক=ব্যাধ, যারা সঞ্চয় করে না) উড়নচণ্ডে, অপব্যয়ী □বি. ~ **পনা** (আক্কুটেপনা করে তো জীবন কাটালি-*হা.*, ন.ভ.)

আকছার/ আখছার* বিণ. (আ. অক্সর্) নিয়মিত, প্রায়শই (তাই তো দেখছি আখ্চার-*বিবর*, স.ব.)

আঁকবাঁক/ আকুবাকু/ আকুপাকু/ আঁকুবাঁকু/ আঁকুবাকু/ আঁকুপাকু/ আকুলিবিকুলি বি. (আকু<আকুতি+ অনুকারশব্দ; অথবা<অঙ্গভঙ্গ, অঙ্কবঙ্ক) ১. অতি আগ্রহ অনুভব করা; ব্যস্ত হওয়া (আপনার মনে আঁকুবাঁকু প্রশ্ন রান্না-জগতে বাঙালীর অবদান কি- *পঞ্চ১.*, সৈ.মু.; এতক্ষণ বন্যার কথা জানার জন্যই আঁকু পাঁকু করছিলেন-*ঝাঁপি*, শী.মু.; রাজ্য মেলা থেকে ফিরে দু'হপ্তাও কাটেনি, লম্বা চিঠি, হাজার প্রশ্ন, পরামর্শ, আর-কি আকুলি-বিকুলি- *আড়.*, ভ.মি.) ২. কোনোক্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে করা (আঁকুপাঁকু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেতে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম-*চা.মু.*, না.গ.) ৩. বাহ্য আড়ম্বর (বাঞ্ছারামের

পহাবার— বক্রেশ্বরের কেবল আঁকুবাঁকু- *আলাল.*, টে.ঠা.)

আকাট* বিণ. (অ[সদৃশ]-কাষ্ঠ?) ১. নির্বোধ, বোকা ২. পুরোপুরিভাবে (আমার দাদু-দিদিমা তো তখন আকাট বৃদ্ধ-*বি.পি.*, ভ.মি.)

আকুলিবিকুলি দ্র. **আঁকবাঁক**

আক্কেল* বি. (আ.অক্ল্) বিচারবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান (দেখ দেখি মাগীর আক্কেল-*শঙ্করাচার্য্য*, গি.ঘো.) □ বি. ~ **গুড়ুম**[১] মেজাজ গরম হওয়া; রেগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য [বুদ্ধি যেন তোপে উড়িয়া গেল-হরিচরণ.] (এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম-*পত্রাবলী*, স্বা. বি.) □ বি. ~ **সেলামি**[১] অনভিজ্ঞতার দণ্ড, মূর্খতার ফলে লোকসান

আখছার দ্র. আকছার

আখড়া[১] বি. (<সং অক্ষবাট) আড্ডার স্থল, বিশেষত খারাপ লোকেদের (চোরা বাজার মানেই তো চুরির আখড়া-*খ.ও প.*, না.গ.)

আখাম্বা* বিণ. (খাম্বা<স্তম্ভ) ১. বেখাপ্পা, বদখত ২. বেঢপ, প্রকাণ্ড (ওধারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতন আখাম্বা ঢ্যাঙা সায়েব চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে আছে-*সয়ম্বরা*, পর.) ২. উত্থিত পুরুষাঙ্গ

আখের/আখেরে* বি. (আ. আখির্) শেষ পর্যন্ত, ভবিষ্যতে (যাহা করিলে আখেরে ভাল হয় তাহাই আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য- *আলাল.*, টে.ঠা) □ ক্রি.বি. ~ **গোছানো**[১] নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা; নিজের ভবিষ্যতের সুব্যবস্থা করে রাখা (সাধারণ মানুষ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত-*কাল.*, স.ম.)

আগডুম বাগডুম/ আগডোম বাগডোম/ আগড়ম বাগড়ম বিণ. (লৌকিক ছড়া : আঘাডোম বাঘাডোম ঘোড়াডোম সাজে...) উল্টোপাল্টা; মাথামুণ্ডহীন (আপনি টিনাকে যেমন বলেছেন সেই সব আগডুম বাগডুম অন্য লোকেদের কাছে বলে পয়সা কামিয়েছেন-*হা.*, ন.ভ.)

আগড় বাগড় বি. গণ্ডগোল, উল্টোপাল্টা কাজকর্ম

আগরমাগর করা ক্রি.বি. (হি. আগর= যদি, মাগর=কিন্তু) গড়িমসি করা, কিন্তু-কিন্তু করা

আগাছা[৩] বিণ. বর্জনীয় বস্তু বা অবাঞ্ছিত লোক, ফালতু লোক

আগুন[২] বিণ. ১. যৌন উত্তেজনাসম্পন্ন মেয়ে ২. সিগারেট ধরানোর জন্য দড়ি, দেশলাই, লাইটার ইত্যাদি ৩. মহার্ঘ (জমির দাম তো এখন আগুন-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

আগুনখাকি বিণ. (সহমৃতা : জ্ঞানেন্দ্রমোহন) ১. সিগারেট খোর ২. গালি ৩. অত্যন্ত মেজাজি, অতি ক্রুদ্ধ

আঙুল চোষা ক্রি.বি. কোনো কাজে ব্যর্থ হয়ে আপশোশ করা (তবে শালা তুমি বসে বসে আঙুল চোষো-*জাল*, শী.মু.)

আঙুল ফুলে কলাগাছ[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত বাড় বাড়া, অহংকার হওয়া (হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াতেই যে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে এতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না সমাজপতিদের-*বি.পি.*, ভ.মি.)

আঁচ বি. আন্দাজ, অনুমান □ ক্রি.বি. ~ **করা**[২] (মেয়েটার অভিমানবোধ এত বেশি তা সে আঁচ করতে পারেনি-*কা.পু.*, স.ম.)

আচমকা* বিণ. হঠাৎ, অতর্কিতে (উন্মত্তা এলোকেশী প্রকৃতির বিরামহীন তাণ্ডব থেকে থেকে আচমকা অট্টহাসিতে ভীষণতর হয়ে উঠছে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

আচাভুয়া/ আচাভুয়ো বিণ. (<অচ্চব্ভুঅ <অত্যদ্ভুত) ১. অদ্ভুত, কিম্ভুতকিমাকার (তা নইলে তোমায় আচাভুয়া বোল্‌বে কেন-*স.গু.ন.*, কে.দ.) ২. অপরিচিত ৩. বোকা, নির্বোধ, ন্যাকা □ তু. প্র. **আচাভুয়ার বোম্বাচাক**

আছাড়[২] বি. ১. পা পিছলে পড়া, পদস্খলন ঘটা, ২. চারিত্রিক বিচ্যুতি □ ক্রি. ~ **দেওয়া/ আছড়ানো** প্রহার করা, তিরস্কার করা

আছোলা দেওয়া/ আছোলা বাঁশ দেওয়া দ্র. **বাঁশ দেওয়া**

আছিলা দ্র. **ল্যাছিলা**

আজব* বিণ. (আ.অজব্) উদ্ভট, বিচিত্র, বিস্ময়কর (ঐ যার নাম চিড়িয়াখানা তারই নাম গোলাপ কলোনী। আজব জায়গা-আজব মানুষগুলি-*চিড়িয়াখানা*, শ.ব.)

আজগবি/ আজগুবি* বিণ. অবাস্তব, বানানো গল্প (এ গল্পটা আজগুবি রকম বোধ হচ্ছে-*অলীক*., জ্যো.ঠা.)

আটকাপালি/ আটকপালে বিণ. ১. মন্দ কপাল ২. গ্রা. গালি, (আহ্মে দুখমতী নারী আটকপালী-*কৃ.কী.*, বড়ু.চ.)

আটকুড়া/ আটকুড়ে/ আটকুড়ি বিণ. (<সং. অট্টকুট; রবীন্দ্রনাথকৃত সাধুরূপ : অষ্টকুষ্ঠী—*রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা*) ১. অপুত্রক, বন্ধ্যা ২. গ্রা. গালি (কপাল নিতান্ত পোড়া কোথা হতে এলো মড়া ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো-*কু.কু.স.*, রা.ত.) □ বি. **আটকুড়ের বেটা** গালি. (ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মর্‍্যে-*নী.দ.*, দী.মি.)

আটঘাট/ আঁটঘাঁট* বি. (তবলার আটটি ঘাট বাঁধার অনু.) অন্ধিসন্ধি, ফন্দি □ ক্রি.বি. ~ **বেঁধে কাজ করা**[১] ক্রি. সমস্ত দিক বিবেচনা করে কাজ করা (বোঝা গেল আঁটঘাট বাধাই

ছিল, খবর পেয়ে এসেছে-*হা.না.*, মা.ব.)

আটভাট বিণ. আলতু ফালতু, উল্টোপাল্টা; তু. **ভাট**

আটা পেষা[৩] ক্রি.বি. বেদম প্রহার

আঁটি [২] বি. (<সং. অস্থি, আঁটি = বিচি) অণ্ডকোষ □ দ্র. **বিচি বাঁধা** দ্র. **বাল ছিঁড়ে আঁটি বাঁধা** □ **আঁটিচোষ** দ্র. **কাঠিচোষ** □ ক্রি.বি. ~ **চোষা** ১. ব্যর্থ হওয়া ২. কিছু করতে না পেরে অকর্মণ্যভাবে বসে থাকা (তখন আঁটি চুষতে হবে-*জাল*, শী.মু.) □ বিণ. **আঁটির মা পেকাটি**[১] অত্যন্ত রোগা

আঠা[৩] বি. ১. ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত প্রেমজনিত ঘনিষ্ঠতা ২. আকর্ষণ ৩. বীর্য

আড়খেমটা[১] বি. (আড়=অর্ধ, খেমটা নাচের অনু.) কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি

আড়বুঝো বিণ. (আড়=অর্ধ) ১. গোঁয়ার, অবুঝ ২. যে উল্টো বোঝে, নির্বোধ

আড় ভাঙা[১] ক্রি.বি. লজ্জা বা আড়ষ্টতা দূর হওয়া (একবার যখন আড় ভেঙে গেছে তখন আর উঠতে হবে না-*কা.পু.*, স.ম.)

আড়ং ধোলাই[১] বি. ১. বেদম প্রহার ২. তুমুল সমালোচনা দ্র. **ধোলাই** (১০ জন মিলে সমালোচনার নামে আড়ং ধোলাই দিলেন-*কারা.*, আ.হ.)

আড়াই প্যাঁচ[১] বি. ১. জটিল, কুটিল (জিলিপির আড়াই প্যাচের অনু.) দ্র. **জিলিপির প্যাঁচ** ২. বিড়ি

আঁত[১] বিণ. (<অন্ত্র) আত্মসম্মান □ ক্রি.বি. **আঁতে ঘা লাগা**[১] সম্মানে লাগা, দুর্বল জায়গায় খোঁচা লাগা (মানুষের আঁতে ঘা না পোড়লে কেউ টের পায় না-*আ.মু.*, ভো.মু.)

আঁতকানো/ আঁতকে ওঠা* ক্রি. (<আতঙ্ক) আতঙ্কিত হওয়া, চমকে ওঠা (আঁৎকে উঠে হাতপা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল-*আবোল.*, সু.রা.)

আতপ[১] বি. (বিধবাদের আহার্য আতপচাল, সেই অনু.) বিধবা

আঁতলামো/ আঁতলামি দ্র. **আঁতেল**

আতা[১] বি. ১. স্তন (আকৃতির অনু.) ২. অস্তিত্বহীন বস্তু, তু. **ঘোড়ার ডিম** ৩. হাতবোমা □ বিণ. বোকা, নির্বোধ □ ক্রি.বি. ~ **করা** ১. গণ্ডগোল করা, ঝামেলা পাকানো ২. কিছুই করতে না পারা (ব্য. সে আমার আতা করবে) □ বিণ. ~ **ক্যালানে** অত্যন্ত ক্যালানো দ্র. **ক্যালানে** (আমার বন্ধুরা আমাকে প্রায়ই আতাক্যালানে বলতো। কথাটার মানে জানি না, কিন্তু ঐ সময় আমার নিজেকে আতাক্যালানে মনে হয়েছিল-*বিপর্যস্ত*, স.ব.)

আঁতাত* বি. (ফ.entaté) যোগসাজশ (বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের সংখ্যা সামান্য, শুনছি ছাত্র পরিষদের সঙ্গে একটা আঁতাত হচ্ছে ওদের-*কাল.*, স.ম.)

আঁতি খোঁজা / আতিপাতি করে খোঁজা ক্রি.বিণ. তন্ন তন্ন করে খোঁজা

আঁতে ঘা লাগা দ্র. **আঁত**

আতু পুতু* ক্রি.বি. (<আত্মপুত্র) বাড়াবাড়িরকমের যত্ন বা সাবধানতা □ ক্রি.বি. ~ **করা** অত্যন্ত যত্ন করা, আগলে রাখা

আঁতেল* বি. (<intellectual শব্দের ফ. উচ্চারণ) ১. অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বা জ্ঞানী ব্যক্তি ২. (ব্য.) পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের কারণে নিজেকে যে অন্যদের থেকে আলাদা মনে করে (তার গোল মুখটা ঈষৎ ছুঁচলো আঁতেল আঁতেল দেখায়-*এ.পা*, বা.ব.) □ বি. **আঁতলামি/আঁতলামো** (ব্য.) আঁতেলের মতো আচার আচরণ (ও সব আঁতলামি অনেক দেখা আছে-*দল.*, ম.সে.)

আত্তি বি. (<আত্মীয়তা/ব্য.) ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি

আত্মারাম খাঁচাছাড়া১ (বু.) প্রাণসংশয় দেখা দেওয়া; আতঙ্কিত হওয়া (এমন একখানা ভৌতিক চপেটাঘাতের পরেও আমার আত্মারাম কেন যে খাঁচাছাড়া হয়নি-*চা.মু.*, না.গ.)

আদপে* বি. (<আদ্যপি) প্রকৃতপক্ষে, আদৌ (ও লোকটিকে তবে কি আপনি আদপেই চেনেন না-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.)

আদর করা১ ক্রি.বি. (অ.বি.) বেদম প্রহার করা

আদামাদা বিণ. (আধা+অনুকারশব্দ মাদা) মামুলি, মাঝারি

আদিখ্যেতা* বি. (<অধিক্যতা) বাড়াবাড়ি; লোক দেখানো কাজকর্ম (ওপরপড়া আদিখ্যেতা থেকে শিখবটা কী শুনি-*হা.*, ন.ভ.)

আদেখলা/ আদেখলে* বিণ. লোভী, আগে দেখেনি এমন ভাব (আদেখলের ঘটি হল, জল খেতে প্রাণ গেল-প্র.) □ বি. ~ **পনা**

আধখেচড়া/ আধাখেচড়া* বিণ. অর্ধসম্পন্ন (গ্যালবার দশ কুড়ো করেলাম তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া কল্লে-*নী.দ.*, দী.মি.)

আনকা/ আনকো বিণ. (হি. আনোখা) ১. নতুন ২. অজানা, অজ্ঞাত (আনকা লোক তো, কে কী কথায় কিছু মাইন্ড করে ফেলল, সেই ভয় করে-*অটো*, ন.ভ.; অন্তরেই লুকিয়ে ছিল লোভের বীজ? ক্যানসারের আনকো জিনের মত-*ভাঙন.*, সু.ভ.) ৩. অদ্ভুত

আনকোরা* বিণ. (হি.) ১. নতুন, অব্যবহৃত ২. অনভিজ্ঞ (এবারে আনকোরা নতুনটা শুনবে?-*সদর.*, সু.চ.)

আনচান* বিণ. (চান<ফা. চয়েন=স্বস্তি) ব্যাকুল (গান ধরে আর প্রাণটা কেমন আনচান করে দেয়-*নি.স.*, গি.ঘো.)

আন্‌টিনিকেতন বি. (ইং. aunty+সং.) ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল (শিক্ষিকাদের আন্টি বলা এবং শান্তিনিকেতনের ধ্বনি-অনু.)

আন্‌ডা[২] বি. ১. অণ্ডকোষ ২. হাতঘড়ি

আন্‌ডাগান্‌ডা / এন্‌ডিগেন্‌ডি / এঁড়িগেঁড়ি* বি. ১. ছেলে-মেয়ে ২. মামুলি লোকজন, হেঁজি-পেঁজি (এরকম আশা ওরা আমার মত অনেক আন্ডাগান্ডাকে দিয়ে থাকে- *বিবর*, স.ব.)

আন্‌ডার থাকা/ আনডারে থাকা ক্রি.বি. (ইং. under) অধীনে থাকা, নিয়ন্ত্রণে থাকা, হাতে থাকা (এ পাড়ায় থাকতে হলে তোকে আমার আণ্ডারে থাকতে হবে- *কা.পু.*, স.ম.)

আন্‌ডার গ্রাউন্ড[২] বি. (ইং. underground) ১. যৌনস্থান ২. গুপ্তস্থান

আন্‌ডার টাইম বি. (ব্য./ ইং. undertime) কম সময় কাজ করা (overtime-এর বিপরীত)

আন্‌ডি বি. (ইং. <underwear) অন্তর্বাস (*EP.* **undies.** women's, hence occasionally children's under clothes)

আন্‌ডিল* বিণ. (<সং. আণ্ডীর) বস্তা; বোকার~, পাজির~ ইত্যাদি

আনতাবড়ি* বিণ. ১. এলোমেলো, এলোপাথারি ২. অপটুতার জন্যে আন্দাজে কাজ চালানো

আনন্দবাজার[৩] বি. ১. মিথ্যে কথা, বানিয়ে বলা গল্প (আনন্দবাজার পত্রিকার অনুষঙ্গে : তু. **গণশক্তি**) ২. সবজান্তা ৩. নিষিদ্ধ পল্লি; যে-বাজারে আনন্দ মেলে ৪. অনেক খবর থাকে যার কাছে

আনন্দজল/ আনন্দবারি/ আনন্দসলিল/ আনন্দরস[২] বি. মদ

আনপড় বিণ. (হি.) অশিক্ষিত, নিরক্ষর (কেউ কেউ অত্যাচার করে ঠিকই, একেবারে আনপড়, কিছু জানে না-*ম.রা.জী.*, র.ব.)

আনসান দ্র. **আংবাং**

আনাড়ি* বিণ. (হি.) অপটু, শিক্ষানবিশ (স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ী ছিলেন, সে বেলা কি -*পা.দা.*, সু.রা.)

আনার দ্র. **অনার**

আনার/অনার[২] বি. (ফা.=কচি ডালিম) ১. স্তন (আকৃতির অনু.) ২. সুন্দরী মেয়ে □ বি. ~ **কলি**[২] (ঐতিহাসিক চরিত্রের নামের অনু.+ডালিমের ফুল) ১. সুন্দরী মেয়ে (তাও যদি মেয়েটা অতীতের সব মেয়েদের থেকে দেখতে একেবারে আনারকলি হত, একটা কথা ছিল-*বিবর*, স.ব.) ২. প্রেমিকা □বি. ~**দানা**[২] স্তন

আনোখা/ আনোখি* বিণ. (হি.) চমৎকার, অতুলনীয়

আপ করা/ দেওয়া/ আপানো ক্রি.বি. (ইং. up) উৎসাহিত করা, স্তোক বাক্যের দ্বারা কাউকে প্রশংসা করা তু. **তোল্লাই দেওয়া, বারে তোলা** □ বি. **আপ পেট** ১. গর্ভবতী মেয়ে ২. ভুঁড়িওয়ালা লোক

আপনি আর কোপনি বি. (বু.) স্বার্থপর লোক, যে শুধু নিজের কথা ও নিজের বিষয়ের কথা ভাবে

আপসে* ক্রি.বিণ. (হি.) ১. নিজে থেকে হওয়া, বিনা প্ররোচনায় হওয়া ২. বাধ্য হয়ে করা

আপনি মারা ক্রি.বি. আড্ডা মারা

আপানো দ্র. **আপ করা**

আপার কাট[২] বি. (ইং. uppercut/ বক্সিং-এর অনু.) প্রেমজনিত আঘাত

আপাং/ আবাং বিণ. বোকা, নির্বোধ

আপেল[২] বিণ. (ইং. apple) ১. সুন্দরী যুবতী ২. স্তন

আপেল গান্ডু বিণ. (গালি/ ইং. apple) অত্যন্ত বোকা, চূড়ান্ত পর্যায়ের গান্ডু দ্র. **গান্ডু**

আবাং দ্র. **আপাং**

আবাগি/ আবাগে বিণ. (<অভাগা/ অভাগি) গালি., দুর্ভাগা নারী (বেচে যা টাকা হবে তাই থেকে ঠাক্‌রুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নাই-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.) **আবাগির বেটি/ আবাগের বেটা/ বেটি** (আবাগের বেটী এম্‌নি কাচা এঁটে শাড়ী পরেচে, আমি অবাক হয়ে রলেম-*ন.ত.*, দী.মি.)

আবে/ আব্‌বে/ আবে ও/ আবে যা/ বে/ যা বে (হি. / ডাকবিশেষ/ বে=বেজন্মা) তাচ্ছিল্যের ডাক, মস্তানি করার ডাক (যাবে ফোট্। কথাটা শেষ করার আগেই ছেলেটার হাতে চকচকে ছুরি ঝলসে উঠল-*কাল.*, স.ম.; অতীন তাকে এক ধমক দিয়ে বলল চুপ বে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

আবোলতাবোল* বিণ. অর্থহীন কথাবার্তা (কে যেন যা-তা আবোলতাবোল বকে আমার পরিচয় দিচ্ছে-*পঞ্চ.* ১, সৈ.মু.)

আঁভাটে বিণ. আজেবাজে

আম বি. বোম (আকৃতির অনু.?)

আমড়াগাছি[২] বি. [আমড়া দেখিতে আমের মত বলিয়া...আমড়া গাছকে আম গাছ বলিয়া বুঝিতে দেওয়া বা ধোঁকা দেওয়ার ভাব>প্রতারিত। (২) হিং=হম্‌বড়া (আমি বড় এই বৃথা গর্ব্ব বা অভিমান) > বাং-তে 'হামবড়া গোছের' হতে উচ্চারণ বিকারে ক্রমে 'আমড়াগেছে' শব্দেও পরিণত হইয়া থাকিতে পারে, কারণ সে, ক্ষেত্রে ও অর্থের বিপর্য্যয় হয় না : জ্ঞানেন্দ্রমোহন] ১. আলস্য, ঢিলেমি ২. আজেবাজে কথাবার্তায় সময় নষ্ট করা, খেজুরে আলাপ (ভদিবাবু, আপনি প্রোপোজাল প্রকাশ করুন। আমড়াগাছি অনেক হয়েছে-*কা.মা.*, ন.ভ.) ৩. তোষামোদ

আমদানি[২] বি. (ফা. আম্‌দন্) ১.

রোজগার (মেলাই মাইনে, আরো অনেক আমদানি-*প্রজা.*, স.ব.) ২. অন্য জায়গা থেকে আসা (এ লোকটা উদ্বাস্তু অর্থাৎ শহরের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আমদানি-*সদর*, সু.চ.) ৩. বহন করে আনা (নিশ্চয়ই কোথাও কোনো নতুন গুজব আমদানি করে নিয়ে আসবে-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

আম্‌বা* বি. (দে.) অহংকার, মেজাজ, হম্বিতম্বি, স্পর্ধা

আমরক্ত হাগানো ক্রি.বি. নাকানি চোবানি খাওয়ানো; পর্যুদস্ত করা

আমসি[১] বি. অপরিপুষ্ট স্তন □ বিণ. **আমসি**[২] শুকনো, নীরস (এখন দিদির সেই সুন্দর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে-*এ.পা.*, র.ব.)

আয়নায় দাগ লাগা[১] ক্রি.বি. প্রেমে পড়া

আর্‌কফলা[৩] বি (আর্কফলা=রেফ, ব্যঞ্জনধ্বনির মাথা [́] চিহ্ন) টিকি (এক দিন আমার এক জন ভট্টাচার্যের আর্কফলা ধরে টান্‌তে বড় ইচ্ছে হল-*ন.ত.*, দী.মি.)

আর.পি. বি. (মু. Registered Prostitute) বেশ্যা

আরবিট* বিণ. (ই. arbitary / খণ্ড.) উল্টো পাল্টা, আচমকা, অপরিচিত (~লোক, কাজ)

আরামবাগ[২] বি. মুরগি (আরামবাগ চিকেন কম্পানির নামের অনু.) দ্র. **মুরগি**

আরামসে* ক্রি. বিণ. (হি.) নিশ্চিন্তে, ধীরে সুস্থে

আরিত্তারা/ আরিব্‌বাস/ আরিস্‌সাটা (বু.) উচ্ছ্বাস প্রকাশের ধ্বনি, বিস্ময় বা প্রশংসাসূচক উক্তি

আলকাতরা[৩] বিণ. (পো. alcatroa) কালো রঙের ব্যক্তি (বর্ণের অনু.)

আলঝাল/ আলতাল/ আলফাল/ আলবাল বিণ. এলোমেলো, আজেবাজে (আপনি মাইরি বড় আলফাল বকেন-*কা.মা.*, ন.ভ.; কেনার মতো কিছু আচে? সবই আলবাল-*কা.মা.*, ন.ভ.) দ্র. **বাল**

আলটপকা* বিণ. আকস্মিক, উল্টোপাল্টা (সোমেন আলটপকা কিছু না ভেবে বলে ফেলল-দাদাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও না-*যা.পা.*, শী.মু.)

আলফাল/আলবাল দ্র. **আলকাল**

আলতা[২] বি. (বর্ণের অনু.) ১. রক্ত ২. ঋতুস্রাব □ বি. ~ **মুখী** লিপস্টিক, লিপস্টিক পরা মহিলা

আলতু ফালতু* বিণ. আজেবাজে, অপ্রয়োজনীয় (তুমি...প্রেস চালাচ্ছ, আলতুফালতু কথা বল খদ্দেরদের সঙ্গে-*এখনই*, র.চৌ.)

আলবৎ* বি. (আ.) অবশ্যই, নিশ্চয়ই (আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ফেল দিকি। আলবৎ মশাই-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.)

আলমারি[২] (সমাস.) আলে ফেলে গাঁড় মারি

আলাল বিণ. অকর্মণ্য, অপুত্রক,

আটকুড়ে □ বি. **আলালের ঘরের দুলাল**[১] আটকুড়ের ঘরের আদুরে ছেলে, অত্যন্ত আদরের ছেলে

আলিশান[২] বিণ. (হি.) অসাধারণ, বিশাল (আলিশান বাড়িটিতে অত্যাধুনিক ফার্নিচার থেকে শুরু করে সামান্য ঘটিবাটি পর্যন্ত টিপটপ-*নি.ক.*, ত.না.)

আলু[২] বিণ. ১. অণ্ডকোষ ২. হাতবোমা ৩. সরস □ বি. ~ **বাজি** ১. বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা, ঢলানি, ২. লাম্পট্য □ ~ **বাজ** লম্পট □ বি. **আলুদোষ/ আলুর দোষ** চরিত্রের দোষ □ ক্রি.বি. ~ **টপকানো** বোমা ছোঁড়া

আলোপ্পেয়ে দ্র. **অলপেয়ে**

আসকারা* বি. (ফা.) প্রশ্রয় (তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে...টানাটানি করে-*রবিবার*, র.ঠা.)

আশনাই* বিণ. (ফা. আশনাই=বন্ধুত্ব) ১. প্রেম (ব্য.) (একটা এলেবেলে ছেলের সঙ্গে আশনাই হয়েছে-*কু.দে.*, হ.দ.) ২. অবৈধ প্রণয়

আহাম্মক* বিণ. (আ.) নির্বোধ, অতিমূর্খ; গালি. (আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না-*প্রা.পা.*, স্বা.বি.)

অ্যা

অ্যা* বি. মল □ ক্রি.বি. ~ **করা** মলত্যাগ করা

অ্যাকশন ফিকশন বিণ. (ইং. action-fiction) মারপিট; মারপিটসহ উত্তেজনা

অ্যাঙ্গেল মারা ক্রি.বি. (ইং. angle) বিপরীত লিঙ্গের কোনো ব্যক্তিকে দেখা; আড়চোখে দেখা (তু. **ঝারি মারা**)

অ্যাড়/ অ্যাঁড়/ অ্যাড় বিচি বি. (সং.<অণ্ড) পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ □ বিণ. ~ **কাটা** পুরুষত্বহীন, গালি. □ ক্রি.বি. ~ **ঘষা** তোষামোদ করা □ ক্রি.বি. ~ **দেখানো** ফাঁকি দেওয়া তু. **কলা দেখানো** □ ক্রি.বি. **অ্যাড়ে তেল দেওয়া** তোষামোদ করা

অ্যান্টি বি. (ইং. anti) ১. প্রতিপক্ষ ২. (তির্যক অর্থে) প্রেমিক

অ্যান্টিসেপ্‌টিক বেল বি. (ইং./ বিকৃ. antiseptic bail<anticipatory bail) আগাম জামিন (কথাগুলোর মানে পরে জেনেছি।... অ্যান্টিসেপ্‌টিক বেইল--অ্যান্টিসিপেটারি বেইল-*কারা.*, আ.হ.)

অ্যান্টেনা[২] বি. (ইং./ বিকৃ. antenna) জানার পরিধি □ ক্রি. ~ **ছাঁটা/ বাড়ানো** জানার পরিধি কমানো বা বাড়ানো □ ক্রি.বি. ~ **খাড়া** পুরুষাঙ্গ উত্থিত হওয়া

অ্যাণ্ডাবাচ্চা দ্র. **এণ্ডিগেণ্ডি**

অ্যাপো/ অ্যাপ্‌পো বি. (ইং./ খণ্ড. <appointment) ১. পূর্বনির্ধারিত

দেখাসাক্ষাতের পরিকল্পনা, বিশেষত প্রেমিকপ্রেমিকার দেখা করার পরিকল্পনা

অ্যাব বিণ. (খণ্ড. abnormal) অস্বাভাবিক, পাগলাটে

অ্যাবর্শন বি. (ইং. abortion) ব্যর্থ হওয়া, বিশেষত প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত

অ্যালজেবরা[২] (সমাস.) আলে বসে বাল চাবড়া

অ্যালব্যালে/ অ্যালবেলে* বিণ. অগোছালো, বিশৃঙ্খল (তোমার বিয়ের পর থেকে ক্রমশ আরো অ্যালবেলে হয়ে গেলে-*প্রত্নকন্যা*, সুকা. গ.)

অ্যালাওপাতি বি. (<ইং. alopathy) ব্যয়বহুল চিকিৎসা

অ্যালারাম বি. (ইং. alarm শব্দের বাংলা রূপ) ১. অ্যালার্ম, ঘুম ভাঙানোর জন্য আওয়াজ ২. বোকা (এলিয়ে থাকার অনু.)

অ্যালার্জি বি. (ইং. allergy) আপত্তি, অপছন্দ (বুনি সম্পর্কে আমার একটু অ্যালার্জি আছে-*জাল*, শী.মু.)

অ্যাসু বি. (<Ass you) আশু। আশুতোষ কলেজ

ই

ইউ.এস.এ. (মু.) ১. Under Skirt Area ২. উত্তম-সুচিত্রা অ্যাসোসিয়েশন; প্রেমিকপ্রেমিকা

ইউক্যালিপটাস[১] (সমাস) ইঁউ কেলিয়ে পটাশ

ইউ.কে.ছাঁট বি. (মু.) উত্তমকুমার ছাঁট

ইউ টার্ন বি. (ইং. U-turn) মত পরিবর্তন, মতামত বা অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান (*NTC :* **U-turn** *n.* a complete and rapid reversal of policy. (Political))

ইউনিয়ন* বি. (ইং. union) আড্ডা মারার স্থান, ঠেক

ই.এম.ইউ. (মু. E. M. U. = Electric Multiple Unit) একটু মুতে উঠুন (ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরায় টয়লেট না থাকার কারণে ব্যবহৃত) তু. ডি.এম.ইউ.

ইকিরি মিকিড়ি কথাবার্তা* বি. (ইকিড়িমিকিড়ি : ছোটোদের খেলাবিশেষ) বাজে কথাবার্তা, অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা

ইঁচড়[১] বিণ. পাজি, নাছোড়বান্দা □ বিণ. **ইঁচড়ে পাকা/ এঁচড়ে পাকা/ অকালপক্ব**[১] অকালে পেকেছে যে, অল্প বয়সে বড়োদের মতো আচরণ

ইজেরের বুক পকেট / জাঙ্গিয়ার বুক পকেট[৩] বি. অসম্ভব বস্তু তু. ঘোড়ার ডিম

ইঞ্জিন[১] বি. (ইং. engine) ১. শরীর ২.

পেট ৩. মাথা ৪. পুরুষাঙ্গ □ বিণ. ~ **গরম** মাথা গরম □ ক্রি.বি. ~ **ভর্তি হওয়া** পেট ভরে খাওয়া

ইট ওয়াট বি. (ইং. eat=খান <খাওয়া, What=কী) খানকি শব্দের ইংরেজি রূপ দ্র. **খানকি**

ইঁট পাতা[২] ক্রি.বি. ১. লাইন দেওয়া; লাইনের নির্দিষ্ট জায়গায় শারীরিকভাবে না থেকে ইঁটের মাধ্যমে জায়গায় দাবি কায়েম রাখা ২. প্রেম করা

ইটালি (মু./ Italy) I trust and Love you

ইটালিয়ান সেলুন বি. (ইং. Italian Saloon < ইঁট : ধ্বনি-অনু.) ইঁট পেতে চুল কাটা হয় যেখানে

ইডেন গার্ডেন্‌স্[২] বি. (ইং. Eden Gardens) ১. দিল দরিয়া তু. গড়ের মাঠ ২. টাক তু. ক্রিকেট পিচ

ইতর* বি. নীচ □ বি. **ইতরামি** নীচতা, নোংরামি (সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খালি খাও আর সমালোচনার নামে ইত্‌রামো করে যাও-*কারা.*, আ.হ.)

ইধার কা মাল উধার বি. (হি.) ১. জিনিসপত্র গোপনে পাচার করা ২. হিসেবের এদিক-ওদিক

ইন করা ক্রি.বি. (ইং. in) ১. সম্মান দেওয়ার জন্য সিগারেট লুকোনো ২. প্যান্টে গুজে শার্ট, গেঞ্জি পরা

ইনকাম ট্যাক্‌স্ দেওয়া[২] ক্রি.বি. (ইং. Income Tax) ঘুষ দেওয়া

ইন্‌চি[২] বি. (<ইং. inch) গাঁজার মাপ, সাধারণভাবে গাঁজা □ ক্রি.বি. ~ **মাপা** সতর্কভাবে কথাবার্তা বলা, বা কাজকর্ম করা

ইনজিরি/ ইনজেরি* বি. (ব্য.) ইংরেজি (ইংরেজীতে না, স্‌সা ইনজিরিতে কথা বলে-*প্রজা*, স.ব.)

ইনজেকশন বি. (ইং. বিকৃ. injection < injunction) নিষেধাজ্ঞা

ইন্‌টারপুটুর বি. (ইং. বিকৃ. interpreter) অত্যধিক বেশি কথা বলে যে, জ্ঞানদাতা

ইনটুমিনটু করা ক্রি.বি. প্রেম করা

ইন্‌টেরিয়র ডেকরেশন[২] বি. (ইং. interior decoration) যৌনসংগম করা; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌনক্রিয়া

ইন্‌ট্রো বি. (ইং. / খণ্ড.<introduction) পরিচয় করানো; স্কুলকলেজের ভর্তির সময় পরিচয়প্রদানের প্রথাগত অনুষ্ঠান (*NTC* : **intro** *n.* an introduction)

ইন্‌ডাস্ট্রি[২] বি. (ইং. industry) প্রাকৃতিক কাজ করা দ্র. **লার্জস্কেল / স্মলস্কেল ইন্ড্রাস্ট্রি**

ইন্‌ডিয়ান খাকি বি. (ইং. Indian) বিড়ি (বর্ণের অনু.)

ইন্‌ডোর গেম[২] রি. (ইং. indoor game) রতিক্রিয়া

ইনস্টলমেন্ট[২] বি. (ইং. instalment) খেপে খেপে কোনো কাজ করা (যেমন : ইনস্টলমেন্টে প্রেম করা)

ইয়ার* বি. (ফা.) বন্ধু; ডাকবিশেষ (তাতে আবার লোকটা খুব ইয়ার-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.) □ বি. ~ **বকশি** (ফা. য়ারবক্‌শ্‌ = বন্ধুবান্ধব) (তোমার যত ইয়ার-বকশী বুঝি জোটাচ্ছ একে একে-*ঝা.*, সু.রা.) □ বি.~**বাজ** সমবয়স্ক আড্ডার বন্ধু (বুড়োর উল্টোদিকে কয়েকটি চ্যাংড়া ছেলে বসেছে, ইয়ারবাজ-*যা.পা.*, শী.মু.) □ বি. **ইয়ারকি** ১. বন্ধুত্ব ২. মস্করা, রসিকতা □ ক্রি.বি. **ইয়ারকি দেওয়া / করা** (ইয়ার্কি দেওয়ার ব্যবহার বর্তমানে কমে গিয়ে ইয়ার্কি করাই বেশি ব্যবহৃত) (আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে বলেচে-*ন.ত.*, দী.মি.; আমি নিজে এখন যে বয়সের দিকে তাতে বয়স নিয়ে ইয়ার্কি করার চেষ্টা করা বোধহয় অনুচিত-*কাণ্ডজ্ঞান*, তা.রা.)

ইয়ে বি. খারাপ কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে ব্যবহৃত শব্দ (সুখেন তোমাদের পিরিতের ইয়ে-*প্রজা.*, স.ব.)

ইরম্মদ[১] বি. অত্যন্ত কড়া মদ (ধ্বনির অনু.)

ইলু বি. (মু. ILU) I Love You

ইলেকট্রিক শক্[১] বিণ. (ইং. Electric shock) ১. অত্যন্ত রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা ২. সুন্দরী, যৌনআকর্ষণ সম্পন্ন নারী তু. **ফোর ফরটি**

ইল্লৎ* বি. নোংরা (স্বভাব যায় না মলে, ইল্লৎ যায় না ধুলে-প্র.)

ইল্লি / ইল্লি ফুটকড়াই আর কি! (উক্তি) তাচ্ছিল্য বা অসম্মতিবাচক উচ্চারণ (ইল্লি! বইতে সব বড় বড় লোক, কত উকিল মোক্তার মেনে নিল আর কোত্থেকে উড়ে এসে বলচে কিনা এসব ঢপবাজি-*হা.*, ন.ভ.)

ইস্কুলে পড়া ক্রি.বি. (ইং. <school) কায়দাকানুন বা রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত থাকা (আমাকে এটা বোঝাতে হবে না-আমি ও ইস্কুলে পড়েছি)

ইস্কুরুপ ঢিলে দ্র. **স্ক্রু ঢিলে**

ইস্টুপিড/ স্টুপিড* বি. (ইং.<stupid : আদি স্বরাগম) বোকা, নির্বোধ, গালি. (তুমি যা বলবে ষ্টুপিডের কাণ ধরে আমি করাব-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.)

ইস্টি/ ইস্টিকুটুম বি. মাখামাখি

উ

উইকেট পড়া[১] ক্রি.বি. (ইং. wicket/ ক্রিকেট খেলার অনু.) ১. ব্যর্থ হওয়া তু. **স্টাম্প ছিটকে যাওয়া** ২. বাসে বা ট্রেনে সিট খালি হওয়া (সিটপ্রত্যাশী যাত্রীর ভাষা)

উই ঢিবি[১] বি. স্তন (আকৃতির অনু.)

উকুন[১] বি. বাজে লোক

উগরানো/ উগরানো/ ওগরানো/ ওগরোনো* ক্রি. বমি করা; বার

করে দেওয়া; মুখস্ত করা জিনিস লিখে বা বলে ফেলা

উচকপালে দ্র. **উটকপালি**

উচক্কা* বিণ. ১. ঠক, চোর, অন্যের বস্তুতে লোভ আছে যার ২. লম্পট, অন্যের স্ত্রীর প্রতি স.ব্য. ☐ বি. **~বয়স** লাম্পট্যের বয়স, যৌবন কাল ☐ বি. **~সময়** অসময় ☐ বি. **~ছুঁড়ি** যুবতী মেয়ে

উচ্চমাধ্যমিক (সমাস) উঁচু থেকে মামার ধনে মামির কিক দ্র. **মাধ্যমিক**

উচ্ছুগ্গু[১] বি. (<উৎসর্গ) বিয়ে করা

উচ্ছে[১] (সমাস) উঃ করছে, তবুও চুদছে

উজবুক[১] বিণ. (ফা. উজবেগজাতির ব্যক্তি) বোকা, মূর্খ, আনাড়ি; গালি. (দেশের যত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সে অন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

উটকপালি/উচকপালে বিণ. (<উচ্চকপাল) দুর্ভাগা (উটকপালি চিরুনদাঁতি-*প্র.*)

উটপটাং দ্র. **উত্‌পটাং**

উটকো* বিণ. বাজে, মামুলি (আমি একটা উটকো লোককে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি না-*কাল.*, স.ম.)

উড়নচণ্ডি/ উড়নচণ্ডে* বিণ. অপরিমিত ব্যয়কারী, বাউণ্ডুলে

উড়নপেকে বিণ. অত্যন্ত পাকা, অমিতব্যয়ী

উড়িয়ে দেওয়া[১] ক্রি. নস্যাৎ করা, অস্বীকার করা (যাঁরা না পড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এসব উড়িয়ে দিতে চাইবেন-*পা.দা.*, সু.রা.)

উড়ে* বি. (ব্য.) উড়িষ্যাবাসী, ওড়িয়া (উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সুতা অনেকে গলায় পরিতেছে-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

উড়ে এসে জুড়ে বসা/ জুড়ে বসা[১] ক্রি.বি. অনাহূত ভাবে এসে আসর জমিয়ে বসা (কী ! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, আবার কথার ভঙ্গী দেখ-*ঝা.*, সু.রা.; এই যে হঠাৎ এসে জুড়ে বসলাম-*কাল.*, স.ম.)

উত্‌পটাং/উটপটাং বিণ. উল্টো পাল্টা; আচমকা, আদ্যন্ত সংগতিহীন

উতরে যাওয়া/ উত্‌রানো* ক্রি. উত্তীর্ণ হওয়া (মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বটি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই উৎরে গেছে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

উৎখানকি/ উৎখানকির ডিম বিণ. অশ্লীল গালি. দ্র. **খানকি**

উদ্‌গাণ্ডু বিণ. গালি. দ্র. **গাণ্ডু** (এ ছাড়া উদ্‌গাণ্ডু, তেঢ্যামনা, হাড়হারামি রয়েছে পালে পালে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

উদ্‌মা / উদুম / উদুরুম / উদোম / উধম বিণ. চূড়ান্ত, অপরিমিত, দারুণ (কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উদমা- *পঞ্চ ১.*, সৈ.মু.; দেখি গুমটিতে ব্যাপারটা নিয়ে উদোম খিল্লি হচ্ছে-*অটো*, ন.ভ.)

উদোম / উদমো বিণ. ১. অপরিণত

বয়স্ক ২. নগ্ন □ বি. ~**রাঁড়ি** বালবিধবা

উদো বিণ. অপদার্থ □ বিণ. **উদোচণ্ডী / উদোমারা / উদোগেঁড়ে** বোকা, অপদার্থ □ বিণ. **উদোমাদা** ১. উল্টো পাল্টা, আজে বাজে ২. দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য

উনপঞ্চাশ বায়/ বাই[১] বি. বাতিক, পাগলামি

উনপাঁজুরে বিণ. গালি.; যার পাঁজরের হাড় কম; উড়নচণ্ডী, লক্ষ্মীছাড়া, দুর্বল বা ব্যক্তিত্বহীন (কত উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা নূতন নূতন সভা স্থাপন কর্চ্চে- *ক.নু.*, টে.ঠা.জু.) □ বি. **উনপাঁজুরে বরাখুরে** দ্র. **বরাখুরে**

উপরি[২] বি. ঘুষ; অবৈধ উপায়ে আয় (এরই মধ্যে সে ঐ সাধারণ চাকরির দেয়াল ফুটো করে উপরি রোজকারের পথ খুঁজে পেয়েছে- *পূ.প.১*, সু.গ.)

উপুরঝুপুর বিণ. সম্পূর্ণত, একেবারে

উরুমধুরম করা ক্রি.বি. তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ধাক্কা লাগা

উরুম্বা বি. পুরুষাঙ্গের উত্থান

উল্‌টি* ক্রি.বি. (হি.) ১. বমি করা ২. মত পরিবর্তন করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা তু. **পালটি** □ ক্রি.বি. **খাওয়া** মত পরিবর্তন করা

উলাকি বিণ. সব ব্যাপারেই বেশি উৎফুল্ল এমন ব্যক্তি

উলাঙ্গিনি বিণ. উলের পোশাক পরা নারী

উলু খাগড়া[১] বি. (<উলু খড়) সাধারণ লোকজন তু. **নলখাগড়া** (রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়-প্র.)

উলু দেওয়া[২] ক্রি.বি. ১. উল্লাস প্রকাশ করা ২. আওয়াজ দেওয়া

উলোউটো/ উলোউটা দ্র. **ওলাওটা**

উল্টো ছাপা বি. (<পাছা) পশ্চাদ্দেশ

উস্‌কানি* বি. প্ররোচনা (শাস্তি কী করে যেন জেনে ফেলেছেন যে ছেলেরা বেরিয়েছে ভাড়া করা সাইকেলে আর বিশ্বনাথই তাদের উস্কানিদাতা- *পূ.প.১*, সু.গ.)

উস্কো খুস্কো* বিণ. এলোমেলো, বিশেষত চুল (চুল উস্কোখুস্কো, মনে হয় কদিন ঘুমায়নি-*কা.পু.*, স.ম.)

উশখুশ* বিণ. ব্যতিব্যস্ত, বিচলিত (অনিমেষের মনে হল বিমানের উসখুস ভাবটা নিশ্চয়ই সুবাসদা লক্ষ করেছিল-*কাল.*, স.ম.)

উস্টুম ধুস্টুম বিণ. এলোমেলো, আলতু ফালতু (আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উষ্টুম-ধুষ্টুম খেয়াল দেখেছিল-*চা.মু.*, না.গ.)

উস্তন খুস্তন করা ক্রি.বি. (ফা.) ১. জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা ২. উশখুশ করা ৩. প্রেম করা

এ

এ ক্লাস* বিণ. (<ইং. A class) উৎকর্ষবাচক বিশেষণ; প্রথম শ্রেণির জিনিস তু. **হাই ক্লাস**

এ মার্কা* বিণ. (A=adult) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, যা সকলের সামনে বলা বা করা যায় না

এইডস বি. (মু. acquired immuno-deficiency syndrom-এর অনু.) acute economic deficiency syndrom প্রবল অর্থকষ্ট, দারিদ্র্য (রোজগারপাতি একদম নেই। পুরো এইড্‌স অ্যাকিউট ইকনমিক ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

এ.আই.ডি.পি. বি. (মু.) All India ধান্ধাবাজ পার্টি

এ.এস.পি. (মু.) এসো শুয়ে পড়ো (Asst. Superintendent of Police-এর অনু.)

এক কাট্টা* বি. একত্র, একজোট (হিঁদু কিংবা মোছলমানদের কখনো নিজের জাতের জন্য এক কাট্টা হতে দেকেচো? -*সে.স.*, সু.গ.)

এক কাঠি* বিণ. এক মাত্রা, এক একক পরিমাণ বেশি বা কম (কালী আবার ওর চেয়ে এক কাটি সরেস-একেই., ম.দ.)

এক কাঁড়ি/ এক গঙ্গা* বিণ. এক গাদা, প্রচুর (প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন-*অগ্নি.*, শ.ব.)

এক গজ দ্র. **এক ফুট চা**

এক গাঁট বি. বাঁশ □ ক্রি. ~ দেওয়া বাঁশ দেওয়া

এক ঘর বিণ. উৎকর্ষবাচক বিশেষণ

এক চোট* ক্রি.বিণ. এক প্রস্থ (গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন- *কচি.*, পর.)

একটিনি বি. (ইং.<acting/ বিকৃ.) অভিনয় করা (একে যদি না বাগাতে পারিস, সে একটিনী খাট্‌বে-*ক.বা.*, গি.ঘো.)

একতলা ভাড়া দেওয়া[২] ক্রি.বি. গর্ভবতী হওয়া

এক থান বি. একশ টাকার নোট

এক পাবড়া বি. পাঁচশ টাকার নোট

এক দাঁড়ি* বি. প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া, ছাত্রদের বুলি

এক নম্বর* বিণ. প্রধান, বিশেষরকম

এক পিস* বিণ. একটি; একটি বিশেষ ব্যাপার আছে যাতে দ্র. **পিস**

এক ফুট চা বি. টাটকা চা, একবার মাত্র ফোটানো হয়েছে যে চা □ বি. **এক গজ চা** বি. তিনবার ফোটানো চা (তিন ফুট=এক গজ)

এক বলের খদ্দের* বি. ক্রিকেটে যে এক বলে আউট হয়ে যায়, অকর্মণ্য

এক হাত নেওয়া* ক্রি.বি. রাগ দেখানো, উপযুক্ত জবাব দেওয়া, নিন্দা করা (মদ্যিখানে গ্যোটেকে এক হাত নিল-*পঞ্চ.* ১. সৈ.মু.)

এক্কি/এক্কা বি. এক টাকার নোট, একশো টাকার নোট

এগারো ইঞ্চি[২] বি. লম্বা থাপ্পড় (তোর মাথায় এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাড়ির-*আলাল.*, টে.ঠা)

এগারো নম্বর বাস[২] বি. পায়ে হাটা (ইংরেজি বর্ণের আকৃতি অনুসারে)

এঁচড়ে পাকা দ্র. **ইঁচড়ে পাকা**

এঁটুলি* বিণ. নাছোড়বান্দা, এঁটে থাকে যে

এঁটে ওঠা* ক্রি. পেরে ওঠা

এঁটেলবাজ বি. বুদ্ধি আঁটে যে (এই যে শালা বাল্লুটা মহা এঁটেলবাজ-*পূ.প.*১, সু.গ.)

এঁটো[২] বি. অপরের শয্যাশঙ্গিনী, virgin নয় এমন (খাটের ওপর থেকে সাধনা খিলখিল করে পাগলাটে ধরনের হেসে বললো, আমারটা এঁটো নেই, আসুন-*আ.প্র.*, সু.গ.)

এড়ন্ড বি. পুরুষাঙ্গ

এঁড়িগেঁড়ি দ্র. **এন্ডিগেন্ডি**

এঁড়ে[১] বি. গোঁয়ার (তুমি বামুনের এঁড়ে, তোমার কাছে বলে কি লাভ-*কেরী.*, প্র.না.বি.) □ বি. **এঁড়েচোদা** বি. গালি. দ্র. **চোদা/বোকাচোদা** (এঁড়েচোদা। বললুম লড়ালড়ি পরে করবি আগে লেখাপড়া কর-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বি. **এঁড়ে তর্ক** যুক্তিহীন তর্ক, গোঁয়ারের মতো তর্ক

এঁদো* বিণ. অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন (কী নিরাপত্তা তবে পেয়েছে কল্যাণী যদি বিধর্মী মুসলমান যুবকদের ধর্ষণ থেকে বাঁচবার জন্য ভিন শহরের এঁদো গলিতে এসে স্বজন দ্বারাই ধর্ষিত হতে হয়-*ফেরা*, ত.না.)

এন.আর.এস. (মু. নীলরতন সরকার হাসপাতালের নামের অনু.) নোংরা রাজনীতির শিকার

এন.এফ.ডি.সি. বি. (মু. National Film Development Corporation-এর অনু.) নিরোধ ফাটা ঢ্যামনা ছেলে

এন্ডিগেন্ডি/ এঁড়িগেঁড়ি/ এন্ডাবাচ্চা লেন্ডিগেন্ডি বি. সন্তানাদি, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে (এদিকে মা ষষ্ঠীর দয়া উপোড় করে পাঁচটি এ্যাণ্ডাবাচ্চা- *পৌর্ণমাসী*, সু.মু.; তোমার যখন পেছনে কোন লেন্ডিগেন্ডি নেই আর তোমার হাড়ে যদি কুলোয়, তবে তুমি আমাদের রান্না করতে পার-*বি.টি.*, স.ব.)

এন্তার* বিণ. (পো. entero) প্রচুর, নিয়মিত (গোটা পাঁচেক লোক ...চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়-*পঞ্চ.*১, সৈ.মু.)

এন্থু বি. (খণ্ড. ইং. enthusiasm) উৎসাহ

এন.সি.সি. বি. (মু.) নুনু কাটা কোম্পানি (National Cadet Corp-এর অনু.)

এফ.আর.সি.এস (মু.) ফাঁকা রাস্তায় চুদে সুখ (Fellow of Royal College of Surgeons-এ অনু.)

এফ.জি বি. (মু.) Full গান্ডু; গালি. দ্র. গান্ডু

এফ.সি. বি. (মু.) ফার্স্ট কাউন্টার দ্র. **কাউন্টার**

এম.এ.বি.এফ / এম.এ.এফ বি. (মু.) Matric appeared but failed (এম এ এফ কি? আমেরিকান ডিগ্রি?... 'ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ার্ড বাট ফেইলড।' বলল বিরূপাক্ষ-*সুতীর্থ*, জী.দা.)

এম.এম.কে.সি বি. (মু./গালি.) মাং মারানি ক্যালাচোদা

এম.এম.ডি. বি. (মু.) মানুষ মারা ডাক্তার, হাতুরে ডাক্তার

এম.পি. বি. (মু.) Market Prostitute

এম.বি.বি.এস. বি. (মু.) মা বাবার বেকার সন্তান (যেদিন ইচ্ছে করে না, সেদিন এম বি বি এস ক্লাসে যায়। এম বি বি এস মানে ইচ্ছে মা-বাবার বেকার সন্তান-*চ.দু.*, স্ব.চ.) (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery-এর অনু.)

এম.সি. বিণ. (মু./ গালি) মাদারচোৎ

এল.এম. বি. (মু.) Love marraige

এল.এম.এফ. বি. (মু.) ল্যাজ মোটা Fox

এল.এম.এস. বি. (মু.) ল্যাজ মোটা শেয়াল, অত্যন্ত অহংকারী

এল.এল.বি. বি. (মু.) লম্বা লম্বা বাত

এল.পি. বি. (মু.) ১. Long Playing. যে বেশি কথা বলে ২. Leg Pulling. পিছলে লাগা ৩. Long penis

এল.বি. বি. (মু.) Liquid bathroom

এল.এল.টি.টি বি. (মু.) Looking London talking Tokyo, ট্যারা

এলাহি* বিণ. (আ. ইলাহি) প্রচুর জাঁকজমক; অনেক (কী এলাহী কাণ্ডকারখানা দেখেছেন?-*পূ.প.১.*, সু.গ.)

এলেবেলে* বিণ. গুরুত্বহীন, নগণ্য তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার উপযুক্ত (ভালোই তো আমাদের এই এলেবেলে ব্যাপারগুলো করতে হবে না-*এ.পা.*, বা.ব.)

এলেম* বি. যোগ্যতা, ক্ষমতা (পরমহংস বলল, 'দূর, ওর জন্য কোন এলেম লাগে না'-*কাল.*, স.ম.) ☐ বিণ. ~ **দার**

এলোপাতারি/ এলোপাথারি* বিণ. বিশৃঙ্খলভাবে, যেখানে সেখানে (সাইকেল রিক্সার টুংটং শব্দ ঠিক বুঝে উঠতে পারত না, এলোপাতারি ছুটত-*ফেরা*, ত.না.)

এস.এফ.আই. বি. (মু.) Sexually Frustrated Individual (Student's Federation of India-র অনু.)

এস.টি. বি. (মু.) সোনার টুকরো (ST=Schedule Tribe) তপশিলভুক্ত উপজাতিদের ব্যঙ্গ করে বলা তু.. **এস.সি.**

এস.বি. বি. (মু.) সুবিধেবাদী

এস.সি. বি. (মু.) ১. সেকেন্ড কাউন্টার

দ্র. কাউন্টার ২. সোনার চাঁদ (SC= Schedule Caste) তপশিলভুক্ত জাতিদের ব্যঙ্গ করে বলা তু. এস.টি

ও

ওগরানো দ্র. **উগরানো**

ওঁচা/ওঁছা বিণ. খারাপ, নিকৃষ্ট (তুমি তোমার কবিগুরুর ভালো কবিতাগুলি মুখস্থ না করে তাঁর যেগুলি ওঁচা পদ্য তাই মুখস্থ করে রেখেছ দাদা- *আ.বি.*, দ্বি.রা.)

ওড়ানো/ টাকা ওড়ানো* ক্রি. অপব্যয় করা (এক পুরুষ যদি আশাতিরিক্ত উপার্জন করে, তাহলে পরবর্তী দু'তিন পুরুষ তা ওড়ায়-*পৃ.প.*১, সু.গ.; শেষ জীবনে জানকীবল্লভ সরকার যখন পক্ষপাতে পঙ্গু তখন তাঁর নাকের ডগা দিয়ে তাঁর গুণধর পুত্র বাঈজী নাচ, পায়রা ওড়ানো, মোসাহেব পোষার প্রতিযোগিতা দিয়ে টাকা উড়িয়েছে-*পৃ.প.*১, সু.গ.)

ওৎ পাতা* ক্রি.বি. কাউকে ধরবার জন্য ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করা, লোলুপভাবে প্রতীক্ষা করা (এই দেখ, ব্যাটা ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, আবার জিজ্ঞাসা করেছে- *হারা.*, গি.ঘো.)

ওল[২] বিণ. নির্বোধ, অপদার্থ; তু. **ডাব**

ওলাওটা/ ওলাওঠা/ উলোউটো/ উলাউটা* বিণ. গালি.; অভিসম্পাতমূলক গালাগালি (তোর ওলাওঠা হোক) □ ক্রি.বি **হওয়া** ~ গন্ডগোল, অস্বাভাবিক (কেস একেবারে ওলাওটা হয়ে গেছে!)

ওস্তাদ* বি. ১. ডাকবিশেষ (ওস্তাদ! তুমি একটু চুপ করে বসো তো-*হা.*, ন.ভ.) ২. ব্য. বেশি পাকা ৩. অত্যন্ত করিৎকর্মা

ক

কচকচি / কচকচানি* বি. (ধ্ব.) বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক; অকারণ বাদানুবাদ

কচাল বি. ১. ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট ২. কলহ, নিন্দেমন্দ □ ক্রি.বি. ~ **করা** ঝগড়াঝাটি করা; গালাগালি দেওয়া তু. **কুটকচাল**

কচি[২] বিণ. ১. ছোটো ২. বুদ্ধিহীন ৩. কিশোরী মেয়ে □ বিণ. **কচিখোকা / খুকি*** (ব্য.) নিতান্ত শিশুর মতো আচরণকারী পুরুষ বা নারী (কালামুখী কচিখুকী দুদ তুল্‌চেন- *জা.বা.*, দী.মি.; ও এমন করে হেসেছিল, যেন আমি একটা কচি খোকা-*প্রজা.*, স.ব.)

কচু[২] বি. ১. কিছুই নয় (অবনবাবু?

নন্দলাল? যামিনী রায়? এনারা সব আর্টিস্ট। কচু। *পঞ্চ*.১, সৈ.মু.) ২. পুরুষাঙ্গ □ বিণ. **কচু ঘেচু / কচুপোড়া**[২] ১. কিছুই নয় ২. আজেবাজে (সারা সপ্তাহ তো কচুঘেঁচু খেয়ে থাকো-*ঝাঁপি*, শী.মু., বাঙালী হয়ে এতকাল তো আমরা হিন্দুদের হাতে কচুপোড়া খেয়েছি-*পূ.প.*১, সু.গ.) □ ক্রি.বিণ. **কচু কাটা** বিণ. সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, বিপর্যস্ত বা পর্যুদস্ত (মুসলমানদের বিজেপি তো কচু-কাটা করছে-*লজ্জা*, ত.না.)

কচুয়া ধোলাই বি. প্রচণ্ড প্রহার (টাঙিয়ে কচুয়া ধোলাই-এ গলা শুকিয়ে যেতে মোতি বিড় বিড় করল, জল!-*অগ্র*, শৈ.মি.)

কঞ্জুস* বিণ. (সং. কণ্/হি.চুস=কণা পর্যন্ত যে চোষে) কৃপণ (এত কঞ্জুস বড়ো উপুড় হস্ত হবে না কখনো -*এ.পা.*, বা.ব.)

কট্টর* বিণ. অত্যন্ত কড়া বা নিষ্ঠাবান, রক্ষণশীল (বঙ্কিমের বউ হয়ে কট্টর নিষ্ঠাবান পরিবারে এলেও স্বভাব সে কোনোমতেই ছাড়তে রাজি নয়-*পায়রা*, স.চ.)

কঠিন* বিণ. ১. সমস্যাবহুল ২. অসুবিধেজনক; গণ্ডগোলে ৩. সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এমন

কড়কে দেওয়া ক্রি. ধমক দেওয়া, উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া (অতীন... ছেলেটার কলার ধরে খুব কড়কে দিয়েছে-*পূ.প.*১, সু.গ.) □ বি. **কড়কানি** (খান্‌সামা ব্যাটার কড়কানি আর এই ত চৌকিদারের রদ্দা-*র.স.*, গি.ঘো.)

কড়া মাল বি. ১. কড়া মদ ২. শক্তপোক্ত মেয়ে (কালো কিন্তু চেহারাটা দারুণ, এক কথায় কড়া মাল-*বিবর*, স.ব.)

কড়ে মারা ক্রি.বি. কড়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারা; খোঁচা মেরে সতর্ক করা

কড়ে রাঁড়ি বি. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই যে বিধবা হয়েছে; বালবিধবা (আমি যেন হই জন্ম-এয়োস্ত্রী / সতীন কড়ে রাঁড়ী-*সেঁজুতি ব্রত*)

কত দিবি কত নিবি/কি দিবি কি নিবি বি. পশ্চাদ্দেশ, বিশেষত মেয়েদের ভারী পশ্চাদ্দেশ (চলবার সময় নিতম্বের ওঠানামার ছন্দের অনু.)

কথা কাটাকাটি[১] বি. ঝগড়াঝাটি, বচসা, বাদপ্রতিবাদ (ইদানীং মায়ের সঙ্গে তার প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়-*পূ.প.*১, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **কথা শোনানো**[১] ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা, অপ্রীতিকর কথা শোনানো □ ক্রি.বি. **কথায় নাচা**[১] (ব্য.) কারো বশংবদ হয়ে থাকা, কারো নির্দেশ মেনে চলা (তার শ্বশুর ঐ

টাঙ্গাইলের উকিলটার প্রশংসায় আলতাফ এক সময় এমন পঞ্চমুখ হয়ে থাকতো যে তাতেই বোঝা গিয়েছিল, আলতাফ হিন্দুদের কথায় নাচে-*পূ.প.১* সু.গ) □ ক্রি.বি. **কথায় চিঁড়ে ভেজা**[১] রাগ প্রশমিত করা, মেনে নেওয়া (কথায় চিঁড়ে ভিজল না দেখে রমাকান্ত চৌধুরী ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন-*র.দা.*, শ.ব.) □ ক্রি.বি. **কথার খই ফোটা**[১] দ্র. **খই ফোটা** □ ক্রি.বি. **কথার ট্যাক্স না দেওয়া / থাকা** অতিরিক্ত কথা বলা; কথা বলতে শুরু করলে থামতে পারে না যে □ বিণ. **কথার ফুলঝুরি**[১] যে অত্যন্ত বেশি কথা বলে, বাক্‌সর্বস্ব (এর মুখে শুধু কথার ফুলঝুরি-*পূ.প.১*, সু.গ.)

কদম[২] বি. বোম (আকৃতির অনু.) □ বি. ~ **ছাঁট*** ছোটো ছোটো করে চুল ছাঁটা

কনফি বি. (ইং. / খণ্ড. <confidence/ confident) □ বিণ. আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসী

কনসাল্ট করে ইনসাল্ট ক্রি.বি. (বু./ ইং Consult, insult + বাংলা) অপমান করা, পরিকল্পনামাফিক অপমান করা

কপচানো ক্রি. মুখস্ত বুলি আওড়ানো; বিরক্তিকর বা পাকাপাকা কথা বলা (যারা আদর্শ-ফাদর্শ কপচায় তারাই রান আউট হয়ে যায়-*কাল.*, স.ম.)

কপাল ফাটা[২] বি. (মাথার সিঁদুরের বর্ণগত অনু.) বিবাহিত মেয়ে □ বি. **কপালে ঢিল** খারাপ কপাল

কবুতর[২] বি. (হি.=পায়রা; পশ্চ.<বুক+অর্থের অনু.) স্তন

কব্‌জা* বি. (আ.) আয়ত্ত, অধিকার □ ক্রি.বি. ~ **করা** (অর্ক ততক্ষণে ব্যাপারটা কবজা করে নিয়েছে-*কা.পু.*, স.ম.)

কব্‌জি ডোবানো[১] ক্রি.বি. ভরপেট খাওয়া, তৃপ্তি করে খাওয়া (প্রতাপদের যৌবনে বড় জামবাটি ভর্তি মাংস কব্‌জি ডুবিয়ে খাওয়া হতো-*পূ.প.১*, সু.গ.)

কম্‌লি বি. (হি.) মেয়ে; সুন্দরী বা যুবতী মেয়ে

কমিনা / কামিনা বিণ. (হি.) গালি., ছোটোলোক (ওই কমিনা কুত্তা দুটোর দোস্ত্ বলে এরকম বেহায়া-*বি.টি.*, স.ব.; সেই অবস্থাতেই উপরি-উঁপরি ঘাড়ে পিঠে কয়েক ঘা পড়েছিল, আর রাষ্ট্রভাষা শুনতে পেয়েছিল, স্‌সালা চুত্তিয়া কামিনা কাঁহিকা-*পাতক*, স.ব.)

কম্পানির মাল দ্র. **কোম্পানির মাল**

কম্ম সারা* ক্রি. উক্তি) অসুবিধে হওয়া, মুশকিলে পড়া (১৮টা বছর লিখতে হবে, তার মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টার জন্যেই দেড়খানা রিফিল শেষ! কম্ম সেরেছে-*কারা.*, আ.হ.)

করড় লাইন[3] বি. ইং. chord line ১. প্রসঙ্গান্তর, মূল কথা না বলে অন্য বিষয়ে কথোপকথন ২. অন্য উপায় অবলম্বন, দ্বিতীয় কোনো পন্থাগ্রহণ ৩. অসৎ উপায়ে রোজগার

করাচি[২] (সমাস.) critical angle-এ চুঁচি; দ্র. **চুঁচি**

করা[২] (ক্রি.) ১. যে কোনো কাজ করা (তু.*EP*. **do.** a verb-of-all-work, and is used in every possible or impossible connection) ২. যৌনসংগম করা □ ক্রি.বি. **করে খাওয়া**[১] নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা (লোকটা-কোনো যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র করে খাচ্ছিল-*কারা*, আ.হ.)

করিস ক্ষমা বি. (<করিশ্মা); অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের নামের বিকৃত রূপ

কর্ড লাইন[৩] দ্র. **করড় লাইন**

কল[২] বি. ব্যবস্থা, উপায় (শালা টাকা ঝাড়বার কল-*কা.পু.*, স.ম.)

কলকাতা[২] (সমাস.) কলতলায় ল্যাংটো ললিতা

কলকাটি নাড়া[১] ক্রি.বি. নিয়ন্ত্রণ করা, বিশেষত আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা (কে কোথায় বসে কিসের কলকাঠি নাড়ছে তা কিছুই না জেনে এই অকস্মাৎ-রিক্ত মানুষগুলো প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

কলকে পাওয়া[১] ক্রি.বি. পাত্তা পাওয়া (কৈ আইন তার কাছে কল্কে পায় না কেন?-*হুতোম.*, কা.সি.)

কলগেট হাসি/কলিন্স হাসি বি. (কলগেট বা কলিন্স কোম্পানির মাজনের বিজ্ঞাপনের অনু.) দাঁত বের করে হাসি

কলজলনল বি. (ডাক্তারদের মধ্যে ব্যবহৃত) saline, oxygen এবং catheter-এর একসঙ্গে ব্যবহার □ ক্রি. **কলজলনলে থাকা** ক্রি. সংকটজনক অবস্থার রোগী

কল টেপা ক্রি.বি. নেপথ্যে থেকে পরামর্শ দেওয়া (তারপর যাই ছোটরাণী কল টিপে দিলে, ওম্‌নি সব ভুলে গেলেন-*ন.ত.*, দী.মি.)

কলম[৩] বি. (আকৃতির অনু.) পুরুষাঙ্গ □ বি. **কলমের ঢাকা**[৩] কণ্ডোম

কলসি[৩] বি. (আকৃতির অনু.) মোটা নিতম্ব

কলা[৩] বি. ১. কিছুই নয় (এতে আমার কলা হবে) ২. পুরুষাঙ্গ তু. *NTC:* **banana AND tummy banana** *n.* the male sexual organ. □ ক্রি.বি. ~ **করা** (ব্য.) কিছুই না করা □ ক্রি.বি ~ **খাওয়া/ কলাপোড়া খাওয়া**[২] নিতান্ত ব্যর্থ হওয়া □ বি. **কলার খোসা**[৩] জাঙ্গিয়া □ বি. ~

দ্যাখানো/ কাঁচকলা দ্যাখানো[৩] বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো; প্রতারণা করা (রোগ ভাল হইলে অনেকেই ডাক্তার-বৈদ্যকে কলা দেখায়-*ডমরু.* ত্রৈ.মু.; লোকটা কোন দিন ডেকে কথা বলে না, তাই কাঁচকলা দেখিয়ে কেটে পড়তেও পারছি না-*প্রজা.,* স.ব.)

কলার উঁচু করা/ কলার উল্টোনো/ কলার তুলে চলা[৩] ক্রি.বিণ. সদম্ভ চলা ফেরা; মস্তানি করা তু. **রেলা মারা/ রেলাবাজি** (বন্দিনী বৌকে উদ্ধার ক'রে/ নিজের শার্টের কলার উঁচু করলেন ঠিকই-*ঐতিহাসিক, ক.ব.দা.,* কে.কু.ডা.; পাড়ার জয়ন্তদা জিজ্ঞেস করল, কি টিকলু, কি করছ? এখন কলার উল্টে বলবে, বিজনেস-*এখনই,* র.চৌ.) □ বি. **কলারবাজি** মাতব্বরি করা, মস্তানি করা

কলির কেষ্ট[১] বিণ. চরিত্রহীন ব্যক্তি, একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে যে-পুরুষের

কস্‌বি বি. (আ. কস্‌ব্‌) বেশ্যা (ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড় লোকের মেয়েগার সাজে-*নী.দ.,* দী.মি.)

কসম* বি. (আ.) দিব্যি, প্রতিজ্ঞা (হারখানা খুঁজে বের করতেই হবে, জান কসম-*কা.পু.,* স.ম.)

কসরৎ* বি. (আ.) চেষ্টা, কায়দাকানুন (লালমোহনবাবু অত কসরৎ করে খাতায় যা লিখছেন ফেলুদার মাথায় আগেই তা লেখা হয়ে যাচ্ছে-*য.কা.কা.,*স.রা.)

কাউন্টার[২] বি. (ইং. counter) সিগারেটের ভাগ, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সিগারেট খেলে তার থেকে অংশবিশেষ স.ব্য. **এফ.সি.** (মু. first counter) **এস.সি.** (মু. second counter) **টি.সি.** (মু. third counter)

কাওতালি বি. মস্তানি, ঝামেলা □ ক্রি.বি. ~ **মারা/ করা** ঝামেলা করা, রং মারা, মস্তানি করা

কাওলিং/ ক্যাওলিং বি. ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা ক্রি. ~ **করা/ মারা** □ ঝামেলা করা

কাঁকড়া[২] (সমাস) ১. কাকের পোঁদে ন্যাকড়া ২ কাকির ঋতুবন্ধে ন্যাকড়া

কাকা[২] বি. ১. ডাকবিশেষ ২. অসাধারণ তু. **মামা**

কাকিনাড়া[২] (সমাস.) কাকির মাই ধরে নাড়া

কাগাবগা[২] বিণ. (<কাক, বক) ১. ছন্নছাড়া বা উচ্ছৃঙ্খলভাব, সামঞ্জস্যহীন, ২. আলতুফালতু

কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং[৩] বিণ. অপরিচ্ছন্ন; বিশেষত হাতের লেখা (একটা ক্যানভাস খাটিয়ে তাতে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং এঁকে ভরিয়ে দে-*শিল্পী,* স.রা.)

কাঁচকলা/ ক্যাঁচকলা[৩] বি. ১. কিছুই নয় (ক্যাচকলা বিয়ে হবে। কে বিয়ে করবে-*চ.দু.*, স্ব.চ.) ২. পুরুষাঙ্গ তু. **কচু, ঘন্টা** □ ক্রি. ~ **কাঁচকলা দেখানো**. দ্র. **কলা**

কাচড়া বি. (হি.) নোংরা

কাঁচা* বিণ. ১. অপরিপক্ক; ২. রগরগে □ বি. **কাঁচা খিস্তি** খারাপ গালাগালি

কাঁচি চালানো ক্রি. ১. বর্জন করা, কোনো রচনা বা সে-জাতীয় বস্তুর অংশ বর্জন করা, কেটে দেওয়া ২. পকেটমার হওয়া

কাঁচিয়ে দেওয়া/ ক্যাঁচানো ক্রি. বানচাল করে দেওয়া, বারোটা বাজানো

কাঁচুমাচু* বিণ. সংকোচ, ভয় বা দ্বিধায় অপ্রস্তুত, অসহায়, গোবেচারা অবস্থা (দশটার সময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাসে ঢুকিতাম-*পা.দা.*, সু.রা.)

কাচ্চা বাচ্চা* বি. অনেক ছোটো ছোটো বাচ্চা (এক পাল কাচ্চা বাচ্চা ছুটে আসছে পিছনে পিছনে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

কাছা আলগা / কাছা খোলা[১] বিণ. এলোমেলো, যার কোনো বিষয়ে হিসেব থাকে না

কাটখোট্টা / কাঠখোট্টা* বিণ. রসকষহীন, শুকনো (এখন দেখলে বুনো-হাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টাগোঁট্টা কাটখোট্টা গোছের-*বু.আ.*, অ.ঠা.)

কাট পিস[২] বি. (ইং. cut piece = কাপড়ের ছিট) ১. পাগল, মাথার ছিট (<কাপড়ের ছিট) ২. সুন্দরী দ্র. **পিস**

কাট মারা/ কাটা/ কেটে পড়া[২] ক্রি. চলে যাওয়া; পালানো, সরে পড়া, পিছিয়ে আসা (লোকটা কোনদিন ডেকে কথা বলে না, তাই কাঁচকলা দেখিয়ে কেটে পড়তেও পারছি না-*প্রজা*, স.ব.; তোমাকে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত আমি কাট মারতাম—*জোনাকি*, বি.ক.)

কাটা[২] ক্রি. বিক্রি হওয়া, চাহিদা

কাটাচোদা বি. মুসলমান, সুন্নৎ প্রথার কারণে ব্যবহৃত দ্র. **বোকাচোদা**

কাটানো / কাটিয়ে দেওয়া[২] ক্রি. এড়ানো, বাদ দেওয়া (কবে থেকেই তো বলছি, কাটিয়ে দিচ্ছ সবাই-*এ.পা.*, বা.ব.)

কাটুয়া বি. মুসলমান, সুন্নৎ প্রথার অনু. (কাটুয়া শালা হিঁদুর মেয়েতে হাত-*কারা.*, আ.হ.)

কাঠি করা/ দেওয়া[২] ক্রি.বি. পিছনে লাগা, জেনে বুঝে অসুবিধে সৃষ্টি করা (এখন একটু ভালো আছি-সেটাতে কাঠি করতে চাইছ কেন?-*কারা.*, আ.হ.) □ বি. **কাঠিবাজি**[১] অন্যের অসুবিধে ঘটানো ২. ধূমপান

কাঠিচোস/ আঁটিচোষ বি. (ব্য.) (<আশুতোষ) আশুতোষ কলেজের প্রচলিত নাম (ধ্বনির অনু.)

কাঁড়ি কাঁড়ি* বিণ. অনেক, অজস্র (তোমার মতো কাঁড়ি কাঁড়ি হারবার্ট আমি ফেলেছি-*হা*., ন.ভ.)

কাত* বি. ভূপতিত, পর্যুদস্ত □ ক্রি.বি. **কেতিয়ে পড়া/ যাওয়া** নেতিয়ে যাওয়া

কাতরানো ক্রি. যন্ত্রণার অভিব্যক্তি (কী তাজ্জব হলুম দেকে যে, একবারও কাৎরাল না-*প.ডা.পাঁ*., যুব.)

কাতলা নিয়ে মাতলা (বু.) অত্যন্ত হইচই করা

কাতান বি. কায়দা, বিশেষ কোনো কৌশল বা ভঙ্গি

কাত্তিক[৩] বি. (সং.<কার্তিক) অত্যন্ত শৌখিন লোক; সুদর্শন লোক

কাত্তিকেয়[৩] বি. (<কার্ত্তিকেয়) মস্তান

কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি* ক্রি.বি. পারস্পরিক নিন্দামন্দ বা গালিগালাজ

কাদিস বিণ. ভালো; উৎকর্ষজ্ঞাপক উল্লাসপ্রকাশের ধ্বনি

কান গরম হয়ে ওঠা[২] ক্রি. ১. রেগে যাওয়া, উত্তেজিত হওয়া (শুনতে শুনতে শুনতে কান গরম হয়ে ওঠে অরুণের-এখনই, র.চৌ.) ২. লজ্জায় পড়া (তারা অভ্যুদয়ের নামের সামনে এবং পিছনে এমন কিছু বাছা বাছা এ্যাডজেকটিভ আর খিস্তি জুড়ে দ্যায় আমার মতো বারো ঘাটের জল খাওয়া মালেরও কান গরম হয়ে হীট বেরোতে থাকে-*আ.দে*., প্র.রা.) □ ক্রি.বি. **কান চকোলেট হওয়া** ১. রেগে যাওয়া; উত্তেজিত হওয়া ২. লজ্জিত হওয়া □ ক্রি.বি. **কানচাপাটি মারা/ কানপাট্টি মারা** থাপ্পড় মারা; কানের পাশে থাপ্পড় মারা □ বি. **কানপাড়াক্কা/ কানপাট্টি** বেদম প্রহার করা; কান ধরে মারধোর করা □ বিণ. **কানভাঙানি**[১] যে কুমন্ত্রণা দেয় (কি করবে পুতে, কানভাঙানির কাছে সে যে নিত্যি যায় শুতে-প্র) □ ক্রি.বি. **কানে তালা লাগা**[১] প্রবল চিৎকারে বা উৎকট আওয়াজে কান শুনতে না পাওয়া (চিৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে-*রা.রা*, র.ঠা.) □ ক্রি.বি **কানে শিবু ঢোকা** শুনতে না পাওয়া; বিশেষত কোনো বিশেষ কারণবশত ইচ্ছে করে না শোনার ভান করা হলে বলা হয় □ ক্রি.বি **কানে কুলুপ আঁটা** দ্র. **কুলুপ আঁটা**

কানকি মারা ক্রি.বি. ১. কনুই দিয়ে ধাক্কা বা খোঁচা মারা ২. চোখ টিপে ইশারা করা (আমি চোখে কানকি মেরে বললাম : বুঝেছি-*স.উ.হ*., সু.মি.)

কান্‌নিক খাওয়া দ্র. **কারনিক খাওয়া**

কান্‌নে খেকো বিণ. (<কারনিক খাওয়া) দ্র. **কারনিক খাওয়া**

কানা[২] বিণ. ১. পক্ষপাতদুষ্ট ২. অন্ধের মতো অন্যমনস্ক হয়ে চলে যে

কানাঘুষা/ কানাঘুষো[১] বি. গোপন রটনা, অপ্রত্যক্ষ সূত্রে শোনা (কানাঘুসো শোনা যায় অনেক কাল আগেই নাকি স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন- *আ.প্রদীপ*,র.চৌ.)

কানেস্তারা পেটানো / ক্যানেস্তারা পেটানো ক্রি.বি. (ইং. canister) রাষ্ট্র করা, গোপন বিষয়কে রাষ্ট্র করা

কাপ করা ক্রি.বি. বিরক্ত করা তু. **বোর করা**

কাপড়ে হাগা ক্রি.বি. ভয় পেয়ে কাপড়ে মলত্যাগ করা, অত্যন্ত ভয় পাওয়া

কাপবোর্ড বিণ. মোটা মেয়ে

কাঁপাকাঁপি[২] বিণ. ১. দুর্দান্ত ২. উৎকর্ষ-জ্ঞাপক উল্লাসপ্রকাশের ধ্বনি

কাঁপানো[২] ক্রি. ১. মাতিয়ে দেওয়া; মুগ্ধ করা ২. ভয় দেখানো

কাপুট ক্রি.বি. (জার্মান: kaput; finished; dead) ১. ভেঙে যাওয়া, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া ২. প্রেমের সম্পক; ছিন্ন হওয়া *NTC:* **kaput** *mod.* damaged beyond repair.

কাপ্তান/ কাপ্তেন[১] বি. (ইং. captain) ১. বাবুয়ানি করে এমন ২. মস্তান (কলেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না- *বি.পা.বু.*, দী.মি.) □ বি. **কাপ্তানি** ওস্তাদি, বাবুয়ানি

কাফি* বিণ. (হি.) অসাধারণ

কাবাব মে হাড্ডি বিণ. (হি) প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে অবাঞ্ছিত তৃতীয় ব্যক্তি

কাবার* বিণ. (আ. কুব্র, পো. acabar) শেষ, মৃত

কাবু* বিণ. (তুর. কা'বু) ১. পরাজিত, আয়ত্তগত ২. ক্রি ~ **হওয়া** ১. হতোদ্যম হওয়া, হাঁপিয়ে যাওয়া ২. জব্দ হওয়া (বউ-এর ঠেলায় পড়ে কাবু হয়ে গেছে তার ভাই- *পৃ.প.*১, সু.প.)

কামান দাগা[২] ক্রি.বি. ১. গাঁজা টানা ২. যৌনসংগম করা

কামানো* বি. উপার্জন করা (মালকড়ির শেয়ার পাচ্ছ মনে হচ্ছে গুরু। কামিয়ে নাও যত পারো-*কাল*, স.ম.) ২. দ্র. **নাম কামানো**

কামাল* বিণ. (আ. কমাল) ১. সম্পূর্ণ ২. অত্যাধিক □ ক্রি. ~ **করা** বাজিমাত করা, অসাধারণ কাজ করা (টুকু তাহলে কামাল করলি-*প্রজা.*, স.ব.)

কামিনচোদা বি. (দে. কামিন = নারীশ্রমিক) গালি; বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি দ্র. **চোদা**

কামিনা দ্র. **কমিনা**

কায়দা মারা ক্রি.বি. ১. দক্ষতা প্রদর্শনের

লোক দেখানো চেষ্টা ২. বড়োলোকি চাল □ বি. **কায়দাবাজি**

কার* বি. (ফা.) সমস্যা, ঝামেলা, সংকট □ ক্রি.বি. **কারে পড়া** (কারে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না - *মদ খাওয়া.*, দী.মি.)

কারগিল[৩] বি. ১. বিবাদ, মারামারি ২. অনধিকার প্রবেশ (১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের অনু.)

কারদানি দ্র. **কেরদানি**

কারনিক খাওয়া[৩] ক্রি.বি. (ঘুড়ির ওড়ানোর অনু.) একদিকে হেলে যাওয়া, বেঁকে যাওয়া; পক্ষপাত দুষ্ট (সোজা ঢুকে বাঁ দিকে কার্নিক খাচ্ছে তার-*হরিণ.*, স.ম.)

কারবন কপি[৩] বি. (ইং. carbon copy) অবিকল এক জাতীয় তু. **জেরক্স কপি**

কারবার* বি. (ফা.) কাণ্ডকারখানা (তখন তো সবাই ঐক্যবদ্ধ, তাই সব উল্টা-পাল্টা কারবার হয়েছিল-*প্রজা.*, স.ব.)

কার্টুন[২] বি. ১. সুন্দরী মেয়ে ২. যে নিজেকে জাহির করে, বিশেষত হাতপা নেড়ে ৩. হাস্যকর ব্যক্তি

কালার[২] বি. (ইং. colour) দ্র. **রং**

কাশবন[৩] বি. লোমযুক্ত মহিলা

কাঁহাতক* বি. (হি.) কতক্ষণ (তোমার সঙ্গে আর কাঁহাতক খামকা তর্ক করি-*পঞ্চ.* ১, সৈ.মু.)

কাহিল* বিণ. (আ. অলস) ১. নিস্তেজ, হতোদ্যম, দুর্বল ২. নাজেহাল, নাস্তানাবুদ (বিরামের হাতে পড়ে নন্দিনীর অবস্থা কাহিল-*এখনই*, র.চৌ.)

কিচাইন/ কিচান বি. ঝামেলা, গণ্ডগোল (এদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি জব্বর কিচাইন হচ্ছে-*কা.পু.*, স.ম.)

কিটা বিণ. গালি.; নোংরা

কি দিবি কি নিবি দ্র. **কত দিবি কত নিবি**

কি দিল আট আনা কিলো (ছড়া) সাফল্যের স্বীকৃতিসূচক প্রশংসাবাচক ছড়া

কিপটে* বিণ. কৃপণ □ বি. ~**মি** কার্পণ্য (তোমাদের ঘটিদের কিপ্টেমি নিয়ে আমি আর পারছি না গো-*ফেরা,* ত.না)

কিমা বানানো ক্রি.বি. ১. প্রচণ্ড প্রহার করা ২. মেরে ফেলা (বিপুল প্রশ্ন করলো, মনু কি মরেছে? শঙ্কর বললো, কিমা হয়ে গেছে-*অজ্ঞাত.*, শৈ.মি.)

কিরেট বিণ. কিপটে

কিস্সু* বিণ. (বিকৃ./তা.<কিছু) আদৌ, সামান্যতমও নয়

কিসিম* বিণ. (আ. কিস্‌ম্/ ব্য.) রকম (কত কিসিমের চিড়িয়া যে দেখা যায় এখানে-*অ.সু.*, সু.ভ.)

কুইক মানি বি. (ইং. quick money) ঘুষ, অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকা

কুঁকড়ে যাওয়া* ক্রি. গুটিয়ে যাওয়া

কুঁচকিকণ্ঠা বোঝাই বিণ. ১. ভীষণ ভিড় ২. আকণ্ঠ খাওয়া

কুচুটে* বিণ. ১. হিংসুটে, গণ্ডগোলে ২. কুটিলস্বভাব, যে নানারকমভাবে পিছনে লাগে, ঝগড়াটে □ বি. ~ **পনা**

কুচ পরোয়া নেই (বু./ হি. /ফা. পরব্বা) কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই (কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। যাও তোমরা... বেড়াও গে-*র.দা.*, শ.ব.) □ স.ব্য. (ব্য.) **কুচ পরোটা নেই**

কুচ্ছ বি. (<কুৎসা) রসালো গল্প (ঘর ঘর কুচ্ছ বার করি আর এক-ঘরে করি-*রূ.স.*, গি.ঘো.)

কুটকচাল/কুটকচালি* বি. ষড়যন্ত্র করা, পিছনে লাগা

কুটকুট/ কুটকুটানি বি. (ব্য.) ১. পিছনে লাগার ইচ্ছে (তোরা কেন করিস? কুটকুটানি না? *প্রজা,* স.ব.) ২. প্রেম করার বাসনা ৩. কোনো বিশেষ কারণে অস্বস্তি বা দুর্বলতা দ্র. **ফিলিং কুটকুট**

কুটনি বি. ১. প্রেমের দূতী, বিশেষত অবৈধ প্রেমের ২. পরনিন্দা পরচর্চাপ্রিয় □ বি. ~ **গিরি** (তবে তুমিই যাও না, আবার কুটনীগিরি করতে এসেছ কেন-*কেবী.*, প্র.না.বি.)

কুটির শিল্প[১] বি. ১. প্রস্রাব তু. **ইন্ডাস্ট্রি** ২. প্রাইভেট টিউশানি

কুট্টি পিসি ক্রি. প্রস্রাব করা (কুট্টি = আড়ি করা; আড়ি করার জন্য এবং প্রস্রাব করার ইঙ্গিত দেবার জন্য কড়ে আঙুলেব ব্যবহার করা হয়ে থাকে)

কুত্তা বি. (হি.) গালি □ বি. **কুত্তি**[২] স্ত্রী. বদমেয়ে, দুশ্চরিত্র মেয়ে তু. ইং. bitch

কুনকি বি. বেশ্যা

কুপোকাৎ* বি. ধরাশায়ী □ ক্রি.বি. ~ **হওয়া*** ১. উল্টে পড়া, ধরাশায়ী হওয়া ২. পরাজিত হওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া

কুমড়ো/ কুমড়োপটাশ বি. (সুকুমার রায়ের কবিতার অনু.) মোটা বুদ্ধিহীন ব্যক্তি তু. **অকালকুষ্মাণ্ড** □ বি. **কুমড়ো গড়াগড়ি**[১] কুমড়োর মতো মাটিতে গড়াগড়ি, ভূলুণ্ঠন □ বিণ. **কুমড়ো গাদাগাদি** বিণ. অত্যন্ত ভিড় (এর মধ্যে থার্ড ক্লাসেই কোনো সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, তার ফলে কুমড়ো গাদাগাদি অবস্থা-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

কুমার শানু (সমাস) কুমারী মেয়ের গুদে শানিত নুনু

কুরুপ্পুর বিণ. (<কুরূপ) কুরূপা নারী

কুল* বি. (ইং. cool). ১. শান্ত হওয়া ২. প্রবোধ বা সান্ত্বনা দেবার শব্দ

কুলটা* বি. বেশ্যা, ব্যভিচারিণী

কুলপি করা ক্রি.বি. ১. ঝামেলা করা; ২. পিছনে লাগা ৩. বোকা বানানো

☐ বি. **কুলপিবাজি** ১. বদমায়েশি, দুষ্টুমি ২. ছকবাজি

কুলুপ আঁটা/ মুখে কুলুপ আঁটা ক্রি.বি. (আ. কুফ্‌ল = তালা) গোপন করা, মুখ বন্ধ করে থাকা (নিরীহ মানুষেরা মুখে কুলুপ বন্ধ করে থাকে-*পূ.প.*১, সু.গ.) ☐ ক্রি.বি. **কানে কুলুপ আঁটা** কোনো কথা না শোনো বা শোনা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা (বাড়িতে থেকেও শান্তি নেই, কানে কুলুপ আঁটো-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

কুলের চেরাগ[১] বি. (ব্য.) মেয়ে সন্তান

কুলোপানা চক্কর[১] বি. বাইরে আড়ম্বর পূর্ণ কিন্তু ভেতরে ফাঁপা (বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কর কথায় কথায় তেজ, ঘর জামাইয়ে তেজী হয় কে কোথায় দেখেছে, -*জা.বা.*, দী.মি.)

কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করা[১] ক্রি.বি. অপমান করে তাড়ানো (আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম-*একেই.*, ম.দ.)

কুল্লে* বিণ. (<সাকুল্যে) সব মিলিয়ে (পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকমের রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলাবর্জ্জিত-*পঞ্চ.*১, সৈ.মু.)

কৃষ্ণ করলে লীলা, আমরা করলে বিলা (ছড়া) কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের প্রতি ইঙ্গিতবাহী ছড়া

কেউকেটা* বি. গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রভাবশালী ব্যক্তি (বুলার দেওর সত্যেন বেশ একজন কেউকেটো হয়েছে- কেঁচো হয়ে আছি- *কা.পু.*, স.ম.)

কেউটে/ কেউটো[২] বি. ১. বোমা ২. পুরুষাঙ্গ

কে.এল.এম. বি. (মু.) কালো লুলুর মালিক (লুলু=নুনু) দ্র. **নুনু**

কে.এল.এম.এন.ও.পি. (মু.) কাকে লাথি মেরে নাড়ালি ও পোঁদ

কে.কে. (মু.) খোদার খাসি

কেঁচে গণ্ডূষ করা[১] ক্রি.বি. পণ্ড হওয়ার পরে নতুন করে শুরু করা

কেঁচে যাওয়া[১] ক্রি.বি. পণ্ড বা বরবাদ হওয়া

কেঁচো[২] বিণ. ভীতু (সারা দিন রাত কেঁচো হয়ে আছি-*কা.পু.*, স.ম.)

কেচ্ছা* বি. (<কিস্‌সা / কুৎসা) কলঙ্কসূচক কাহিনি বা রটনা (তোদের ফ্যামিলির কেচ্ছা শুনে আমার কী হবে-*এ.পা.*, বা.ব.) তু. কুচ্ছ ☐ স.ব্য. **কেচ্ছা কাওয়াল**

কেটে পড়া দ্র. **কাট মারা**

কেত্‌রে যাওয়া/ পড়া[১] ক্রি.বি. ১. পরাজিত হওয়া ২. এক পাশ হয়ে যাওয়া, হেলে যাওয়া (লোকটা কেমন কেতরে বসে আছে-*জাল,* শী.মু.)

কেতা বি. (আ. কতা=কায়দা, চালচলন)

১. শৌখিনতা ২. কায়দা, রীতিনীতি (বিধুশেখর বাইরে বেরোন কম...তাই এ সব নিয়ম কেতা জানেন না-*সে.স.*১, সু.গ) □ বি. ~ **বাজ** ১. কায়দা করে যে ২. অতি পাকা □ ক্রি.বি. **কেতা করা/ কেতা মারা** কায়দাবাজি করা, লোক দেখানো কায়দা করা

কেতিয়ে পড়া/ যাওয়া দ্র. **কাত**

কেঁদো* বিণ. অত্যন্ত স্থূলকায়

কেন্নো[২] বিণ. ভীতু

কে. পি. (মু.) কেটে পড়া দ্র. **কাট মারা**

কেমিস্ট্রি[১] (সমাস./ ইং. chemistry) কে চুদল সেটাই মিস্ট্রি

কেয়ার করা[১] ক্রি.বি. (ইং. care) পাত্তা দেওয়া (মেয়েটি চাপা গলায় বলল ওরা আমাদের কেয়ারই করছে না-*কাল*, স.ম.) তু. **ডোন্ট কেয়ার**

কেরদানি/ কারদানি/ কার্দানি/ ক্যারদানি/ ক্যাদ্দানি বি. (ফা. কারদানি) ক্ষমতা, দক্ষতা, মস্তানি (ঠকচাচা... বলিতেন-"মোর কেমন কারদানি"-*আলাল*, টে.ঠা. কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও কেরামত জাহির করবেন - *হুতোম*., কা.সি.; মফস্বল শহরের একটা কলেজ পেয়েছে, তাতেই যতখানি কেরদানি-*প্রজা*., স.ব.)

কেরামতি* বি. (আ. কেরামৎ) ক্ষমতা, দক্ষতা; মস্তানি (ও সব বাপের কেরামতি-*সদর*., সু.চ.)

কেরোসিন[২] বি. (ইং kerosene) অত্যন্ত গণ্ডগোলে, অসুবিধেজনক (লাইফটা যখন হেল হয়ে দাঁড়ায় তখনই বলা যায় কেরাসিন-*জাল*, শী.মু.)

কেরোসেডিং বি. (ইং. kerosene+load shedding) কেরোসিনের অভাব; লোডসেডিং-এর অনু.

কেলানো দ্র. **ক্যালানো**

কেলি বি. ১. অবৈধ প্রণয় ২. যৌনসঙ্গ (কেলি শেষ করে দুপুর রাতে কোঁদল করতে এলেন -*প.ডা.পাঁ*., যুব.) □ ক্রি.বি. ~ **করা** অবৈধ প্রেম করা (খয়রার সঙ্গে কোনদিন কেলি করিসনি -*দ.দি.প.*, স.ব.)

কেলিয়ে যাওয়া ক্রি.বিণ. অবসন্ন হয়ে পড়া বা হতোদ্যম হওয়া, পরাভূত বা বিধ্বস্ত হওয়া (বলাই বাহুল্য, তিনি এই গ্রোটেস্ক ও ম্যাকাবর দেখে কেলিয়ে পড়ে গেলেন—*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বিণ. **কেলিয়ে কাঠ** সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়া বা অপ্রস্তুত হওয়া; দ্র. **ক্যালানো** □ ক্রি.বিণ. **কেলিয়ে কার্গিল/ কেলিয়ে ক্যালেন্ডার** বেদম প্রহার; হত্যা করা দ্র. **ক্যালানো**

কেলুয়া বিণ. বোকা; তু. **ক্যালানে**

কেলে কাত্তিক/ কেলে ভূত/ কেলে ক্যাকলাশ[১] বিণ. অত্যন্ত কালো গায়ের রং সম্পন্ন ব্যক্তি

কেলেংকারি[২] (সমাস.) কেলোর লুঙ্গি খুলে/ তুলে enquiry; তদন্তমূলক সমাস □ বিণ. **কেলেংকোরিয়াস** (বা. কেলেংকারি + ইং. ous) কেলেংকারিসূচক, গণ্ডগোলে (লালমোহনবাবু ... যে-কথাটি বললেন ঘরে ঢুকেই সেটাও ভয়ের কথা নয়। 'কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার মশাই।'-*বো.বো.*, স.রা.)

কেলো বি. ১. ঝামেলা, গণ্ডগোল (<কেলেংকারি?) (তারপর হল আরো কেলো-*জাল*, শী.মু.) ২. সেল্যুলার ফোন (<cello / বিদ্রু.) □ ক্রি.বি. ~ **করা** ভেস্তে যাওয়া, গণ্ডগোল হওয়া □ বি. **কেলোর কীর্তি**[২] ১. ঝামেলা বা গণ্ডগোলে পরিস্থিতি

কেল্লা ফতে/ মার দিয়া কেল্লা/ কেল্লা মাত/ কেল্লা মারা[১] ক্রি.বি. (হি.) কোনো কাজে সফল হওয়া, জয়লাভ করা

কেস[২] বিণ. (ইং. case) ঘটনা, পরিস্থিতি, অবস্থা (আপনার বাবা কেসটা খুব খারাপ করছে-*জাল*, শী.মু.) □ ক্রি.বি. ~ **খেয়ে যাওয়া** ১. ফেঁসে যাওয়া ২. পুলিশের কেস করে দেওয়া [illegible]লেক বা অন্যান্য যানবাহনের চালকের বু. □ ক্রি.বি. ~ **চেটে দেওয়া** গণ্ডগোল করা, বানচাল করে দেওয়া □ বিণ. ~ **জণ্ডিস/~ কেরোসিন** দ্র. **জণ্ডিস/ কেরোসিন**

কেষ্টবিষ্টু[১] বি. গণ্যমান্য ব্যক্তি, হোমরা চোমরা লোক (লোকে জানুক আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে-*আলাল.*, টে.ঠা.)

কেষ্ট প্রাপ্তি/ কেষ্টয় পাওয়া* ক্রি. মারা যাওয়া (ঐ যে অস্তর দেখছ, ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্তি হবে-*ল.শ.*, সু.রা.)

কোকাকোলা[৩] বি. মদ □ বিণ. ঝাঁঝালো কেষ্ট, সাধারণত মেয়েদের প্রসঙ্গে ব্যবহার

কোঁচড়ে মুড়ি ভরে দেওয়া বু. উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া

কোঠি বি. (হি.) বেশ্যালয়

কোতল বি. (আ.) হত্যা (তারপর ঈশ্বরকে কোতল করেন তিনি-*কা.পু.*, স.ম.)

কোঁতানো ক্রি. ১. যন্ত্রণাসহকারে গোঁঙানি ২. কোনোক্রমে কোনো কাজ করা □ ক্রি.বিণ. **কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে**

কোঁত্কা বিণ. মোটা, বেঢপ □ ক্রি.বি. ~ **মারা** প্রহার করা, বিশেষত লাথি মারা (কোৎকা মেরে প্রেম ছুটিয়ে দেব-*আ.দে.*, প্র.রা.)

কোপ মারা দ্র. **ঝোপ বুঝে কোপ মারা**

কোম্পানির মাল[৩] বি. বেওয়ারিশ বস্তু

বা অন্যের সম্পত্তি, যার জন্য খরচ করতে হয় না।

কৌটো পার্টি/ কৌটো নাড়া পার্টি বি. এস.ইউ.সি.আই পার্টি; তারা নিয়মিত কৌটো নিয়ে চাঁদা চাইতে বেরোয়, সেই সূত্রে

ক্যাও বি. (ইং/ খণ্ড.<chaos) ঝামেলা; মূল ইংরেজি শব্দের স্ল্যাং-এ করা একবচন রূপ

ক্যাওড়া বিণ. ফাজিল, যে কোনো কিছু গুরুত্বসহকারে নেয় না, যে অত্যন্ত বাচালতা করে বা অশালীন কাজকর্ম করে (পয়সা কামানোর পরে ক্যাওড়া পাব্লিকের অনুরোধে ভাড়া করা ভিডিও-তে অবশ্য অনেক ছবি দেখেছিল হারবার্ট-*হা.*, ন.ভ.) □ বি. ~ **মো/মি** ক্যাওড়ার ভাব □ ক্রি. **ক্যাওড়ামি করা**

ক্যাওলিং দ্র. **কাওলিং**

ক্যাঁকলাস/ ক্যাংলো বিণ. রোগা, অসুস্থ

ক্যাচ[২] বিণ. (ইং. catch) ১. সুযোগ ২. ঠকানো যায় এমন ব্যক্তি

ক্যাচকলা দ্র. **কাঁচকলা**

ক্যাচড়া বি. ১. ঝামেলা, গণ্ডগোল □ বি. **বাজি** (চোক্তার ফোক্তার নিয়ে এই ক্যাঁচড়াবাজি আর সহ্য করা যাচ্ছে না - *কা.মা.*, ন.ভ.)

ক্যাচাকল/ খ্যাচাকল* বি. ঝামেলা (আগে-ভাগে এর সম্বন্ধে জানা থাকলেও শালা কোন ক্যাচাকলে ফেলতে পারবে না-*আ.দে.*, প্র.রা.)

ক্যাচানো দ্র. **কাঁচিয়ে দেওয়া**

ক্যাচাল/ ক্যাঁচাল বি. ঝামেলা, হুজ্জুতি; এমন কাণ্ড যাতে সব কেঁচে যায় (পার্টি-ফার্টির ক্যাচালে থাকো না, কারও ক্ষতি করো না, তোমার আবার ভয় কী-*অটো*, ন.ভ.) দ্র. **কেঁচে যাওয়া**

ক্যাট বিণ. (মু. C.A.T. = Casual American Teenager) অত্যাধুনিক ধরনধারনসম্পন্ন, যে বা যারা খুব বেশি ইংরেজিতে কথা বলে

ক্যাডাভেরাস বিণ. (ইং. cadaverous) ১. বদখত, উল্টোপাল্টা (মেয়েদের মার্কেটিং-এর মতো ক্যাডাভেরাস হায়ারোগ্লিফিক মেগ্যালোম্যানিয়া আর নেই-*এ.পা.*, বা.ব.) ২. গালি. (অফর্ কল্যে না খেলে যে কত অপমান বাঞ্চৎ কিছু বোঝে না, পাজি, চাসা ক্যাডোভেরাস্-*স.এ.*, দী.মি.)

ক্যাদ্দানি দ্র. **কেরদানি**

ক্যান্টার বিণ. অসাধারণ (গুরু আপনি ক্যান্টার করেদিলেন-*ঝাঁকিদর্শন*, রূপ.)

ক্যানেস্তারা পেটানো দ্র. **কানেস্তারা পেটানো**

ক্যাপ[৩] বি. (ইং. cap) কন্ডোম □ বি. ~ **ফাটা/ ~ফাটা ছেলে** অবাঞ্ছিত বা অবৈধ সন্তান, গালি তু. **নিরোধ ফাটা ছেলে**

ক্যাপা/ ক্যাপাকাইটি বি. (ইং./

খণ্ড./বিকৃ.<capacity) ক্ষমতা, শক্তি

ক্যাবলা* বিণ. বোকা, যথেষ্ট চালু নয়, unsmart স.ব্য. **ক্যাবলাকার্ত্তিক/ক্যাবলাকান্ত/ক্যাবলাচন্ডী** (পাশে দাঁড়িয়ে অমন ক্যাবলার মত হাসবেন না-*কাল*., স.ম.; গেঁয়ো বা মফস্বলবাসী আমাদের মত ক্যাবলাকান্তদের উপর একটু মুরুব্বিয়ানা করার তার মৌলিক অধিকার- *রোমন্থন*., ত.রা.)

ক্যারদানি দ্র. **কেরদানি**

ক্যারা/ মাথায় ক্যারা বি. পাগলামি, খ্যাপামি □ বিণ. **ক্যারাটে**

ক্যাল বি. (খণ্ড. ছিটগ্রস্ত<ক্যালানো/ক্যালানে) ১. প্রহার ২. বোকা

ক্যাল দ্র. **ক্যালি**

ক্যালকেশিয়ান বি. (ইং. Calcatian< Calcutta) ১. কলকাত্তাই ২. দেশি কুকুর

ক্যালা/ ক্যালানে/ ক্যালা কেষ্ট/ কেলাই কেষ্ট/ ক্যালানে কার্ত্তিক বিণ. অত্যন্ত বোকা, অপদার্থ দ্র. **দাঁতক্যালানে, আতা ক্যালানে**

ক্যালাকেলি বি. মারপিট, (মরুক না শালারা ক্যালাকেলি করে - *অটো*, ন.ভ.)

ক্যালাচোদা বিণ. গালি.; বোকা এবং অপদার্থ (**বোকাচোদা** শব্দের অনু.) দ্র. **বোকাচোদা**

ক্যালানো ক্রি. প্রহার করা; বোকার মতো হাসা; নির্বোধের মতো কাজকর্ম করা দ্র. **কেলিয়ে যাওয়া**

ক্যালি/ক্যাল বি. (ইং./ খণ্ড.<calibre) ক্ষমতা, দক্ষতা □ (ব্য.) **ক্যালি বেশি মাইনে কম** যে ব্যক্তি নিজের সীমা না মেনে বড়ো বড়ো কথা বলে, তার সম্পর্কে বলা হয়

ক্যালেন্ডার করা[২] ক্রি. (ইং. calender) হত্যা করা □ ক্রি.বি. **ক্যালেন্ডার হয়ে যাওয়া** ১. সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হওয়া, ব্যর্থ হওয়া ২. মারা যাওয়া তু **ছবি হওয়া** (গাওস্কার পারবে? ক্যালেণ্ডার হয়ে যেত অ্যাদ্দিনে- *কা.পু*., স.ম.) □ বি. **ক্যালেন্ডার ডিজিজ** (ইং. disease) স্ত্রীরজ, মাসিক শব্দটির অর্থানুষঙ্গে জাত

ক্যাশকড়ি* বি. (ইং. cash + বা.) টাকাকড়ি

ক্রস কানেকশন[৩] বি. (ইং. Cross Connection) সম্পর্কচ্ছেদ

ক্রিকেট পিচ[৩] বি. (ইং.Cricket Pitch) টাক তু. **ইডেন গার্ডেন্স্**

ক্রিম[২] বি. (ইং. <cream) বীর্য

ক্লাস কাটা[১] ক্রি.বি. ক্লাস ফাঁকি দেওয়া

ক্লিকবাজি বি. (ইং. click + বা.) কায়দা করে কোনো কাজ করা; দলবাজি করে কোনো কাজ করা

খ

খই ফোটা/ কথার খই ফোটা/ মুখে খই ফোটা[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত বেশি

কথা বলা (ভিখুর মুখ দিয়াও...চড় চড় করিয়া কথার যে খৈ ফুটিতে থাকে-*ডমরু*., ত্রৈ.মু.)

খগেন করা ক্রি.বি. প্রহার করা দ্র. **বাপের নাম খগেন করে দেওয়া**

খচরা/ খচড়া* বি. বদজাত, বিচ্ছু (তুমি তো এখানকার যত শালা খচড়াদের ক্যাশ-ফ্যাশ দেবার জন্যে দেড় ডজন ফাণ্ড খুলে বসলে-*আ.দে*., প্র.রা.) □ বি. **খচড়ামি/মো** বদজাতি, বিচ্ছুমি (ও রাজনীতির খচড়ামি ছেড়ে আসুক না, তা হলে আর ওর সঙ্গে আমার কতটুকু তফাত-*প্রজা*., স.ব.)

খচা ক্রি. খেপে যাওয়া, রুষ্ট হওয়া (সেবার জমির ব্যাপার নিয়ে আমার ওপর খচে আছে-*হরিণ*., স.ম.) □ বিণ. **খচু** ব্য. রাগী □ **খচে বোম হওয়া** ক্রি. বিণ. অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া □ **খচিয়ান** বিণ. ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত (আপন গরজে কেউ যদি খচিয়ান হয়ে ওঠে আমাদের কিছুই করার নেই-*কা.মা*., ন.ভ.)

খচ্চর* বিণ. গালি.; বিচ্ছু, বদমায়েশ; দ্র. **তিলে খচ্চর** (মা বলত বুড়োরা নাকি খুব খচ্চর হয়-*কাল*., স.ম.)

খটকা* বি. (হি.) সন্দেহ (শুনে হঠাৎ আমাদের মনে এখটা খটকা লাগল-*পা.দা*.,সু.রা)

খটাখটি* বি. ঝগড়াঝাটি, মতপার্থক্য (কর্মজীবনের শেষের দিকে সেজন্যেই খটাখটি লাগত-*আ.প্রদীপ*., র.চৌ.)

খড়কে বি. (খড়কে = সরু ছোটো কাঠি) চ্যালা, সাকরেদ

খতম বি. (আ.) ১. হত্যা ২. শেষ □ ক্রি. ~ **করা** (ক্রি.) খুন করা, শেষ করা

খতরনাক বিণ. (হি.) অত্যন্ত বিপজ্জনক (একে বলে সংঘাতিক বা খতরনাক গুগলি-*হা*., ন.ভ.)

খতরা বি. (আ. খৎরহ্) বিপদ; বিপজ্জনক ব্যক্তি

খদে বিণ. কৃপণ ব্যক্তি

খদ্দের* বি. (<খরিদদার) ব্যক্তি, এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে কোনো বিশেষ হিসেবের ব্যাপার আছে তু. **এক বলের খদ্দের**

খপিস বি. অন্যকে খেপাবার মনোভাব; রেগে যাওয়া (কিন্তু আমার ভিতরে সেই খপিস-*পাতক*, স.ব.) □ ক্রি. ~ **করা** খতম করে দেওয়া

খপ্পর* বি. (সং. খর্পরি) কবল □ ক্রি.বি. **খপ্পরে পড়া** অবাঞ্ছিত লোকের কবলে পড়া (চ'রে গৌতম, একেবারে গুল বাঘার খপ্পরে-*এ.পা*., বা.ব.)

খবর হওয়া[১] (আ. খব্র্) ক্রি.বি. ১ দারুণ কোনো কীর্তি করা ২. মারা যাওয়া □ ক্রি. **খবর নেওয়া**[১] শাস্তি দেওয়া, প্রহার করা

খমা দ্র. **খুমা**

খয়ের খাঁ বি. (আ. খয়ের = মঙ্গল +

ফা. খাহী = আকাঙ্ক্ষা) মোসাহেব, চামচা, ধামাধরা

খরচা বি. (ফা. খর্চ) ১. মৃত্যু ২. লোকসান □ ক্রি.বি. ~ **হওয়া** ১. মারা যাওয়া ২. হিসাবের বাইরে চলে যাওয়া □ বি. **খরচার খাতা/ খরচের খাতা**[১] বি. যাকে অযোগ্যতার কারণে হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছে (অসমঞ্জ এখন দত্তমশাইকে খরচের খাতায় তুলে দিয়েছে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

খররা হওয়া ক্রি. প্রচণ্ড উত্তেজিত হওয়া

খরশি/ খরিশ বিণ. (<ষোড়শী?) ১. তরুণী মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে ২. বদমায়েশ

খলখলে করে দেওয়া ক্রি.বি. সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেওয়া, বিশেষত আর্থিকভাবে (খলখলে করে দেবে গো, গরিবগুলোর গাঁড় মেরে একেবারে খলখলে করে দেবে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

খলিফা/ খালিফা বিণ. (আ. খলীফা= ওস্তাদ/ ব্য.) পাকা, অত্যন্ত তালেবর (তারা হল মস্তান। খলিফা-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

খসা* ক্রি. খরচ হওয়া; অনিচ্ছাসত্ত্বেও খরচ, অপব্যয় (হয়তো আরো কিছু খসানোর মতলব-*জাল*, শী.মু.)

খাঁই* বি. (ফা. খাহী=ইচ্ছা) ১. লোভ (বলত কোটিপতি না হলে নাকি তার খাঁই মিটবে না-*রোমন্থন*., ত.রা.) ২. অসংগত দাবি

খাই খাই[১] বি ১. যৌন চাহিদা, রিরংসা (মেমসাবেরা শেদে যাওয়া চুলে কালো রঙ মেখে, বুক থেকে কপাল অবধি পালিশ দিয়ে, কাতলা মাছের পেটিওয়ালা বুক, নিজের মেয়ের মতো বানিয়ে, খাই খাই করে বেরাচ্ছে-*প্রজা*., স.ব.) ২. পাণ্ডিত্যের ভাণ □ বিণ. **খাই খাই**[২] যৌন আকর্ষক, sexy

খাইবার পাস বি. (হিমালয়ের গিরিবর্ত্মের নামানুষঙ্গে, অর্থের সাযুজ্যে) র‍্যাশন কার্ড

খাউড়া বি. (ব্য./সী.) খাবার লোক

খাওয়া ক্রি. ১. গ্রহণ করা তু. **পাবলিক খাওয়া** (তোমাদের ঢপ অবশ্য শহরের লোকেরা খুব খাচ্ছে- *দল*., মে.সে.) ২. আত্মসাৎ করা (শালা দালালি করে কমিশন খেয়েছে, আবার সারাবার নাম করে টি.এ. খাবে-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.) তু. **টাকা খাওয়া** ৩. নষ্ট করা (ঢাকা শহরের আড্ডাই আমারে খাইছে-*পৃ.প.১*, সু.গ.) ৪. ঘুষ খাওয়া দ্র. **টাকা খাওয়া/পয়সা খাওয়া** □ বি. **খাওয়াখাওয়ি/ খেয়োখেয়ি** পারস্পরিক রেশারেশি; বিদ্বেষ

খাকি বি. (ফা. খাক=ছাই/ বর্ণের অনু.) ১. কনস্টেবল (কনস্টেবলে পোষাকের রং-এর কারণে) ২. বিড়ি দ্র. **ইন্ডিয়ান খাকি**

খাঁ খাঁ বিণ. (ধ্ব) চারদিক খালি বা শূন্য

□ ক্রি.বিণ ~ **করা** শূন্যতার বোধ (সংসারটা খাঁ খাঁ করছে-*স.পা.*, তা.ব.)

খাণ্ডরি বি. চুরি

খাচ্চা বি. (আদিব্যঞ্জন পরিবর্তন) বাচ্চা

খাজা বিণ. (মিষ্টিবিশেষ < সং. খাদ্য>খাজ্জ>) বাজে, নিকৃষ্ট

খাটা দ্র. **খেয়ে খাওয়া**

খাটাল° বি. (ব্য.) ১. নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন জায়গা ২. কোচিং সেন্টার

খাটিয়া চড়া/ খাটিয়া খাড়া° ক্রি.বি. মারা যাওয়া

খাট্টা° বিণ. (হি. খট্টা) ১. টক ২. খারাপ সম্পর্ক ৩. শক্তিশালী ব্যক্তি বা বস্তু

খাড়া হওয়া ক্রি.বি. পুরুষাঙ্গের উত্থান

খাতা খোলা ক্রি.বি. (হি.) ১. হিসেব শুরু করা ২. ক্রিকেটে প্রথম রান করা

খানকি বি. (ফা. খানগি) বেশ্যা; অশ্লীল গালি. গালির অর্থ না জানার ফলে কখনো কখনো পুরুষ সম্পর্কেও ব্যবহার (আরে পেট ফেলানি খানকি -*কথো.*, উ.কে.) □ প্র. **খানকি তার মান কি** স.ব্য. **খানকির ছেলে** (খানকির ছেলেদের জানবি মুডফুড বিয়ে কোনো চুদুরবুদুর নেই-*হা.*, ন.ভ.) □ বি. ~ **বাড়ি** বেশ্যালয় (ঘেন্না জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি খানকিবাড়ি?'-*কা.পু.*, স.ম.) বি ~ **গিরি** বেশ্যাবৃত্তি □ বি. ~ **পনা** বেশ্যার মতো আচরণ

খান্‌ডার বিণ. (খান্ডারবাণী গায়নপদ্ধতির নামানুষঙ্গে, যাতে বীররসের প্রাধান্য) ঝড়গাটে, কলহপ্রিয় □ বিণ. **খান্‌ডারি/ খান্‌ডারনি** ঝগড়াটে মহিলা (না হয়ে আর উপায় কি, যা খাণ্ডারনী ব্রাহ্মণী-*কেবী.*, প্র.না.বি.)

খানসেনা বি. (খানকির শব্দানুষঙ্গে) বেশ্যা; গালি

খাপ খোলা ক্রি.বি. ১. স্বমূর্তি ধারণ করা ২. মেজাজ দেখানো ৩. ক্ষমতা দেখানো (গুরু, নতুন জায়গায় খাপ খুলতে যাচ্ছি-*আ.দে.*, প্র.রা.)

খাপ পাতা ক্রি.বি. তক্কে তক্কে থাকা, আশা নিয়ে অপেক্ষা করা

খাপচু/খাপরি বিণ. সুন্দরী □ বি. মুখ

খাপা দ্র. **খাপ্পা**

খাপে খাপ বিণ. উপযুক্ত, জুতসই □ বু. **খাপে খাপ কেদারের বাপ/ খাপে খাপ আবদুল্লার বাপ** অত্যন্ত মানানসই (কী আবার? খাপে খাপ কেদারের বাপ-*কা.মা.*, ন.ভ.)

খাপ্পা/ খাপা বি. (ফা. খাফা) বিরক্ত, রুষ্ট (মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো-*নী.দ.*, দী.মি.; আমিও খাপ্পা হইয়া বলিলাম-*কচি.*, পর.)

খাবলানো* ক্রি. কামড় দেওয়া;

বলপূর্বক টুকরো করে নেওয়া; স.ব্য.. **খাবলুস করা**

খাবি খাওয়া[১] ক্রি.বি. বিপদে পড়ে হাঁসফাঁস করা (আর্টিস্ট খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়-*রবিবার*, র.ঠা.)

খামকা/ খামাকা/ খামাখা* বিণ. (ফা. খো আমখো) অকারণে, হঠাৎ (এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্বেন না-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.)

খামচা বি. আঁচড় □ ক্রি. ~ **নো** আঁচড়ানো

খার বি. (ফা.) বিদ্বেষ, রাগ (বড্ড খ্যাচখ্যাচ করে বলে বাচ্চুর বাবার উপর বাচ্চুর বেশ খার আছে-*চ.দু. স্ব.চ.*) □ বি. **খারাখারি** ঝগড়াঝাটি □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** রেগে যাওয়া □ ক্রি.বি. ~ **মেটানো** প্রতিহিংসা মেটানো, প্রতিশোধ নেওয়া

খার্‌রা মেজাজ বিণ. বদমেজাজ

খাল বি. (<সং. খল্ল) চামড়া □ ক্রি.বি. ~ **খেচা/ ~ খিচে বৃন্দাবন করা** প্রহার করা; মেরে চামড়া তুলে নেওয়া (খাল খিচে দেব না বানচোতের!- *হা.*, ন.ভ.; খাল খিচে বৃন্দাবন করে দেবো-*পূ.প.১*, সু.গ.)

খাল করা/পিছনে খাল করা ক্রি.বি. পিছনে লাগা (হ্যাঁরে পুলকদা পিছনে লাগলে সামলাব কী করে? পিছন খাল করে দেবে যে-*বিজয়িনী*, অপ.)

খাল ভরা বিণ. গালি. (মড়ক হলে মৃতদেহে খাল ভরে যাবে এই অভিশাপব্যঞ্জক গালি)

খালাস বি. (আ. আখ্‌লস্‌) নিশ্চিন্ত, দায়মুক্ত (খ্যাপো আর না খ্যাপো আমি বলে কয়ে খালাস-*ন.ত.*, দী.মি.) □ ক্রি. ~ **করা** ১. হত্যা করা ২. প্রসব করা ৩. গর্ভপাত করা (তারপর অবিশ্যি আরো দু'বার না তিনবার খালাস করতে হয়েছে-*প্রজা.*, স.ব.) □ ক্রি. ~ **হওয়া** ১. মারা যাওয়া ২. প্রসব করা

খালিফা দ্র. **খলিফা**

খালুশ বিণ. যার দ্বারা কিছুই হবে না

খাসা* বিণ. (আ.) চমৎকার (ততক্ষণে আমি একটা খাসা বই পেয়ে গিয়েছি-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

খাসি* বি. (আ. খসি) নপুংষক, গালি. □ বি. **খাসির মাংস**[৩] বেঢপ মোটা □ দ্র. **খোদার খাসি**

খাস্তা/ খাস্তাগজা বি. শতচ্ছিন্ন, বহুব্যবহারে জীর্ণ, নিকৃষ্ট

খিচ/ খিঁচ* বি. ১. গণ্ডগোল, ঝামেলা; ঝগড়া ২. অশান্তি, বাধা (মনের মধ্যে কোনো খিঁচ ছিল না-*আ.প্র.*, সু.গ.) □ বি. **খিচাল** অসদ্ভাব, ঝগড়াঝাটি □ বিণ. **খিচেল** ঝগড়াটে

খিচড়ে যাওয়া/ খিচড়ানো/খিঁচড়ানো*

ক্রি.বি. ১. রেগে যাওয়া, বিরক্ত হওয়া (মাস ছয় বিষ্ণুলোকে ইষ্টনাম জপে মুখ খিঁচড়ে পড়ে রইলেন-*রোমন্থন*, ত.রা.) ২. সম্পর্ক খারাপ হওয়া

খিচাল দ্র. **খিচ**

খিচুড়ি পাকানো[১] ক্রি.বি. তালগোল পাকানো, গণ্ডগোল পাকানো (কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল-*দে.পা.*, শ.চ.)

খিচে নেওয়া* ক্রি. আদায় করে নেওয়া, জবরদস্তি করে আদায় করা (হারখানা দেবার সময় কিছু মাল খিঁচে নেওয়া যাবে-*কা.পু.*, স.ম.)

খিঁচোনো* ক্রি. ধমক দেওয়া (কাল বিকেলবেলায় সেই লোকটা খুব খিঁচোচ্ছিল বুঝি-*কাল.*, স.ম.)

খিট/ খিটখিট/ খিটমিট/ খিটিমিটি* বি. ঝগড়া, কথা কাটাকাটি (মালিক আর মালকিনে খিঁট চলছে বলে ঠাহর হচ্ছে-*কা.মা.*, ন.ভ., তিনি কেবলই খিটখিট করে বলেছিলেন... *রবিবার*, র.ঠা.; ইদানীং মঞ্জুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাঁধছে-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বিণ. **খিটকেল** ঝগড়াটে

খিড়কি[২] বি. মেয়েদের পোষাকের ফাঁক, যার দিয়ে শরীরের কোনো অংশ দেখা যায়

খিলেন বিণ. উপযুক্ত, অত্যন্ত করিৎকর্মা ব্যক্তি □ বি. **খিলেন পাবলিক**

খিল্লি বি. হাসি (দেখি গুমটিতে ব্যাপারটা নিয়ে উদোম খিল্লি হচ্ছে-*অটো*, ন.ভ.) □ ক্রি. ~ **খাওয়া/মারা** হেসে ওঠা; হাসিতে ফেটে পড়া

খিস্তি/ খিস্তি খেউর/ খিস্তিখাস্তা/ খিস্তি পুরাণ/ খিস্তলজি বি. গালাগালি; খারাপ কথা (বাপকে সাকসেসফুলি খিস্তি দেয়ার জন্য চা খাওয়ায় মলয়-*চ.দু.*, স্ব.চ.; অন্তার খিস্তিপুরাণের পিছনে আদ্যাশক্তি হিসাবে কাজ করত সেজ ঠাকুরদারই প্রেরণা-*রোমন্থন*., ত.রা.; হোদোতে বসতো 'খিস্তলজি'র (খিস্তি খেউড়ের) ক্লাস, প্রফেসর ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য-*বা.বৃ.*, স.সে.) □ ক্রি.বি. ~ **করা** গালাগালি করা (ওরা হাসে, মজার মজার খিস্তি করে-*প্রজা.*, স.ব.; পুজো সংখ্যাতে প্রমোদবাবু শৈবাল-আজিজুল-লতিফের নাম ধরে প্রবন্ধের নামে খেউড় করেছেন-*কারা.*, আ.হ.,)

খুচরো* বি. সামান্য; মামুলি □ বি. ~**পাপ** ব্রণ

খুজলি বিণ. (হি=চুলকুনি) রগরগে, কামোত্তেজক তু. **চুলকুনি**

খুঁটির জোর[১] বি. ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাহায্য, রাজনৈতিক যোগাযোগ

খুড়োর কল[১] বি. জটিল পরিস্থিতি

খুদ দ্র. **খোদ**

খুদা গাওয়া[১] (সমাস) খুদার গুদ মেরে (অমিতাভ) হাওয়া

খুদিরাম[৩] বিণ. (বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর নামানুষঙ্গে) ১. যার ওপরে সহজে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায়, সহজে বোকা বনে যায় যে, ২. যাকে দোষী করা যায় বা শহীদ হতে হয়, scapegoat ৩. যে নিজের ভালো বোঝে যায় না, যে একেবারেই কেরিয়ারিস্ট নয় ৪. পরোপকারী, যে পরোপকারী হিসেবে গর্ব অনুভব করে □ বি. **বার খেয়ে খুদিরাম** দ্র. **বার খাওয়া**

খুমা/ খোমা বি. (পশ্চ.<মুখ) মুখ (এ খোমা অ্যাদ্দিন কোন গাদিতে ঝুলিয়েছিলে চাঁদ-*কা.পু.*, স.ম.)

খেউড়[২] বি. (বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারার নামানুষঙ্গে) গালাগালি; অশ্লীল কথাবার্তা (পেটের মুখে গাদা ভিড় লেগে থাকে, আর দারোয়ানের খেউড় শুনে গুঁতো খেয়ে সব ফিরে যায়-*বি.টি.*, স.ব.) □ বি. **খিস্তিখেউড়** দ্র. **খিস্তি**

খেজুরে আলাপ/ খেজুর করা[১] বি. অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথাবার্তা, ধানাই পানাই করা (দুজনে, যাকে বলে 'খেজুরে আলাপ' করতে করতে হাঁটছিলাম- *সদর.*, সু.চ.)

খেচা/ খেঁচা ক্রি. হস্তমৈথুন করা

খেটে যাওয়া/ খাটা ক্রি. জুতসইভাবে লেগে যাওয়া (শাস্তর যদি না খাটে তো তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না-*রা.রা.*, র.ঠা.)

খেঁদি/ খেঁদি পেঁচি বি. অপছন্দসই মেয়ে (কোন খেঁদি পেঁচীর পাল্লায় পড়ে যাবি-*যা.পা.*, শী.মু.)

খেপ খেলা ক্রি.বি. বিচ্ছিন্নভাবে খেলা; বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলের হয়ে পয়সা নিয়ে খেলা □ ক্রি.বি. **খেপ মারা** যাতায়াত করা, বারবার যাওয়া; হঠাৎ ঘুরে আসা (ডাউনে আরেক খেপ মারলেই লঞ্চঘাট বন্ধ করবো-*সদর.*, সু.চ.)

খেপে যাওয়া* ক্রি. ক্রুদ্ধ হওয়া (কেন যে অমন মাঝে মাঝে খেপে যাই-*কমলা.*, গৌ.ঘো.) □ বিণ. **খেপচুরিয়াস** (খেপে যাওয়া + ইং. প্রত্যয়) ক্রুদ্ধ ('যে লোক অরবিন্দের বইয়ের বদলে জটায়ুর বই পেল তার মনের অবস্থা কী হবে ফেলুদা?' 'খেপচুরিয়াস', বালিসে মাথা দিয়ে বলল ফেলুদা-*বো.বো.*, স.রা.)

খেয়োখেয়ি[১] বি. পারস্পরিক বিদ্বেষ; অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা (একটু চিৎকারে যদি খেয়োখেয়ির গন্ধ থাকে তাহলে বস্তির মানুষ মাছির মত ভনভন করে-*কা.পা.*, স.ম.)

খেল* বি. (হি.) কাণ্ড, ঘটনা □ ক্রি. বি. ~ **দেখানো**[১] (জটার বৌ খুব খেল দেখালো বটে-*প্র.প্র.*, আ.দে.)□

(বু./হি.) **খেল খতম/ খেল খতম পয়সা হজম** ১. জারিজুরি শেষ হয়ে যাওয়া ২. কোনো বিশেষ কিছুর শেষ হওয়া ৩. মারা যাওয়া

খেলানো[২] ক্রি. ১. কোনো ছেলে বা মেয়েদের সঙ্গে নকল প্রেম করা তু. **নাচানো** ২. ইচ্ছে মতো গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা; ধীরে ধীরে আয়ত্তে নিয়ে আসা □ দ্র. **ল্যাজে খেলানো**

খেলো* বি. ১. নগণ্য, সামান্য ১. বাজে, শস্তা (কিন্তু মিথ্যে বলছি, মডার্ন কালটাই খেলো-*রবিবার*, র.ঠা.) □ ক্রি.বি. **খেলো করা*** অপদস্ত করা, নীচ বা হীন প্রতিপন্ন করা

খোকা[২] বি. ১. মদ ২. পুরুষাঙ্গ ৩. টাকা, বিশেষত বড়ো অঙ্কের টাকা (মুম্বাই-এর টাপরিদের সূত্রে বাংলায় আগত) □ বি. **~কোলা** মদ (কোকাকোলার ধ্বনিসাযুজ্যে) □ ক্রি.বি. **~জাগা** পুরুষাঙ্গের উত্থান □ বি. **খোকার বাপ** পুরুষাঙ্গ

খোচর বি. পুলিশ, বিশেষত যারা চরের কাজ করে (এরা খোঁচর নাকি বে-*কা.পু.*, স.ম.)

খোঁচা* বি. বিদ্রূপ, অপমান □ ক্রি.বি. **~ দেওয়া** ১. বিদ্রূপ করা (কথায় কথায় মেয়ে-মেয়ে বলে খোঁচা দিবি না-*এ.পা.*, বা.ব.) ২. আঁতে ঘা দেওয়া (তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না-*রবিবার*, র.ঠা.)

খোঁটা* বি. বিদ্রূপ □ ক্রি.বি. **~ দেওয়া** বিদ্রূপ করা; আঘাত করে কথা বলা; দোষ বা অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করা (উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে-*কাল.*, স.ম.)

খোট্টা বি. (ব্য.) মাড়োয়ারি (চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ি বিক্রি করেছিলেম-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.) □ বিণ. **খোট্টাই** খোট্টা সম্বন্ধীয়, খোট্টাদের স্বকীয় (রামলীলা এ দেশের পরব নয়, এটী প্রলয় খোট্টাই-*হুতোম.*, কা.সি.)

খোঁড়া ক্রি. গঞ্জনা করা (বউটা তেমন হয়নি, বড্ড খোঁড়ে-*যা.পা.*, শী.মু.)

খোদ/ খুদ বি. (আ. খুদ) আসল, স্বয়ং (খুদ দেবতারাই যখন নিয়ম কানুন না মেনে চলতে পারেন না তখন তুমি আমি কোন্ ছার-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.; খোদ ডিটেকটিভের বাড়ি থেকেই মালটা চুরি হল-*বা.আ.*, স.রা.)

খোদার খাসি বি. অত্যন্ত মোটা ব্যক্তি (আমার গতরখান না হয় খোদার খাসীর লাহান হইছে-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ দ্র. **কে.কে.**

খোপরি বি. (হি.) ১. বুদ্ধি ২. মাথা

(দেখছি শালা তোর খোপরিটা নরম হয়ে গেছে কিনা-*এ.পা.*, বা.ব.)

খোপে যাওয়া ক্রি.বি. কারোর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করা

খোমা দ্র. **খুমা**

খোয়া যাওয়া* ক্রি.বি. হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া (সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে-*বিষবৃক্ষ*, ব.চ.) □ ক্রি. **খোয়ানো** হারানো

খোয়াব বি. (আ.) স্বপ্ন, আকাশকুসুম কল্পনা (ক্যাসি সরাবর্দীকে একটু খোয়াব নিশ্চয়ই দেখিয়েছিলেন-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

খোঁয়াড়[১] বি. (ব্য./ দে.) ১. অপরিচ্ছন্ন স্থান ২. কোচিং সেন্টার

খোঁয়াড়ি/ খোঁয়ারি[১] বিণ. (তু. আ. খুমার) ১. নিদ্রাতুর ভাব ২. নেশাগ্রস্ত অবস্থা

খোরাক[১] বি. (ফা.খুরাক্) ১. উপলক্ষ ২. পাত্র (যুদ্ধ মানে জনগণকে কামানোর খোরাক বানানো-*কারা.*, আ.হ.) □ ক্রি. ~ **করা** হাসির খোরাক ক্ষরা, পিছনে লাগা

খোলতাই* বিণ. বিকশিত উৎফুল্ল, সুন্দর (সফেদা আর রুজ মেখে তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখখানা অত্যন্ত খোলতাই হয়েছে-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

খোলামকুচি[১] বিণ. মূল্যহীন; সহজলভ্য

খ্যাংটা বিণ. রগচটা (একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ী মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিলো-*লাল.*, সৈ.ও)

খ্যাংরাকাঠি[৩] বিণ. অত্যন্ত রোগা ব্যক্তি

খ্যাঁক করে ওঠা/ খ্যাঁকানো/ খোঁক খ্যাঁক করা ক্রি.বি. (ধ্ব.) রুক্ষভাবে কথা বলা; বিশ্রীভাবে বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ করা (হাসতে দেখলেই ও একেবারে খ্যাঁক করে উঠতো-*প্রজা.*, স.ব.; জেনে নেব কি মশাই, জানতে চাওয়াতেই তো খেঁকিয়ে উঠল-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.)

খ্যাঁকশিয়াল[২] বিণ. অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক (খ্যাঁক খ্যাঁক করার ধ্বনি-অনু.)

খ্যাচ ওঠা ক্রি.বি. পুরুষাঙ্গের উত্থান

খ্যাঁচাকল দ্র. **ক্যাচাকল**

খ্যাচানো ক্রি. রাগ বা বিরক্তিপ্রকাশ করে চেঁচিয়ে ওঠা (যন্ত্রণায় দাঁত চেপেও খিঁচিয়ে উঠল উদাস-*হরিণ.*, স.ম.)

খ্যাট/ খ্যাটন/ খ্যাঁট বি. খাওয়াদাওয়া, ভোজ (আমার বন্ধুরা খ্যাঁট দেবার জন্য আমাকে ধরেছে-*হিতে.*, জ্যো.ঠা.)

খ্যাদানো* ক্রি. পরিত্যাগ করা; ধমক দিয়ে বহিষ্কার করা (শুধু বউ-খেদানো পুরুষ নয়-*সদর.*, সু.চ.)

খ্যাপাচোদা বি. অশ্লীল গালি. দ্র. **বোকাচোদা**

খ্যামটা[২] বি. ন্যাকামি, অশ্লীল কাজকর্ম, যৌনবিকৃতি (ঘোমটার নিচে খ্যামটা-প্র.) □ ক্রি.বি ~ **খেলা** যৌনতাসূচক আগ্রাসন, বেশ্যাবৃত্তি (এই দ্যাখ লোটন বউ, তোকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এখানে খ্যামটা খেলা চলবে না-*বি.টি.*, স.ব.)

খ্যামতা বি. (ব্য.<ক্ষমতা) ক্ষমতা, সাধ্য (আমি যে ভালোমন্দ খেতে খুব ভালোবাসি কিন্তু খ্যামতা নেই-*সদর.*, সু.চ.)

খ্যালানো দ্র. **খেলানো**

খ্রিস্টপূর্ব বি. বোকাচোদা শব্দের মুণ্ডমাল রূপ B.C.-র প্রকৃত পূর্ণ রূপ-এর বঙ্গানুবাদ) দ্র. **বোকাচোদা, বি.সি.**

গ

গচ্চা/ গাঁট গচ্চা বি. খরচ, বিশেষত অকারণ খরচ বা লোকসান (তার মানে তোমরা আরো কিছু গচ্চা যাবে বলে মনে হচ্ছে-*কমলা.*, গৌ.ঘো.; তবে তো গুহাজী আপনার বেশ গাঁটগচ্ছা যাবে-*পূ.প.১.* সু.গ.)

গছানো* ক্রি. (<গচ্ছিত) ১. জোর করে কিনতে বাধ্য করা ২. জোর করে গুঁজে দেওয়া (টাকাটা গছিয়ে দিয়ে টিকিটটা হাতিয়ে নিয়ে লোকটা দরজার দিকে এগোল-*কা.প.*, স.ম.) ৩. চাপিয়ে দেওয়া (মনে তো হচ্ছে ছেলেটিকে গছাতে চায় আমাদের বাড়িতে-*পূ.প.১* সু.গ.)

গজ[১] বি. বড়ো অঙ্কের নোট, সাধারণত একশো, পাঁচশো বা হাজার টাকার নোট □ চা-এর বিশেষণ দ্র. **এক গজ চা**

গজগজ করা/ গজর গজর করা[১] ক্রি.বি. (ধ্ব.) বিরক্তি প্রকাশ করা (কেষ্ট গজগজ করিয়া করিতে লাগিল-*কচি.*, পর.; মাছ ভাজিতে লাগিল আর গজর গজর বলিতে লাগিল-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

গজলা/ গজল্লা বি. ১. আড্ডা (সোভিয়েট রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে আর তোরা এখানে গজল্লা করছিস-*এ.পা.*, বা.ব.) ২. ভিড়ভাট্টা; লোকজনের সমাগম ও হই হট্টগোল

গজাগজি বি. মাপঝোপ (গজ= পরিমাপের একক)

গজালি বি. আড্ডা, গুলতানি (আড্ডা বলতে আমরা যা বুঝি এটা কিন্তু তা নয়। এখানে গ্যাঁজানো বা গজালির কোনো স্কোপ নেই-*কা.মা.*, ন.ভ.)

গঞ্জ[২] বি. (ফা./ সী.) বেশ্যালয়

গটরা বি. উল্লাসসহকারে অট্টহাস্য (ঐ কয়দিন কত রগড়, আয়েস,

গটরা, ধূমধাম, খুনখারাব হতে পার্‌ত-*স.গু.ন.*, কে.দা.)

গটরা মারা ক্রি.বি. পিছন থেকে আঘাত করা

গডফাদার বি. (ইং. Godfather) গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, যার কথায় ওঠা বসা

গড়বড়* বিণ. (হি.) গণ্ডগোল, ঝামেলা (এখনো কেউ জানে না ট্যাপা, কিন্তু আমার সঙ্গে বেশি গড়বড় করলে জেনে যাবে-*জাল*, শী.মু.)

গড়িমসি* বি. দীর্ঘসূত্রিতা, হচ্ছে-হচ্ছে করে দেরি করা

গড়ের মাঠ[৩] বিণ. শূন্য (বিশেষত পকেট, তবে যে-কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রয়োজ্য : *মাথা গড়ের মাঠ*-টাক; মিনিবাস ফাঁকা বোঝাতে *ভেতর গড়ের মাঠ*)

গণশক্তি[৩] বিণ. (ব্য.<গণশক্তি দৈনিক পত্রিকা) মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা বলে যে তু. **আনন্দবাজার**

গণেশ উলটোনো[১] ক্রি.বি. ব্যাবসায় ব্যর্থ হওয়া (ব্যাঙ্কটির গণেশ উল্টেছে, মালিকপক্ষ পলাতক-*পূ.প.১*, সু.গ.)

গণ্ডগ্রাম* বি. অজপাড়া গাঁ, দূরবর্তী, অনুন্নত গ্রাম

গণ্ডমূর্খ/ গণ্ডমুক্‌খু* বিণ. একেবারে অশিক্ষিত বা বোকা (দূর বেটা, গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড, পাঁজি দেখতে জানিস না?-*কু.কু.স.*, রা.ত.; ওরে গণ্ডমুখ্‌খু কাপড়ে কি আগুন ঢাকে-*স.গু.ন.*, কে.দ.)

গতরখাকি বিণ. (গতর<গাত্র/ স্ত্রী.) ১. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অলস মহিলা ২. গ্রাম্য গালি. (আজ তোমাকে ছেড়ে আমাকে মা বলচে, আবার দুদিন বাদে শাশুড়ি গতরখাকিকে মা বলবে গিয়ে-*বাঁধনহারা*, কা.ন.ই.)

গদাইলস্করি* বিণ. অত্যন্ত ঢিমে তালে, ধীরে সুস্থে

গদি* বিণ. ১. ক্ষমতা, মন্ত্রিত্ব বা অন্য কোনো উচ্চপদে থাকা ২. ব্যাবসার স্থল

গন টু গাঁড় বিণ. (ইং. gone to) অত্যন্ত অসুস্থ; প্রচণ্ড বিপদে পড়া দ্র. জি.জি

গপশপ বি. (হি.) আড্ডা, গল্পগুজব □ ক্রি.বি. ~ **মারা** আড্ডা মারা, গল্পগুজব করা, অকারণে গল্প করে সময় নষ্ট করা

গপ্পো* বি. (<গল্প) বানানো কাহিনি, মিথ্যে রটনা □ ক্রি.বি. ~ **মারা** ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করা, অতিরঞ্জিত করা

গবা বিণ. নির্বোধ

গবেট বিণ. বোকা, অপদার্থ; গালি.

গব্‌বা বি. ফেল করা (যে পরীক্ষায় দুবার গব্বা মেরেছিল-*প্রজা.*, স.ব.) □ বিণ. ~ **বাজ** জোচ্চোর

গয়না[২] বি. ১. ব্যান্ডেজ বা অসুস্থতার জন্য পরিধেয় কোনো বস্তু ২. হাতকড়া (চক্রবর্তী, ওর হাতে গয়না পরিয়ে দাও-*পূ.প.১*, সু.গ.)

গয়ংগচ্ছ* বিণ. (সং.√গম্; শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান শেষে বলা হয় পিণ্ডং গয়াং গচ্ছ, সেই থেকেই শব্দটির ব্যবহার) কাজে শৈথিল্য, দীর্ঘসূত্রিতা, কুঁড়েমি (নায়েব ফাঁপরে পড়িয়া গয়ংগচ্ছ-রূপ আমতা আমতা রকমে চলিতে লাগিল-*আলাল.*, টে.ঠা.)

গয়া হয়ে যাওয়া ক্রি.বি. (মারা গেলে গয়ায় পিণ্ডদান করা হয়, সেই অনু. ১. নষ্ট হয়ে যাওয়া ২. মারা যাওয়া

গরম[২] বিণ. (ফা.) ১. উত্তেজক, চাঞ্চল্যকর ২. ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত তু. **মেজাজ গরম** ৩. চড়া, মহার্ঘ (বাজার গরম) ৪. টাটকা স.ব্য. **গরমাগরম** □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া/ হওয়া** ১. উত্তেজিত হওয়া (পিওর বাঙাল ভাষায় অ্যায়সা তড়পাচ্ছে যে চারদিক গরম হয়ে আছে-*জাল*, শী.মু.) ২. ক্রুদ্ধ হওয়া ৩. যৌন উত্তেজনা হওয়া (সীমা প্রচণ্ড গরম খেয়ে গেছে-*স.উ.হ.*, সু.মি.)

গরু[২] বি. ১. বোকা, অকর্মণ্য ২. গালি. □ বি. ~ **খোর** বি. ১. মুসলমান ২. গালি. (এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুটো আছ-*বুড়ো শালিক.*, ম.দ.) □ ক্রি.বিণ. **গরু পড়া**[১] সাংঘাতিক পড়াশুনো করা

গর্ধব/ গর্ধভ[২] বি. ১. বোকা, অকর্মণ্য ২. গালি. (অবাধ্য গর্ধভের মতো চেয়ে থেকো না-*হা.*, ন.ভ.) তু. **গাধা**

গর্ভস্রাব[২] বিণ. ১. অত্যন্ত খারাপ, জঘন্য (কে লিখেছে এই গর্ভস্রাব-*পূ.প.১*, সু.গ.) ২. গালি. (দূর ব্যাটা পাজি গর্ভস্রাব-*বি.পা.বু.*, দী.মু.)

গলগপ্পা বি. জুলপি (গলদেশে গোঁপ-এই অর্থে)

গলতা/ গলতি বি. (হি./<গলদ) ভুল, গণ্ডগোল, কেলেংকারি (দু' বার খুব বাজে গলতি করেছি আজ পর্যন্ত-*দ.দি.প.*, স.ব.)

গলা কাটা[১] ক্রি.বিণ. ঠকানো, কোনো কিছুর জন্য অস্বাভাবিক বেশি দাম নেওয়া (ব্যাটারা গলা কাটবে একেবারে-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বি. **গলা কাটা দাম**[১] মহার্ঘ্য □ ক্রি.বি. **গলা খাকরানো**[১] কেসে গলা পরিষ্কার করে নেওয়া (ফেলুদা গলা খাকরিয়ে বলল-*বা.র.*, স.রা.) □ ক্রি.বি. **গলা ঝাড়া**[১] কেসে গলা পরিষ্কার করে নেওয়া (তিনি গলা ঝাড়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছেন-*অ.পা.*, শ.ব) □ বি. **গলাধাক্কা**[১] ১. অপমানপূর্বক

গায়ে হাত দেওয়া ২. গায়ে হাত দিয়ে বহিষ্কার করা (এবারে মন্দিরে ঢুকলে গলাধাক্কা খেয়ে মরতে হবে জানিস-*দে.পা.*, শ.চ.) □ ক্রি.বি. **গলা ফাটানো**[১] অত্যন্ত জোরে চ্যাঁচামেচি করা (শুধু অ্যাসেম্বলিতে অপোজিশান পার্টি হয়ে গলা ফাটাবেন-*পৃ.প.১*,সু.গ.) □ বি. **গলাবাজি** চিৎকার চ্যাঁচামেচি করা; চ্যাঁচামেচি করে হম্বিতম্বি করা (যারা প্রেম প্রেম বলে গলাবাজি করে তাদের সেটা তলানিতে ঠেকে গিয়েছে-*কাল.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **গলায় ছাগল দড়ি বাঁধা** বিয়ে করা

গলানো সোনা ঢালা/ দেওয়া[৩] বিণ. তেল দেওয়া, বিজ্ঞাপনের অনু.

গলে গু ক্রি.বিণ. শান্ত হওয়া, প্রসন্ন হওয়া (গলে জল হওয়ার অনু.)

গলে যাওয়া* ক্রি. ১. ফসকে যাওয়া ২. হালকা হয়ে যাওয়া (যে ভিড়টা একটু আগে জমেছিল তা এখন গলে গেছে-*কা.পু.*, স.ম.)

গস্ত করা ক্রি.বি. (ফা.গশ্‌ৎ=হাটে বাজারে ঘুরে জিনিস কেনা) চুরি করা, হস্তগত করা

গস্তান বি. (ফা. গস্তান, হি. গশ্‌তি) বেশ্যা, হীনচরিত্রের নারী □ বি. **গস্তানি** বেশ্যাবৃত্তি, পতিতার মতো আচরণ, লজ্জাহীনা (গস্তানি বিটি বলে কি...ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব... দেখে পাগল হয়েছে-*নী.দ.*, দী.মি.)

গাওড়া বিণ. ক্যাওড়া শব্দের উচ্চারণভেদ দ্র. **ক্যাওড়া**

গাঁইয়া* বিণ. গ্রাম্য, অপরিশীলিত (রাবণ ...দুর্যোধন-দুঃশাসনের মত হাড়হাভাতে গাঁইয়া ভূত না যে বিনা অনুমতিতে কোনও ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দেবেন-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

গাঁইগুই* বি. অস্পষ্টভাবে অসম্মতি প্রকাশ করা (পিসিমা এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁইগুঁই কত্তে লাগলেন-*হুতোম.*, কা.সি.)

গা জ্বালানো[১] ক্রি.বিণ. বিরক্তিকর (লাল ঠোঁট চিরে এরকম গা জ্বালানো হাসি হেসে ঘোষ-বলে *যা.পা.*, শী.মু.)

গাছপাকা দ্র. **পাকা**

গাছহারামি দ্র. **হারামি**

গাঁজা[২] বি. মিথ্যে কথা (গল্পটা গাঁজা কি না জানি না-*বিবর*, স.ম.) □ স.ব্য. **গাঁজাখুড়ি** (এই জমকালো কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি গল্প-*রোমন্থন.*, ত.রা)

গাঁট[২] বি. ১. প্রতিবন্ধকতা; প্রতিকূলতা (পাঁচ বছরেও যখন ডিগ্রিকোর্সের গাঁট পার হতে পারিনি, তখন আমিই সস্নাহ্‌, হাঁপিয়ে পড়েছিলাম-*প্রজা.*, স.ব.) ২. বোকা, নির্বোধ □ বিণ. **~ কাটা** ১. পকেটমার ২. অত্যধিক চড়া দাম □ বি. **~ গচ্চা** দ্র. **গচ্চা** □ ক্রি.বি. **~ গলানো** যৌনসংগম

করা □ বি. **গাঁটে গাঁটে মিল/ গাঁঠে গাঁঠে মিল** সর্বতোভাবে মিল (কি আশ্চর্য ডাঃ কেরী, আপনার জীবনবৃত্তান্তের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের কেমন গাঁঠে গাঁঠে মিল-*কেরী*., প্র.না.বি.)

গাঁট্টাগোঁট্টা[১] বিণ. মোটাসোটা; বলিষ্ঠ বা তাগড়াই (গাঁট্টাগোট্টা ফরসা হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট হেসে উঠলেন-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

গাড্ডা[১] বি. (সং.<গর্ত, তু. হি. গাড়্ঢা) ১. অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা, নরক (এমনিতেই সব গাড্ডায় চলে যাচ্ছে দেখে আমি একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি-*জাল*, শী.মু.) ২. ঝামেলা (এই তো গাড্ডায় ফেলে দিলেন-*আ.দে.*, প্র.রা.) □ ক্রি.বি. ~ **মারা** পরীক্ষায় ফেল করা, কোনো কাজে অকৃতকার্য হওয়া □ ক্রি.বি. ~ **পড়া** বিপদে বা ঝামেলায় পড়া

গাড্ডু মারা/ গাব্বু মারা ক্রি.বি. পরীক্ষায় ফেল করা, কোনো কাজে অকৃতকার্য হওয়া (যথেষ্ট হয়েছে, দুবার তো গাব্বু মেরেছ বাবা-*পাতক*, স.ব.) তু. **গাড্ডা মারা**

গাঁড় বিণ. (সং.<গণ্ড) যোনি, পায়ু (ঐটা যখন গাঁড়ে ঢুকিয়ে দেব তখন টের পাবে কী চলছে-*কা.মা.*, ন.ভ..,) □ ক্রি.বি. ~ **গরম করা** মাথা গরম করা □ □ বি. ~ **ঘষা** তোষামোদ তু. **পোঁদ ঘষা** □ বিণ. ~**পাকা** অত্যন্ত পাকা দ্র. **পিছন পাকা** □ বি. ~ **পেঁয়াজি** পাকামি, রেলা মারা □ বি. ~**মাজাকি** পাকামি, অসুবিধে সৃষ্টি করা (গাঁড়মাজাকি কোরো না তারাদা-*ম.রা.জী.*, র.ব.) □ ক্রি.বি. ~ **মারা** ১. যৌনসংগম করা, পায়ুসংগম করা ২. প্রচণ্ড পিছনে লাগা (পিছনে লাগার অর্থানুষঙ্গে) ৩. একেবারে বিপর্যস্ত করে দেওয়া; সর্বনাশ হওয়া (গরিবের গাঁড় যারা মারে। ফ্যাতাড়ুরা হাগে তার ঘাড়ে-*কা.মা.*, ন.ভ.,) ৩. লোকসান হওয়া, চুরি যাওয়া (ভালো রুমালটার গাঁড় মারা গেল-*কা.মা.*, ন.ভ.,) ৪. অগ্রাহ্য করা, তোয়াক্কা না করা (ইনভিটেশনের গাঁড় মারি-*কা.মা.*, ন.ভ.) তু. **পেছন মারা** □ বুলি ~ **মেরেছে!** সর্বনাশ করেছে অর্থে ব্যবহার □ বিণ. ~ **মারানে** গালি. □ বিণ. **গাঁড়ে গুদে একাকার** একেবারে কেলেংকারি অবস্থা; অত্যন্ত অসুস্থ □ ক্রি. **গাঁড়ে লাগা** পিছনে লাগা □ বি. **গাঁড়ে বাঁশ** একেবারে কেলেংকারি অবস্থা; ল্যাজে গোবরে হওয়া □ ক্রি.বি. **গাঁড়ে বাঁশ দেওয়া** পিছনে লাগা, দ্র. **বাঁশ দেওয়া** □ **গাঁড়ে রস** বি. সাহস, ওস্তাদি, পাকামি (শালো গাঁড়ে রস হয়েছে না-*কারা.*, আ.হ.) □ দ্র. **গান টু গাঁড়**

গাড়ল বিণ. গাড়োল শব্দের বানানভেদ দ্র. **গাড়োল**

গাড়ি গ্যারাজে যেতে চায় ক্রি.বি. পুরুষাঙ্গের উত্থিত হওয়া, পুরুষের যৌনউত্তেজনা

গাড়োল/ গাঁড়োল[২] বিণ. (<সং.গড্ডল= ভেড়া) ১. বোকা, নির্বোধ ২. গালি. (গাড়লের মতো একটু মাথা নাড়ি-*জাল*, শী.মু.)

গাঁত/ গাঁতের মাল বি. চুরি করা মাল (কোম্পানীর কাগজের দালালী ও গাঁতের মাল কেনার দরুন বিলক্ষণ দশটাকা রোজগার কচ্ছেন-*হুতোম.*, কা.সি.)

গাঁতিয়ে/ গাঁতানো* ক্রি.বিণ. প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বা অধ্যবসায়ের কোনো কাজ করা

গাঁতু বিণ. অত্যন্ত মোটা ব্যক্তি, কুঁড়ে ব্যক্তি তু. **গেঁতো**

গাদন দেওয়া ক্রি.বি. ১. মার দেওয়া, প্রহার করা (একে কী নীলের দাদন বলো? নীলের গাদন বল্লে ভাল হয় না-*নী.দ.*, দী.মি.) ২. অত্যন্ত বেশি খাওয়া ৩. যৌনসংগম করা

গাদাগাদি বি. ১. ভিড় ২. ভিড়ের মধ্যে লোকের ঠেশাঠেশি (পশ্চিমবঙ্গ এমনিতেই ওভার পপুলেটেড, তার ওপরে যদি লাখলাখ রিফিউজি এখানে এসে গাদাগাদি করে তাতে লাভ কী হবে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

গাধা[২] বিণ. বোকা, নির্বোধ; গালি. (মহাকলরবে গালি দিই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা'-*পু.ভূ.*, র.ঠা.)

গান্‌ডু বি. (গান্ডু=বালিশ) ১. গালি., যৌনইঙ্গিতবাহী গালাগালি (আবে গাণ্ডুরা, আমি নাচব না?- *কা.প.*, স.ম.) ২. বোকা, নির্বোধ (ডেইলি ওঠাবসা করছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। এমনই গান্ডু-*কা.মা.*, ন.ভ.,) ৩. বদমায়েশ দ্র. **উদ্গান্ডু** □ বি./ব্য. **গান্ডুজি/গান্ডুবাদ** গান্ধিজি/ গান্ধিবাদ

গান্‌ডেপিন্‌ডে খাওয়া* ক্রি.বি. পেট ঠেসে খাওয়া, আকণ্ঠ খাওয়া

গাব করা/ গাপ করা ক্রি.বি. আত্মসাত করা, চুরি করা, বলপূর্বক অধিকার করা (যদি দু-একটা পয়সা থাকে... ভুলিয়ে ভালিয়ে গাপ করবার মৎলবে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) তু. **গুপি করা**

গাবগুচি করা ক্রি.বি. যৌনসংগম করা

গাবদা/ গাবদাগোবদা/ গোবদা বিণ. স্থূলাকৃতি মোটাসোটা

গাবানো ক্রি. ডোবানো, সুযোগ হাতছাড়া করা □ বিণ. **গাবা** যে ডোবায়, বিপদে ফেলে, অকর্মণ্য

গাবু বি. স্তন

গাব্বু ডন বি. যৌনসংগম করা

গাভাস্কার[২] (সমাস.) গাঁড় মেরে অস্কার

গামলা[২] (সমাস.) গাঁড় মারার হামলা; গুদের ওপর হামলা; উগ্রপন্থী সমাস

গামা বিণ. চমৎকার

গাম্‌বাট বিণ. ১. অত্যন্ত বোকা ২. গালি.

গাম্ভীর্য[২] (সমাস.) গামলা ভরা বীর্য; টইটম্বুর সমাস

গায়ে ফুঁ দিয়ে চলা[১] ক্রি.বি. সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে চলা

গায়েব[২] বি. (আ. গয়িব) লুকোনো, চুরি (ওর থমকানো বা ভুরু কোঁচকানো ঝোঁকের ঠ্যালায় গায়েব করে ছিলাম-*বিবর*, স.ব.)

গার্‌ডার[২] (সমাস.) গাঁড় মারার অর্ডার

গিঁট খাওয়া ক্রি.বি. বোকা বনে যাওয়া

গিদুস বিণ. বড়ো, বিপুলায়তন

গিদে বি. (সী.) অহংকার

গিনিপিগ* বিণ. (ইং. guinea-pig) যার ওপর দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় (আমি তাহলে একটা গিনিপিগ-*আ.দে.*, প্র.রা.) তু. *NTC* : **guinea-pig** *n* someone upon whom an experiment is tried.

গিলা/ গিলে হয়ে যাওয়া ক্রি. (হি. গিলা=ভিজে) বিপদে পড়া, বারোটা বাজা (কিলার কেস গিলা হয়ে গেল-*কা.পু.*, স.ম.)

গিলে খাওয়া[১] ক্রি. সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করা

গিলেটিন হয়ে যাওয়া[২] ক্রি.বিণ. ১. দায়িত্ব চাপা ২. শাস্তি পাওয়া (শিরোচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দেবার যন্ত্রের নামানুষঙ্গে) তু. **খুদিরাম হওয়া**

গুও/গুয়ো বিণ. গালি. (দেখলে গোকুল বাবু, গুওটার কথা দেখলে-*স.এ.*, দী.মি.)

গু করা ক্রি.বি. নোংরা করা □ বিণ. **গুখেকো/ গুখোর/ গুখুরি** ১. নোংরা কাজ, নোংরা কাজ করে এমন ব্যক্তি, ২. গালি. (আয় না গুখেকোরা, এমন বেত্তান্ত শুনিয়ে দেব যে ধুড়ধুড়ি নড়ে যাবে-*হা.*, ন.ভ.) □ বি. **গুখেকোর ব্যাটা** ও গুখেকোর ব্যাটা... তোর বাড়ী যেন যোড়া মরা মরে-*নী.দ.*, দী.মি.)

গুগলি[১] বি. (ক্রিকেটের অনু., যে বল প্রত্যাশার বিপরীতে ঘোরে) ১. অপ্রস্তুত, বিপর্যস্ত, ২. ঝঞ্ঝাট, গণ্ডগোল (সব গুগলি হয়ে গেল-*হা.*, ন.ভ.)

গুচ্ছের* বিণ. (সং. গুচ্ছ) অনেক, নানাবিধ (বাগানে তো একেবারে যাকে বলে 'বিশ্বের বিস্ময়' হ্যাঙ্গিঙ গার্ডেন, গুচ্ছের কলাবতী ফুল গাছ-*বিবর*, স.ব.)

গুছিয়ে করা[১] ক্রি.বিণ. ১. অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করা (গুছিয়ে প্রেম করা) ২. প্রচণ্ডভাবে করা (গুছিয়ে পালিশ করা=প্রচণ্ড প্রহার করা) ৩. সম্যকরূপে করা, কাজ হাসিল করা (কাজ গুছিয়ে, আমি বুঝতে পেরেছি-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.) তু. **আখের গোছানো**

গুজ গুজ ফুস ফুস দ্র. **গুজুর গুজুর**

গুজু বি. (ব্য.খণ্ড) গুজরাটি

গুজু করা ক্রি.বি. জটিল করা, গুলিয়ে দেওয়া

গুজুর গুজুর/ গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর/গুজগুজ/গুজুর গাজুর গুজগুজ ফুসফুস* বি. চুপিসারে কথাবার্তা, কথাবার্তা (তাদের কেউ কেউ কাদেরের মুখচেনা, কিন্তু তারা তাকে আমল না দিয়ে নিজেদের মধ্যে গুজুর গাজুর চালিয়ে যায়-*খো.*, আ.ই.; সেই মেজদাকেই দেখেছিলাম, কী ভাব দুজনে, গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর, চাকরি তো না, যেন একটা কন্সপিরেসি চলছে-*প্রজা*, স.ব.; ওর সঙ্গে অত গুজগুজ ফুসফুস কী করছিলে) □ বিণ. **গুজগুজে** মনের কথা যে স্পষ্ট করে বলে না, চুপিচুপি কথাবার্তা বলা যার স্বভাব

গুটকে বিণ. ছোটো; বেঁটে

গুডি/ গুডি গুডি/গুড বয় বিণ. (ইং.<good boy/ব্য.) ভালোমানুষ (বাঃ, তুমি দেখছি বেশ গুডি বয়-*কাল.*, স.ম.)

গুড় করা ক্রি.বি. বোর করা (আদিব্যঞ্জন পরিবর্তন) দ্র. **বোর**

গুড় গ্যাজানো ক্রি.বি. বাজে কাজে সময় নষ্ট করা

গুড়গুড়ি বিণ. অত্যন্ত বেঁটে

গুড় জল[২] বি. মদ

গুড়িয়া বি. (হি.=পুতুল) সুন্দরী মেয়ে (ওকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দাও, ওখানে এই সব গুড়িয়া খুব নিচ্ছে-*জাল*, শী.মু.)

গুড়ে কোন্নগর দ্র. **গুড়ে বালি**

গুড়ে বালি[১] (আল.) অবাস্তব প্রত্যাশা (তোমার স্বামী শাহেনশা ঘরে বসে বসে দশ রকম ব্যাধিতে ভুগবেন, আর আমাকে রোজরোজ ডাক্তারের কাছে... যেতে হবে, সে গুড়ে বালি-*বিবর.*, স.ব.) স.ব্য. **গুড়ে কোন্নগর** (স্টেশনের নামে অনু.)

গুঁতো দেওয়া/ মারা[১] ক্রি.বি. তাগাদা দেওয়া □ ক্রি.বি. **গুঁতো খাওয়া** গালাগালি খাওয়া; অপমানিত হওয়া

গুদ বি. ('[সং.√গুদ+অ(ক)-ক; ছান্দস] যাহা কুঞ্চনাকুঞ্চন দ্বারা ক্রীড়া করে; মলনির্গমমার্গ, গুহ্যদেশ, পায়ু'; হরিচরণ) যোনি □ ক্রি. ~ **মারা** ১. যৌনসংগম ২. ধর্ষণ করা □ বি. **~মারানি/ ~মারাটা** অশ্লীল গালি. □ বি. **~মুখো** অশ্লীল গালি. তু. **ফ্যাদামুখো, যোনিমুখো, ল্যাওড়ামুখো** □ বিণ. **গুদি/গুদো** অকর্মণ্য, বোকা; গালি.

গুদাম[১] বি. লেডিস হস্টেল তু. **মালখানা**

গুদাম[২] (সমাস.) গুদের মধ্যে ফজলি আম

গুদি/ গুদো দ্র. **গুদ**

গুপি বিণ. ঘোড়েল গন্ডগোল □ ক্রি.বি. ~**করা** ক্রি. আত্মসাত করা, চুরি করা; বলপূর্বক অধিকার করা; তু. **গাপ করা**

গুবলু করা ক্রি.বি. ১. কেটে পড়া ২. জোচ্চুরি করা, ঠকানো

গুবলেট* বি. বানচাল; ভেস্তে যাওয়া; কেলেংকারি কাণ্ড (প্রায় গুবলেট হয়ে যাওয়া এই দিনের সঙ্গে কোন মিল নেই-*বিবর.* স.ব.)

গুম* বি. ১. লোপাট (এই সব ঘরে নাকি এক সময়ে শত্রু পক্ষের লেঠেল এবং অবাধ্য প্রজাদের গুম করা হত-*রোমন্থন.*, ত.রা.) ২. নিশ্চুপ (বুঝতে পারলুম মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছি। প্রত্যেকেই গুম-*কারা.*, আ.হ.) □ ক্রি.বি. ~**করা** গোপনে লোপাট বা খুন করা □ বি. ~**বাজ** খুন বা লোপাট করে যারা, পেশাদার খুনি

গুমটি[২] (সমাস.) গুদের মধ্যে চিমটি; কুটকুটানি সমাস

গুমো বি. সুন্দরী মেয়ে

গুমোর* বি. অহংকার (লোকে শুনলে বলবে অহংকার, গুমোর-*পৌর্ণমাসী*, সু.মু.

গুয়ে বসানো ক্রি.বি. অত্যন্ত অপ্রস্তুত বা হীন প্রতিপন্ন করা

গুয়ো দ্র. **গুও**

গুরু[২] বি. ১. বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি ২. সম্বোধন বিশেষ (হারবার্টদা, একটা কতা, সাহস করে বলব গুরু? -*হা.*, ন.ভ.)

গুল/ গুলগাপ্পা বি. মিথ্যে, ভাঁওতা □ স. ব্য. **গুলি** □ ক্রি. ~**মারা/ দেওয়া/ ঝাড়া** মিথ্যে কথা বলা (ধরা পড়ার পর বেশ গুল মেরে চলছিল -*কারা.*, আ.হ.) স.ব্য. **গুলতাপ্পি দেওয়া, গুলপট্টি দেওয়া** □ বিণ. ~**বাজ** যে মিথ্যে কথা বলে □ বি.~**বাজি/ বাজাকি** (সত্যি ও রকম করত নাকি, কে জানে। নাকি খালি গুলবাজাকি-*প্রজা.*, স.ব.) □ বি. **গুলিখুরি/ গুলিখরি** (তোর যত গুলিখরি-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) দ্র. **গুলি**

গুল বি. প্রেম (ফা. গুল=ফুল) □ ক্রি.বি. ~**খিলানো** (হি.) প্রেম করা

গুলজার/ নরক গুলজার[১] বি. একত্র সমাবেশ এবং হিতাহিত নির্বিশেষে হইচই করা

গুলতানি* বি. (ফা. গুলতান=গড়াগড়ি দেওয়া, গোলাকার বস্তুর গড়িয়ে চলা) অকারণে আড্ডা মারা, কাজকর্ম না করে সময় কাটানো, মশগুল হয়ে গল্প করা (তার ওপর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের অসহ্য গুলতানি-*কু.দে.*, হ.দ.)

গুলতাপ্পি দেওয়া দ্র. **গুল মারা**

গুলপট্টি বি. দ্র. **গুল**

গুলি বি. ১. দ্র. **গুল** ২. গাঁজা (তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েছ-*জা.বা.*, দী.মি.) ৩. অণ্ডকোষ (তু. *ODS* : Testicles : **goolies,** Apparently of Indian origin; compare Hindustani *gol* bullet, ball, pill/ pills) ☐ বি. **~খোর** যে গাঁজার নেশা করে (তখন সে মন্দ হক্, ছোন্দ হক্ গুলিখোর হক্ তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল-*জা.বা.*, দী.মি.)

গুলি মারা[১] ক্রি.বি. উপেক্ষা করা, একেবারে অগ্রাহ্য করা বা তোয়াক্কা না করা

গুলিয়ে যাওয়া* ক্রি. বিভ্রান্ত হওয়া, হিসেব এলোমেলো হয়ে যাওয়া (এই লোকটার কথা শুনে সব গুলিয়ে যাচ্ছে-*কা.পু.*, স.ম.)

গুলে খাওয়া[১] ক্রি. সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা (ছেলে যে এই কদিনে শহরটাকে গুলে খেয়েছে, তা সে জানতো না-*কা.প.*, স.ম.)

গুলের জি করা ক্রি.বি. প্রেম করা

গুষ্টি* বি. (<গোষ্ঠী) সমস্ত পরিবার, এক পরিবারের সকলে; জটলা, অবাঞ্ছিত মানুষের ভিড় তু. **রাবণের গুষ্টি** ☐ ক্রি.বি. **গুষ্টির তুষ্টি করা** (ব্য.) গালাগালি দেওয়া; যাচ্ছেতাই ভাষায় বলা ☐ বিণ. **গুষ্টির পিন্ডি** (বু.) অপদার্থ জিনিস, বাজে, কিছুই না এমন (আমার গুষ্টির পিণ্ডি গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে-*লীলাবতী*, দী.মি.)

গুহ্য[২] বি. যোনি

গেছো মেয়ে* বিণ. দজ্জাল মেলে

গেজেট[২] বি. (ব্য.) সবজান্তা, অনেক বিষয়ে খবর রাখে যে

গেঁজে যাওয়া/ গ্যাঁজা ক্রি. বি: বারোটা বেজে যাওয়া; প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নিজের দোষে যথেষ্ট সফল না হওয়া; অহংকারের জন্য প্রতিভা নষ্ট করা ☐ বি. **গ্যাঁজাগেঁজি** জটিল পরিস্থিতি (ওসব গ্যাঁজাদেঁজি আমিও ডু নট লাইক-*হা.*, ন.ভ.)

গেঁজেল বিণ. গাঁজাখোর (পাঁড় গেঁজেল বলে চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করেন-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

গেঞ্জি[২] বিণ. (ইং. guernsey/ ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকার অনু.) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাগরেদ, ঘনিষ্ঠভাবে গায়ে লেগে থাকে যে (খুরকি নুকু ঘোষের গেঞ্জি হয়েছে আর আমি? -*কা.পু.*, স.ম.)

গেডানো ক্রি. মুখস্থ করানো (গেডানো রীতিতে অনেক অনিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই-*এ.সে.*, রা.ব.)

গেঁড়ে/ গ্যাঁড়া বিণ. বেঁটে (আমি গেঁড়ে বললে তেড়ে মারতে আসে-*খণ্ডিতা*, স.ব.) ☐ বিণ **~চৈতন** বিণ. বোকা

গেঁড়ে দেওয়া দ্র. **গ্যাঁড়া মারা**

গেড়ে/ গেঁড়ে বসা* ক্রি. পাকাপাকি ভাবে বসা; কায়েম হওয়া

গেঁড়েমি বি. কুঁড়েমি (এ দিকে তুমি গেঁড়েমি করবে আর অন্যদিকে কোন খানকির ছেলে কেস ফিনিশ করে চাক্কি ঝেঁকে নেবে-*জাল*, শী.মু.)

গেঁতো বিণ. অলস, দীর্ঘসূত্রী □ বি. **-মি** আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা

গেপে দেওয়া ক্রি.বি. দ্র. **গাপ করে দেওয়া**

গেরামভারি/ গেরেমভারি* বিণ. (<গাম্ভীর্য) দেমাকি চালচলন (এক-একজনের যেমন থাকে, পাড়ার মধ্যে একটু গেরামভারি চাল, একটু হিড়িক মেরে চলা, সেরকম কিছু না-*প্রজা.*, সু.ব.)

গেরো* বি. ঝামেলা, বাধ্যবাধকতা (আমারও হয়েছে এমন গেরো যে ঘর ছেড়ে রাতে এসে যে থাকবো, তাও পারিনা-*কমলা.*, গৌ.ঘো.)

গোঁজা/ গোঁজামিল* বি. হিসেবে কারচুপি করা, মিথ্যে খরচ দেখিয়ে হিসেব মেলানো, মিথ্যে কথা বলা (যুক্ত বিবৃতি না ছাই। গোঁজামিল। -*পূ.প.১*, সু.গ.)

গোঁজা[২] বিণ. অপদার্থ, অকর্মণ্য

গোটো বিণ. ১. নির্বোধ ২. কৃপণ

গোড়া বি. সুন্দরী মেয়ে

গোঁত্ খাওয়া ক্রি.বি. (ঘুড়ি ওড়ানোর সূত্রে ব্যবহৃত শব্দ) ১. অনেক উচ্চতা থেকে হঠাৎ নিচে নেমে আসা ২. চূড়ান্ত মত পরিবর্তন

গোঁত্তা খাওয়া ক্রি.বি. ধাক্কা খাওয়া; প্রতিহত হওয়া (সেখান থেকে গোত্তা খেয়ে নামল টলস্টয়ে-*পঞ্চ১.*, সৈ.মু.)

গোঁপ খেজুরে বিণ. অলস

গোপ্পা/ গোপ্পা ক্যাচ বিণ. (ক্রিকেট খেলার শব্দ) সহজ ক্যাচ, সহজে ধরা যায় এমন উচ্চতায় আসা ক্যাচ

গোবদা দ্র. **গাবদা**

গোবদ্যি* বিণ. (ব্য./<বৈদ্য) বাজে চিকিৎসক

গোবর/ মাথায় গোবর[২] বিণ. বুদ্ধিহীন (এঃ, এর মগজে গোবরও নেই-*চা.মৃ.*, না.গ.)

গোবরগণেশ[১] বিণ. নির্বোধ, অকর্মণ্য (যখন মিত্রজা এত বড় গোবরগণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না?-*ইন্দিরা*, ব.চ.)

গোবরেন বি. বিপর্যস্ত, গণ্ডগোল

গোঁয়ার/ গোঁয়ার গোবিন্দ/ গোঁয়ারগেলে* বিণ. উদ্ধত, হঠকারী; গোঁ আছে যার (খুব গোঁয়ার আর একরোখা তো-*সদর.*, সু.চ.; শালা তাকিয়ে আছে গোঁয়ারগেলের মতো-*হা.*, ন.ভ.; অলি চমৎকার মেয়ে, বাবলুর মতন গোঁয়ারগোবিন্দ, মাথা-গরম ছেলেকে অলি ঠিক সামলে রাখতে পারবে-*পূ.প.২*, সু.গ.) □ বি. **গোয়ার্তুমি*** গোঁয়ারের ভাব

(গোঁয়ার্তুমি না করে একটু অ্যাডজাস্ট কর-*কারা.*, আ.হ.)

গোয়াল° বি. কোচিং সেন্টার তু. **খাটাল**

গোরু/ গোরুখোর/ গোরুপড়া দ্র.গরু

গোল খাওয়া° ক্রি.বি. (ফুটবলের অনু.) মুশকিলে বা বিপদে পড়া; নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা □ ক্রি.বি. **গোল হওয়া** ১. ঝামেলা হওয়া ২. বোকা বনে যাওয়া

গোলকি বি. (খণ্ড <ইং. goalkeeper/ ফুলবলের অনু.) গোলকিপারএর খণ্ডিত রূপ (ও তুই যত কষেই পেনালটি কিক দে, গোলকি শালা একজন কেউ আছে, ঠিক লুফে নেবে-*এখনই*, র.চৌ.)

গোলগাপ্পা* বিণ. মোটাসোটা □ বি. (হি.) ফুচকা

গোলডি বি. (ইং. gold=সোনা) সোনাগাছি (ওরা আদর করে তাকে গোলডি বলে-*কাল.*,স.ম.)

গোলপুঁটুলি বি. গোলমাল (মাল= পুঁটুলি) (যত বলচে তত সব আমার গোলপুঁটুলি হয়ে যাচ্ছে- *হা.*, ন.ভ.)

গোল হওয়া দ্র. **গোল খাওয়া**

গোলা বিণ. ১. বোকা ২. অসাধারণ

গোলাপ জাম° বি. সুন্দরী মেয়ে দ্র. **জি.জি./ জি.জ্যাম**

গোলাপি° বি. মিথ্যে কথা, ঢপবাজি

গোলে হরিবোল' (বু.) তালে গোলে হয়ে যাওয়া (দশজনের গোলে হরিবোলে পঞ্চদশ বৎসর পাঠ করিয়া শব্দকাণ্ড শেষ করিলেন- *দু.ন.*, ব.চ.)

গোল্লা* বি. শূন্য □ ক্রি.বি. **~পাওয়া** পরীক্ষায় শূন্য পাওয়া; চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়া (একবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন তো সে কথা রাষ্ট্র হয় নাই-*পা.দা.*, সু.রা.) □ ক্রি.বি. **গোল্লায় যাওয়া** বখে যাওয়া; অধঃপাতে যাওয়া তু. **জাহান্নামে যাওয়া** (এমনি করেই সবাই নিজেদের গোল্লায় দাও-*প্রজা.*, স.ব.)

গোসা/ গোঁসা বি. (<হি.গুস্‌সা) রাগ, মেজাজ (তোর পাদ্রিবাবা শুনলে গোঁসা করবে-*সদর.*, সু.চ.)

গোহারা/ গোহারান* বি. সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়া, হেরে ভূত হওয়া (দুপুর থেকেই হঠাৎ রটে গেল যে কংগ্রেস এবার গো-হারান হারছে-*পৃ.প.১.* সু.গ.)

গ্যাজা দ্র. **গেঁজে যাওয়া**

গ্যাঁজা/ গ্যাঁজাখুরি দ্র. **গাঁজা**

গ্যাঁজানো* ক্রি. আড্ডা মারা; উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা বলা (তুই এলি, তার মানে দিনটা গেঁজিয়ে কাটবে-*সদর.*, সু.চ.)

গ্যাঁট/ গ্যাঁট হয়ে বসা* ক্রি.বিণ জমিয়ে বসা; এমনভাবে বসা যাতে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে (ফিরে এসে ট্যাক্সিতে গ্যাঁট হয়ে বসলেন রমণীবাবু-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.)

গ্যাঁড়া দ্র. **গেঁড়ে**

গ্যাঁড়াকল/ খ্যাঁচাকল* বিণ. ঝামেলা, অসুবিধেজনক পরিস্থিতি (জজদাদাও পড়েছেন এক প্রচণ্ড খ্যাঁচাকলে-*সদর.*, সু.চ.)

গ্যাঁড়া দেওয়া মারা ক্রি.বি. চুরি করা, আত্মসাৎ করা (এই টাকাটা গ্যাঁড়া দিতে হবে-*অলীক.* জ্যো.ঠা.)

গ্যাদরা/ গ্যাদা বি. অহংকার

গ্যানা বি. স্তন

গ্যামাকসিন দ্র. **প্রেস্টিজে গ্যামাকসিন**

গ্যারাজ করা[৩] ক্রি.বি. (ইং. garage) ১. জমা করা, যথাযথন স্থানে রাখা ২. যৌনসংগম করা ৩. প্রহার করা

গ্যাস দেওয়া ক্রি. মিথ্যে বলা; অত্যুক্তি করা (*MDCS* : **gas** : idle or boastful talk) তু. **গুল মারা**

গ্রে সেল/ মগজে গ্রে সেল বি. (ইং. grey cell) বুদ্ধি, ঘিলু

গ্লিসারিন ড্রেস (ইং. glycerine dress) বি. স্বচ্ছ পোষাক, বিশেষত মেয়েদের পোষাক, যার মধ্যে দিয়ে শরীর দেখা যায়

ঘ

ঘট[২] বিণ. বোকা, অকর্মণ্য □ বি. মাথা (আমার ঘটে বড়ো বুদ্ধি এসে না-*অলীক.* জ্যো.ঠা.)

ঘন্ট বানানো[২] ক্রি.বি. এলোমেলো করা; তোলপাড় করা

ঘণ্টা[২] বি. ১. কিছুই নয় (সে আমার ঘন্টা করবে) ২. পুরুষাঙ্গ; তু. **কচু.**

ঘপ্‌ঘপ্‌পচ্‌পচ্‌খালাস (ধ্ব.) যৌনসংগম করা, ধর্ষণ করা

ঘরওয়ালি বি. (হি.) মেয়েদের হোস্টেল রুমমেট

ঘষা[২] ক্রি. ১. গাঁড় ঘষার সংক্ষিপ্ত রূপ ২. হত্যা করা তু. *NTC:* **rub some one out** *vb.phr.* to kill someone (underworld) □ বি. **ঘষাঘষি** মাখামাখি, ঘনিষ্ঠতা (খুনীটার সঙ্গে কিসের ঘষাঘষি হচ্ছিল-*জাল,* শী.মু.)

ঘাওড়া বিণ. **ক্যাওড়া** শব্দের উচ্চারণ ভেদ

ঘাগি/ঘাঘু* বিণ. চতুর (বেটা ভারি ঘাঘী-*আ.মু.*, ভো.মু.)

ঘাট মানা[১] ক্রি.বি. অন্যায় স্বীকার করা □ ক্রি.বি. **ঘাট হওয়া**[১] অন্যায় হওয়া (ঘাট হয়েছে, এখন কি করে এসেচিস্ বল, আর কাটা গায়ে ন্যূনের ছিটে দিসনে-*বি.বি.না.*, উ.মি.)

ঘাঁটানো* ক্রি. বিরক্ত বা উত্তেজিত করা (দরকার নেই ঘাঁটিয়ে-*সদর.*, সু.চ.)

ঘাটিয়া বিণ. (হি.) বাজে; নোংরা

ঘাটের মড়া[১] বিণ. ১. নিতান্ত বৃদ্ধ ২. গালি. (যুবতী বলল, 'ঘাটের মড়া, মোক্ষ বুড়ি'-*কা.পু.*, স.ম.)

ঘাড় ভাঙা[১] ক্রি.বি. জবরদস্তি করে

অন্যের টাকা বা অন্য কিছু আদায় করে নেওয়া, অন্যায্যভাবে সুবিধে নেওয়া (বুড়ো বাপ যথাসর্বস্ব খরচ করে আমায় ডাক্তারি পড়িয়েছে, আর আমি তার ঘাড় ভাঙতে পারবো না-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ঘাঁত্ঘোঁত্* বি. (ধ্ব.) প্যাঁচপয়জার, কায়দাকানুন (বিচারে সুপারগ ছিলেন, তাহার কারণ এই এদেশের ভাষা ও রীতির ব্যবহার ও ঘাঁৎঘুঁৎ সকল ভাল বুঝিতেন-*আলাল.*, টে.ঠা)

ঘাপটি মারা* ক্রি.বি. সন্তর্পণে লুকিয়ে থাকা (অনেক কথা আছে যেগুলো মনের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকে-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

ঘায়েল* বি. ১. আহত, পরাজিত □ ক্রি.বি. ~ **হওয়া** আহত হওয়া; পরাজিত হওয়া, মারা যাওয়া; অকৃতকার্য হওয়া (উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে-*আবোল.*, সু.রা.)

ঘিঞ্জি* বিণ. ঘন বসতি, ভিড়

ঘুঘনি[২] (সমাস.) ঘুঘুর পোঁদে অগ্নি, উত্তাপদায়ক সমাস

ঘুঘু[৩] বিণ. অত্যন্ত চালাক, চালিয়াত, ধুরন্ধর (তা না হলে, বড়দা যা রাম ঘুঘু, মুখ ফুটে একটি কথাও বলতো না-*প্রজা*, স.ব.) □ ক্রি.বি. **ঘুঘু চরা/ভিটেয় ঘুঘু চরা**[১] সর্বনাশ হওয়া (এবার ওদের বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুঘু চরার-*রা.রা*, র.ঠা.) □ বি. **ঘুঘুর বাসা**[১] বজ্জাত লোকেদের আড্ডা (মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ঘুঘুর বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ঘুচিয়ে দেওয়া[১] ক্রি.বি. সাঙ্গ করা, বাদ দিতে বা বর্জন করতে বাধ্য করা

ঘুঁটে[২] বি. বুদ্ধিহীনতা □ **মগজে** ~ / **মাথায়** ~ তু. **মাথায় গোবর** □ বি. (ব্য.) **ঘুঁটের মেডেল**[৩] অপদার্থতার পুরস্কার, খারাপ কাজের জন্য সমালোচনার তির্যক পদ্ধতি

ঘুপচি* বিণ. ছোটো অন্ধকার জায়গা (সোধপুরে সাধুবাড়ির ঘুপচি ছেড়ে এই প্রাসাদে?-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

ঘুস্‌কি বি. ১. যৌনসংগম ২. অসতী গৃহস্থ স্ত্রী (খানকি ঘুসকি ও গেরস্তদের ম্যালা লেগে গ্যালো-*হুতোম*, কা.সি.)

ঘেঁচু* বি ১. কিছুই নয় (বরফ দিয়ে ঘেঁচুটা হবে-*কা.মা.*, ন.ভ.) ২. পুরুষাঙ্গ □ স.ব্য. **কচুঘেঁচু**

ঘেঁটি বি. ঘাড়

ঘোঁট* বিণ. গণ্ডগোলে পরিস্থিতি, জটলা □ ক্রি.বি. ~ **পাকানো**[১] কোনো গণ্ডগোল করবার অভিপ্রায়ে দল পাকানো, ষড়যন্ত্র করা (সে বলাবলিতে বরাবরই ঘোঁট পাকাতে পারত-*মারী*, দে.রা.)

ঘোড়া রোগ[১] বি. ১. গরিবের ধনীর

মতো আচরণ, অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ২. কর্মণ্যতা বা বিলাসিতাজনিত অসুস্থতা

ঘোড়ার ঘাস কাটা[১] ক্রি.বি. অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম করা, অকাজে সময় নষ্ট করা (এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি-*ল.শ.*, সু.রা.)

ঘোড়ার ডিম/অশ্বডিম্ব[১] বিণ. অসম্ভব বস্তু, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কোনো কিছুকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত (ঘোড়ার ডিম বলে ছোট বোনকে প্রায়ই সরিয়ে দিতাম-*নি.ক.*, ত.না.)

ঘোড়ার পেচ্ছাপ বিণ. বাজে বস্তু, নোংরা অপ্রয়োজনীয় বস্তু

ঘোড়েল[৩] বিণ. (সং. ঘড়িয়াল এক রকমের কুমির; ঘটিকাপাল যে সময়ের হিসেব করে ঘণ্টা বাজায়, সদাসতর্ক) অত্যন্ত কুচুটে, ধড়িবাজ, প্যাচালো (প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

ঘোমটার নিচে খেমটা[১] (বু.) বাইরে ভদ্রতার আবরণ রেখে ভেতরে নষ্টামি করা

ঘোল খাওয়া[১] ক্রি.বি. (সং ঘূর্ণি>প্রা. ঘুল্লি >ঘোল) নাস্তানাবুদ হওয়া (ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা-*আবোল.*, সু.রা)

ঘ্যাচড়া পড়া বিণ. ১. গায়ে পড়া ২. কুঁড়ে, যার পিছনে লেগে থাকতে হয়

ঘ্যানঘ্যান* বি. বিরক্তিসূচক কথাবার্তা □ স.ব্য. **ঘ্যানরঘ্যানর** □ ক্রি. **ঘ্যানঘ্যান করা/ ঘ্যাঙানো** বিরক্তিকর, একঘেয়ে কথা বলা বা অনুনয়বিনয় (বার বার ঘ্যান ঘ্যান করে বোকার মত কথা বলছিল-*পা.দা.*, সু.রা., ঘ্যানোর ঘ্যানো করবেন না তো, থানায় গেলেই সব জানতে পারবেন-*চ.দু.*, স্ব.চ.) □ বিণ. **ঘ্যানঘ্যানে/ ঘ্যাঙা** ঘ্যানঘ্যান করে যে (প্রত্যেক রুগীরই প্রায় একই ঘ্যানঘ্যানে অভিযোগ-*পু.প.১*, সু.গ.)

ঘ্যাম/ ঘ্যামচ্যাক/ ঘ্যামা বিণ. ১. সুন্দর, সুদর্শন অত্যন্ত উজ্জ্বল, চকচকে ২. অত্যন্ত বেশি (১. এ যে দেখছি ঘ্যাম কেলো-*জাল*, শী.মু.) ৩. অত্যন্ত অভিজাত (চিমনিরা ঘ্যামা লোক আছে রে ট্যাপা-*জাল*, শী.মু.) ৪. দেমাক, দাপট □ ক্রি.বি. **ঘ্যাম নেওয়া** মেজাজ নেওয়া, গাম্ভীর্য নিয়ে চলা, অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব ব্যক্ত করা

চ

চ-এর দোষ বি. চরিত্রের দোষ তু. **সি-এর দোষ**

চকার বকার দ্র. **শকার বকার**

চকোলেট[৩] বিণ. (ইং. Chocolate) অত্যন্ত নিরীহগোছের চেহারার

ছেলে, মেয়েলি চেহারা ছেলে □ বি. ~ হিরো (ইং. hero) ১. মেয়েলি চেহারা সিনেমার নায়ক ২. আমির খান

চক্কর* বি. ১. ফাঁদ, ষড়যন্ত্র ২. জটিল ব্যাপার, ঝামেলা □ ক্রি.বি. ~ **চালানো/ ~ মারা** ১. প্রেম করা ২. বন্দোবস্ত করা (দেখা যাক কিছু চক্কর চালানো যায় কিনা) ৩. ধান্দাবাজি করা □ ক্রি.বি. ~ **মারা** ঘুরে বেড়ানো (দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.) □ ক্রি.বি. ~ **লাগানো/ মাথায় চক্কর লাগানো** মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া; সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত করা (নদের চাঁদ আমার মাথায় পর্যন্ত চক্কর লাগিয়ে দিয়েছে-*আ.দে.*, প্র.রা.) □ ক্রি.বি. **চক্করে পড়া** ১. ঝামেলায় পড়া ২. প্রেমে পড়া (আমি শালা আবার কনকচাঁপার চক্করে পড়ে গেছি-*আ.দে.*, প্র.রা.)

চক্ষু চড়কগাছ/ চক্ষু ছানাবড়া[১] বি. বিস্মিত হওয়া; চোখ কপালে ওঠা (দুপুরে খাওয়ার আয়োজন দেখে সত্যি চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম-*পৃ:প.১*, সু.গ.; মিঠুদের বাড়ি...চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবার মতো নাকি-*এ.পা.*, বা.ব.)

চচ্চড়ি পাকানো[৩] ক্রি.বিণ. তালগোল পাকানো

চটকা* বি. নিদ্রালুতা, অমনোযোগ (এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চটকা ভেঙে গেল-*আ.ফু.*, অ.ঠা.)

চটকানো[২] ক্রি. ১. পিছনে লাগা, ইচ্ছাকৃতভাবে অসুবিধেয় ফেলা ২. পণ্ড করে দেওয়া (সাধে ধ্যান চটকে যায়-*শা.প্র.*, স.চ.) স.ব্য. **চটকে চব্বিশ, চটকে চাটনি, চটকে চানাচুর, চটকিস করা**

চটা/ চটে যাওয়া ক্রি. রেগে যাওয়া (কমলা কোনো কারণে তার উপর বেজায় চটে গিয়েছে-*কমলা.*, গৌ.ঘো.) □ ক্রি.বি. **হাড়ে চটা** প্রচণ্ড রেগে যাওয়া (সেও নেহরুর ওপর হাড়ে চটা-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

চট্টোপাধ্যায়[২] বি. চটি (ধ্বনির অনু.)

চড়া/ চড়ানো[১] ক্রি. ১. মদ খাওয়া, নেশা হওয়া ২. উপবেশন করা, ওঠা (জজ সাহেব চড়েছে = জজ সাহেব বিচার করতে বসেছেন : কোর্টের ভাষা)

চড়াও হওয়া[১] ক্রি.বি. সদলবলে আক্রমণ করা; বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে ঘিরে ধরা

চন্দ্রবিন্দু হওয়া[৩] ক্রি.বি. পরলোকগমন করা (মৃত ব্যক্তি বোঝাতে বাংলা বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করার রীতির অনু.)

চপে চুল বি. অবিশ্বাস্য মিথ্যে কথা (<চপের চপ, তাতে চুল)

চব্য বি. ১. গণ্ডগোল, ঝামেলা ২. খুব রসালো ব্যাপার

চবুতর বি. (<চত্বর) আশপাশ, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য

চমকানো[২] ক্রি.বি. ভয় দেখানো □ বি. **চমকে চ/ চমকে চব্বিশ/ চমকে চৌত্রিশ** ভয় পেয়ে হতভম্ব

চমৎকার[২] (সমাস.) চুদে মুতে একাকার

চম্পট* বি. পলায়ন (এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে গণেশচন্দ্র আবার চম্পট-*পা.দা.*, সু.রা.)

চরণামৃত[৩] বি. ড্রাগ; মদ

চরানো[১] ক্রি.বি. খেলাচ্ছলে কোনো ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা (উপরন্তু অল্পবয়স থেকেই বিস্তর ছেলেকে চরিয়ে সে এত বড়টি হল-*জাল*, শী.মু.)

চরে খাওয়া[১] ক্রি.বি. নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়া (কফিহাউসে আছি, ইচ্ছে হলে এসো, নইলে চরে খাও-*কাল.*, স.ম.)

চলকানো/ চলকে ওঠা* ক্রি.বি. উচ্ছল সৌন্দর্য, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে

চশমা[২] (সমাস.) চোষে মামি হাসে মামা

চলেব্‌ল্‌ বিণ. (বা. চল + ইং. able) চলনসই

চশমখোর বিণ. (ফা. চশম = চোখ) চক্ষুলজ্জাহীন (পাড়ার সবাই বলে, চশমখোর-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

চাঁই* বিণ. ১. গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, প্রধান ব্যক্তি (বড়দা তখন ওদের দলে বেশ একটা চাঁই হয়ে উঠেছিল-*প্রজা*, স.ম.) □ বি. **চাঁই বুড়ো** দক্ষ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি

চাউর* বি. প্রচার (তার ক্যাণ্ডিডেট হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারটা চাউর হতেই এক রাত্তিরে ঘরে হানা দিল জনা দশেক ছেলে-*দল*, ম.সে.)

চাকি/ চাক্কি বি. (অপরাধজগতের ভাষা) টাকা, বিশেষত কয়েন (কোন খানকির ছেলে কেস ফিনিস করে চাক্কি ঝেঁকে নেবে-*জাল*, শী.মু.)

চাগাড় দিয়ে ওঠা[১] ক্রি মাথা তুলে ওঠা; জানান দেওয়া (কুঁচো কৃমি... যেগুলো আমার পেটে প্রায় মৌরসীপাট্টা গেঁড়েছে, সময়মত ঠিক চাগাড় দিয়ে ওঠে-*বিবর*, স.ব.)

চাঙ্গা হওয়া[১] ক্রি.বি. পুনরুজ্জীবিত হওয়া (বুড়ী...পাঁচদিন গঙ্গাতীরের হাওয়া খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

চাট* বি. মদের সঙ্গে খাবার জন্য চানাচুর জাতীয় বস্তু

চাটা/ চাট মারা[২] ক্রি. ১. পিছনে লাগা (ওরে গৌতম, চাট মারে রে-*এ.পা.*, বা.ব.) ২. ধমকানো, গালাগাল দেওয়া ৩. তাচ্ছিল্য করা, হ্যাটা করা □ ক্রি. ~ **পাওয়া** পিছনে লাগার ইচ্ছে হওয়া

চাটনি[৩] বিণ. ১. রসালো ব্যাপার ২.

বকুনি দ্র. **চাটা** ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** ১. নারীসম্ভোগ করা ২. আসল সুবিধেটা ভোগ করা (আমরা পাঁক তুলব আর নেতারা চাটনি খাবে-*কাল.*, স.ম.)

চাঁটি মারা[২] ক্রি.বি. ১. পিছনে লাগা, বিব্রত করা (ওরা দেখলেই আমায় মাথায় চাঁটি মারে-*পূ.প.১*, সু.গ.) ২. অসংগতভাবে সুযোগ নেওয়া

চাড়া দিয়ে ওঠা[১] ক্রি.বি. বেড়ে ওঠা; উত্তেজিত হয়ে ওঠা

চাঁড়াল* বিণ. (<চণ্ডাল) ১. অমার্জিত ২. গালি

চাড্ডা বি. (চা + আড্ডা) চায়ের আড্ডা

চাঁদ/ চাঁদু* বি. ডাকবিশেষ (তুমি তো চাঁদ আমার কথার জবাব দিলে না-*প্রজা.*, স.ব.; হক্কের টাকা দিয়ে জমি ছাড়ো চাঁদু-*জাল*, শী.মু.) তু. **মামা, বস**

চাঁদনি[২] বিণ. সুন্দরী বা চটকদার মেয়ে

চাঁদা করে[১] ক্রি.বিণ. অনেকে মিলে, বিশেযত মারধোর করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত (চাঁদা করে ক্যালানো)

চাঁদি* বি. মাথা, ব্রহ্মতালু (আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম-*চা.মূ.*, না.প.)

চাপকে লিলি বিণ. উল্লাসবাচক বুলি

চাপনি দেওয়া/ মারা ক্রি.বি. লুকোনো; বিশেষত গুরুজনদের দেখে সিগারেট লুকানো

চাপাটি বি. থাপ্পড় দ্র. **কানচাপাটি**

চামকি বি[২]. সুন্দরী মেয়ে, চমকপ্রদ মেয়ে

চামচা[২] বিণ. (ফা./ ব্য.) শিষ্য, সাকরেদ (এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। সব শালা চামচা-*কারা.*, আ.হ.) □ বি. **চামচার হ্যাণ্ডেল**[২] শিষ্যের শিষ্য

চামর[২] বি. সুন্দরী মেয়ে

চামসা/ চিমসে* বিণ. রুগ্ন, অপরিপুষ্ট

চামার* বিণ. গালি.; নির্দয় ব্যক্তি (ছোকরা একেবারে চুষুণ্ডি চামার নয়-*র.দা.*, শ.ব.)

চামু বিণ. খুব ভালো

চাম্পু/ চাম্পি বিণ. (ইং. <champion) ১. অসাধারণ, শ্রেষ্ঠ ২. সুন্দরী মেয়ে (ঢপ কোম্পানির ডবল ডানা এরোপ্লেনে চরে চাম্পি একটা মাল নিয়ে ব্যাক করবে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

চারঅক্ষর/ চারঅক্ষরের গালাগালি বি. অশ্লীল গালি., বোকাচোদা (E.P. **four letter word.** A 'rude word' of four letters... there are at least ten of them: arse, ball(s), cock, cunt, fart, fuck, piss, quim, shit, twat.) □ স.ব্য. **দু অক্ষর** শালা (তখন কেদারকে দু'অক্ষর চার অক্ষর গাল দিয়ে একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে আলমারির হাতলে ঘা মারল-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

চার আনা বারো আনা বিণ. অসমান, সামঞ্জস্যহীন

চার চক্ষু/ চার চোখো বিণ. চশমাধারী ব্যক্তি (*ODS*: **four eyes**)

চারশো বিশ/ ফোর টুয়েন্টি বি. জালিয়াত, জোচ্চর (সংবিধানের ৪২০ সংখ্যক ধারার অনু., যাতে জোচ্চুরি জাতীয় অপরাধের কথা বলা আছে) (সে বুঝতে পারছিল লোকটা একটা দালাল, হয়তো চারশো বিশ কিন্তু ওর কথা বলার ধরনটা তার ভাল লাগছিল- *কা.পু.*, স.ম.; একটা ফোর টুয়েন্টি পঞ্চাননকে সত্যি সত্যি বর দিয়ে ফেললাম-*আ.দে.*, প্র.রা.) □ বি. **চারশো বিশি** জালিয়াতি, জোচ্চুরি (ধুৎ ওটা একদম চারশো বিশি কারবার হবে-*কা.পু.*, স.ম.)

চারু বি. মদ (<দারু আদি ব্যঞ্জন পরিবর্তন)

চাল (সমাস) চুদব তোকে কাল

চাল* বি. ১. কায়দাকানুন, কৌশল ২. ঠাট, মিথ্যে জাঁক (চাল দেখ্‌লে একজন ওমরাজাদের ছেলে বলে বেশ বোধ হয়-*আ.মু.*, ভো.মু.) □ বিণ. **চালপুরিয়া/ চালু/ চালুপুরিয়া/ চালু মাল** ধুরন্ধর দ্র. **পুরিয়া** (ওরা হচ্ছে টৌটালি আরবান। চালু তো হবেই-*হা.*,ন.ভ.) □ বি. **চালবাজ/ চালবাজচন্দর** নানাবিধ কায়দাকানুন করে যে, চাল মারে যে (সে কথাবার্তাও বেশ চালবাজ সবজান্তা ধরনের-*দল.*, ম.সে.) বি. **চালবাজি/ চালিয়াতি/ চাল মারা** ওস্তাদি করা, মিথ্যে জাঁক দেখানো বা বড়াই করা (যেমন চালবাজি দেখায় দিনরাত, ঠিক হয়েছে-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.; কিন্তু এ-রকম চালিয়াতি করার মানে কী-*চা.মু.*, না.গ.) □ বিণ. **চালিয়াৎ** (স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম "চালিয়াৎ"- *পা.দা.*,সু.রা)

চালান করা[১] ক্রি.বি. পাঠানো, সরিয়ে দেওয়া (পুলিশ জেনে শুনে দিবাকে তাড়া করে এ এলাকায় চালান করে দেবে-*দ.দি.প.*, স.ব.) ২. লুকিয়ে রাখা, পাচার করা (মাকে আড়াল করে পকেট থেকে টিকিট বের করে চালান করে দিল অর্ক-*কা.পু.*, স.ম.)

চালানো[১] ক্রি. ১. দক্ষতার সঙ্গে কোনো কাজ করা ২. প্রেম করা (রাতারাতি তো আর শহরে দুর্নাম রটেনি যে শিখা অনেকের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে-*প্রজা.*, স.ব.)

চালিয়াৎ দ্র. **চাল**

চালু দ্র. **চাল**

চিকনা বিণ. (হি./ <সং. চিক্কণ) ১. সুন্দরী মেয়ে ২. মেয়েলি দেখতে ছেলে তু. **লালু ছেলে** ৩. গোঁফহীন ছেলে ৪. মসৃণ, চকচকে

চিজ[২] বি. (ফা.) ১. অদ্ভুত ব্যক্তি বা বস্তু (তুমি যে কী চিজ-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) ২. যৌন আকর্ষণসম্পন্ন মেয়ে তু. **মাল**

চিটিংবাজ বিণ. (ইং. cheating+ ফা. বাজ) ধাপ্পাবাজ (সে পানের পিক ফেলে বলল, আপনার বাবা একজন চিটিংবাজ-*বাস্তু.*, স্ব.চ.) □ বি. ~ **বাজি**

চিটেগুড়[৩] বিণ. নাছোড়বান্দা

চিড়কে খাওয়া ক্রি.বি. হতবাক হয়ে যাওয়া

চিড়িক মারা ক্রি.বি. ১. ঝলসে ওঠা, সৌন্দর্য বা যৌনতা ছড়ানো ২. উত্তেজিত হওয়া, রেগে যাওয়া (ঊর্মি এস কে এম-এর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছে শুনে মাথার মধ্যে চিড়িক দিচ্ছে-*এখনই*, র.চৌ)

চিড়িয়া[২] বি. (হি. চিড়িয়া=পাখি) ১. সুন্দরী মেয়ে ২. অদ্ভুত গুণ বা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ ৩. পাজি বা বদমায়েশ (এই চিড়িয়াটাকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছি-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

চিঁড়ে চ্যাপটা[৩] বি. চাপে পড়ে কাতর অবস্থা (সারাদিন খাটাখাটনির পর বাসের ভিড়ের মধ্যে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে বাড়ি ফিরতেন-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

চিৎপটাং* ক্রি.বিণ. পড়ে যাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া (একটু ধাক্কা দিলেই তো চিৎপটাং হবে-*কা.পু.*, স.ম.)

চিত্তির বি. (<চিত্র) ১. অদ্ভুত ব্যক্তি বা বস্তু বা পরিস্থিতি, গণ্ডগোলে পরিস্থিতি (দাশু এক্‌টিং করবে? তাহলেই চিত্তির-*পা.দা.*, সু.রা.) ২. ছবি □ ক্রি.বি. ~ **উল্টোনো** মারা যাওয়া, ছবি হয়ে যাওয়া (সেই মাথা ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ একদিন চিত্তির উলটেছিল-*বিপর্যস্ত*, স.ব.)

চিত্রাঙ্গদা[২] (সমাস.) ১. চিৎ করে শুয়ে গুদে গদা; ২. চিত্রবিচিত্র গুদে ঢোকাই গদা

চিপটান/ চিপটেন বি. পিছনে লাগার জন্য জ্বালা ধরানো তির্যক মন্তব্য বা টিপ্পনি □ ক্রি.বি. ~ **কাটা/ ঝাড়া**[১] তু. **ফোড়ন কাটা** (আসলে বাসুদেব ঘোষাল আমাকে চিপটেন কাটছিল-*বিপর্যস্ত*, স.ব.)

চিপ্পু/ চিপ্পুস* বিণ. কিপটে (বেটি চিপ্পুসের হাড়-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ বি. ~ **গিরি** (সুকান্তদার মতো চিপ্পুসগিরি করিসনি-*এ.পা.*, বা.ব.)

চিমা (সমাস.) চোদার জন্য বিমা; চোদার আগে বিমা; LIC তৎপুরুষ

চিমড়ে* বি. নিতান্ত রোগা বা সরু (চিমড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্সপ্যাঁটরা ও মোটা গিন্নি নিয়ে বসে-বসে আমাদের কথা শুনছিলেন—*প.ব.*, লী.ম.)

চিলকি/চিলকিবাজি বি. অত্যন্ত বাড়াবাড়ি

চিল্লানো* ক্রি. (হি.) চিৎকার করা, মেজাজ দেখানো (তার পিছনে ঐ যে চিল্লোচ্ছে, ঐটে শ্রীধর-*হা.*, ন.ভ.) □ বি. **চিল্লামিল্লি*** চ্যাঁচামেচি

চুংকু বি. পুরুষাঙ্গ (<নুংকু : আদিব্যঞ্জন পরিবর্তন)

চুক্‌কি বি. ভাঁওতা □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া/মারা** ভাঁওতা দেওয়া, অঙ্গভঙ্গি করে খেলাচ্ছলে মারবার ভয় দেখানো

চুকলি বি. (আ. চুগল্) পিছনে বা আড়ালে নিন্দামন্দ (নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেছে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ ক্রি.বি. ~ **কাটা/ খাওয়া** (মেয়েরা বাই নেচার বড্ড চুগলি কাটে-*খড়কুটো*, বি.ক.) □ বি. ~**খোর/ ~বাজ** যে পিছনে নিন্দা মন্দ করতে বা শুনতে ভালোবাসে (আরে রঘু, তুই শালা চুকলি খোর-*কা.পু.*, স.ম. □ বি. ~ **বাজি** (কিলা নিশ্চয়ই জানত যে খুরকি এই চুকলিবাজিটা করেছে-*কা.পু.*, স.ম.)

চুকে যাওয়া* ক্রি.বি. মিটে যাওয়া (ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি চুকে যাবে বুঝতে পারেনি অনিমেষ-*কাল.*, স.ম.)

চুঁচি বি. স্তন

চুঁচে দেওয়া ক্রি.বি. প্রহার করা

চুটকি[১] বি. ১. মেয়ে (<ছুটকি) ২. গাঁজা

চুটিয়ে* ক্রি.বিণ. সর্বাত্মকভাবে, যেমন চুটিয়ে প্রেম করা, ইত্যাদি (যা হোক, খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ, দেবতা-*জনা*, গি.ঘো.)

চুড়া/চুড়ো[২] বি. (আকৃতির অনু.) স্তন

চুড়েল বি. (হি.) খারাপ স্ত্রীলোক, গালি.

চুত/ চুদ বি. যোনি □ বি. **চুতিয়া** ১. বেশ্যা ২. অশ্লীল গালি, ('চুতিয়া'! প্রতি উত্তর এল-*পাতক*, স.ব.) ক্রি.বি. **চুতিয়া বানানো** বোকা বানানো □ বি. **চুদির বাই/চুদির ভাই** অশ্লীল গালি. (অনাদি প্রামাণিক হয়ে যাবে চুদির ভাই প্রামাণিক-*কাঁ.মা.*, ন.ভ.) □ **চুদির বাই চমচম খিচে খা কমকম** অশ্লীল ছড়াবিশেষ □ **চুদির বোন** (অর্থানুষঙ্গে) (এই সব ১৪/১৫ বছরের ছেলেরা মাকেত মুখ খিস্তি করে চুদির বোন বলে গালাগাল করে---*এই আমাদের.*, সু.মি) □ বি. **চুতমারানি/ চুদমারানি** বেশ্যা; অশ্লীল গালি. স.ব্য. **চুদমারাটা** (ওরে চুতমারানীর পো-*সি.মো.*, মি.সে) □ বি. **চুদখানকি** গালি. স.ব্য. **চুদখানকির ডিম** □ ক্রি. **চুদিয়ে বসে থাকা** অসুস্থ হওয়া; তু. **গন টু গাঁড়**

চুদুরবুদুর বি. অত্যধিক আগ্রহ বা লোভ (খানকির ছেলেদের জানবি মুড়ফুড় নিয়ে কোনো চুদুরবুদুর নেই-*হা.*, ন.ভ.)

চুনটা/ চুনটার বাচ্চা বি. অশ্লীল গালি.
চুপকি দ্র. **চুক্‌কি**
চুপসানো ক্রি. হতোদ্যম হওয়া
চুবড়ি খোঁজা[২] ক্রি.বি. মরণাপন্ন হওয়া (পটোল তোলা : পটোল তুলে রাখবার জন্য চুবড়ি খোঁজা)
চুমকি[২] (সমাস.) চোদার হুমকি; Threatening বা উগ্রপন্থী সমাস
চুমকুড়ি করা ক্রি.বি. চুমু খাওয়া, চুম্বনের মত শব্দ করা (লোকটা চুমকুড়ি দিয়ে হেসে উঠল-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)
চুমসি করা ক্রি.বি. আদর করা
চুম্মাচাটি বি. চুম্বন
চুলকানি/ চুলকুনি/ চুলকোনি[২] বি. ১. অস্থিরতা ২. যৌনআকর্ষণ ৩. ব্যালকনি শব্দের আদিব্যঞ্জন পরিবর্তন (**চুলকুনির টিকিট**= ব্যালকনির টিকিট)
চুলকে দেওয়া[২] ক্রি.বি. পিছনে লাগা
চুলবুল* বিণ. চঞ্চল □ ক্রি.বি. ~ **করা** উশখুশ করা, কাউকে দেখে প্রেম অনুভব করা □ বি. **চুলবুলানি** □ বি. **চুলবুলি** সুন্দরী মেয়ে
চুলো খাওয়া ক্রি.বি. ব্যর্থ হওয়া
চুলোয় যাওয়া[১] ক্রি. ১. উচ্ছন্নে যাওয়া (তোমার মশিয়ে ভলতেয়ার চুলোয় যাক-*কেরী.*, প্র.না.বি.) ২. যেখানে খুশি সেখানে যাওয়া; তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি (আর কোন চুলোয় আসব -*কা.পু.*, স.ম.)
চুল্লু বি. দেশি মদ (ছোকরা বদ্‌মেজাজী তায় চুল্লুখোর-*সদর.*, সু.চ.)

চুস্‌কি বি. মদ
চুস্কু মুস্কু বি. মেয়েদের গায়ে পড়া
চুষুণ্ডি বিণ. (<চুষ) যে সর্বতোভাবে শোষণ করে (ছোকরা একেবারে চুষুণ্ডি চামার নয়-*র.দা.*, শ.ব.)
চেকনাই* বিণ. (<সং চিক্কণ) চমকপ্রদ, ঔজ্জ্বল্য (চেহারায় কী রকম চেকনাই হয়েছে *পৃ.প.১*, সু.গ.)
চেঁচে দেওয়া[২] ক্রি.বি. ১. অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সরিয়ে দেওয়া বা কাটিয়ে দেওয়া ২. (ডাক্তার) ভ্রূণ হত্যা
চেপে যাওয়া[১] ক্রি.বি.১. চুপ করে যাওয়া, প্রকাশ না করা, লুকোনো (এর ভেতর চেরার কথা কেন? চেপে যাও বাবা চেপে যাও-*স.গু.ন.*, কে.দ.) ২. গুরুজনদের দেখে সিগারেট লুকোনো দ্র. **চাপানি**
চেম্বার[২] বি. পিস্তল (আর আচে পেটো, চেম্বার-*সদর.*, সু.চ.)
চেরাপুঞ্জি[৩] বি. (বৃষ্টিবহুল স্থাননামের অনু.) যোনি
চৈতন/ চৈতন চুটকি/ চৈতনফক্কা/ চৈতন্য* বি. টিকি (যাও ঠাকুর চৈতনচুটকি নিয়া-*চি.কু.স.*, র.ঠা.; মাথার মাঝখানে গাছ কতক চুল রাখলে কি ফল আছে? ওতে দেখ্‌তে কিছু ভাল দেখায় না, বরঞ্চ অনেকেই ঠাট্টা কোরে কত কথা কয়, দেখ, কেহ বোল্‌চে “চৈতন্য ফক্কা”...একটা ভাল কথা কেহই বলেনা-*আ.মু.*, ভো.মু.; সার্ভৌম

মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলাম-*ন.ত.*, দী.মি.)

চৈতনফক্কা* বি. ১. কেলেংকারি কাণ্ড, ২. একেবারে কপর্দক শূন্য ৩. নিরেট মূর্খ

চোখখাকি/ চোখখাগি/ চোখখেগো বিণ. দৃষ্টিহীনা, গালি □ ক্রি.বি. **চোখ ওলটানো, চোখ কপালে তোলা, চোখ বোজা** মারা যাওয়া □ ক্রি.বি. **চোখ মারা/ চোখ টেপা**[১] এক চোখ বন্ধ করে বা চোখের ভঙ্গিতে ইশারা করা □ ক্রি.বি. **চোখ রাঙানো**[১] ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত, ভয় দেখানো □ ক্রি.বি. **চোখে অন্ধকার দেখা** দ্র. **অন্ধকার দেখা** □ বি. **চোখে ন্যাবা/ ন্যাবা**[১] (ব্য) ১. পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টি ২. আচ্ছন্ন দৃষ্টি (চোখে ন্যাবা হয়েছে নাকি তোমার-*হরিণ.*, স.ম.; তোমার ন্যাবা হয়েছে। বাঙালি মেয়েকে চল্লিশে বুড়ি দেখাবে না তো কি-*কা.পু.*, স.ম.) □ বিণ. **চোখের চামড়া না থাকা**[১] নির্লজ্জ (চোখের চামড়া নেই, অসহায় বউটাকে তাড়িয়ে দিল-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.) তু. **চশমখোর** □ ক্রি.বি. **চোখের মাথা খাওয়া**[১] (ব্য.) দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, আচ্ছন্ন দৃষ্টি (পোড়ারমুখী চোখের মাথা খেয়েছ-*বিষবৃক্ষ*, ব.চ.)

চোট[১] বি. লোকসান, গচ্চা □ ক্রি.বি **করা** চুরি করা আত্মসাৎ করা □ ক্রি.বি. **চোট খাওয়া** ১. লোকসান হওয়া ২. প্রেমে ব্যর্থ হওয়া ৩. বিয়ে করা

চোটপাট* বি. মেজাজ দেখানো, হম্বিতম্বি (তা শুনে বাবুর কী চোটপাট- *পূ.প.১*, সু.গ.)

চোটা বি. (<চৌথা=সুদ) ঘুষ □ বি. ~ **খোর** সুদখোর

চোট্টা বি. (হি.) ঠকবাজ (তার ওপরে যেমন রাস্তার ছিরি, ঠিক চোট্টা চেয়ারম্যানটার মতই খুবলানো গা-*প্রজা.*, স.ব.) □ বি. ~ **মি** জচ্চুরি করা, বিশেষত কোনো খেলায়

চোতা/ চোঁতা বি. (<সং. চ্যুত) টুকরো কাগজ; পরীক্ষার হলে ঢোকবার জন্য ব্যবহৃত কাগজপত্র (ইস্কুলে তাকে ধন্‌নাদার টিফিন, পরীক্ষার সময় চোতা, বই এইসব নিয়ে যেতে হত-*হা.*, ন.ভ.) □ ক্রি. ~ **করা** টোকাটুকি করা

চোদনা দ্র. **চোদা**

চোদা/ চোদন/ চোদাচুদি ক্রি. (সং. চুদ্‌=প্রেরণ করা) যৌনসংগম করা (এইটারে কি কয় জানস? চোদাচুদি-*আ.মে.*, ত.না.) দ্র. **চুত/ চুদ** □ বিণ. **চোদনা** গালি.; মূর্খ, অপদার্থ (গোড়াতেই এমন চোদনার মতো কথা বলে বসো যে মটকা গরম হয়ে যায়-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বি. **চোদনামো/ চোদনামি**

বদমাইসি □ ক্রি.বি. ~ **করা** আজে বাজে কাজ করা, বাজে কথা বলা □ বিণ. **চোদু** গালি.; মূর্খ, অপদার্থ (আর যাই করো, আমাকে চোদু ভেবো না-*হা.*, ন.ভ.)

চোপা* বি. তর্ক, রাগ (ও আবার মুখে মুখে চোপা!-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

চোবানো* ক্রি. ১. আপাদমস্তক ডুবিয়ে দেওয়া (যদি পুকুরে না চোবাতে পায়-*কা.বা.*, গি.ঘো.) ২. প্রচণ্ড ঝামেলায় ফেলা তু. **ডোবানো**

চোয়াড়ে* বিণ. (<চোয়াড়=পার্বত্য জাতিবিশেষ) উগ্র, রুক্ষ, অমার্জিত (অভয়পদ নামে চোয়ারে চেহারার এক কাকা প্রায়ই আসত টাকা চাইতে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

চোরপোরেশন বি. (<ইং. corporation) কলকাতা পুরসভা; কর্পোরেশনের সার্বিক অনৈতিকতার প্রতি ঘৃণাজাত শব্দ (আজ প্রায় অবিশ্বাস্য এ-সব কথা, কারণ কর্পোরেশনে কুৎসার অন্ত নেই, 'চোরপোরেশন' তার ডাক নাম দাঁড়িয়ে গেছে বলা চলে-*ত.হ.তী.*, হী.মু.)

চোস্ত* বিণ. (ফা. চুস্ত) অত্যন্ত দক্ষ; অসাধারণ, মানানসই

চৌকো বাক্স[২] বি. (আকৃতির অনু.) কন্ডোম

চৌঘুড়ি হাঁকানো[১] ক্রি.বি. (চৌঘড়=চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি) দ্রুত বেগে অগ্রসর হওয়া, অল্পসময়ে অনেক কিছু করে ফেলা (নবাগত তরুণ writer...গণ এদেশের মাটিতে পা দিয়েই উচ্ছৃঙ্খলতার চৌঘুড়ি হাঁকাতে শুরু করত-*কেবী.*, প্র.না.বি.)

চৌবাচ্চা[২] বিণ. (ফা. চাবচ্চা) অত্যন্ত পাকা, যে বাচ্চা অকালপক্ক

চ্যাংড়া বিণ. বখে যাওয়া ছোকড়া (চ্যাংড়া জামাইকে বলতে হবে 'এসো বাবা'-*সদর.*, সুচ.) □ বি. ~**মি/ মো**

চ্যাট বি. (ইং. chat) ১. বাজে কথা বার্তা তু. **ভাট বকা** ২. যোনি

চ্যাটাং চ্যাটাং বিণ. উদ্ধত ভাব বা কথাবার্তা (ইসমাইলটা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে-*খো.*, আ.ই.)

চ্যালা/ চ্যালাচামুণ্ডা বি. শিষ্য, সাকরেদ (দীনেশদা... 'যোশী-পুত্র' বলে কথিত হীরেন দাশগুপ্তের চেলা-*কারা.*, আ.হ.; তাঁর সঙ্গে ত দেদার সাঙ্গপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা-*বা.আ.*, স.রা.)

ছ

ছক করা/ কষা ক্রি.বি. মতলব আঁটা; কোনো কাজ উদ্ধারের জন্য বিশেষত প্রেম করার জন্য পরিকল্পনা করা বা বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া □ বি. **ছকবাজি** ধান্ধাবাজি, মতলববাজি □ বিণ. **ছকবাজ** (সব ছক! সব শালা চুদুরবুদুর ছক।

ছকবাজ! *অটো*, ন.ভ.) □ বিণ. **ছোকু** ছক করে যে

ছক্কর বিণ. বাজে, ভঙ্গুর; বাজে গাড়ি (<ছ্যাকড়া গাড়ি)

ছক্কা পাঞ্জা করা ক্রি.বি. লম্বা লম্বা কথাবার্তা বলা, মস্তানি করা

ছক্কাবাজি বি. চালাকি, বিশেষ ছক বা পরিকল্পনা করা (আর কেন ছক্কাবাজি ঝাড়ছ-*জনা*, গি.ঘো.)

ছটকানো ক্রি. ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া

ছটা পাঁচ/ ছটা বাজতে পাঁচ[৩] বিণ. সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা ব্যক্তি; কুঁজো ব্যক্তি (ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের অনু.)

ছড়ানো[১] ক্রি. এলোমেলো করা; ব্যর্থ হওয়া, গুবলেট করা; স.ব্য. **ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছশো করা/ ছড়িয়ে ছয়লাপ**

ছপ্পর ফাড়কে/ ছপ্পর ফুঁড়ে/ ছপ্পর ছিঁড়ে ক্রি.বিণ. (হি. ছপ্পর=ছাদ) আশাতীত বা অকল্পনীয়ভাবে (গিয়ে দেখেছিল ওদের ছপ্পড় ছেঁড়া টাকা-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

ছবি[২] বিণ. ১. অসাধারণ, বিস্ময়কর ২. বিস্ময়াভিভূত (একেবারে ছবি, মাইরি বলছি-*প্রজা.*, স.ব.) □ ক্রি.বি. ~ **হওয়া**[২] ১ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া ২. মারা যাওয়া

ছব্‌বা বি. মুখ

ছয়লাপ* বি. (আ. সয়েল=প্রবাহ+ফা. আব=জল; জলপ্লাবিত) চতুর্দিকে ছেয়ে যাওয়া (হরেক রকম সরবৎ প্রভৃতিতে ছয়লাপ, কে কত খাবে-*স.গু.ন.*, কে.দ.) দ্র. **ছড়ানো**

ছরকট* বি. বিশৃঙ্খল অবস্থা, ছড়াছড়ি (মাসী বেটী থাক্‌লে কাজটা ছর্‌কট্ হ'ত-*ক.বা.*, গি.ঘো.)

ছলকা বিণ. উচ্ছল

ছাও বি. সুন্দরী মেয়ে

ছাই পাশ* বি. আজে বাজে; আলতু ফালতু

ছাই হওয়া* ক্রি.বি. কিছু না হওয়া

ছাঁকা* বিণ. বাছাই করা; অনিবার্য

ছাগল দাড়ি[৩] বি. ফ্রেন্‌চ্ কাট দাড়ি

ছাড়া* ক্রি. দেওয়া, বিশেষত টাকা দেওয়া (তাহলে ছাড়ো না দশটা টাকা-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

ছাতা/ ছাতার মাথা[২] বি. (বু.) কিছু না, মুদ্রাদোষ বিশেষ □ ক্রি.বি. **ছাতা হওয়া*** (তা.) কিছু না হওয়া

ছাতু করে দেওয়া/ মেরে ছাতু করে দেওয়া[১] ক্রি.বি. প্রচণ্ড প্রহার করে নস্যাৎ করে দেওয়া (মাইর‍্যা আমাগো ছাতু কইর‍্যা দিত-*চা.মূ.*, না.গ.)

ছানাবড়া দ্র. **চক্ষু ছানাবড়া**

ছাপা[১] বি. (পশ্চ.<পাছা) পশ্চাদ্দেশ □ বি. **ছাপাখানা** পাছাখানা □ বিণ. **ছাপামোটা** ১. পাছামোটা ২. বোকা; তু. **মাথামোটা**

ছাম/ ছামি/ ছামিয়া বি. সুন্দরী মেয়ে

ছারপোকা[৩] বি. ১. তুচ্ছ বা সামান্য

ব্যক্তি, অতি সাধারণ বস্তু ২. অটো রিকশা; প্রধানত মিনিবাস কন্ডাক্টরদের ভাষা

ছিঁচকে* বিণ. ১. সামান্য, গুরুত্বহীন (আরো সব ছিঁচকে রকম হিসেব আছে নাকি-*হারা.*, গি.ঘো.) ২. ছোটোখাটো জিনিস চুরি করা

ছিট* বি. মাথার অল্পবিস্তর গণ্ডগোল, পাগলামি (মুখের চেহারায়, কথাবার্তায়, চালচলনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু 'ছিট' আছে-*পা.দা.*, সু.রা) □ বিণ. **ছিটিয়াল** ছিটযুক্ত, পাগলাটে (ঠিক পাগল নয়। একটু ছিটিয়াল বলতে পারেন-*হা.*, ন.ভ.)

ছিড়কুটি/ ছিড়কুট্টি* বি. বিশৃঙ্খল অবস্থা

ছিনাল/ছেনাল বি. (প্রা. ছিন্নাল) বেশ্যা, হীনচরিত্রের নারী (আমি আর ছেনালের কথা ভুলি নে-*ন.ত.*, দী.মি.) □ **ছিনালি/ছেনালি** ছলা কলা, বেশ্যার ভাব (ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালীও আছে-*বুড়ো শালিক.*, ম.দ.)

ছিনিমিনি/ ছিনিমিনি খেলা[১] ক্রি. তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা, অপব্যয় করা (মানুষের জীবন নিয়ে কি এরকম ছিনিমিনি খেলা যায়?-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ছিনে জোঁক/জোঁক[৩] বিণ. নাছোড়বান্দা (আমাকে যে ছিনে জোঁকের মতন ধরেছে-এখন ছাড়ানো ভার-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.)

ছিপ ফেলা[৩] ক্রি.বি. কোনো ব্যক্তিকে রাজি করানো জন্য অপেক্ষা করা; কোনো উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা তু. **জাল ফেলা**

ছিবড়ে[১] বিণ. অবসন্ন, চলৎশক্তিহীন (নিজেকে তার খুব ছিবড়ে অসহায় মনে হচ্ছিল-*কা.পু.*, স.ম.)

ছিবলেমি দ্র. **ছ্যাবলামি**

ছুটকো মেয়ে বি. দুশ্চরিত্র মেয়ে

ছুটি করে দেওয়া[১] ক্রি.বি. ১. বাদ দিয়ে দেওয়া ২. শেষ করে দেওয়া; মেরে ফেলা ৩. বিপদে ফেলা ৪. হারিয়ে দেওয়া

ছুঁড়ি* বি. মেয়ে; ছোটো মেয়ে

ছুতো* বি. অজুহাত (কাজের ছুতো করে পালালো রেশমী দিদি-*কেরী.*, প্র.না.বি.)

ছুতো নাতা* বি. সামান্য অজুহাত, অকারণে এড়িয়ে যাবার ছল (তুচ্ছ ছুতো নাতা দেখিয়ে ওঁরা জানান-*পূ.প.১.* সু.গ.)

ছেউটি বিণ. যৌনআকর্ষণসম্পন্ন; যৌনতাসূচক, ছেনালি (এত ফরফর করবার কী ছিল, ছেউটি ছুঁড়ীর মত-*প্রজা.*, স.ব.)

ছেঁড়া দ্র. **বাল ছেঁড়া**

ছেতরে যাওয়া/ ছ্যাতরানো* ক্রি.বি. ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া, বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়া □ বিণ. **ছ্যাতরা/**

ছ্যাতরা-ভ্যাতরা বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল, ছন্নছাড়া

ছেনাল দ্র. **ছিনাল**

ছেঁদো* বিণ. (সং. ছন্দ=চাতুর্য, প্রবঞ্চনা) ১. মামুলি, ছোটোখাটো ২. সাজানো, কপট

ছেপ বি. থুথু

ছেমড়ি বি. যুবতী মেয়ে (শিখা তো সেরকম ছিল না, শুটকা যেমন যেমন মাঝে মাঝে বলে, 'রঙ্গিলা ছেমড়ি'-*প্রজা.*, স.ব.)

ছেলের বাপ[২] বি. পুরুষাঙ্গ

ছোঁকছোঁক* বিণ. (ধ্ব.) লালসাসূচক চাঞ্চল্য □ বি. **ছোঁকছোকানি**

ছোকরা* বি. (ব্য./ অবজ্ঞা) বালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক □ বি. ~ **বাজ** সমকামী পুরুষ

ছোকু দ্র. **ছুক করা**

ছোঁচা* বিণ. **লোভী**

ছোচানো* ক্রি. মলত্যাগ করে মলদ্বার ধোওয়া (যে হাতে ছোচায়, সেই হাতে ভাত খায়-প্র.)

ছোটো খোকা[২] বি. ১. মদের ছোটো বোতল ২. পুরুষাঙ্গ □ ক্রি.বি. **ছোটো খোকা কাঁদা** পুরুষাঙ্গের উত্থান

ছোটো বাইরে[৩] বি. প্রস্রাব তু. **বড়ো বাইরে**

ছোটোভাই[২] বি. পুরষাঙ্গ

ছোটো মাল[২] বি. ১. মদের ছোট বোতল ২. হাত বোমা

ছোঁড়া* বি. (ব্য./তা.) ছেলে

ছ্যাঁচড়/ ছ্যাঁচ্চড়/ ছ্যাঁচড়া* বিণ. ১. ছোটোলোক, ইতর ২. মামুলি, অসম্মানজনক (পলিটিকসের কাজ অতি ছ্যাঁচড়া কাজ-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বি. **ছ্যাচড়ামি*** ইতরতা (শেখা হয়ে গেলে এই ছ্যাঁচড়ামিটা ছেড়ে দেব-*কা.পু.*, স.ম.)

ছ্যাড়াবেড়া বিণ. এলোমেলো, ছন্নছাড়া

ছ্যাতরা/ ছ্যাতরানো/ ছ্যাতরা-ভ্যাতরা দ্র. **ছেতরে যাওয়া**

ছ্যাবলা* বিণ. বি. লঘুস্বভাব, বাচাল, গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবহার না করা; অকারণ হালকা ব্যবহার (ওর কাছে কিছু ডকুমেন্ট এবং ছ্যাবলামার্কা আবেগদীপ্ত চিঠিও আছে-*কারা.*, আ.হ.) □ বি. **ছ্যাবলামি/ ছিবলেমি**

জ

জক দেওয়া/ জগ দেওয়া ক্রি.বি. প্রতারণা করা, মিথ্যে বলে হাতিয়ে নেওয়া

জগঝম/ জগঝম্প* বিণ. অত্যন্ত উজ্জ্বল বা উচ্চকিত

জগাখিচুড়ি[২] বি. (জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য প্রস্তুত খিচুড়ি) এলোমেলো, তালগোল

জঙ্গি[২] বিণ. অত্যন্ত আক্রমণাত্মক

জটলা* বি. ১. ভিড় ২. বিনা কারণে বা উদ্দেশ্য একত্র হওয়া (সফেদি,

সিয়াঙ্গী, সুরকি, খাকি, গুলবাহারি সব মুরগি মিলে জটলা করছে- *আ.ফু.*, অ.ঠা.)

জড়ভরত[১] বিণ. (পৌরাণিক রাজা ভরত সংসারে অনাসক্ত হয়ে জড়বৎ জীবনযাপন করেন) স্থূল, স্থবির, চলৎশক্তিবিহীন (আমি সেই অনিমেষ মিত্র যে উত্তাল আন্দোলনে একসময়ে সামিল হয়েছিল, সে নেহাতই জড়ভরত- *কা.পু.*, স.ম.)

জণ্ডিস[২] বিণ. (ইং. jaundice) গণ্ডগোলে, কেঁচে-যাওয়া (ব্যাপার খানা যাকে এখনকার ছেলেছোকরারা বলে 'কেস জণ্ডিস' তাই-*সদর.*, সু.চ.)

জপানো ক্রি. ভুজুংভাজুং দিয়ে আদায় করা

জবাই করা[২] ক্রি. ১. অন্যায়ভাবে আদায় করা ২. বলির পাঁঠা বানানো (মুরগি ধর আর জবাই কর নইলে তুমি ভোগে যাবে-*কা.পু.*, স.ম.)

জবাকুসুম[৩] বি. (রঙের অনু.) মাসিক ঋতুস্রাব

জবুথবু* বিণ. (<সং, যবস্থব) আড়ষ্ট, নড়াচড়া করতে পারে না এমন, জড় ভাবাপন্ন (হেমলতাকে খুব জবুথবু দেখাচ্ছিল-*কা.পু.*, স.ম.)

জব্বর* বিণ. (আ. জবর) দারুণ, সাংঘাতিক (কাল রাত থেকে জব্বর ঘুমিয়েছে অনিমেষ-*কাল.*, স.ম.)

☐ বিশি. **জবরজঙ্গ*** অত্যন্ত রংচঙে বা উজ্জ্বল রং, হইচই বা উচ্চকিত ধ্বনি সমন্বিত, loud

জমিয়ে* ক্রি.বিণ. ইচ্ছে মতো, ফূর্তি সহকারে (এবাড়িতে এলে ঠিকঠাক জমিয়ে খাওয়া যায়-*এ.পা.*, বা.ব.)

জম্পেশ বি. জমজমাট, দারুণ (দল বেঁধে বেরিয়ে এসে মানুষ সেগুলো বেশ জম্পেশ করে শুনল-*কা.পু.*, স.ম.)

জরুকা গোলাম বিণ. (হি.) স্ত্রৈণ পুরুষ

জরুর* বিণ. (হি.) অবশ্য, নিশ্চিত (তবে তো আমি জরুর এম.এল.এ, এম.পি. হচ্চি-*এ.পা.*, বা.ব.)

জল[৩] বি. মদ

জলখ্যাংরা খাওয়ানো ক্রি.বি. বেইজ্জত করা (তুমি যদি রাগ না কর তোমার বাড়ী একদিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি- *ন.ত.*, দী.মি.)

জলগাপ্পা বি. বাজে গল্প

জলখরচ/ জলখরচা বি. প্রস্রাব

জলপাত্র[৩] বি. উপপত্নী

জলবিছুটি[২] বি. বিরক্তি, বিরক্তিকর (আড্ডার ওপর সবাই দেখি জলবিছুটি হয়ে আছে-*এখনই*, র.চৌ.)

জলবিয়োগ[৩] বি. প্রস্রাব (বাসের মেয়ে যাত্রীরা প্রচণ্ড বেগ থাকা সত্ত্বেও সেদিন জল বিয়োগ করবার জন্য নামতে পারেনি-*নি.ক.*, ত.না.) তু. **মাইনাস করা**

জাঁক* বি. ১. দম্ভ (একদিন প্যারীবাবুর সামনে জাঁক করে বলিচিলি যে বাংলাতে কত ভালো লেকা যায় তা তুই লিকে দেখিয়ে দিবি!-*সে.স.১*., সু.গ.) ২. আয়োজন □ ক্রি.বি. ~ **করা** দম্ভ প্রকাশ করা □ স.ব্য. **জাঁকজমক** □ ক্রি. **জাঁকানো*** জাঁকজমক পরিপূর্ণ হওয়া, বাগানো তু. **হাঁকানো**

জাঙ্গিয়া[3] বিণ. তোষামুদকারী, ঘনিষ্ঠ সহযোগী (ও শালা সতীশের জাঙ্গিয়া-*কা.পু.*, স.ম.) □ বি. **জাঙ্গিয়ার বুক পকেট** দ্র. **ইজেরের বুক পকেট**

জাঁদরেল* বিণ. (ইং <general) অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, রাগী (তাঁর বড় ছেলে রোহিণীকুমারের তোলা ঠাকরুণের প্রৌঢ় বয়সের ফোটো আমরা দেখেছি। দেখে জাঁদরেল শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে-*রোমন্থন*., ত.রা)

জান কয়লা হওয়া[1] ক্রি.বি. (হি. জান= প্রাণ) প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া (তেমন তেমন পেত্নী হলে ত' কথাই নেই, জান কয়লা করে ছাড়বে-*রোমন্থন*., ত.রা.)

জানপচান* বি. (হি.) চেনা পরিচয়

জান লড়িয়ে দেওয়া[1] ক্রি.বি. (হি. জান= প্রাণ) প্রাণপণ চেষ্টা করা (বুনির সঙ্গে ঠোঁটের খেলায় যখন জান লড়িয়ে দিচ্ছি তখন হঠাৎ কেমন যেন চোখে সব লাল দেখছিলাম-*জাল*, শী.মু.)

জাপান (মু. JAPAN) Jumping and pumping at night

জাবর কাটা[3] ক্রি.বি. ১. একই কথা বারবার বলা ২. চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা ৩. চুইংগাম খাওয়া

জাম্বো বিণ. ১. বিরাট, বিশালায়তন (বড় বড় হুমদো গাছ থেকে জাম্বো সাইজের তিনটে বাদুড় টেক্ অফ্ করল—*ফ্যাতাড়ু*., ন.ভ.)

জামাই[1] বি. (ব্য.) বিশেষ খাতিরের লোক (দূর থেকে টিপ্পনি ভেসে এল, 'সরকারের নতুন জামাই এসেছে রে'-*কারা*., আ.হ.) □ বি. ~ **আদর**[1] (ব্য.) ১. বিশেষ আদর-যত্ন ২. প্রহার করা (এই ডামাডোলের বাজারে ইতিমধ্যে আবার এক বছর জামাই আদরে ডিটেনশন খাটা হয়ে গেছে-*কারা*., আ.হ.)

জামাই[2] (সমাস.) ১. জামার তলায় মাই ২. জায়ের মাই

জামাকাপড় হলুদ হয়ে যাওয়া[1] ক্রি.বি. ভয় পেয়ে কাপড়ে মলত্যাগ করা, অত্যন্ত ভয় পাওয়া তু. **জন্ডিস**

জারুয়া বি. (<জারজ) গালি, বিধবার সন্তান, অবৈধ সন্তান

জারিজুরি* বি. বাহাদুরি, কৌশল, আস্ফালন (তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি-*বা.প্র*., র.ঠা.)

জাল কাঁপানো[৩] ক্রি.বিণ. ফুটবলে গোল করা

জাল ফেলা[৩] ক্রি.বি. কোনো ব্যক্তিকে রাজি করানোর জন্য অপেক্ষা করা; কোনো উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা তু. **ছিপ ফেলা**

জালি বিণ. বাজে, ফালতু, গণ্ডগোলে (সবাই যখন জালি ব্যবসা, জালি ব্যবসা বলচে তখন আর ওর টাকা শালা ঘরেই রাখবে না-*হা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. ~ **করা** ঠকানো

জাসু বি. (ব্য.<আ. জাসুস) ১. গোয়েন্দা ২. যে অন্যের কেচ্ছার খবর রাখে (শেষ পর্যন্ত গভর্ণিং বডির জাসুদের থোঁতামুখ ভোঁতা হয়েছিল-*প্রজা.*, স.ব.)

জাহান্নাম* বি. (আ.) নরক; অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি (রাজনৈতিক নেতারা দলাদলি আর স্বজনপোষণ আর দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছিল-*পূ.প.১*, সু.গ.)

জি.এফ বি. (মু.) ১. গার্ল ফ্রেণ্ড ২. গোল্ড ফ্রেক ৩. গাঁড় ফাটা

জি.এম. বি. (মু. good man) নির্বোধ ভালো মানুষ

জিওগ্রাফি দ্র. **মুখের জিওগ্রাফি**

জিগির* বি. (<ফা. জিকর) ১. বিশেষ জোর ২. কোনো বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার (ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির নেই, সরকারি ভাবে এ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ-*পূ.প.১*, সু.গ.)

জি.জি. বি. (মু.) ১. gone to গাঁড়; অসুস্থতা ২. good goods সুন্দরী মেয়ে (goods = মাল) দ্র. **মাল** স.ব্য. **জি.টু.=g²**

জি.জ্যাম গোলাপ জাম; সুন্দরী মেয়ে

জি.টু. দ্র. **জি.জি.**

জিনিস[২] বি. ১. অত্যন্ত ক্ষমতাবান বা অদ্ভুত বা গণ্ডগোলে ব্যক্তি ২. সুন্দরী মেয়ে

জিনের দোষ বি. (ইং. gene) চরিত্রের দোষ

জি.পি. বি. (মু.) ঘোড়ার পেচ্ছাপ, বাজে জিনিস

জি.বি. বি. (মু. general bachelor) অবিবাহিত পুরুষ, যে বিয়ে করতে চায়; ব্যর্থ প্রেমিক

জিভ ভেঙানো/ভ্যাংচানো[১] ক্রি.বি. ১. ইচ্ছাকৃতভাবে কারোর দিকে মুখবিকৃতি করা ২. অবজ্ঞা করা (ওঁর পাগলামি গতানুগতিক জীবনকে জিভ ভেঙান ছাড়া কিছু নয়-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

জিরো পাওয়ার[৩] বিণ. (ইং. <zero power; বাল্‌বের ক্ষমতার অনু.) ক্ষমতাশূন্য, উদ্যমশূন্য (কি হয়েছে তোর বল্ তো, একেবারে জিরো পাওয়ার হয়ে গেছিস-*এখনই*, র.চৌ.)

জিলিপির প্যাঁচ[৩] বিণ. অত্যন্ত জটিল, কুচুটে (ওঃ তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ-*শ্রীকান্ত২*, শ.চ.)

জিলেটের ব্লেড[৩] বি. অত্যন্ত ধারালো বা বিপজ্জনক বস্তু, কটূভাষী (ঊর্মি... খুব শার্প।-শাপ তো নিশ্চয়, জিলেটের ব্লেড, দুধারে কাটে-*এখনই*, র.চৌ.)

জিল্ট করা ক্রি.বি. প্রত্যাখ্যান করা, প্রতারণা করা (তাই ওকে জিল্ট করেছে বলছিস-*এখনই*, র.চৌ.)

জুড়ে বসা দ্র. **উড়ে এসে জুড়ে বসা**

জুতো[২] বিণ. চমৎকার (<জুতসই?)

জুতো মারা/ খাওয়া/ জুতোনো ক্রি. বিশ্রীভাবে অপমান করা বা অপমানিত হওয়া (জুতিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো-*পূ.প.১*, সু.গ.)

জুনোট বি. ১. দাপট, মেজাজ, গাম্ভীর্য ২. অহংকার

জুস[২] বি. (ইং. juice) বীর্য

জেরক্স কপি[৩] বিণ. (ইং. xerox copy) হুবহু একজাতীয় কোনো বস্তু তু. **কারবন কপি**

জেল্লা* বিণ. চাকচিক্য (মাইরি বলচি একদম জেল্লা নেই-*সদর.*, সু.চ.)

জোঁক দ্র. **ছিনে জোঁক**

জোচ্চর বি. (<জুয়াচোর) ঠক, প্রপঞ্চক (রবি সেকথার উত্তর না দিয়ে বলল, আমি জানি লোকটা জোচ্চর-*অ.দি.*, সু.গ.)

জ্ঞান দেওয়া[২] ক্রি.বি. অকারণে অবাঞ্ছিত উপদেশ দেওয়া

জ্যাঠা বিণ. পাকা (জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায়-*আবোল.*, সু.রা.) □ বি. ~ **মি** (এই সব জ্যাঠামি বিদ্যে শিখেছ বুঝি-*পা.দা.*, সু.রা.)

জ্যোতিবাবু[৩] বি. (মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি একাত্ম হয়ে যাওয়ার অনু.) বিদ্যুৎ (তখনই দপ করে আলো নিভে গেল...একজন চেঁচিয়ে বলল...জ্যোতিবাবু চলে গেলেন-*কা.পু.*, স.ম.)

জ্বালাময়ী বিণ. যে মেয়ে নিজে থেকে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে

ঝ

ঝকমারি* বি. সমস্যা, রীতিনীতি (তোমার কাছে আসাই দেখছি ঝকমারি-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

ঝক্কি* বি. সমস্যা, ঝামেলা (যত ঝক্কি ঝামেলা তাঁর উপর দিয়েই যায়-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

ঝটকা* বি. ১. জোরে ধাক্কা ২. নিমেষের মধ্যে (মনে হল, একটা ঝটকা লাগলে, আর ডান-দিকের কী যেন একটা হালকা হয়ে গেল আমার শরীর থেকে-*প্রজা.*, স.ব.)

ঝরনা কলম[৩] বি. পুরুষাঙ্গ তু. **ফাউন্টেন পেন**

ঝাক বি. খরচ

ঝাকাস বি. (হি.) চমৎকার, জমজমাট ব্যাপার

ঝাকি মারা/ ঝাকি করে আসা[১] ক্রি.বি. দেখা, দেখে আসা

ঝাঙাবিচি বি. পাকা, ডেঁপো

ঝাঁ চকচকে* বিণ. অত্যন্ত চকচকে (ঝাঁ-চকচকে নাট্যবিন্দুগুলো বাছাই করা ঝাড়াই আনন্দপ্রভব সমস্ত, ঝরছে-*উ.এ.*, শি.ব.)

ঝাঁজরা* বি. বিপর্যস্ত (দুই ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ, তুতুলের ডাক্তারি পড়ার খরচ, এই সবে প্রতাপ একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

ঝাঝ/ঝাঁজ[১] বি. মেজাজ, রাগ, বিরক্তি (মেয়েটি এই সময় ঘরে ঢুকতেই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল-*পৃ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **ঝাঁজি মারা/ ঝাঝিয়ে ওঠা/ ঝেঁঝে ওঠা** মেজাজ দেখানো (একটু বেশি ঝাঁজি মেরে বলছ- *দ.দি.প.*, স.ব.; ঝাঝিয়ে উঠলাম "এরই জন্য তো আজে বাজে স্বপ্ন দেখলাম"-*কারা.*, আ.হ.) □ বিণ. **ঝাঝালো** ক্রুদ্ধ, রাগত (বেশ ঝাঝালো গলায় বললে-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

ঝাঁট বি. ১. গোপন অঙ্গের চুল ২. গালি. (আবার কোথাকার কে ঝাঁটের লোম, তার কাচে গিয়ে কিনা বলতে হবে-*হা.*, ন.ভ.) ৩. বাজে, অপছন্দ বা তাচ্ছিল্যের যোগ্য ৪. নেতিবাচকতা বোঝাতে ব্যবহার (অ্যারেস্ট করো! বাল অ্যারেস্ট করবে?—ঝাঁট অ্যারেস্ট করবে—*ফ্যাতাড়ু*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. ~ **জ্বলা** মেজাজ গরম হওয়া

ঝাঁটার কাঠি[৩] বিণ. রোগা লোক

ঝাড়* বি. ১. প্রহার ২. বুকনি, ভর্ৎসনা (চুপচাপ ঝাড়টা হজম করল জামাল-*দল.*, মে.সে.) ৩. গালাগালি দেওয়া □ ক্রি.বি. ~ **যাওয়া** দ্র. **ঝাড়া** □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** ১. বকুনি খাওয়া ২. লোকসান হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া/ ঝাড়া** ১. প্রচণ্ড বকুনি দেওয়া, গালাগালি দেওয়া স.ব্য. **ঝেড়ে কাপড় পরানো**[১] ১. প্রহার করা (চ্যালাদের গায়ে চড়চাপ্পড় ঝাড়, না?-*দ.দি.প.*, স.ব.) স.ব্য. **ঝাড়পিট** (ঝাড়পিট হুজ্জতি করতো খাঁটি বচ্চন-স্টাইলে-*সদর.*, সু.চ.)

ঝাড়া/ ঝেড়ে দেওয়া ক্রি. ১. চুরি করা, আত্মসাৎ করা (তেমন মাতাল হলে পকেট উজাড় করে সব কিছু ঝেড়ে দিয়ে কোথাও শুইয়ে দিলেই চলবে-*বিবর*, স.ব.) ২. প্রহার করা ৩. খুন করা (মওকা পেয়ে আজ ঝেড়ে দিলাম-*অজ্ঞাত.*, শৈ.মি.) □ ক্রি.বি. **ঝাড় যাওয়া** ১. লোকসান হওয়া, চুরি যাওয়া

ঝাড়া* বিণ. একটানা (ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর মিশরে চাকরি করার পর

ইংরেজ রাস্‌ল পাশা একখানি বই লিখেছে-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

ঝাড়ি বি. দেখা, বিশেষত বিপরীত লিঙ্গের ছেলে বা মেয়েকে দেখা (অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভদি জাবাব দিতে পারে যে সে বেচামণিকেও ঝাড়ির টার্গেট হতে দেখেছে-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ ক্রি. ~ **করা/ মারা/ দেওয়া**

ঝাড়ে-গুষ্টিতে/ ঝাড়ে-বংশে[১] ক্রি.বিণ. ১. কোনো কালে (এবাড়ির ঝাড়ে গুষ্টিতে কেউ কোনোদিন ডাক্তারি পড়েনি-*হা.*, ন.ভ.) ২. সব

ঝানু/ঝান্টু বিণ. ১. দক্ষ ২. অত্যন্ত চালাক, ধড়িবাজ (সত্যকাম ঝানু ছেলে, সে উষাপতির মতলব বুঝতে পরল-*র.দা.*, শ.ব.) ৩. পাকা, ডেঁপো

ঝাপা/ ঝাঁপা ক্রি. চুরি করা, আত্মসাৎ করা (যে ইস্কুলের পয়সা ঝেঁপে বড়লোক হয়েছেন সেই ইস্কুলও ভোগে পাঠিয়ে দোব-*দল.*, ম.সে.)

ঝাপ/ঝাঁপ বি. পশ্চাদ্দেশ, বিশেষত মহিলার পশ্চাদ্দেশ □ ক্রি.বি. ~ **উলটোনো**[১] ব্যাবসায় ব্যর্থ হওয়া তু. **গণেশ উলটোনো** □ ক্রি.বি. **ঝাঁপে কাঠি দেওয়া** পিছনে লাগা

ঝাম বি. (খণ্ড.) ঝামেলা

ঝাল* বি. রাগ □ ক্রি.বি. ~ **ঝাড়া**[১] মেজাজ দেখানো (তাদের গুণের কথা একমুখে প্রকাশ হয় না, শত মুখে ঝাল ঝাড়লে তবে যদি কিছু বেরোএ-*ক.নু.*, টে.ঠা.জু.) □ ক্রি.বি. ~ **মেটানো**[১] কড়া কথা বলে মনের রাগ প্রকাশ করা

ঝিক্কু/ ঝিক্কুস বিণ. অত্যন্ত চকচকে, উজ্জ্বল তু. **ঘ্যামচাক**

ঝিনচ্যাক বিণ. অত্যন্ত আকর্ষণীয়, উজ্জ্বল তু. **ঘ্যামচ্যাক**

ঝিল্লি বিণ. সুন্দরী মেয়ে; যৌন-আকর্ষণসম্পন্ন মেয়ে

ঝিকুট বিণ. পাকা ডেঁপো

ঝিংকু বিণ. অত্যন্ত আকর্ষণীয়, চকচকে

ঝুঁটি নেড়ে দেওয়া[১] ক্রি.বি. ধমক দিয়ে সচকিত করে তোলা; চমকে দেওয়া

ঝুনো[৩] বিণ. পাকা, অভিজ্ঞ (রাজনীতি করতে করতে আমি ঝুনো হয়েছি)

ঝুল[২] বিণ. একেবারে বাজে

ঝুলিয়ে ক্যালেণ্ডার[৩] ক্রি.বি. ১. অত্যন্ত বিপদে ফেলা ২. নিতান্ত অসফল ভাবে কোনো কাজ করা

ঝুলে পড়া[১] ক্রি.বি. বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোনো কাজে লেগে যাওয়া (গুরু কি আমাকে ঝুলে পড়তে বলছ?-*আ.দে.*, প্র.রা.)

ঝেঁকে নেওয়া ক্রি.বি. আত্মসাৎ করা (কোন খানকির ছেলে কেস ফিশি করে চাক্কি ঝেঁকে নেবে-*জাল*, শী.মু.)

ঝোঁটিয়ে[১] ক্রি.বিণ. দলে দলে, এক ধার

থেকে (পিছনে পিছনে পাড়া ঝেঁটিয়ে অবগুণ্ঠনবতীর দল-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

ঝেড়ে কাসা[১] ক্রি. খোলসা করে বলা (তা তোমার মোদ্দা কতটা কী সেটা ঝেড়ে কাশলেই তো হয়-*হা.*, ন.ভ.)

ঝেড়ে ফ্যালা[১] ক্রি. ১. অস্বীকার করা, দায়িত্ব অস্বীকার করা ২. তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অগ্রাহ্য করা (পণ্ডিত নেহরুর এটা পছন্দ নয়, কিন্তু তিনি এদের ঝেড়ে ফেলতেও পারছেন না-*পূ.প.১*, সু.গ)

ঝেল বি. ঝামেলা

ঝোপ বুঝে কোপ মারা ক্রি.বি. (বু.) উপযুক্ত সময়ে আঘাত করা

ঝোলানো[১] ক্রি. ১. বিপদে ফেলা, অপদস্ত করা ২. কথা দিয়ে কথা না রাখা

ট

টইটম্বুর* বিণ. ১. রসে ভরপুর, প্রেমে গদগদ অবস্থা, ২. নেশাগ্রস্ত অবস্থা (তোর জ্যাঠা তো তখন রসে টইটম্বুর-*হা.*, ন.ভ.) ৩. কানায় কানায় পূর্ণ (মহাজাতি সদন টইটম্বুর-*কাল.*, স.ম.)

টক করে ক্রি.বিণ. (ধ্ব.) নিমেষের মধ্যে

টক্কর* বি. (হি.) প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ ☐ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া**[১] পাল্লা দেওয়া (আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে-*একেই.*, ম.দ.)

টনটন করা ক্রি.বিণ. (ধ্ব./ব্য.) প্রেমের অনুভূতি জাগা বিণ. **টনটনে*** সজাগ, সতর্ক

টনিক দেওয়া[৩] ক্রি.বি. (ই. tonic=ওষুধ) উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া, প্রহার করা

টপ* বিণ. (ইং. top) শ্রেষ্ঠ, প্রধান, চমৎকার (টপ। একেবারে টপ দেখাচ্ছে—*কে.কো.যা*, সুভাষ.)

টপকানো ক্রি. ১. সফলভাবে উতরে যাওয়া, বাধা অতিক্রম করা (দ্যাখ, স্কুলটাই টপকাতে পারিস কিনা-*পূ.প.১*, সু.গ.) ২. হত্যা করা

টপ্পা মারা ক্রি.বি. কোনোরকম দায়িত্ব না নিয়ে আমোদ জীবন কাটানো

টম্যাটো সস[৩] বি. মাসিক ঋতুস্রাব (রঙের অনু.)

টল বি. পুরুষাঙ্গ

টসকানো/ টসকে যাওয়া* ক্রি. ১. মারা যাওয়া ২. স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া, মলিন, বিবর্ণ হওয়া (তাকে যেভাবে দু'ন্টা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাতে তিনি বেশ টস্‌কে গেছেন-*গৌ.স.*, স.রা.)

টসটস করা* বিণ. ১. পরিপূর্ণ হয়ে থাকা, রসে পরিপূর্ণ (তুমি সম্পূর্ণ

সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌টস্‌ করছ-*ঘ.রা.*, র.ঠা.) ২. যৌনতাপূর্ণ □ বিণ. **টসটসে**

টাইট[২] বি. (ইং. tight) ১. কঠিন পরিস্থিতি (তুই সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলি অবস্থা খুব টাইট-*কা.পু.*, স.ম.) ২. কৃপণ (ভুলোদা... পয়সাকড়ির ব্যাপারে ছিল বেজায় টাইট-*বে.ছাঁ.*, না.গ.) □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** ১. বিব্রত হওয়া, বিপর্যস্ত হওয়া ২. অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া (হিরোইন প্রথমটায় ওরকম বিলা থাকে। পরে খুব টাইট খেয়ে যায় -*জাল,* শী.মু.) □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া** উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া, শায়েস্তা করা; বিপদে ফেলে দেওয়া (নাহ্‌, এবার দেখছি ত্রিলোচনকাকাকে একটু টাইট না দিলে নয়-*বিপর্যস্ত,* স.ব.) □ ক্রি.বি. **টাইটে রাখা** কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা (ওদের সব সময় টাইটের ওপর রাখতে হয়-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ দ্র. **হালুয়া টাইট**

টাইম খাওয়া ক্রি.বি. (ইং. time) সময় নষ্ট করা

টাকা ওড়ানো[১] ক্রি.বি. অপব্যয় করা, অযথা টাকা নষ্ট করা (আরে মদ খেয়ে যারা টাকা ওড়ায় তারা ওই চূড়ামণি গোবরমণির দল-*সা.বি.গো.*, বি.মি.) □ ক্রি.বি. **টাকা খাওয়া/ পয়সা খাওয়া**[১] ঘুষ খাওয়া □ ক্রি.বি. **টাকা মারা**[১] টাকা চুরি করা (মাল-মশলা কিছু ভেজাল দিয়ে টাকা মারার মতলব আছে নাকি?-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বিণ. **টাকার কুমির** (<কুবের)/ **টাকার আণ্ডিল**[১] অত্যন্ত ধনশালী (কানু বলেছিল, হিতেন টাকার কুমীর-*অজ্ঞাত.*, শৈ.মি.) □ বি. **টাকার গরম**[১] ধনের গর্ব □ বি. **টাকার শ্রাদ্ধ**[১] অর্থের অপব্যয় (মানুষটা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন, যাকে পারছেন ধরছেন, টাকারও শ্রাদ্ধ-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

টাটকা গজা[২] বি. বেদম প্রহার

টাটা সেন্টার[৩] বিণ. (কলকাতার বহুতল বাড়ির নামানুষঙ্গে) লম্বা ব্যক্তি

টাটানো* ক্রি. ১. বেদনা বোধ করা ২. ঈর্ষা বোধ করা (দুজনকে একসঙ্গে দেখলে দিদিমণির প্রাণ টাটাবে-*হরিণ.*, স.ম.) ৩. পুরুষাঙ্গ উত্থিত হওয়া

টানা[২] ক্রি. ১. প্রচুর খাওয়া, বিশেষত মদ খাওয়া (হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই টানা যাক একটু, চল না-*প্রজা.*, স.ব.) ২. দ্রুত চালানো (কন্ডাক্টরদের ভাষা: **টেনে চালানো**) ৩. পক্ষপাত করা (রেফারি টেনে খেলাচ্ছে)

টান্টু করা ক্রি.বি. প্রেম করা তু. **ইন্টু মিন্টু করা**

টাপলা খাওয়া ক্রি.বি. ঘুরপাক খাওয়া; উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা

টাপলা করা/ মারা ক্রি.বি. মাতলামি করা

টাল বি. পক্ষপাত ২. দুর্বলতা, বিশেষত প্রেমজাতীয় দুর্বলতা □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া/ ~ থাকা** ১. পক্ষপাতী হওয়া, কোনো বিশেষ পক্ষের প্রতি হেলে যাওয়া ২. দুর্বলতা, বিশেষত প্রেমজাতীয় দুর্বলতা □ বি. **টালের দোষ** চরিত্রের দোষ □ ক্রিবি. **টাল করা** ঝামেলা করা; মস্তানি করা

টাঁসা/ টেঁসে যাওয়া* ক্রি. মারা যাওয়া (অনুর মা মনে হয় টেঁসে যাবে-*কা.পু.*, স.ম.)

টিউবলাইট[৩] বি., (ইং. tubelight) ১. বোকা, যে দেরিতে বোঝে (টিউবলাইট দেরিতে জ্বলে, সেই অনু.) ২. সিগারেট (আকৃতি ও রঙের অনু.)

টিক দেওয়া ক্রি.বি. প্রহার করা, ধমক দেওয়া (টিপটাপ টিক দেওয়ার সাউন্ড-*কা.মা.*, ন.ভ.)

টিকরমবাজ বি. মস্তান, রেলাবাজ (তুমি বহুত টিকরমবাজ আছো দোস্ত-*জাল.*, শী.মু.) □ বি. **টিকরমবাজি** মস্তানি, দৌরাত্ম্য (আমার নাম ভদি, আমার সঙ্গে টিকরমবাজি-*কা.মা.*, ন.ভ.)

টিকটিকি[৩] বি. গোয়েন্দা, পুলিশ (আজকাল যেরকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে-*ঝা.*, সু.রা.)

টিকিট কাটা/ পরলোকের টিকিট কাটা[১] ক্রি.বি. (ইং. ticket) মারা যাওয়া (শালা হান্ড্রেড পারসেন্ট টিকিট কাটা কেস-*জাল*, শী.মু.)

টিটকারি/ টিটকিরি* বি. বিদ্রূপ (শালারা টিটকিরিতে হাড় জ্বালিয়ে দেয়-*কাল.*, স.ম.)

টি.টি.এম.পি. (মু.) টেনে টুনে ম্যাট্রিক পাশ

টিনু. বি. (খণ্ড<teenager) কিশোর বা কিশোরী

টিপটপ বিণ. (ইং. tip-top) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত (আলিশান বাড়িটিতে অত্যাধুনিক ফার্নিচার থেকে শুরু করে সামান্য ঘটিবাটি পর্যন্ত টিপটপ-*নি.ক.*, ত.না.) (তু. *EP* **tip-top** adj. At the very top; excellent; 'Splendid' : Coll.)

টিপস দেওয়া[৩] ক্রি. (ইং. tips) ১. মূল্য দেওয়া, দাম চোকানো ২. ঘুষ দেওয়া

টিপসি দেওয়া/ টিপসি হওয়া ক্রি.বি. মাতাল হওয়া, অল্প নেশা হওয়া (সমাজপতি তিন পেগ হুইস্কি স্টমাকে চালান করে কিঞ্চিৎ টিপসি হয়ে পড়েছিলেন- *আ.দে.*, প্র.রা.) তু. *MDCS* **tipsy** a. slightly drunk

টিপ্পনি* বি. তির্যক মন্তব্য, ব্যঙ্গাত্মক

মন্তব্য; কথার মধ্যে মন্তব্য (দূর থেকে টিপ্পনি ভেসে এল, 'সরকারের নতুন জামাই এসেছে রে'-*কারা.*, আ.হ.) □ ক্রি.বি. ~ **কাটা** তির্যক বা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য

টিমটিম/ টিমটিমে* বিণ. (ধ্ব.) প্রায় নিঃশেষিত, বিপন্ন অস্তিত্ব □ ক্রি.বি ~ **করা**[১]

টি.পি. (মু.) Time Pass সময় কাটানো □ বি. ~ **গিরি**

টি.সি. দ্র. **কাউন্টার**

টি.সি. ম্যানেজার বি. (মু.) ভবঘুরে (টি.সি.=টোটো কম্পানি)

টিস্যু[২] বি. (ইং. <tissue) মেয়ে

টুকলি বি. পরীক্ষার সময় অসৎ উপায়ে টোকা (সবাই টুকছে, সব কলেজে টুকলি হচ্ছে, উনি এলেন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির-*সদর.*, সু.চ.)

টুকনু/টুকুন বি. পুরুষাঙ্গ

টুনকি বি. ১. পুরুষাঙ্গ, ২. সুন্দরী মেয়ে

টুনটুনি বি. পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ □ বি. ~ **শর্ট** (ইং. short) বিশেষ ভয় পাওয়া বা বিপদে পড়া তু. **বিচি শর্ট**

টুনি বি. মেয়েদের নাভি

টুপি[৩] বি. ১. কন্ডোম (কন্ডোমকে ওরা নিজস্ব ভাষায় বলে টুপি-*চ.দু.*, স্ব.চ.) তু. **ক্যাপ, টোপর** ২. পুলিশ তু. **লাল টুপি** ৩. বোকা বনে যাওয়ার ভাব □ ক্রি. ~ **করা/ পরানো** বিশেষ বোকা বানানো, ঠকানো, ভুলিয়ে ভালিয়ে তোষামোদ করে কাজ হাসিল করা (সেই সুযোগে পাড়ার যুবকরা তাঁকে যখন তখন যে কোনো উপলক্ষ্যে টুপি পরাচ্ছে-*সদর.*, সু.চ.)

টুমটাম করা ক্রি.বিণ. কোনোরকমে করা

টুম্পা বি. (মুন্ড. Tump+বা. আ/ ব্য.) মেদিনীপুরের লোকেদের প্রতি গালি.: Typical Uncivilized Medinipuri Product

টুয়েন্টি সাইজ[১] বিণ. (ইং. twenty size) বেঁটে

টুলু দেওয়া ক্রি. তোল্লাই দেওয়া; (**পাম্প করা**>Tulu pump)

টুলো বিণ. (ব্য./ <টোল) নিরেট মূর্খ, টোলে পড়াশোনা করেছে এমন

টুসকি বিণ. ১. সুন্দরী মেয়ে ২. ভঙ্গুর, সামান্য আঘাত যে সহ্য করতে পারে না

টেক্কা* বিণ. শ্রেষ্ঠ, অন্যান্যদের পরাভূত করে যা (হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা-*হুতোম.*, কা.সি.) □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া**[১] হারিয়ে দেওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া, উন্নততর কোনো সাফল্য লাভ করা (চৌধুরী মশায়ের সুচিত্রা এম্পোরিয়ম বিলাতি দোকানের সঙ্গে টেক্কা দিতে লাগল-*র.দা.*, শ.ব.)

টেটিয়া/ টেঁটিয়া বিণ. ১. অত্যন্ত উদ্ধত, একগুঁয়ে ২. বজ্জাত, খিটখিটে

টেড়ে থাকা ক্রি.বি. মদ্যপান করে থাকা তু. **টেনে থাকা**

টেনশন খাওয়া[২] ক্রি.বি. (ইং. tension) উত্তেজিত হওয়া; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া বা ভয় পাওয়া

টেনিয়া বি. চ্যালাচামুণ্ডা

টেনে দৌড় লাগানো[১] ক্রি.বিণ. জোরে দৌড় লাগানো

টেন্ডাই মেন্ডাই[১] বি. ১. আস্ফালন ২. ভয় দেখানো □ ক্রি. ~ **করা** আস্ফালন করা বা ভয় দেখানো

টেম্পার* বি. (ইং. temper) মেজাজ, রাগ □ ক্রি.বি. ~ **নেওয়া** মেজাজ দেখানো; উত্তেজিত হওয়া

টেম্পো* বি. (ইং. tempo) গতি, উত্তেজনা □ ক্রি.বি. ~ **তোলা** উত্তেজনা জাগিয়ে তোলা, উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করা (এসব হচ্ছে যুদ্ধের টেমপো তোলা-*পূ.প.১*, সু.গ.)

টের পাওয়া* ক্রি.বি. (হি. টের=আহ্বান, আওয়াজ) বুঝতে পারা, বিশেষভাবে কোনো কিছু বোঝা, জব্দ হওয়া (স'রে যা, স'রে যা, নইলে টেরটি পাবি-*অভিশাপ*, গি.ঘো.)

টেরিফিক[১] বিণ. (ইং. terrific/ অ.বি.) অসাধারণ, চমকপ্রদ, উৎকর্ষবাচক বিণ. (ও শালার মনে এখন টেরিফিক সুখ-*আ.দে.*, প্র.রা.)

টেরিয়ে যাওয়া/ ট্যারা হয়ে যাওয়া/ চোখ ট্যারা হয়ে যাওয়া[১] ক্রি.বি. বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া (এই ঘরটাই এত তরিবৎ করে সাজানো যে চোখ টেরা হয়ে যায়-*কা.পু.*, স.ম.)

টেংরি বি. (ব্য.) পা (কোয়া তোয়াক্কা না করে চেঁচাল, 'টেংরি ভেঙ্গে দেব'-*কা.পু.*, স.ম.) □ বি. **টেংরির জুস** প্রহার

টেঁসে যাওয়া দ্র. **টাঁসা.**

টোকো বিণ. সুন্দর

টোটো* বি. উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানোর ভাব □ ক্রি.বি. ~ **করে ঘোরা** উদ্দেশ্যহীন- ভাবে ঘোরা, বহু জায়গায় এক নাগারে ঘোরা (সর্ব্বদাই এ গলী ও গলী দিয়ে টোটো কোরে বেড়াতেন-*আ.মু.*, ভো.মু.) □ বি. **টোটো কোম্পানি** ভবঘুরে (টাটা কোম্পানির ধ্বনি-অনু.; **টোটো** শব্দটি অবশ্য টাটা কোম্পানি স্থাপনের বহু আগে থেকেই ব্যবহৃত) তু. **টি.সি. ম্যানেজার**

টোন কাটা ক্রি.বি. (ইং. tone) কটাক্ষ করা

টোপর[২] বি. কন্ডোম তু. **টুপি, ক্যাপ**

ট্যাং ট্যাং/ ট্যাংস ট্যাংস* ক্রি.বিণ. ক্লান্ত

পায়ে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা, ক্রমাগত হাঁটা (এই জ্বালা-পোড়া রোদ্দুরে ট্যাং ট্যাং করে অতদূর যাবার কোনো মানে হয়-*পূ.প.২.*, সু.গ.)

ট্যাকে রাখা/ ট্যাঁকে পোরা[১] ক্রি.বি. আয়ত্তে রাখা, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা (এই শালা কাক তোর ঐ গণ্ডাকয়েক অরবিন্দ আর নীটশেকে ট্যাঁকে রাখতে পারে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

ট্যাক্স দেওয়া[২] বিণ. (ইং. tax) ১. বাড়ির কাজ কর্ম করা ২. গুণাগার দেওয়া

ট্যাক্সির মিটার ডাউন করে ক্যালানো[৩] ক্রি. বিণ. (ইং. taxi, meter down) উত্তমমধ্যম প্রহার করা

ট্যান যাওয়া/ খাওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. tan.<tangent / ত্রিকোণমিতির অনু.) মাথার ওপর দিয়ে চলে যাওয়া, বুঝতে না পারা

ট্যান্ডল বি. (মালায়লাম টনডল= জাহাজের খালাসি) চামচা, অনুচর

ট্যাপ করা ক্রি.বি. (ইং. tap) গুরুজনকে দেখে সিগারেট লুকোনো

ট্যাপা বি. (মু./ ব্য.) তাপস পাল, বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা অভিনেতার নামের বিকৃতরূপ

ট্যাপারি বি. সুন্দরী মেয়ে

ট্যাঁ ফোঁ* বি. মৃদু আওয়াজ, ক্ষীণতম প্রতিবাদ □ ক্রি.বি. ~ **করা**[১] ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করা (আজকাল এই ধরনের কথা শুনলে কেউ আর ট্যাঁ ফোঁ করে না-*ভালবাসা.*, নীল.)

ট্যারা হয়ে যাওয়া দ্র. **টেরিয়ে যাওয়া**

ট্যাল বিণ (ইং./ খণ্ড. <talented) প্রতিভাশালী, দক্ষ, মেধাবি □ বিণ. ট্যালা ট্যাল আছে যার; কোনো নারীর প্রতি বিশেষ দুর্বলতা দ্র. টাল

ট্র্যাশ* বিণ. (ইং. trash) আজগুবি গালগল্প পরিপূর্ণ (মেমারিতে যে দুটো খবরের কাগজ আসে, তাতে ট্র্যাশ লেখে-*পূ.প.১.* সু.গ.)

ঠ

ঠমক/ ঠাট/ ঠাটঠমক/ ঠাট বাট* বি. জাঁক জমক; আড়ম্বর, ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যে আড়ম্বর (আজ বুড়োর ঠাট দেখলে হাসি পায়-*বুড়ো শালিক.*, ম.দ.; এর আগে আমার তিন-তিনটে গিন্নি হয়ে গেছে-কিন্তু এরকম চলবার ঠমক তো আগে দেখি নি-*হিতে.*, জ্যো.ঠা.; এই প্রতিমুহূর্তের গোপনীয়তার জন্যেই কত ঠাট বাট-*বিবর.*, স.ব.) □ ক্রি.বি. ~ **মারা/ দেখানো** আড়ম্বর দেখানো

ঠাটানো ক্রি. পুরুষাঙ্গ উত্থিত হওয়া তু. **টাটানো**

ঠাণ্ডা করা[১] ক্রি.বি. শায়েস্তা করা (তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা করে দিই ঠাণ্ডা-

আবোল., সু.রা.) □ ক্রি.বি. **ঠাণ্ডা মারা/ ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া**[১] নির্জীব, নিরুৎসাহ হয়ে যাওয়া (বিনয়ের উত্তর শুনে ঠাণ্ডা মেরে যেতে হয়-*হালকা.*, স.চ.)

ঠাপ/ ঠাপানো বি. ১. ধাক্কা, সাধারণত অশ্লীলভাবে ধাক্কা ২. যৌনক্রিয়া (আর বাকি থাকে ক্যান্ কাপড় তুল্যে দিচ্ছি আ ঠাপ্যে যা নাঙ-খাটানির ব্যাটা-*এই আমাদের.*, সু.মি.)

ঠিকে কাজ[৩] বি. অংশকালীন কাজ; অংশকালীন অধ্যাপনা (অধ্যাপক-মহলের বু.)

ঠুকুনি বি. প্রহার , প্রচণ্ডভাবে ধমকাধমকি

ঠুকে দেওয়া[১] ক্রি. ১. আঘাত করে কথাবার্তা বলা ২. (ক্রিকেট খেলায়) শর্ট পিচ বল করা

ঠুসো বি. ঘুষি □ বি. ~ **বাজি** মারপিঠ

ঠেক বি. ১. আড্ডা মারার স্থান (আমার ঠেকগুলো তো আপনাকে বলেছি-*সদর.*, সু.চ.) ২. মদের আড্ডা (তখন লগনের ঠররার ঠেক বা অন্য কোথাও নেশায় ডুবে যাওয়ার চেষ্টা-*সুর.*, কি.রা) □ ক্রি.বিণ. **ঠেকে শেখা** বন্ধুদের কাছ থেকে শেখা, আড্ডার স্থান থেকে শেখা (বাংলা বাগ্‌ধারার অনু./pun) □ বি. **ঠেকবাজ** আড্ডাবাজ

ঠেস দেওয়া/ ঠেস মারা[১] ক্রি.বি. ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা, বক্রোক্তি করা (এম.এ. পরীক্ষা দিই নি বলে ঠেস দেওয়া হচ্ছে-*যা.পা.*, শী.মু.)

ঠোক্কার* বি. ধাক্কা, বাধা (কমলার মুখের দিকে নজর পড়তেই বিকাশের খুশির ভাবটা ঠোক্কর খেলো-*কমলা.*, গৌ.ঘো.)

ঠোনাঠুনি বি. অল্প প্রহার, মামুলি মারপিট

ঠোলা বি. পুলিশ

ঠ্যাং* বি. (ব্য.) পা (পূর্বা ঠ্যাং নাচিয়ে নিরুদ্বেগ মুখে বলে-এভরিথিং-*যা.পা.*, শী.মু.) □ বি. ~**পদ্ম** চরণকমল বা পাদপদ্মের রূপান্তর (উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাংপদ্মে-*ল.শ.*, সু.রা.)

ঠ্যাঙানো* ক্রি. ১. প্রহার করা (তবে ভাত খাই যদি বিড়াল ঠেঙাও-*টু.ব.*, উ.রা.) ২. কষ্ট করে যাওয়া (অনেকখানি রাস্তা রোজ ট্রেনে-বাসে ঠ্যাঙাতে হয় সমীরকে-*সুর.*, কি.রা.) ৩. পড়ানো, চালনা করা (ছাত্র ঠ্যাঙানো) □ বি. **ঠ্যাঙানি** প্রহার (সেখানে আর দ্বিতীয়বার যেতে সাহস হয় না, ঠ্যাঙানি দেবে এই ভয়ে-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.)

ঠ্যাটা/ ঠ্যাঁটা* বিণ. উদ্ধত, বজ্জাত, গোঁয়ার (মাগীগুলো বড় ঠ্যাঁঠা, কান মোড়া দেয়, কিল মারে, নাক কামড়ায়, কোলে বসে-*বি.পা.বু.*, দী.মি.)

ঠ্যালা* বি. খপ্পর, প্রভাব (বউ-এর ঠেলায় পড়ে কাবু হয়ে গেছে তাঁর ভাই- *পৃ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. ~ **সামলানো/ ~ বোঝা১** দায় সামলানো (দিয়ে আসব জেল স্কুলে বুঝবে ঠ্যালা-*কারা*., আ.হ.) □ (বু.) **ঠ্যালার নাম বাবাজি১** বিপদে পড়ে শায়েস্তা হওয়া

ড

ডকে ওঠা/ তোলা১ ক্রি.বি. (ইং. dock) বাতিল হয়ে যাওয়া; বন্ধ হয়ে যাওয়া (সব র‍্যালারপোর্টই ডকে উঠে যাবে-*বিবর*, স.ব.)

ডগমগ১ বি. আনন্দে অধীর (অরুণ দরখাস্ত পাঠানোর আগে অবধি খুশিতে ডগমগ করছিল-*এখনই*, র.চৌ.)

ডজ করা ক্রি.বি. (ইং. dodge) এড়িয়ে যাওয়া (উনি ডজ করতে জানেন, উনি ডিচ করতে জানেন-*কারা*., আ.হ.)

ডন বি. (ইং. don) ১. মস্তান ২. নেতৃস্থানীয়, দক্ষ (*EP:* **don** n. An adept, a 'swell' or 'toff'; a pretentious person; **don** adj. Expert, clever; excellent)

ডবকা বি. যৌবনপ্রাপ্ত; স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সাধারণত নারী (তাঁদের জন্য এবার একটি ডবকা দেখে দাসী এনে ফেলুন-*ঘুণ*., শী.মু.)

ডবকা মারা১ ক্রি.বি. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, ফেল করা

ডবল গেম বি. (ইং. double game) এক জোড়া প্রেমিকপ্রেমিকার একত্র অবস্থান, সাধারণত ভিক্টোরিয়া বা লেক ইত্যাদি অঞ্চলে

ডবল ডেকার২ বি. (ইং. double decker) ১. পশ্চাদ্দেশ, বিশেষত মহিলাদের ২. গর্ভবতী মহিলা

ডবল রিফান্ড দেওয়া২ ক্রি.বি. (ইং. double refined/ জনৈক সরষের তেলের বিজ্ঞাপনের অনু.) তেল দেওয়া

ডবল হাফ চা বি. (ইং. double half) রাস্তার চায়ের দোকানে চায়ের মাপবিশেষ

ডমফাই বি. অহমিকা (নে নে-ডমফাই রাখ-*প.ডা.পাঁ*., যুব)

ডরপুক/ ডরফুক* বিণ. (হি.) ভিতু ব্যক্তি (যতসব ডরপুক না-লায়েক ইংরেজ মাস্টন আর রডা কোম্পানি উজাড় করে বন্দুক পিস্তল কেনার ধূম লাগিয়েছে-*সে.স*., সু.গ.)

ডল৩ বি. (ইং. doll) সুন্দরী মেয়ে তু. *NTC*: **doll** *n.* a good-looking or attractive girl or young woman

ডাঁই* বি. স্তূপ, একত্র জড়ো করা (সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে-*ডমরু*., ত্রৈ.মু.)

ডাইস২ বিণ. (ইং. dice) বিশেষ ধরণের

কোনো ব্যক্তি, গণ্ডগোল ব্যক্তি □ বিণ. **ডাইসি** (ইং. dicey) উভয়সংকট, অনিশ্চিত অবস্থা দ্র. *EP* : **dicey** Risky, dangerous.

ডাউন দেওয়া[২] ক্রি.বি. (ইং. down) অপদস্ত করা, হারিয়ে দেওয়া (কেউ হয়তো ডাউন দিয়ে দিয়েছে-*প্রত্নকন্যা*, সুকা. গ.)

ডাং[২] বি. (ইং. <cow dung) বোকা, নির্বোধ ব্যক্তি, যার মাথায় গোবর আছে

ডাকরা দ্র. **ড্যাকড়া**

ডাকসাঁইটে* বিণ. অত্যন্ত দজ্জাল, করিৎকর্মা (সুধাবৌদি সেদিকে খুব ডাকসাইটে-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

ডাঁট* বি. অহমিকা, অহংকারজনিত ঔদ্ধত্য (বেশ ডাঁটের মাথায় বললুম, ইঁদুর তো ছার -*চা.মূ.*, না.গ.) □ বিণ. **ডাঁটিয়াল** অহংকারী; ডাঁট আছে যার (খুব ডাঁটিয়াল নাকি রে তুই-*এ.পা.*, বা.ব.) □ ক্রি.বিণ. **ডাঁটের মাথায়/ ডাঁটসে** ডাঁট সহকারে (বেশ ডাঁটের মাথায় বললে, বুঝলি না-*চা.মূ.*, না.গ.)

ডাটো* বিণ. ১. শক্তসমর্থ ২. (ব্য.) ছোটো

ডান হাতের কাজ[১] বি. খাওয়া (ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক-*গ্যা.গ.*, স.রা.)

ডানাকাটা পরী[৩] বিণ. ১. অতীব সুন্দরী মেয়ে ২. (ব্য./অ.বি.) কুৎসিত মেয়ে

ডানা গজানো[১] ক্রি.বি. সাহস বাড়া; স্বাধীন গতিবিধি বাড়া (মা বাবা তো ভেবে রেখেছে পাশ করলে দুটো ডানা গজাবে-*এখনই*, র.চৌ.)

ডান্ডা/ ডান্ডাগুলি[২] বি. পুরুষাঙ্গ, পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ (আকৃতির অনু.) □ ক্রি.বি. (ব্য.) **ডান্ডাগুলি খেলা** আজেবাজে অর্থহীন কাজে সময়ের অপচয়

ডাব[২] বিণ. বোকা

ডাব্‌বা দেওয়া ক্রি.বি. মিথ্যে কথা বলা

ডামরি বি. (সী.) টাকার নোট

ডামাডোল* বি. গণ্ডগোল, উত্তেজনা (এই ডামাডোলের বাজারে ইতিমধ্যে আবার এক বছর জামাই আদরে ডিটেনশন খাটা হয়ে গেছে-*কারা.*, আ.হ.)

ডায়লগ[১] বি (ব্য./ ইং. dialogue) ১. আস্ফালন, অন্তঃসারশূন্য কথা ২. বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো মন্তব্য □ ক্রি. ~ **ঝাড়া/ দেওয়া** (বড়দা এই বয়সে খেটে মরছেন, আর তুই বড় বড় ডায়লগ দিচ্ছিস-*দল.*, ম.সে.)

ডাল* বি. (ইং. dull/ ব্য.) বোকা

ডাঁসা মাল[৩] বি. যুবতী মেয়ে, নীরস মেয়ে

ডাস্ট[২] বি. (ইং. dust) বাজে

ডাহা* বিণ. সম্পূর্ণ, সম্যক, সর্বৈব (নিজামুদ্দিন সাহেব ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

ডি.আই.জি (মু./ পুলিশের উচ্চপদ

Deputy Inspector General-এর অনু.) Double Income group, এমন পরিবার যেখানে স্বামীস্ত্রী দুজনেই রোজকার করে

ডিউটি দেওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. duty) প্রেম করা

ডি.এম.ইউ.[২] (মু. D.M.U.=Diesel Multiple Unit) দাদা মুতে উঠুন (ডি.এম.ইউ গাড়িতে বাথরুম না থাকার কারণে ব্যবহৃত) □ তু. ই.এম.ইউ.

ডি.এস.পি. (মু. DSP=Deputy Superintendent of Police) দেখে শুনে পালাও

ডিক দেওয়া ক্রি.বি. ১. প্রহার করা ২. মিথ্যে কথা বলা ৩. প্রতারণা করা

ডিগডিগে* বিণ. অত্যন্ত রোগা (আমি পটলডাঙার রোগা ডিগডিগে প্যালারাম-*চা.মু.*, না.গ.)

ডিগবাজি[১] বি. ১. রাতারাতি মত পরিবর্তন করা বা দলবদল (ছিল পার্টি-বিরোধী ডিজরাপশনিস্ট, এখন একেবারে একশ আশি ডিগ্রি ডিগবাজি-*কাবা.*, আ.হ.) ২. অকৃতকার্য হওয়া, বিশেষ পরীক্ষায় ফেল করা □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া**

ডিচ করা ক্রি.বি. (ইং. ditch) প্রতারণা করা, পরিত্যাগ করা (উনি ডজ করতে জানে, উনি ডিচ করতে জানেন-*কারা.*, আ.হ.)

ডিম পাড়ানো[২] ক্রি.বি. কিপটেমি করা, কোনো কিছু ব্যবহার না করে রেখে দেওয়া

ডি.পি.এল. (মু.) Direct পোঁদে লাথি

ডিপো[২] বি. (ইং. depot) ১. বাসা বা আড়ত ২. জন্মস্থান, আড্ডা (ডোবাটা তো মশার ডিপো হবে-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

ডিব্বা বিণ. (হি.) মোটা চেহারার ব্যক্তি

ডিমা বি. (<ডিম; আকৃতির অনু.) বোম

ডিশ লাগানো/ ডিশ অ্যান্টেনা লাগানো ক্রি.বি. (ইং. dish antenna) বুদ্ধির পরিসর বাড়ানো, জ্ঞানের সীমা বাড়ানো

ডুব* বি. অনুপস্থিত □ ক্রি.বি. ~ **মারা/ দেওয়া**[১] ১. আগে না জানিয়ে অনুপস্থিত হওয়া (কাজের লোক যখন ডুব মারত, মোহন বেশ চালিয়ে নিত-*প্রত্নকন্যা*, সুকা.গ.) ২. নিখোঁজ বা বেপাত্তা হওয়া (আরে মামুন যে! এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে?-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**[১] লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো কাজ করে যাওয়া তু. **সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার**

ডেকচি[২] বি. (ব্য.) পশ্চাদ্দেশ (আকৃতির অনু.)

ডেকড়া দ্র. **ড্যাকড়া**

ডেড়েমুখে ক্রি.বিণ. সবরকমভাবে শোষণ করা

ডেন[২] বি. (ইং. den) আখড়া, কুখ্যাত স্থান (সে যে হোস্টেলটায় থাকত সেটা পুরোপুরি বিপক্ষীয় ছাত্রসংগঠনের ডেন-*দল.*, অপ.)

ডেঁপো* বি. পাকা □ বি. ~**মি পাকামি**

ডেমো বি. (ইং. demonstration/ খণ্ড.) কোনো কিছু করে দেখানো

ডেনজার[২] বিণ. (ইং. danger) ১. মারাত্মক, বিপজ্জনক ২. চমৎকার (অ.বি.)

ডেস্‌পো বি. (ইং. desperate/ খণ্ড.) কোনো কাজ করতে মারিয়া; অত্যন্ত সক্রিয়

ডোজ[২] বি. (ইং. dose.) মদের বা অন্য নেশার দ্রব্যের মাপের একক □ ক্রি.বি. ~ **চড়া** নেশা বাড়া □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া** ১. প্রহার করা ১. উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া (দরকার পড়লেই আসবে, যা ডোজ দিয়েছি-*হা.*, ন.ভ.)

ডোবা[৩] ক্রি. ১. বারোটা বাজা, ব্যর্থ হওয়া (নিজে কোনো দিন চাকরি বাকরি করেননি, ব্যবসা ছিল, সেটা ডুবে গেল-*কাল.*, স.ম.) ২. অধঃপতিত হওয়া (কিন্তু এসব করতে করতে আমি ডুবলাম-*কাল.*, স.ম.) □ ক্রি. ~ **নো** ১. বিপদে ফেলা, অপদস্ত করা ২. প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা না রাখা (আর এই বেটারাই আমাকে দেখ্‌ছি ডুবুলে-*বুড়ো শালিক.*, ম.দ.)

ড্যাকরা/ডাকরা/ডেকরা বি. পাজি, অসভ্য; প্রভল্‌ভ, ধূর্ত (এমন করে ড্যাক্‌রা আমার মাতা খাচ্চে-*ন.ত.*, দী.মি.)

ঢ

ঢং* বি. ন্যাকামি (ঢং দেখে আর বাঁচিনে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ ক্রি. বি ~ **করা**[১] ন্যাকামি করা (আজ আবার ঢং ক'রে শাঁখা প'রে গেরস্তের বউ হয়েছে-*শঙ্করাচার্য্য*, গি.ঘো.) □ বিণ. **ঢঙি** যে ন্যাকামি করে

ঢপ বি. ১. মিথ্যে কথা (সতর্কতা নষ্ট কোর না, ওদের ঢপ হতে পারে -*কারা.*, আ.হ.) ২. মিথ্যেবাদী, অকর্মণ্য (কোথাকার ঢপ রে বাবা! কথা বলতে জান না-*ক.দ.*, সুব্র.সে.) □ ক্রি. **ঢপানো**/ ~ **মারা**/ ~ **দেওয়া** মিথ্যে কথা বলা (বলছি তো দোস্ত, ঢপ দিও না-*জাল.* শী.মু. □ বি. ~ **কোম্পানি**/~ **বাজি**/ **ঢপের কাটলেন**/ **ঢপের কীর্তন**/ **ঢপের কেত্তন** (ঢপ কীর্তন বাংলা কীর্তনের একটি বিশেষ রীতি, সেই অনু.)/ **ঢপের চপ** (ধ্বনির অনু.)/ **ঢপের কাটলেট**/ **ঢপলিং** (ইং. ক্রিয়ার রূপ ling) মিথ্যে কথা, নিতান্ত অসত্য (তোমার এই মরার সঙ্গে কথাফথা- সবটাই কি ঢপের কেত্তন ছিল-*হা.*, ন.ভ.; কোত্থেকে উড়ে এসে বলচে কিনা এসব ঢপবাজি-*হা.*, ন.ভ.; দাড়িওলা একটা ছেলে বলে ওঠে ঢপ কম্পানির মেজর জেনারেল- *হা.*, ন.ভ.; মলয় বলল-বল না, ঢপবাজ

বল, ঢপের চপ বল-*চ.দু.*, স্ব.চ.; ঢপের চপ, ঢপের কাটলেট—সব খাচ্ছে-*ফ্যাতাড়ু*; ন.ভ.)

ঢলসা বি. ঢিলে

ঢলাঢলি/ঢলানি[১] বি. মাখামাখি, কেলেংকারি রকমের মাখামাখি (ও মেয়েছেলেটা নিগ্রোসাহেবের সঙ্গে খুব ঢলাঢলি করে-*কাল.*, স.ম.) □ বি. **ঢলানি/ ঢলানে*** ১. চরিত্রহীন ব্যক্তি, বিশেষত পুরুষের গায়ে পড়া মেয়ে; লম্পট ২. নানারকম কেচ্ছা কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়ে এমন ব্যক্তি (ঢলানি বৌ অমনি তিলকে তাল করে দাঁতকপাটি লাগিয়ে পাড়ায় লোক-জানাজানি করে ছড়ালেন-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

ঢাউস* বিণ. বিশালায়তন (ঢাউস সাদা ব্যাগটা তুলে নিয়ে কি যেন বলল ছেলেটাকে-*এখনই*, র.চৌ.)

ঢাক ঢাক গুড়[১] **গুড়** বি. জুগুপ্সা, গোপনতা (পরমেশ্বরের ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না-*পায়রা*, স.চ.)

ঢাপ/ ঢাপন বি. যৌনসংগম তু. ঠাপ □ ক্রি. **ঢাপানো** যৌনসংগম করা

ঢিকানো/ ঢিকোনো/ ঢিকোতে ঢিকোতে চলা[১] ক্রি.বিণ. আস্তে আস্তে চলা, কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে চলা (বেতো ঘোড়ার ন্যায় ঢিকুতে ঢিকুতে চলল-*আলাল*, টে.ঠা)

ঢিট* বি. সায়েস্তা □ ক্রি.বি. ~ **করা** (আপনি বসুন, উহাকে ঢিট করে দিচ্চি-*আ.মু.*, ভো.মু.)

ঢিঢি পড়া* ক্রি.বি. রাষ্ট্র হয়ে যাওয়া; নিন্দামন্দ বা কেচ্ছার প্রচারিত হওয়া (পাড়ায় ঢিঢি পড়ে গেছে-*তা.দে.*, র.ঠা) □ বি. **ঢিঢিক্কার**

ঢিপসি দ্র. **ঢ্যাপস**

ঢিপানো ক্রি. প্রহার করা

ঢিপি[২] বি. (আকৃতির অনু.) স্তন

ঢিমে তেতালা[৩] বিণ. অত্যন্ত মন্থর

ঢুঁ মারা[১] ক্রি.বি. ১. উঁকি মারা, অল্পক্ষণের জন্য কোথাও যাওয়া (আর গেলেই ন্যাড়াদার বাড়ি একবার ঢুঁ মারতাম-*সন্দেশ*, সু.চ.) ২. গুতো মারা (বুড়ো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ-*বা.প্র.*, র.ঠা.) ৩. সন্ধান করা, খোঁজ নেওয়া (মাস কয়েক চাকরির জন্যে দরজায় দরজায় ঢুঁ মেরে বেড়ালাম-*আ.দে.*, প্র.রা.)

ঢুকু/ ঢুকুস বি. মদ □ বি. **ঢুকুঢুকু** বি. মদ্যপান

ঢুড়ডা-ঢুড়ডি বি. প্রেমিকপ্রেমিকা

ঢুস্কু বি. ১. অকর্মণ্য, আহ্লাদে গদগদ ভাব ২. হতোদ্যম, ক্লান্ত

ঢেউ নাচানি বি. চলতে গেলে যে মেয়ের স্তন নাচে (সু.সে. *WDB* ঢেউ নাচানি <<one who dances with the wave i.e., a coquette)

ঢেঁকি[২] বি. অকর্মণ্য □ বি. **বুদ্ধির~**[১] নির্বোধ

ঢেঁকুর তোলা[১] ক্রি.বি. মনে পড়া, হঠাৎ বিস্মৃতির অতল থেকে ভেসে ওঠা

ঢেটি দ্র. **ঢ্যাটা**

ঢেন্‌ঢন পাদ[২] বি. ব্য. (চর্যাপদের জনৈক পদকর্তার নামানুষঙ্গে) পুরুষাঙ্গ

ঢেমনি দ্র. **ঢ্যামনা**

ঢের* বিণ. যথেষ্ট, প্রচুর (আমি আপস করবার জন্য ঢের চেষ্টা কল্লেম-*অলীক*., জ্যো.ঠা.)

ঢোকা/ ঢোকানো[২] ক্রি. যৌনসংগম করা

ঢোসকা বিণ. ১. বুড়ো ২. মোটা

ঢ্যাঙা* বিণ. লম্বা (ছেলেটা যেমন ছ'ফুট ঢ্যাঙা মেয়েটিও তেমন পাঁচ ফুটের কমতি-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

ঢ্যাটা/ ট্যাঁটা* বিণ. উদ্ধত, বেআদব (মেয়েটার ধাত আলাদা, জাত আলাদা। ট্যাঁটা-*কু.দে.*, হ.দ.) □ স্ত্রী. **ঢেটি** (মদ্দা ঢেটি ছুঁড়ি তুই বেটাছেলেদের সমান হতে চাস-*সে.স.*, সু.গ.) তু. **ঠ্যাটা**

ট্যাঁড়শ[২] বিণ. নির্বোধ, বোকা

ঢ্যাপস* বিণ. স্থূলকায়, অত্যন্ত বেঢপ □ স্ত্রী. **ঢিপসি** □ বি. (ব্য.) **ঢ্যাপস পাল** তাপস পাল

ঢ্যাম বি. অহংকার তু. **ঘ্যাম**

ঢ্যামন/ ঢ্যামনা বি. (ঢেমনা=নির্বিষ সাপ) ১. উপপতি, চরিত্রহীন লোক ২. বদমাইশ লোক, খচ্চর লোক (বুড়ি আরো বলে-কে কেমন? সব ঢ্যামন-*স্বপ্ন*., কি.রা.) ৩. গালি. (ওই গুখেগোর ব্যাটা, অ্যাই ঢ্যামনা, সবাইকে নিচ্ছিস, আমাকে নিবি না-*কা.পু.*, স.ম.) স্ত্রী **ঢেমনি** উপপত্নী □ বি. ~ **গিরি**/ ~**মি**/ **মো** (এই ঢ্যামনামির গল্পের রকমফের নানা দেশে চালু আছে-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. ~**গিরি করা** সচেতনভাবে বদমাইশি করা, পিছনে লাগা (সে গম্ভীর গলায় বলল, 'ঢ্যামনাগিরি করা' - *কা.পু.*, স.ম.) □ বি. ~ **চোদা** অশ্লীল গালি. দ্র. **বোকাচোদা**

ঢ্যারা পেটা* ক্রি.বি. রাষ্ট্র করা; জনে জনে বলে বেড়ানো তু. **কানেস্তারা পেটা**

ত

তক্কে তক্কে থাকা[১] ক্রি.বি. তালে তালে থাকা; উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকা

তক্তা করা/ মেরে তক্তা করা[৩] ক্রি.বি. প্রচণ্ড প্রহার করা

তছনছ* বিণ. (আ. তহস্‌নহস্) বিধ্বস্ত, লণ্ডভণ্ড, বিপর্যস্ত, পণ্ড (একজনের জন্যে একটা পরিবার কিভাবে তছনছ হয়ে যায়-*আ.প্রদীপ*., র.চৌ.) □ ক্রি.বি. ~ **করা**

তড়পানো* ক্রি. ১. ধমকানো, ভয় দেখানো, শাসানো (মেজদা বাড়ি এসে আমাকে খুব তড়পেছিল-*প্রজা*., স.ব.) ২. আস্ফালন করা (যাত্রাদলের সঙের মত, খালি তলোয়ার ঘোরাচ্ছে আর তড়পাচ্ছে-*প্রজা*., স.ব.)

তড়াক* বি. (ধ্ব.) অকস্মাৎ, চমক

তড়িঘড়ি* ক্রি. বিণ. অতি দ্রুত (তড়িঘড়ি টিউশনি বেরিয়ে গেল মাধবীলতা- *কা.পু.*, স.ম.)

তফারেন্স বি. (আ. তফাৎ+ইং. difference) পার্থক্য

তবলা[২] বি. ১. পশ্চাদ্দেশ ২. স্তন □ ক্রি.বি. ~ **উলটোনো** বিপদে পড়া □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** কাজে ভুল হওয়া বা গোলমাল হওয়া □ বি. ~ **গরম** মেজাজ গরম

তরমুজ/ তরমুজ পার্টি[৩] বি. বাইরে কংগ্রেস বা বিজেপি, ভিতরে বামপন্থী রাজনীতিবিদ্; রাজনীতিতে সুবিধাবাদী ব্যক্তি

তল্লাট* বি. অঞ্চল, এলাকা (এ তল্লাটে যদি খোঁজ মেলে তো দেখে আসি -*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

তাক লাগা[১] ক্রি.বি. চমক লাগা, অবাক হয়ে যাওয়া (দেশসুদ্ধ লোকের তাক লেগে যাবে সত্যর বাবা রামকালী কব্‌রেজের গুণের মহিমায়-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

তাগড়া/ তাগড়াই* বিণ. দীর্ঘদেহ ও বলিষ্ঠ লোক

তাজ্জব* বি. (আ.) অবাক, বিস্ময়কর (কমলা এত কাজ করে কী করে বিকাশের সেটাই তাজ্জব লাগে- *কমলা.*, গৌ.ঘো.)

তাড়কা রাক্ষসী[৩] বিণ. (পৌরাণিক চরিত্রের নামানুষঙ্গে) মোটা কুৎসিত আকারের মহিলা তু. **হিড়িম্বা**

তাড়ি* বি. দেশি মদ

তাড়ু* বিণ. ১. আনাড়ি ২. অবিমৃশ্যকারী, বিশেষত ক্রিকেট খেলায় যে কোনো দিক না তাকিয়ে অন্ধের মতো ব্যাট চালায়, মারকুটে ব্যাটস্‌ম্যান

তাতানো* ক্রি. প্ররোচনা দেওয়া, উত্তেজিত করা (তুমি ছেলেটাকে তাতাচ্ছ কেন-*কা.পু.*, স.ম.)

তানপুরা[৩] বি. পশ্চাদ্দেশ (ডোরার পেছন দিকটা যেন ওল্টানো তানপুরা- *আ.দে.*, প্র.রা.)

তানানানা করা* ক্রি.বি. টালবাহানা করা, ইতস্তত করা (যোগেন দত্ত জমিটা দিতে এখনো খানিকটা তা-না-না-না করছেন-*পূ.প.১*, সু.গ.)

তাপ্পি[২] বি. জোড়াতালি, মিথ্যে বলে সামাল দেবার চেষ্টা দ্র. **গুলতাপ্পি**

তাপাল দেওয়া ক্রি.বি. ধমক দেওয়া

তাফাল বি. ১. গণ্ডগোল, ঝামেলা ২. হইচই, উত্তেজনা

তাঁবু খাটানো[২] ক্রি.বি. পুরুষাঙ্গের উত্থিত অবস্থা

তাঁবে* বি. (আ.) নিয়ন্ত্রণ (তাদের তো সেই হিন্দুদের তাঁবেই থাকতে হলো-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বি. ~ **দার*** (আ.+ফা.) নিয়ন্ত্রণাধীন; মোসাহেব, পদলেহী (সুদীপ বলল, ওরা সুবিধেবাদী, রাশিয়ার তাঁবেদার- *কাল.*, স.ম.)

তামাম* বি. (আ.) যাবতীয় (বিমানের কথা শুনলে মনে হয় যেন তামাম ছাত্ররা ওদের সঙ্গে একমত হয়ে ভিয়েৎনামের ঘটনার প্রতিবাদ জানাবে-*কাল.*, স.ম.)

তাল* বি. মতলব, উদ্দেশ্য (তোর তো তাল শুধু পরের টাকায় ম্যানেজারি-*এখনই*, র. চৌ.)

তাল করা[১] ক্রি.বি. ১. স্তূপাকার করা, এক জায়গায় জড়ো করা ২. সামাল দেওয়া, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ৩. মতলব করা

তাল কাটা[১] ক্রি.বি. অসংগত বা সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়া

তালগোল পাকানো[১] ক্রি.বি. জট পাকানো, গণ্ডগোল করা

তাল ঝাড়া[১] ক্রি.বি. মেজাজ দেখানো তু. **ঝাল ঝাড়া**

তাল ঠোকা[১] ক্রি.বি. সদম্ভে বা সোৎসাহে কোনো কাজে লাগা

তাল দেওয়া[১] ক্রি.বি. উস্কানি দেওয়া, সম্মতি জানানো (পাশের লোকটি তাল দিল, যা বলেছেন দাদা-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

তালপাতার সেপাই[৩] বিণ. অত্যন্ত রোগা ব্যক্তি

তাল মেলানো[১] ক্রি.বি. সমতারক্ষা করা চলা (বোকামি করছ, সময়ের সঙ্গে তাল মেলাও-*কা.পু.*, স.ম.)

তালি দেওয়া[১] ক্রি.বি. ১. হাততালি দেওয়া ২. বিদ্রূপ করা স.ব্য. **তালিয়া** (বিদ্রূপের ডাক **তালি দে!**) ৩. তাপ্পি দেওয়া

তালেবর* বিণ. বিচক্ষণ, ওপর চালাক

তিতিকুখি বিণ. (<তিরিক্ষি) অত্যন্ত রুক্ষ উগ্রধরণের মেজাজ

তিতিবিরক্ত* বিণ. উত্যক্ত

তিন নম্বর পা বি. পুরুষাঙ্গ

তিলক কাটা[৩] বিণ. বিবাহিত, সিদুঁর পরার অনু.

তিলুআ/তিলে বিণ. অত্যন্ত বদমাইশ □ বিণ. **তিলে খচ্চর** গালি., যে খচ্চরের চেয়েও বদ □ বিণ. **তিলে ঢ্যামনা** গালি., যে ঢ্যামনার চেয়েও বদ

তুই থাক আমি যাই[৩] বি. পশ্চাদ্দেশ, পশ্চাদ্দেশের উত্থানপতনের ছন্দের অনু.

তুক করা* ক্রি.বি. মন্ত্রবলে বশ করা

তুখোড়* বিণ. ১. অসাধারণ ২. ওস্তাদ, চালাকচতুর, দক্ষ (এক তুখোড় চতুর একগুঁয়ে জেদী আর অব্যর্থ শিকারী-*বিবর*, স.ব.)

তুগলকি/ তুঘলকি/ তোঘলকি[৩] বি. (দিল্লি সম্রাট মুহম্মদ বিন তুঘলকের অনু.) সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানা, গোঁয়ার্তুমি

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া[১] ক্রি.বি. সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা, একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া (বাবা, মা দিদিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে-*এখনই*, র.চৌ.)

তুড়ে দেওয়া ক্রি.বি. ধমকে দেওয়া

তুবড়ি[৩] বিণ. (একধরনের আতশবাজির অনু.) ১. সুন্দরী মেয়ে ২. নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে যাওয়া কোনো কিছু ৩. অনর্গল কথার তোড় (আবার চলল ভাষার তুবড়ি-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

তুমুল* বিণ. প্রচণ্ড, দুর্দান্ত (তিনজনে হাসতে লাগল তুমুল মজায়-*পূ.প.১*, সু.গ.)

তুর্কি নাচ/ তুর্কি নাচন* বি. অত্যন্ত বিপর্যস্ত বা নাজেহাল অবস্থা, অস্থিরতা (তা না হলে নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কি নাচন-*ক্ষণিকা*, র.ঠা.)

তুরুপ[১] বি. বাজিমাত □ বি. **তুরুপের তাস**[১] ১. নিতান্ত কাজের লোক ২. এমন বস্তু যা দিয়ে বাজি মাত করা যায় (আজ যেটা চরম আঘাত মনে হচ্ছে কাল সেটা তুরুপের তাস হয়ে যেতে পারে-*কাল.*, স.ম.)

তুরুশ্চু/ তুশ্চু* বিণ. (<তুচ্ছ) মামুলি (গুরুজনকে যদি অমন করে তুরুশ্চু করবি-*চা.মূ.*, না.গ.; এই মরদেহটা তাদের কাছে নিতান্তই তুশ্চু-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

তুলকামাল* বিণ. (আ. তুল=বিস্তার, কালাম=কথা। তুল-ই-কালাম= বাগ্‌বিস্তার) প্রচণ্ড, অত্যন্ত বেশি রকমের □ বি. **~ কাণ্ড**[১] হুলুস্থুল কাণ্ড (আমার ইচ্ছে করছিল, মেরে ধরে ছিঁড়ে কুটি একটা তুলকামাল কাণ্ড লাগিয়ে দিই-*প্রজা*, স.ব.)

তুলোধুনো করা[১] ক্রি.বি. প্রচণ্ড প্রহার বা তিরস্কার করা তু. **ধুনে দেওয়া**

তেএঁটে[১] বিণ. ছ্যাচড়া, পাজি, ত্যাঁদড় (মদে ডুবে থাকা এবং তেঁএটে বদমাস বলে যার নাম আছে কলকাতায়, সেই লোকেন দত্ত-এর স্ত্রী সে-*বিবর*, স.ব.)

তেজমন্দি[৩] বি. মেজাজের ওঠা পড়া, সম্পর্কের ওঠা পড়া

তেড়ে/ তেড়ে ফুঁড়ে/ তেড়ে মেড়ে* ক্রি.বিণ. অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে বা ক্রোধের সঙ্গে (তেড়ে মেড়ে ডাণ্ডা করে দিই ঠাণ্ডা-*আবোল.*, সু.রা.)

তেঢ্যামনা বি. গালি. দ্র. **ঢ্যামনা** (এ ছাড়া উদ্‌গাণ্ডু, তেঢ্যামনা, হাড়হারামি রয়েছে পালে পালে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

তেন্ডাই মেন্ডাই/ তেরিমেরি* বি. আস্ফালন, মেজাজ দেখানো, মস্তানি, চোটপাট (আমার কাছে কোন অন্যায় পাবে না, আবার বেশি তেরিমেরিও চলবে না-*বি.টি.*, স.ব.)

তেরছা* বিণ. বাঁকা, আড়

তেরিমেরি দ্র. **তেন্ডাই মেন্ডাই করা**

তেরিয়া/ তেরিয়ান* বিণ. ক্ষিপ্ত, রুষ্ট (হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়তো এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে

হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না-*উপ*., শ.ব.; বেশ তেরিয়ান হয়ে ঝেঁঝে জবাব দিল, 'চোখ থাকে দেখে নাও'-*প্রজা*., স.ব.)

তেল* বি. তেজ, অহংকার □ ক্রি. ~ **বেরিয়ে যাওয়া**[২] বেইজ্জত হওয়া, দর্পচূর্ণ হওয়া (তেল বেরিয়ে যেত-*পাঁক*, প্রে.মি.) □ ক্রি.বি. ~ **হওয়া**[২] অহংকার হওয়া, আস্পর্ধা হওয়া (তেল হয়েছে তোমার বড় না? - *পাঁক*, প্রে.মি.) □ ক্রি.বি. **তেল দেওয়া/ তেল মারা/ ত্যালানো/ ত্যালানি/ তৈল মর্দন**[২] তোষামোদ করা ('আপনি ছিলেন বলে স্যার তবু কেউ মরেনি।' মজুমদার দাদুর তেল-মারা কথা-*কারা*., আ.হ.; কখনো দুর্জনেই আমাকে ত্যালায়-*প্রজা*., স.ব.; কেউ ঘুষ ত্যালানিতে মজে আছে, কেউ দল আর রাজনীতি করছে-*প্রজা*., স.ব.) তু. **অয়েলিং, বাটারিং গলানো সোনা ঢালা, ডবল রিফাইন্ড ঢালা** (*ODS* **oil** : to flatter, to deceive with insincere or flattering talk)

তোফা* বিণ. (আ. তুহ্‌ফাহ্) চমৎকার, অত্যন্ত ভালো (একেবারে কবজা করতে পারি যদি, তাহলে তো তোফা-*শে.ন*., স.ঘো.)

তোয়াক্কা* বি. (ফা. তবাক্‌কু=ভরসা) গুরুত্ব, পাত্তা, গ্রাহ্য করা (আমরা নির্ম্মলচরিত্র ঋষি, তোর তোয়াক্কা রাখি নে-*অভিশাপ*, গি.ঘো.)

তোয়াজ* বি. (আ. তৱাজ্জাহ্) ১. মনোরঞ্জন, মন যোগানো ২. আরাম, খাতির, যত্ন □ ক্রি.বি. ~ **করা** খাতির করা, মন যুগিয়ে চলা

তেলাকুচো[২] বিণ. নিতান্ত সামান্য

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা[২] ক্রি.বিণ. প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়ার আকস্মিক অভিব্যক্তি (এই কথায়, তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন-*ইন্দিরা*, ব.চ.)

তোল মাটি ঘোল করা[২] ক্রি.বি. লণ্ডভণ্ড করা (চাটুয্যে-পুকুরের জল 'তোল মাটি ঘোল' করছিল পুণ্যি টেঁপি পুঁটি খেদি প্রমুখ নবীনারা-*প্র.প্র*., আ.দে.)

তোলা[২] বিণ. ১. সফল হওয়া ২. কোনো মেয়ে বা ছেলেকে পটিয়ে ফেলা ৩. সম্পন্ন করা ৪. পুলিশ বা সমাজবিরোধী কর্তৃক অবৈধভাবে নেওয়া টাকা

তোল্লাই* বি. প্রশংসা, স্তোক (মলয় বলল-তোল্লাই হয়ে গেল্ল মনে হচ্ছে-*চ.দু*., স্ব.চ.) □ ক্রি. ~ **দেওয়া** তু. **আপ করা**

তৈরি[২] বিণ. (ব্য.) ওস্তাদ, ধুরন্ধর, দুঁদে, পাকা (আরেকটি তো তৈরি ছেলে, জাল করে নোট গেছেন জেলে-*আবোল*., সু.রা.)

তৈল মর্দন[১] দ্র. তেল

ত্যাঁদড়* বিণ. (ফা. তোন্দরোও= চরমপন্থী, উগ্র) অত্যন্ত পাজি, ছ্যাচড়া (ও তো মেজদার মতন ছিল না, বরাবরই একটু অমায়িকভাবের ত্যাঁদড়-*প্রজা.*, স.ব.)

ত্যালানি/ ত্যালানো/ তৈলমর্দন দ্র. তেল

ত্রিভঙ্গ মুরারি[১] বিণ. ১. বাঁকাত্যাড়া ২. সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না যে

থ

থ* বিণ. (<সং. থ=পর্বত) অবাক, বিস্মিত (একবার ঘাস দিয়ে এইসা চচ্চড়ি বেধেছিলেন যে বড়লাট সাহেব একেবারে থ-*প.ব.*, লী.ম. □ ক্রি.বি. ~ **হয়ে যাওয়া**[১] অবাক হয়ে যাওয়া, বাক্যহীন হয়ে যাওয়া (আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম-*চা.মূ.*, না.গ.)

থতমত/ থতমা* বি. বিস্মিত, হতচকিত □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া**[১] বিস্মিত হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া, অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া (পণ্ডিতমশাই আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন-*পা.দা.*, সু.রা.)

থতিয়ে যাওয়া[১] ক্রি.বি. ঘাবড়ে যাওয়া, ভড়কানো (তাহাকে দেখিয়া পাছে থতিয়ে যাই ও এক বলতে আর এক বলি - এ চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির হইল-*আলাল.*, টে.ঠা.)

থরহরিকম্প[১] বিণ. ভয়ার্ত (তাঁর বাস্তুর মাথা কেঁপে উঠ্‌তো আর থরহরি কম্প লাগিয়ে দিতেন-*ক.নু.*, টে.ঠা.জু.)

থাপ্পড়[৩] বি. বড়ো অঙ্কের নোট, যা খরচ করতে গায়ে লাগে। আগে একশ টাকার নোট সম্পর্কে ব্যবহৃত হত, বর্তমানে পাঁচশ টাকার নোট বা হাজার টাকার নোট

থার্টি টু অল আউট[২] বি. (ইং. thirty two all out) বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসা (ক্রিকেট খেলার অনু.)

থার্ড ক্লাস[৩] বিণ. (ইং. third class) অত্যন্ত বাজে, রদ্দি

থুবড়ো বি. (ব্য.) বয়স্ক মেয়ে

থুতকুড়ি বি. থুতু

থুম মেরে যাওয়া[১] ক্রি.বি. ১. কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়া, বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যাওয়া (ও রকম থুম মেরে বসে আছিস কেন?-*কৈ.পা.*, স.রা) ২. অভিমানে বা রাগে চুপ করে যাওয়া □ বিণ. **থুম্বো** থুম মেরে গেছে যে (মরলে তোমার মত জ্ঞানীগুণী লোক কেমন থুম্বো মেরে যায়-*কা.মা.*, ন.ভ.)

থেবড়ে বসা* ক্রি.বিণ. ছড়িয়ে বসা

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়[১] বিণ. গতানুগতিক

থোড়াই* বিণ. (হি.) আদপে, সামান্যতম

থোঁতা* বিণ. অহংকারী □ ক্রি.বি. ~ **মুখ ভোঁতা করা**[১] উচিত শিক্ষা দেওয়া, দর্পচূর্ণ করা, বেইজ্জত করা (শেষ পর্যন্ত গভর্নিং বডির জাসুদের থোঁতামুখ ভোঁতা হয়েছিল-*প্রজা*., স.ব.)

থোবড়/ থোবড়া বি. (হি./ ব্য.) মুখ

থ্যাবড়া* বিণ. চ্যাপটা □ ক্রি. ~ **নো** চেপটে যাওয়া; ছড়িয়ে যাওয়া

থ্রেট মারা/ খাওয়া ক্রি.বি. (ইং. threat) ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া, সতর্ক করে দেওয়া (যা শুনে বদি খচে যায় এবং দাঁড়কাক বাবার কাছে থ্রেট খায়-*কা.মা.*, ন.ভ.; রাজাকে সিপাই-বাজারে কারা যেন থ্রেট মারল-*চেতনা*, আ.ক.)

দ

দই জমানো[৩] ক্রি.বি. গর্ভধারণ

দ-এর মজা[১] ক্রি.বি. বিপদগ্রস্থ হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া, বারোটা বাজা

দক্ষিণা[২] বি. দাম, মূল্য

দখুপাই বি. (বা. দখল+ইং. occupy) দখল

দজ্জাল* বিণ. দুষ্ট, অত্যন্ত তিরিক্ষি মেজাজের লোক, বিশেষত মহিলা (আমাদের বংশে যে কোনও মেয়ের দজ্জাল বনার লক্ষণ দেখা দিলে গুরুজনরা বলতেন **ষষ্ঠিপ্রিয়া** ঠাকরুণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন-*রোমন্থন*., ত.রা)

দড়কচা/ দরকচা[২] বিণ. (ফা. দর্=কম, আধপাকা) ওপরচালাক

দফারফা[১] বি. শেষ হয়ে যাওয়া, ব্যর্থতায় শেষ হওয়া (ব্যাস আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। কেরিয়ারের দফারফা-*কারা*., আ.হ.)

দফা নিকেশ করা/নিকেশ করা[১] ক্রি.বি. (আ. দফহ্, <সং. নিষ্কাশ) ১. অবস্থা কাহিল করা (এইবার দেখছি ওর দফা নিকেশ হল-*অলীক*., জ্যো.ঠা.) ২. মেরে ফেলা, বধ করা

দমকল[৩] বি. প্রস্রাব করা

দম[২] বি. ১. ক্ষমতা, মুরদ (পাকিস্তানের দম ফুরিয়ে যায়-*পূ.প.১*, সু.গ.) ২. নেশা, গাঁজার নেশা (গাঁজার দমটা চড়েছে বুঝি-*প.ডা.পাঁ*., যুব.) □ ক্রি.বি. ~ **নেওয়া** ১. মেজাজ দেখানো, রেলা নেওয়া ২. ধূমপান করা □ বি. ~ **বাজি** ১. লোক ঠকানো, মিথ্যে কথা বলা (বোধ হচ্ছে সব দমবাজি-*অলীক*., জ্যো.ঠা.) ২. ধূমপান করা □ ক্রি.বি. ~ **বেরিয়ে যাওয়া** অত্যন্ত ক্লান্ত বা অবসন্ন হওয়া, খুব কঠিন কাজ করতে গিয়ে হিমসিম খাওয়া

দম্পু বি. সিগারেট □ ক্রি. ~ **করা** ধূমপান করা

দরকচা দ্র. **দড়কচা**

দলবাজি বি. ষড়যন্ত্র, কোনো মতলবে অনেককে একাট্টা হওয়া

দহরম মহরম* বি. (ফা. দর্‌হম্ বর্‌হম্+ আ. মহ্‌রম্) বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা খাতির (ব্যবসায়ী মহলে তাঁর দহরম-মহরম আছে-*পূ.প.*১, সু.গ.)

দাঁও মারা* ক্রি.বি. (ফা. দাও=পাশার চাল, ঘুটির সুবিধাজনক অবস্থা, হি. দাঁও =মূল্য,<দাম) উপযুক্ত সময় বুঝে মোটা লাভ করা

দাওয়াই দেওয়া[২] ক্রি.বি. (আ. দৱ=ওষুধ) ১. প্রহার করা ২. উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া; উচিত শিক্ষা দেওয়া তু. **টনিক দেওয়া**

দাখিল* বি. (আ.) উপক্রম (সে বেচারার আটদিনের বাচ্চাগুলি না খেয়ে মরবার দাখিল-*বু.আ.*, অ.ঠা.)

দাঁড়িয়ে যাওয়া[২] ক্রি. পুরুষাঙ্গ উত্থিত হওয়া

দাগা* বি. (ফা.) ১. যা দাগ ফেলে যায়, আঘাত ২. প্রেমের অনুভূতি □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া** ১. প্রতারণা করা, মনে আঘাত দেওয়া (সত্যের প্রাণে এত দাগা লাগার আরও একটা কারণ, বড়বৌকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলবার মুখ তার নেই-*প্র.প্র.*, আ.দে.) ২. কোনো ছেলে বা মেয়েকে ভালো লেগে যাওয়া □ বি. ~ **বাজ** প্রতারক, ঠকবাজ □ বি. ~ **বাজি**

দাগি* বিণ. (ফা.) ১. চিহ্নিত অপরাধী (লোকটা পুরোনো দাগি, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে-*ঘ.বা.*, র.ঠা.) ২. (আল.) বিবাহিতা (সিঁদুরের অনু.) তু. **তিলক কাটা** ৩. সুনিশ্চিত (আরি বাপ, রুণুকে কার সঙ্গে দেখলাম রে, ব্যাটা দাগী মিথুনলগ্ন, কুয়োয় বসা চোখ-*এখনই*, র.চৌ.) ৪. দোষযুক্ত (রাজকন্যাটি দাগী বটে কিন্তু হাতে হাতে অর্ধেক রাজত্ব-*র.দা.*, শ.ব.)

দাঁতকপাটি[১] বি. দাঁতে দাঁতে খিল লাগার অবস্থা □ ক্রি.বি. ~ **লাগা** ১. দাঁত দেখানো ২. ভয় পাওয়া (লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি-*বা.প্র.*, র.ঠা.) □ ক্রি.বি. **দাঁত ক্যালানো**[১] দাঁত বার করে হাসা, অপ্রতিভ হয়ে হাসা (এদিকে আমার ব্লাডার ফেটে যাচ্ছে আর ওনারা দাঁত কেলাচ্ছেন-*কারা.*, আ.হ.) দ্র. **ডেন্টাল ক্যালামিটি** □ ক্রি.বি. **দাঁত খিচুনি**[১] দাঁত বার করে বকুনি দেওয়া □ ক্রি.বি. **দাঁত খিচনো** (তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত-খিচিয়ে বলল-আবার বজ্জাতি-*বু.আ.*, অ.ঠা.) □ ক্রি.বি. **দাঁত দেখানো**[১] মেজাজ দেখানো, দুর্ব্যবহার করা □ ক্রি.বি. **দাঁত বিজলানো** বোকার মত দাঁত বের করে হাসা □ ক্রি.বি. **দাঁত ভাঙা**[১] অহংকার চূর্ণ হওয়া

দাদাগিরি* বি. মস্তানি □ ক্রি.বি. ~ **চোদা** মস্তানি করা

দাবড়ানো* ক্রি. ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া (দাঁড়াও আমি দাবড়ানি দিচ্ছি-*পূ.প.১*., সু.গ.)

দামড়া* বিণ. সাবালক অপদার্থ লোক, মোটা লোক (দুটো দামড়াকে পোষার একটুও ইচ্ছে নেই আমার-*হরিণ*., স.ম.) □ স্ত্রী. **দামড়ি** (আমার বৌটাও শালা হারামি... দামড়ি মুটকি মাগি-*ফ্যাতাড়ু*., ন.ভ.)

দারু বি. (হি.) মদ

দালাল[১] বি. (ব্য.) ১. তোষামুদে, যে অন্যের হয়ে কথা বলতে আসে (ও শালা আমেরিকার দালাল স্যার-*কারা*., আ.হ.) ২. প্রেমের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ৩. মেয়ে পাচারকারী

দিওয়ানা* বি. (ফা. দিওয়ানা>হি. দীওয়ানা) ১. পাগল, প্রেমে পাগল ২. উদাস, নিরাসক্ত

দিক না মাড়ানো[১] ক্রি.বি. বিশেষ দিকে না যাওয়া

দিগ্‌গজ[১] বি. (ব্য.) মূর্খ, যে নিজেকে খুব পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান বলে মনে করে

দিব্যি* বিণ. সুন্দর, বিনা ঝামেলায় (দিব্যি ছিলেন খোস মেজাজে চেয়ারখানা চেপে- *আবোল*., সু.রা.)

দিলালি বি. (হি. দিল) প্রেম করা, ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা (কোয়ার্টারে গিয়ে যে মাঝে মাঝে দিলালি করে আসি, তা ওদের খুব ভাল লাগে-*প্রজা*., স.ব.)

দিল্লিকা লাড্ডু[১] বি. (হি.) অলীক বস্তু, যা দেখতে সুন্দর কিন্তু আসলে তত সুন্দর নয় (কিস্তু দিল্লীর লাড্ডু-শুন্তে পাই যো খায়া উয়োবি পস্তায়া-আর যো নেই খায়া উয়োবি পস্তায়া-*সাজাহান*, দ্বি.রা.)

দিল্লেগি বি. (হি.) ন্যাকামি, ইয়ার্কি (দিল্লাগী কোরো না দোস্ত-*জাল*, শী.মু.) □ বি ~ **পনা**

দিশি[১] বি. দেশি মদ (একটা দিশি রেখে গেছলাম, দেখি আছে না সেঁটে দিয়েছে-*প্রজা*., স.ব.)

দু অক্ষর দ্র. **চার অক্ষর**

দুক্‌কি বি. দু টাকার নোট

দুক্‌খু বি. (বিকৃ.<দুঃখ/ ব্য.) দুঃখ

দুকান কাটা[১] বিণ. নির্লজ্জ, বেহায়া (আমার না হয় ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই, দুকান কাটা-*প্রজা*., স.ব.)

দুগ্‌গি বিণ. (<দুর্গা) অসৎ চরিত্র মেয়ে

দুচক্ষে দেখতে না পারা[১] ক্রি.বি. বিশেষভাবে অপছন্দ করা, ঘৃণা করা (পিসেমশাই এ-সব একেবারে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না-*লজ্জা*, র.চৌ.)

দুদু/ দুধ* বি. স্তন □ বি. **দুধের ঢাকনা**[৩] ব্রেসিয়ার □ বি. **দুধের ফ্যানা** বীর্য

দুঁদে বিণ. (সং. দ্বন্দ্ব > দুঁদ+বা.এ) ১. চালাকচতুর, ঝানু দক্ষ ২. দোর্দণ্ডপ্রতাপ (এই হাইপথেসিসটি দুঁদে তদন্তকারীরা বাতিল করে দেন-*হা.*, ন.ভ.)

দুধ দ্র. **দুদু**

দু নম্বর/ দুনম্বরি[১] বিণ. ১. নকল, জালি ২. প্রতারক (ভদ্রলোকেরা দু নম্বর হয়-*কা.পু.*, স.ম.; কিছু ওষুধ আছে দু'নম্বরী-*চ.দু.*, স্ব.চ.) □ ক্রি.বি. **দুনম্বরি করা** অন্যায় করা, জালিয়াতি করা

দুফুটিয়া বিণ. বেঁটে, দু-ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট

দুমখো* বিণ. দুরকম কথা বলে যে, অবিশ্বাসযোগ্য (তাদের বেশিরভাগ ভণ্ড, দুমুখো-*অগ্র.* শৈ.মি.)

দুর্গাপুর[২] (সমাস.) দুর্গার গুদে মাথুরের পুর, পথের পাঁচালি সমাস

দুর্বাসা[৩] বিণ. (রাগী পৌরাণিক মুনির অনু.) অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক (ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই-*ঝা.*, সু.রা.)

দুমবো বিণ. ১. স্থূলাকৃতি ২. মোটা মেয়ে

দুলকি[২] বি. পশ্চাদ্দেশের ওঠা পড়া □ বি. যুবতী মেয়ে, নিতম্বিনী

দেওয়া[২] ক্রি. ১. ধমক দেওয়া, প্রহার করা ২. উচিত শিক্ষা দেওয়া ৩. যৌনক্রিয়া

দেড়েমুষে ক্রি. বিণ. সর্বতোভাবে শোষণ করা

দেড়েল* বি. দাড়ি আছে যার, শ্মশ্রুধারী

দেঁতো হাসি[১] বি. দাঁত বার করে হাসি

দেদার* বিণ. (ফা. দীদার) অজস্র (প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি-*স.অ.*, র.ঠা.)

দেবদাস[৩] বি. (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কের নামানুষঙ্গে) ১. প্রেমে বিহ্বল ব্যক্তি ২. ব্যর্থ প্রেমিক ৩. প্রেমজনিতকারণে অধিক মদ্যপান করে যে

দেমাক* বি. (আ. দিমাগ্) অহংকার (বড় ঘরের মেয়ে একটু বেশী দেমাক-*কা.পু.*, স.ম.)

দোকর বি. দ্বিগুণ, ডবল

দোনামোনা* বি. ইতস্তত, দ্বিধান্বিতভাব (এই যে আপনি হ্যাঁ বললেন, এতে আমার সব দোনামোনা কেটে গেল-*পূ.প.১*, সু.গ.)

দোলন[২] বি. যুবতী মেয়ে; হাঁটবার সময় পশ্চাদ্দেশের বা স্তনের ওঠাপড়া

দোস্ত* বি. (ফা. দোস্ত্) বন্ধু, ইয়ার □ বি. **দোস্তি*** বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা

দৌড়[২] বি. ক্ষমতা, কেরামতি

দৌলত* বি. (আ. দওলৎ) আনুকূল্য

দ্যাবাদেবি[৩] বি. (<দেবদেবী/ ব্য.) প্রেমিকপ্রেমিকা

ধ

ধক্ বি. ১. সাহস, হিম্মত, ক্ষমতা (একঠো সাইকেল ভি মাঙিয়েছিলেন। মগর শ্বশুর মস্‌সাইয়ের ধকে কুলোয়নি-*প্রজা*., স.ব.) ২. উদ্যম ৩. শক্তি, জোর (আমি কখনো টেস্ট করিনি তবে শুনেছি হেভি ধক-*কা.মা.*, ন.ভ.)

ধকধক্ করা ক্রি.বি. (ধ্ব.) ১. হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পাওয়া ২. উত্তেজিত হওয়া, বিশেষত যৌনউত্তেজনা

ধকল* বি. পরিশ্রম, অত্যাচার (একেবারে হাড়কালি করা ধকল-*হা.*, ন.ভ.)

ধজ্/ ধজো/ ধ্বজো বি. (খণ্ড. ধ্বজভঙ্গ) যৌন-অক্ষম পুরুষ, যার পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয় না (কী করবে, ধ্বজো তো। দেখছিস্ জন-গণ-মন গাইলেও দাঁড়াবে না-অটো, ন.ভ.)

ধড়িবাজ* বি. (<সং. ধূর্ত) চতুর, ধূর্ত মতলববাজ

ধন[২] বি. পুরুষাঙ্গ, বিশেষ অণ্ডকোষ (তখন এক ন্যাংটো থাকতো সঙ্গে/ ধনে হাত দিয়ে/ ফিচকিমি করতুম হি হি-*কথামৃত, ভুতুম ভগবান*, জ.গো.) (*ODS* : male genital : **family jewels**...often applies specifically to the testicles)

ধর তক্তা মার পেরেক[১] (বু.) অবিমৃশ্যকারিতা, বিনা ধৈর্যে কোনো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা

ধরনা দেওয়া/ ধন্না দেওয়া[১] বি. দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করা (আমি টাকা আদায়ের জন্য গে ধন্না দিলেম-*রু.স.*, গি.ঘো.)

ধর পাকড়[১] বি. ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করা (এই চারপাঁচ বছরে শুধু ব্যাপক হারে ধরপাকড়ের রাজত্ব চলছে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ধরাধরি করা[১] ক্রি.বি. অনুনয় বিনয় করা, তদবির করা

ধর্মপুত্তুর[৩] বিণ. (ব্য./যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতার অনু.) ১. সত্যবাদী; যেখানে মিথ্যে কথা বলা প্রয়োজন সেখানে যে সত্যকথা বলে ২. মিথ্যেবাদী (অ.বি.)

ধর্মের ষাঁড়[১] বিণ. ১. যথেচ্ছাচারী, ২. অকর্মণ্য

ধসকা বিণ. দুর্বল

ধসকে দেওয়া ক্রি.বি. ১. ধমকে দেওয়া ২. প্রচণ্ড প্রহার করা

ধস্‌টামো/ ধাস্‌টামো/ ধ্যাস্‌টামো* বি. নোংরামো; অবৈধ প্রেম (যে বেটা যেমন ধাস্টমো করে তেমনি তাহার সমুচিত দণ্ড করা কর্তব্য-*মদ খাওয়া.*, দী.মি.)

ধসা* ক্রি.বি. বিপর্যস্ত, সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত (সুধাকান্তও ধসে পড়েছিল-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.) □ ~ ক্রি.বি. **ধসানো** ১. বিপর্যস্ত করা, লোকসান করে দেওয়া (অনেকের মতে রুশো ভলতেয়ারের অগ্নিময়ী রচনাই

ফরাসী পুরোনো জমানার ভিত ধ্বসিয়ে দিয়েছিল-*রোমন্থন.*, ত.রা.) ২. অর্থ ব্যয় হওয়া

ধা/ ধাঁ দেওয়া ক্রি.বি. (ধ্ব.) ১. পালানো, দ্রুত পলায়ন ২. দ্রুত যাওয়া (দাঁড়ান আমার বড় তাড়াতাড়ি-ধাঁ করে এক্ষুণি আসব-*ঝা.*, সু.রা.)

ধাওয়া করা* ক্রি.বি. ১. তাড়া করা, পিছু নেওয়া ২. পিছনে লেগে থাকা (দেখতে পেলেই বাড়ি ধাওয়া করত নিশ্চিত-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ধাক্কা[১] বি. খরচসাপেক্ষ ব্যাপার (অনেক টাকার ধাক্কা-*কা. পু.*, স.ম.)

ধাড়ড়[২] বিণ. নোংরা লোক

ধাঁচ/ ধাঁচা* বি. ধরন

ধাড়ি* বিণ. প্রাপ্তবয়স্ক (তিন তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস-*পা.দা.*, সু.রা.) তু. **বুড়োধাড়ি** □ বি. অত্যন্ত বেশিরকমের, চূড়ান্ত (পাকিস্তানী বোমাড়ু গুলো অর্কমার ধাড়ী-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ধাতানি* বি. বকুনি (বলবে কি করে, আড়ালে পেলেই তো তা হলে ননি ধনী ধাতানি দেবে-*এখনই*, র.চৌ.)

ধানাই পানাই* বি. (ধান এবং পান সহযোগে আপ্যায়ন) অনুযোগ করা, অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলা (কী রোজ ধানাই-পানাই করিস-*সদর.*, সু.চ.)

ধানি লংকা[২] বি. ১. পুরুষাঙ্গ ২. দজ্জাল মহিলা ৩. অকালপক্ক (আই থিঙ্ক ইয়ংগেস্ট ডেটোনিউ ইন ইন্ডিয়া। অফিসারও বললেন, আই থিঙ্ক সো! তবে স্যার ধানী লঙ্কা-*কারা.*, আ.হ.)

ধানেশ্বরী/ ধান্যেশ্বরী[৩] বি. দেশি মদ, ধেনো (রাত্রি হলে তারা দু-চার পয়সার ধান্যেশ্বরী খেয়ে, কিম্বা মুখে একটু মদ ঢেলে ঢলাঢলি করে লোককে জানান-*আ.মু.*, ভো.মু.)

ধান্দা/ ধান্ধা* বি. ১. মতলব, উদ্দেশ্য (ছেলেটার নিজের নাম প্রচারের চেষ্টা নেই, রোজগার বাড়াবারও ধান্দা নেই-*পূ.প.১*, সু.গ.) ২. জীবিকা, ব্যবসা □ বিণ. ~ **বাজ** সুযোগ সন্ধানী মতলববাজ □ ~ **বাজি**

ধাপড়ধাই বিণ. (ধ্ব.) সশব্দে এবং দ্রুতগতিতে, সাধারণত প্রহার

ধাপাক বিণ. ব্যাপক (শব্দের ধ্বনি সাযুজ্যে)

ধাপার মাঠ[৩] বি. (ব্য.) নোংরা জায়গা; জলা জায়গা

ধাপ্পা* বি. মিথ্যে কথা, প্রতারণা করা (ধাপ্পা দিয়ে দিইচি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.) □ বিণ. ~ **বাজ** □ বি. ~ **বাজি** □ ক্রি. ~ **মারা/দেওয়া**

ধামসানো/ ধামসাধামসি* ক্রি.বি. ১. চটকানো, দলন করা, ২. ধর্ষণ

ধামাকা বি. (হি.) হইহুল্লোড়, কোনো উত্তেজক অনুষ্ঠান, হুজুগ

ধামাচাপা দেওয়া[১] ক্রি.বি. গোপন করে যাওয়া, চাপা দেওয়া (কথাটা অন্তত কিছুটা ধামাচাপা দেওয়া দরকার- *রোমন্থন.*, ত.রা.)

ধামাধরা* বিণ. অনুগত, তোষামুদে (প্রেসিডেন্টের ধামাধরা সরকার গড়া হলো-*পূ.প.*১. সু.গ.)

ধামালি বি. (হি. ধমাল) ১. চালাকি ২. রঙ্গরসিকতা ৩. ঝগড়াঝাটি

ধার ধারা[১] ক্রি.বি. ১. (সাধারণ নঞর্থক) সম্পর্ক রাখা, তোয়াক্কা করা, খাতির করা (তুই কি ক'রবি? তোর কি ধার ধারি- *অভিশাপ*, গি.ঘো.)

ধাস্টামো দ্র. ধস্টামো

ধিঙ্গি* বি. ১. প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে ২. বেহায়া, লজ্জাহীনা, উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে (অত বড় ধিঙ্গী মেয়েটাকে এতটা বাড় বাড়তে দেওয়া উচিত হয় না-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

ধিনিকেষ্ট* বি. (ব্য.) দায়দায়িত্ব গ্রহণ না করে নেচে বেড়ায় যে

ধুইয়ে কাপড় পরানো[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত তীব্রভাবে গালাগালি দেওয়া বা ভর্ৎসনা করা

ধুকড়ি বি. ছেঁড়া কাপড়

ধুচুনি[৩] বি. (ব্য.) আধারস্বরূপ (যেমন : রূপের ধুচুনি)

ধুড়/ধুর বিণ. বাজে, ফালতু, অকর্মণ্য স.ব্য. ধুরচোদা (কুংফু ইস্কুল খুলেছে যদিও নিজে ধুড়ের ধুড়-এ-সবের কিছু জানে না-*হা.*, ন.ভ.)

ধুড়ধুড়ি নেড়ে দেওয়া/ ধুদ্ধুড়ি নেড়ে দেওয়া[১] ক্রি.বি. উচিত শিক্ষা দেওয়া (আয় না গুখেকোরা এমন বেতান্ত শুনিয়ে দেব যে ধুড়ধুড়ি নড়ে যাবে-*হা.*, ন.ভ.)

ধুঁদুল চোষা[২] ক্রি.বি. কোনো কাজে ব্যর্থ হওয়া তু. **আঁটি চোষা**

ধুত্তোর/ ধ্যাত্তেরি* (বু./ধ্ব.) বিরক্তিপ্রকাশের শব্দ (ধুত্তোর, অত সন্দেহ ভাল লাগে না-এখনই, র.চৌ.)

ধুনকি বি. প্ররোচনা, উত্তেজনা, (ধুনকিতে পড়ে বিয়েশাদির চক্করে পড়ে গেলাম-*অটো,* ন.ভ.) তু. **পুরকি**

ধুনে দেওয়া[৩] ক্রি. প্রচণ্ড প্রহার করা তু. **তুলোধুনো করা**

ধুন্ধুমার* বি. প্রচণ্ড মারপিট বা উত্তেজনা (মধ্যরাত্রে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড-*কারা.*, আ.হ.)

ধুপনি বি. ধূমপান

ধুম[২] বি. অত্যন্ত বেশি হইচই বা হট্টগোল

ধুম* বিণ. প্রচণ্ড, অত্যন্ত বেশি, সাধারণত অসুস্থতা (গত মাসে আমি পেট ব্যথায় ধুম ভুগলুম-*সে.স.*১, সু.গ.)

ধুমধাড়াক্কা* বি. হইচই, হট্টগোল (খাওয়া হলো, পরে মদের ধুমধড়াক্কা লেগে গেল-*স.গু.ন*, কে.দ.)

ধুমসো বিণ. মোটা, অত্যন্ত বেঢপ □ স্ত্রী. **ধুমসি** (ধুমসি মাগি, দুদিন দস্তুরি ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

ধুয়ে জল খাওয়া[১] ক্রি.বি. অর্থহীন আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকা (দেশ ধুয়ে জল খাব বাবা?-*লজ্জা*, ত.না.)

ধুর দ্র. **ধুড়**

ধেড়ে* বি. ধাড়ি, প্রাপ্তবয়স্ক স.ব্য. **ধেড়েচোদা**

ধেনো* ধি. ধান থেকে উৎপন্ন দেশি মদ (বড় মান্‌সের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি ধেনো খেয়ে মর্‌বো-*স.এ.*, দী.মি.) □ দ্র. **ধানেশ্বরী**

ধোঁকা* বি. প্রতারণা, মিথ্যে কথা □ ক্রি.বি. ~ **দেওয়া** প্রতারণা করা (যারা আমাদের চীনের দালাল বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে তাদের জেনে রাখা উচিত-*কাল.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** বোকা বনে যাওয়া (প্রাণে ধোঁকা খেয়েছি, এর ভাবটা কিছু বুঝতে পাচ্চি না-*নি.স.*, গি.ঘো.) □ বি. ~ **বাজ/ধোঁবাজ** (হি.) বদমাইশ, প্রতারক □ বি. ~ **বাজি** (আসলি বাত ধোঁকেবাজি-*সদর.*, সু.চ.)

ধোক্কর বিণ. মোটা, বেঢপ

ধোঁয়া ওড়ানো/ খাওয়া[৩] ক্রি.বি. ধূমপান করা

ধোয়া পাকলা বিণ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

ধোয়া তুলসীপাতা[১] বিণ. ১. শুদ্ধ, পবিত্র (কিন্তু কোয়া তো ধোওয়া তুলসীপাতা নয়-*কা.পু.*, স.ম.) ২. (ব্য./অ.বি.) ঠক, প্রতারক

ধোলাই[২] বি. প্রহার (এখন যারা পুলিসের হাতে ধোলাই খাবে তারা মন্ত্রী হবে আগামীকাল-*কাল.*, স.ম.) তু. **আড়ং ধোলাই**

ধ্যাড়ানো* ক্রি. সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হওয়া, আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হওয়া

ধ্যাড়েঙ্গা বিণ. অস্বাভাবিক লম্বা (লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা চেহারার লোক হাতে এক ছড়া কলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে -*পৃ.প.*১ সু.গ.)

ধ্যাতানি* বি. বকুনি

ধ্যাত্তেরি দ্র. **ধুত্তোর**

ধ্যাদ্‌ধ্যাড়ে/ ধাপধারে/ ধাদ্‌ধাড়ে/ ধাদ্ধারা গোবিন্দপুর* বিণ. (ব্য.) ১. অত্যন্ত দূরবর্তী বা অনুন্নত (বিনতাকে আপনি বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে-*পৃ.প.*১, সু.গ.) ২. ভঙ্গুর

ধ্যাবড়া* বিণ. মোটা দাগের রেখা বা আঁকা □ ক্রি. **ধ্যাবড়ানো*** অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া

ধ্যাস্‌টামো দ্র. **ধস্‌টামো**

ধবজো দ্র. **ধজু**

ধবসা/ধবসানো দ্র. **ধসা**

ন

নক্‌কর/ নকড়া/ নখড়া/ ন্যাকড়া বি. (হি.) ন্যাকামি (তোর বাবু অত ন্যাকরায় কাজ কি-*স.এ.*, দী.মি.) □ বিণ. ~**বাজ** □ বি. ~**বাজি/ পনা** ন্যাকামি করা, বদমাইশি করা (আবার নক্করবাজী। বোম ছুঁড়লে শ্যালদায় আর ঠিকানা দিচ্ছ সেই জলপাইগুড়ির-*কাল.*, স.ম.; অনেকদিন ধরে ন্যাকড়াবাজি করে যাচ্ছো-*জাল.*, শী.মু.; ঠিক টাইমে হাতে পড়লে তোর এই দোনামোনা ন্যাকড়াপনা ঘুচিয়ে দিতাম-*কা.মা.*, ন.ভ.)

নকড়া ছকড়া করা ক্রি.বি. তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হেলাফেলা করা

নকলি বিণ. (হি.) নকল □ ক্রি.বি. ~**করা** পরীক্ষায় টোকাটুকি করা

নকশা[২] বি. (আ. নক্‌শ) কায়দা, ন্যাকামি, ওপরচালাকি, অভিনয় (গুরু, তুমি আমাদের লোক? শালা এতক্ষণ নকশা করছিলে-*কাল.*, স.ম.) □ বি. ~**বাজি** ন্যাকামি, কায়দাবাজি □ ক্রি. ~**মারা** কায়দাবাজি করা, ওপরচালাকি মারা

নকশাল[৩] বিণ. (নকশাল আন্দোলনের অনু.) ১. প্রচণ্ড ২. জঙ্গি (ছেলেটা অন্যায় অবিচার সইতে পারে না, একটু নকশাল প্যাটার্নের হয়েছে-*সদর.*, সু.চ.)

নখরা দ্র. **নক্‌কর**

নগদা/ নগদানগদি বি. ১. নগদ মূল্যে ক্রয়বিক্রয় ২. হাতে হাতে বুঝে পাওয়া (কিরে বাল্লু, নগদা দেবে তো-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

নছল্লা বি. নকশা, ন্যাকামি (ও রকম প্রথম দিকে একটু নছল্লা অনেকেই করে-*কো.আ.*, সু.গ.)

নচ্ছার* বি. পাজি, বদমাইশ (তুমি নচ্ছার পাজি ছুঁচো-*স.গু.ন*, কে.দ.)

নজগজ বিণ. ঢিলেঢালাভাব

নজর দেওয়া[১] ক্রি.বি. (আ. নজর) লুব্ধ দৃষ্টিপাত, অশুভ বা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাত

নটখট/ নটখটি/ নটঘট* বি. ১. কেচ্ছা, কেলেংকারি ২. অবৈধ প্রেম (দেশের কোন নটঘট করে এসেছ নাকি-*কা.পু.*, স.ম.) তু. **লটঘট**

নট নড়ন চড়ন/নটনড়নচড়ন নট কিচ্ছু বি. (ইং.not+বা.) অচল, নড়বার মতলব নেই এমন তু. **স্পিকটি নট** (আমি চুপ করে বসে রইলুম-নট নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

নড়ে ভোলা বিণ. ১. বোকা, হাবাগোবা (আপনার এই মেয়েছেলেটা তো বড় নড়েভোলা-*টি.ত.*, উ.দ.) ২. নিতান্ত দুর্বল, কৃশ

নন্দিনী[২] (সমাস.) নুনু চেয়েছিল দিইনি তু. **পদ্মিনী**

নন্দীভৃঙ্গি[৩] বি. ঘনিষ্ঠ অনুগত সাগরেদ, কুকর্মের সঙ্গী, মোসাহেবের দল

নন্নড়ে/ নড়নড়ে বিণ. নড়বড়ে, নির্ভরযোগ্য নয় এমন

নবাব[৩] বি. বড়োলোকের মত হাবভাব যার □ বি. **নবাবি**[৩] বড়োলোকি (কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে-যে নবাবি চালে ঘুমোচ্ছেন-*চা.মৃ.*, না.গ.) □ বি. (ব্য.) **~পুত্তুর/ নবাবের নাতি**[৩] আয়েসি লোক; কোনো কাজে এগিয়ে আসে না এমন অলস ব্যক্তি (এঃ নবাবপুত্তুর তুমি না? বাড়ির রান্না মুখে রোচে না-*দল.*, ম.সে.)

নমিতার মাসি বি. (ব্য.) ১. যৌন-আকর্ষণসম্পন্না নারী ২. যৌন-আকর্ষণসম্পন্না নারীর অভিভাবিকা

নরক গুলজার[১] বি. (হি.) এক জায়গায় অনেকে মিলে আসর সরগরম করা

নল বি. ১. মেয়ে, সুন্দরী মেয়ে ২. যোনি (প্রসঙ্গত, উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা : ছান্দোগ্যোপনিষদের 'নাল্পে সুখমস্তি' অংশের ব্যাখ্যা—নল পেয়ে সুখ ও মস্তি)

নল খাগড়া[২] বি. সাধারণ লোকজন তু. উলু খাগড়া

নাই দ্র. লাই

নাং বি. (<সং.নগ্ন) উপপতি (আট টাকায় রুটি-মাংস, ওই টাকায় তোর নাং দেবে-*কা.পু.*, স.ম.)

নাক উঁচু[১] বি. অহংকারী, উন্নাসিক দীনেশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার নাক-উঁচু ভাব তাঁর কাছেও গোপন করিনি-*বা.বৃ.*, স.সে.) □ ক্রি.বি. **~ গলানো**[১] অন্যের বিষয়ে অবাঞ্ছিত ভাবে আগ্রহ দেখানো, অনধিকার চর্চা (আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে কাউকে হবে না-*পায়রা*, স.চ.) □ বি. **নাক ঝামটা**[১] বকুনি, তিরস্কার তু. **মুখ ঝামটা** □ ক্রি.বিণ. **নাক টিপলে দুধ বেরোনো**[১] অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালকের বিশেষ লক্ষণ, প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি (বাচ্চা ছেলে...দেখি নাক টিপলে দুধ বের হয় কিনা-*কা.পু.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **নাক টেপা**[১] অবজ্ঞা প্রকাশ করা □ বি. **নাকতলা**[৩] গোঁফ □ ক্রি.বি. **নাক তোলা**[১] নাক উঁচু, উন্নাসিক □ বি. **নাক পচাঁশি** উন্নাসিক □ ক্রি.বি. **নাক সিঁটকানো**[১] ঘৃণা বা অবজ্ঞাপ্রকাশ (আমাদের মতো তুচ্ছ লাহিড়িদের কথা জানতে পারলে যশস্বী ও ধনী লাহিড়িরা নিশ্চয়ই ঘেন্নায় নাক সিঁটকোবেন- *জাল*, শী.মু.) □ ক্রি.বি. **নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো**[১] ১. প্রচণ্ডরকম ব্যতিব্যস্ত করা ২. নিজের খুশিমতো কাউকে খাটানো □ ক্রি.বি. **নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো**[১] নিশ্চিন্তে ঘুমানো, নিষ্ক্রিয় থাকা (এখানে দিনদুপুরে মাস্তানি হয়, অশ্রাব্য খিস্তির বন্যা বয়ে যায়, মাতলামি চলে দিন রাত আর আপনাদের নাগরিক কমিটি

নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়-*কা.পু.*, স.ম.) □ বি. **নাকের ডগা**[১] একেবারে সামনে, চোখের ওপরে (শেষ জীবনে জানকীবল্লভ সরকার যখন পক্ষপাতে পঙ্গু তখন তাঁর নাকের ডগা দিয়ে তাঁর গুণধর পুত্র বাঈজী নাচ, পায়রা ওড়ানো, মোসাহেব পোষার প্রতিযোগিতা দিয়ে টাকা উড়িয়েছে-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বিণ. **নাকের পানি চোখের পানি/ নাকের জলে চোখের জলে**[১] করুণ অবস্থা, খুব দুর্ভোগ হওয়া (যেটুকু টিয়ার-গ্যাস ওরা ছুঁড়েছে, তার ঠেলাতেই তখন আমরা নাকের জলে চোখের জলে হয়ে আছি-*হাংরাস*, সুভাষ.)

নাকানি চোবানি[১] বি. (নাকের পানি চোখের পানি; চুবানি<চোবানি) হাবুডুবু, হয়রানি, নাক পর্যন্ত জলে ডোবানো

নাকাল হওয়া[১] ক্রি.বি. জব্দ হওয়া, হয়রান হওয়া

নাগর* বি. (ব্য./ সং.=বিদগ্ধ, শিষ্ট) প্রেমিক, অবৈধ প্রেমিক (ও, চেক করতে এলে যে আমি দুপুরগুলো কোনো নাগরের সাথে বেডরুমে দরজা বন্ধ করে কাটাই কি না?-*পূ.প.১*, সু.গ.)

নাঙ দ্র. **নাং**

নাঙর বি. চ্যালাচামুণ্ডা

নাচা[২] ক্রি. উৎসাহিত হয়ে ওঠা: কারোর কথায় উদ্‌বুদ্ধ হওয়া □ ক্রি. **নাচানো**[২] প্রেমের অভিনয় করে কোনো ছেলে বা মেয়েকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা (মেয়েটা চালু, মেয়েটা খারাপ, মেয়েটা তোকে স্রেফ নাচাচ্ছে-*এখনই*, র.চৌ.) □ ক্রি.বি. **নাচন কোঁদন করা/ নাচাকোঁদা**[১] ফূর্তিতে নাচা বা লম্ফঝম্প করা

নাজেহাল* বি. (আ. নজা=মৃত্যু, হাল= অবস্থা) হয়রান, নাস্তানাবুদ (জমি নিয়ে দেওয়ানি মামলাটা ফৌজদারি মামলায় পরিণত করে জ্যেষ্ঠকে নাজেহাল করা-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

নাট[২] বি. (ইং. nut/ টাইট দেওয়ার অনু.) ১. উপযুক্ত ব্যবস্থা ২. মাথা খারাপ, মাথার স্ক্রু □ ক্রি.বি. **~দেওয়া** টাইট দেওয়া □ স.ব্য. **হাফনাট, ফুলনাট** □ বি. **নাটকেস** (ইং. case) পাগল, মাথা খারাপ

নাটা/ নাটুয়া বিণ. (হি.) বেঁটে

নাটের গুরু[৩] বি. যত নষ্টের গোড়া, দলের পাণ্ডা

নাদা* বি. (সং. নন্দা=বড়ো জালা বা গামলা) পেট, ভুঁড়ি, নাভি

নাদুসনুদুস* বিণ. মোটাসোটা, গোলগাল

নাম কামানো[১] ক্রি.বি. সুনাম বা দুর্নাম অর্জন করা, খ্যাতি লাভ করা (লোকের কাছে সুরঞ্জন বেয়াদব ছেলে হিসেবে নাম কামিয়েছে-*লজ্জা*, ত.না.) □ ক্রি.বি. নাম

ডোবানো[১] সুনাম নষ্ট করা (এখনো পৃথিবীতে এইসব গরিব ও তুচ্ছ লাহিড়িরা আছে এবং লাহিড়িদের নাম ডোবাচ্ছে-*জাল*, শী.মু.) □ ক্রি.বি. **নাম হওয়া**[১] খ্যাতি হওয়া (নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে-*রবিবার*, র.ঠা.) □ বি. **নামাবলি**[২] গালাগালি

নামানো ক্রি. সফল ভাবে কোনো করা (সে কালে মঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নামাতে পারা রীতিমত একটা আভিজাত্যের ব্যাপার ছিল-*র.ব.*, অ.সূ.ভ.)

নারকোল কোরা ক্রি.বি. গর্ভপাত করা

নারদ[৩] বিণ. (প্রাচীন মুনির নামানুষঙ্গে) একের কথা অন্যকে বলে ঝগড়া লাগায় যে

নালানিঝোলানি* বি. লোভ, লালসা □ ক্রি.বি. ~গড়ানো লোভাতুর হওয়া, কামার্ত হওয়া (মাকে দেখে যাদের নালালি ঝোলানি গড়াতো-*প্রজা.*, স.ব.)

নালায়েক* বি. (ফা.) অক্ষম, অপদার্থ (যতসব ডরপুক না-লায়েক ইংরেজ মাস্টন আর রডা কোম্পানি উজাড় করে বন্দুক পিস্তল কেনার ধুম লাগিয়েছে-*সে.স.*, সু.গ.)

নাস্তাখাস্তা বি. (ফা. নাশতা+খস্‌তা) ১. ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া ২. গালমন্দ তু. **খিস্তিখাস্তা**

নাস্তানাবুদ* বিণ. (ফা. নীস্‌ত্‌+নবুদ) ব্যতিব্যস্ত (রোজ দুধ-দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উল্টে দিয়ে মাকে নাস্তানবুদ করে তবে ছাড়তিস-*বু.আ.*, অ.ঠা.)

নিউক্লিয়ার[২] বি. (ইং. nuclear) ঝামেলাবহুল (যেমন : কেস নিউক্লিআর)

নিকুচি করা* ক্রি.বি. ১. শেষ করে দেওয়া (তোমার আশীর্বাদে ওদের খ্রীষ্ট আর খৃষ্টানির নিকুচি করে ছাড়ব-*কেরী.*, প্র.না.বি.) ২. বিরক্তিসূচক বা অগ্রাহ্য করার উক্তিবিশেষ (তন্ময়...বলল ধ্যাত্তেরিকা নিকুচি করেছে-*এ.পা.*, বা.ব.)

নিকেশ করা দ্র. **দফা নিকেশ করা**

নিজ্জস* বি. (<নির্যস) নিশ্চয়

নিদেন/ নিদেনপক্ষে* বি. (<সং. নিদান) অন্তত, অন্ততপক্ষে

নিমকহারাম/ নেমকহারাম* বিণ. (ফা. নমক=নুন) বিশ্বাসঘাতক, নুন খেয়েও যে প্রতারণা করে (তা বোন, আজকালকার মেয়েগুলোই নিমকহারাম-*বাঁধনহারা*, কা.ন.ই; মুসলমানের জাত, নেমকহারামের জাত নয়-*সাজাহান*, দ্বি.রা.) □ বি. **নিমকহারামি/ নেমকহারামি** বিশ্বাসঘাতকতা (আচ্ছা বাপু আমি নিমকহারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও-*জা.বা.*, দী.মি.)

নিমকি[২] বি. সুন্দরী মেয়ে □ বি. **নিমকির দোষ** চরিত্রের দোষ বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে

নিমাই[২] (সমাস.) নাই মাই যার, অপুষ্ট স্তনসম্পন্না নারী (ও জানে ওর বুকে মাংস লাগেনি, ও জানে ছেলেরা ওকে নিমাই নাম দিয়েছে-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

নিম্নচাপ[৩] বি. পায়খানার বেগ

নিরামিষ[৩] বি. ১. উত্তেজনাবিহীন ২. প্রেমবিহীন ৩. যৌনতাবিহীন

নিরেট* বিণ. সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীন

নিরোধ ফাটা ছেলে/ বাপের নিরোধ ফাটা ছেলে (বি.) অবাঞ্ছিত বা অবৈধ, গালি. সন্তান তু. **ক্যাপফাটা ছেলে**

নিশপিশ/ নিশফিশ* বি. অস্থিরতা, কিছু করবার জন্য উত্তেজনাবোধ □ ক্রি.বি. **~করা** অস্থির বোধ করা, কিছু করার জন্য উশখুশ করা

নীল পাত্তি[৩] বি. একশ টাকার নোট (বর্ণের অনু.)

নুঙ্কু বি. পুরুষাঙ্গ

নুড়ো জ্বেলে দেওয়া/ মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া[১] ক্রি.বি. মুখে আগুন জ্বালা, অর্থাৎ মৃত্যু কামনা করা

নুনু বি. (হি. নুনী) পুরুষাঙ্গ (শরাফ মামা তাঁর নুনু *ঠেলতে* থাকেন বিষম জোরে-*আ.মে.*, ত.না.)

নুদু করা ক্রি.বি. প্রেম করা

নুলো* বিণ. যার হাত কাটা গেছে বা বিকল

নেচার্স কল[৩] বি. (ইং. nature's call) মলমূত্রত্যাগের বেগ দ্র. **প্রকৃতির ডাক** তু. *NTC:* **nature's call** and **call of nature** *n.* the feeling of a need to go to the toilet

নেক নজর* বি. (ফা. নেক+আ. নজর) সুনজরে থাকা

নেকু বিণ. (<ফা. নেক) ন্যাকা, যে অজ্ঞতা বা সরলতার ভান করে □ বি. **~পনা** ন্যাকামি

নেট প্র্যাকটিস[৩] ক্রি. (ইং. net practice/ ক্রিকেটের অনু.) আসল কাজের আগে তার মহড়া দেওয়া

নেটে বল পাঠানো[৩] ক্রি. (ইং. net/ ফুটবলের অনু.) উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা; লক্ষ ভেদ করা

নেটি পেটি* বি. যে স্নেহবশত অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অত্যন্ত মেলামেশা (তাছাড়া মাসি-পিসি মামা-মামীর ভিড়, ঐ সব নেটিপেটি ব্যাপার আমার বিচ্ছিরি লাগে-*পূ.প.১.*, সু.গ.)

নেড়ে/ লেড়ে* বি. মুসলমান (এ শালা লেড়ের বাচ্চাকে জন্মের মত পঙ্গু করে দাও-*কারা.*, আ.হ.)

নেপলা বি. ভোজালি

নেপো* বি. ১. বাটপাড় ২. অবাঞ্ছিত তৃতীয় ব্যক্তি (নেপোয় মারে দই-প্র.)

নেয়াপাতি* বিণ. (সং.<স্নেহপ্রাপ্তি) অল্প ভুঁড়ি, ক্রমবর্ধমান ভঁড়ি

নেতিয়ে পড়া/ যাওয়া[১] ক্রি.বি. ১. হতোদ্যম হয়ে যাওয়া ২. পুরুষাঙ্গের পতন

নেশা কাটা[১] ক্রি.বি. ঘোর কাটা

নেমকহারাম দ্র. **নিমকহারাম**

নৈহাটি[২] (সমাস.) নুনু নিয়ে হাঁটাহাঁটি

নোলা* বি. লোভ (এত খেয়েও নোলা যায় না-*কা.পু.*, স.ম.) □ বিণ. লোভী

ন্যাংলা/ ন্যাংলাপ্যাংলা* বিণ. রোগা, দুর্বল (এখন তো আর কোলের সেই ন্যাংলা রণো নয়-*যা.পা.*, শী.মু.)

ন্যাকড়া দ্র. **নক্কর**

ন্যাকা* বি. (<ফা. নেক) যে অজ্ঞতা বা সরলতার ভান করে স.ব্য. **ন্যাকাচৈতন, নেকু** (প্রতিমা ভাবে ডাক্তারটা তো ভারি ন্যাকা। ন্যাকা চৈতন।-*চ.দু.*, স্ব.চ.) দ্র. **নেকু**

ন্যাতানো দ্র. **নেতিয়ে পড়া**

ন্যাবা হওয়া দ্র. **চোখে ন্যাবা হওয়া**

ন্যালা বি. ১. যার কোনো দিকে মনোযোগ নেই ২. (মুগু.) ন্যাশানাল লাইব্রেরি □ বি. ~ **ক্যাবলা/ খ্যাবলা/ খ্যাপা** বি. ১. অগোছালো, আধপাগলাটে (বিচ্ছিরি সোজা আর সাচ্চা লোক, একটু ন্যালাখ্যাবলা মত আছে-*প্রজা.*, স.ব.) ২. যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নিয়মিত খেপ মারে

প

প-এ আকার দেওয়া ক্রি.বি. পলায়ন, পালানো

পকড়ুম করা ক্রি.বি. যৌনসংগম করা

পকানো ক্রি. কাকুতিমিনতি করে রাজি করানো □ স.ব্য. **পকিয়ে পাকিয়ে**

পকেট ঠাণ্ডা[১] বি. (ইং. pocket) খালি পকেট □ ক্রি.বি. **পকেটস্থ করা**[১] চুরি করা, আত্মস্থ করা (ফ্লবের শাগরেদ মোপাসাঁকে ধুয়ে মুছে কেচে তৈরি করে প্রায় পকেটস্থ করে ফেলেছেন-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.) □ ক্রি.বি. **পকেটে পোরা** বাগে আনা, নিয়ন্ত্রণে রাখা, সম্পূর্ণ দখল রাখা □ বি. **পকেটের স্বাস্থ্য** টাকা কড়ির অবস্থা

পগারপার* বি. (<প্রাকার) নাগালের বাইরে পালানো

পগেয়া বি. অত্যন্ত, প্রচণ্ড (ছোঁড়া পগেয়া পাজি-*র.দা.*, শ.ব.)

পচাই বি. এক ধরনের মদ

পচাল পাড়া/ করা ক্রি.বি. গালাগালি করা

পঞ্চা বি. ১. ডাকবিশেষ ২. উচ্ছ্বাসপ্রকাশের ধ্বনিবিশেষ স.ব্য. **লিঃ পঞ্চা** দ্র. লিঃ

পটকা[২] বিণ. ১. যৌনআকর্ষণসম্পন্না মেয়ে ২. সহজে রেগে যায় যে

পটকানো/ পটকে যাওয়া[১] ক্রি.বি. ১. ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, অসুস্থ হয়ে পড়া ২. পরাভূত হওয়া □ ক্রি.বি. **পটকে**

দেওয়া[১] পরাভূত করা, মারপিঠ করে হারিয়ে দেওয়া, আছাড় মারা

পটটি দেওয়া ক্রি.বি. মিথ্যে বলে সামাল দেওয়া

পটপটি বি. (ধ্ব.) মলদ্বার দিয়ে বায়ুনির্গমণের শব্দ (হাগা নেই পটপটি সার-প্র.)

পটল তোলা[১] ক্রি.বি. (<পটোল=অক্ষি পটোল) মারা যাওয়া (এদেশের হাজার হাজার বাচ্চার মত...রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতাম, অকালেই পটল তুলতাম-*বিবর*, স.ব.)

পটা ক্রি. ১. মিল হওয়া, খাপ খাওয়া (দেখলাম আমিও ব্যাচিলার শান্তনুও ব্যাচিলার। দুজনে পটবে ভালো-*সদর*., সু.চ.) ২. রাজি হওয়া □ ~নো ১. বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করানো ২. প্রেম করতে রাজি করানো (প্রেম আসলে ব্যাপার কী জানো, একটা ছুঁড়িকে পটাতে হবে-*আ.দে.*, প্র.রা)

পটের বিবি[১] বি. সাজগোজ করে বসে থাকা অলস নিষ্কর্মা মহিলা, অত্যন্ত শৌখিন মহিলা

পট্টি* বি. ১. ন্যাকড়া, ব্যান্ডেজ ২. ঋতুমতী মেয়ে □ বি. ~**বাজ** মিথ্যেবাদী

পড়ে পাওয়া/ পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা[১] বিণ. না চাইতেই পাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া

পথ দেখা[১] ক্রি.বি. নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়া, উপায়ান্তর বের করা (মাসি, পথ দ্যাক-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ ক্রি.বি. **পথ মাড়ানো**[১] সংস্রব রাখা □ ক্রি.বি. **পথে আসা**[১] মতের মিল ঘটা; বিরোধিতা ত্যাগ করে প্রভাবিত হওয়া

পদাতিক[৩] (সমাস.) পোঁদ মারা বাতিক যার

পদ্মিনী[২] (সমাস) পোঁদ চেয়েছিল দিই নি তু. **নন্দিনী**

পদ্মিনী কোলাপুরী[২] (সমাস./হিন্দি ছবির অভিনেত্রীর নামানুষঙ্গে) পোঁদ মেরে কলা পুরি

পদ্মলাভ[৩] বি. নেশাগ্রস্ত হওয়া

পয়দা করা* ক্রি.বি. (হি.) জন্ম দেওয়া, গজিয়ে ওঠা

পয়মাল হওয়া/ পায়মাল হওয়া ক্রি.বি. নষ্ট হওয়া, বারোটা বাজা

পয়লা নম্বর* বিণ. প্রধান, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তু. **এক নম্বর**

পয়সা[১] বিণ. শস্তা জিনিস □ ক্রি.বি. ~**খাওয়া** দ্র. **টাকা খাওয়া** □ ক্রি.বি. ~**খাল হওয়া** অপচয় হওয়া □ বি. **পয়সার গরম**[১] টাকার জন্য অহংকার, টাকা নিয়ে আস্ফালন (পয়সার গরমে কোট পেন্টুল প'রে মেয়েদের কাছে দেখাতে এসেছিস-কত বড় মরদ তু!-*হাঁ.বাঁ.উ.*, তা.ব.)

পরদাফাঁই/ ফর্দাফাই বি. অনাবৃত;

শতচ্ছিন্ন □ ক্রি.বি. ~ **করা** অনাবৃত করা, গোপন বিষয়কে ফাঁস করে দেওয়া (রাজনীতির কথা বলবার আর কি আচে, সব ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁই-*সদর.*, সু.চ.)

পরলোকের টিকিট কাটা দ্র. **টিকিট কাটা**

পরের মুখে ঝাল খাওয়া[১] ক্রি.বি. অন্যের কাছে শোনা (বাপু, এসব পরের মুখে ঝাল খাওয়া খবর নয়-*ক.অ.*, শং.)

পরোটা[২] বি. (<পরোয়া) তোয়াক্কা, পাত্তা

পর্নো বি. (ইং. খণ্ড. pornography) যৌনতাসম্বন্ধীয়, অশ্লীল বিষয়, সাধারণত ছবি, বই বা সিনেমা দ্র. *NTC:* **porn(o)** *n.* obscenety, pornography

পলকা* বিণ. নিতান্ত হালকা, ভঙ্গুর

পলি করা ক্রি.বি. (ইং. poly) একই সঙ্গে একাধিক প্রেম করা

পলিটিকস্[৩] বি. (ইং. politics) ষড়যন্ত্র, কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যায় করা

পলটিবাজ বি. বিশ্বাসঘাতক

পশ* বিণ. (ইং. posh) ১. দামি, শৌখিন, কেতাদুরস্ত (দক্ষিণের এই এলাকাটা এখন রীতিমত পশ্ এরিয়া-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.) ২. দারুণ, চমৎকার দ্র. *NTC:* **posh** *n.* a dandy; a rich and fashionable person □ stylish; grand; fine

পস্তানো বি. (<সং. পশ্চাত্তাপ, হি. পস্তানা) আপশোশ করা, হাপিত্যেশ করা (তোর বাবা কিন্তু পরে পস্তাবে-*লজ্জা*, ত.না.)

পাঁইট দ্র. **পাঁট**

পাঁউরুটি[৩] বি. স্যানিটারি ন্যাপকিন (শোষণ ক্ষমতার সাদৃশ্যবশত)

পাংক্ বি. (ইং. punk) অত্যাধুনিক, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে আধুনিক *NTC:* **Punk (rocker)** *n.* a young person who favours a mode of dress featuring spiky, brightly-coloured hair, the wearing of chains and feathers, and the adornment of ears, noses, etc., with safety pins and similar.

পাকড়ানো* ক্রি. (হি.) ধরা, আয়ত্তে আনা (বাদবাকীগুলোতে তাদের 'সন্তান-সন্ততিরা' থাকে, যাদের... শাঁসালো বর পাকড়াবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মানুষ করেছে-*বিবর*, স.ব.)

পাকা* বিণ. ডেঁপো; ছোটোদের বেমানান ভাবে বড়োদের মতো আচরণ (দ্যাখ বাবলু, তুই বড্ড পাকা হয়েছিস-*পৃ.প.১*, সু.গ.) স.ব্য. গাছপাকা □ বিণ. **পাক্কু/ ~ঝিকুট** অত্যন্ত পাকা □ বি. **~মি/ মো** (তোমাকে পাকামি করতে হবে না, বসো তো-*কা.পু.*, স.ম.) □ দ্র. **গাঁড়পাকা, পিছন পাকা, পোঁদ পাকা, ইঁচড়ে পাকা**

পাঁকাল মাছ[১] বি. কোনোবিষয়ে না জড়িয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে যে (কি দরকার বাবা, ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিস কেন, আমার মত পাঁকাল মাছটি হয়ে সরে সুরুত করে সরে পড়লেই পারিস-*এখনই*, র.চৌ.)

পাকু/ পাক্কু হওয়া ক্রি.বি. মাতাল হয়ে যাওয়া, নেশাগ্রস্ত হয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো

পাখোয়াজ[২] বিণ. তৈরি, পাকা, ঘাঘু (ক্যাবলা কী পাখোয়াজ ছেলে! কিছুতেই ঘাবড়ায় না-*চা.মু.*, না.গ.)

পাক্কা* বিণ. ঠিক ঠিক, যথাযথভাবে (এখন পাক্কা সেলসম্যান-*সদর*., সু.চ.)

পাগলা পা সিপিএম/ পাগল না পাঁপড়ভাজা (বুলি.) কোনো কিছুতে আপত্তি বা অসম্মতি জানানোর বুলি (বলে কী, পাগল না পাঁপড় ভাজা!-*চা.মু.*, না.গ.)

পাগলা* বি. ডাকবিশেষ; সম্ভ্রম, আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি বোঝাবার ডাকবিশেষ □ বি. **~খ্যাচা/ ~খ্যাঁচা** খ্যাপাটে, চালচুলোহীন, অগোছালো (তাও এসেছে পাগলাখ্যাঁচা টাইপের একটা পাবলিক-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বি. **~চোদা** গালি. (দুদিন পরে ফাইল ফেরত এল। ওপরে স্কেচ পেন দিয়ে লেখা—পাগলাচোদা-*কা.মা.*, ন.ভ.)

পাঁচ কান হওয়া[১] ক্রি.বি. লোক জানাজানি হওয়া (এরকম একটা ব্যাপারও পাঁচ কান হতে দেরি হয় না-*পূ.প.১*, সু.গ.)

পা চাটা[১] ক্রি.বি. তোষামুদ করা, বশংবদ হয়ে থাকা (ভদ্দলোকের পা চেটে প'ড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে-*হাঁ.বাঁ.উ.*, তা.ব.) □ বিণ. তোষামুদে

পাচার করা[১] ক্রি.বি. সরিয়ে ফেলা (তার মানে চোরাই মাল আর বেবীফুড আবার অন্য জায়গায় পাচার করে দিয়েছে-*প্রজা.*, স.ব.)

পাঁচু বি. তাচ্ছিল্যের ডাকবিশেষ (যাও পাঁচু, গিয়ে মুতে এসো-*হা.*, ন.ভ.) □ বি. পাঁচশো টাকার নোট

পাছ্ পাছ্/ পাছা* বি. পশ্চাদ্দেশ □ ক্রি.বি. **পাছা গলা** পাতলা পায়খানা হওয়া

পাজির পা ঝাড়া[১] বিণ. অত্যন্ত পাজি

পাঞ্জা বি. পাঁচ টাকার নোট, পাঁচশো টাকার নোট

পাঁট/ পাঁইট বি. (ইং. pint) মদের মাত্রা (আপনাদের দুজনকে একটা পাঁট দিয়ে দিয়েছি—চুপচাপ খেতে থাকুন-*খণ্ডিতা*, স.ব.; দেখি একটা পাঁইট-ফাঁইট জোগার করা যায় কিনা-*পূ.প.১*, সু.গ.) তু. *NTC:* **pint** *n.* this quantity of beer, especially as an order in a pub.

পাট করা[১] ক্রি.বি. ১. কোনো উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে সেই ব্যক্তিকে ফেরত পাঠানো, বরখাস্ত করা (তু. ইং.

ODS: send someone packing: denoting summary dismiss) ২. প্রচণ্ড প্রহার করা (মা জানতে পারলে আমাকে মেরে পাট করে দেবেন-*এ.পা.*, বা.ব.)

পাট চোকানো/ পাট তোলা[১] ক্রি.বি. কাজকর্ম বা বসবাস শেষ করা (এবার চিরকালের মতন মাখানগরের পাট তুলতে হবে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

পাটশালা/ পাঠশালা[১] বি. সমগোত্রীয়তা বা একাত্মতাবোধক স্বীকৃতি দ্র. **ইস্কুলে পড়া**

পাটি বি. সুন্দরী মেয়ে

পাঁঠা[১] বি. ১. নির্বোধ, বোকা ২. পাজি, নরাধম, গালি. (সত্যকামের মত পাঁঠা যেখানে আছে সেখানে সবই সম্ভব-*র.দা.*, শ.ব.) ২. সহজে বোকা বনে যে তু. **বলির পাঁঠা**

পাঁড়* বিণ. সম্পূর্ণভাবে, বিশেষভাবে, অত্যন্ত বেশিরকম (ধন্‌নাদাদার পাড়াটা কিন্তু পাঁড় কংগ্রেসী-*হা.*, ন.ভ.)

পাতড়া বি. এঁটো, এঁটো পাত □ ক্রি.বি. **~মারা** পরান্ন ভোজন, অন্যের জায়গায় খেতে সমাবেত হওয়া

পাততারি গোটানো[১] ক্রি.বি. সমস্ত জিনিসপত্র সমেত বিদেয় হওয়া

পাতলা হওয়া[১] ক্রি.বি. ভিড় কমে যাওয়া, সরে পড়া (এবার ভিড় পাতলা হতে নেমে এল চাতালে-*হরিণ.*, স.ম.)

পাতা খোর[২] বি. ড্রাগ বা গাঁজার নেশা করে যে

পাতা ফাটানো[২] ক্রি.বি. (ব্য.) একরকমের ব্যঙ্গ করার বা আওয়াজ দেবার উপায় (যেমন : যা, পাতা ফাটিয়ে আয়)

পাতি* বিণ. অতি সাধারণ, মামুলি (পাতি পেটো নয় যে চাপ পড়ল কী ফাটল-*হা.*, ন.ভ.) □ বিণ. **~মাতাল** ধেনো মদের মাতাল (ব্যাটা পাতি মাতাল খুব মাতাল হয়েছে। ব্রান্ডি পান পাকা লোকের কাজ-*স.এ.*, দী.মি.)

পাতিল বি. হাঁড়ি

পাতিয়ালা ডোজ বি. মদের মাপবিশেষ

পাত্তর* বি. (<পাত্র) মদের মাপবিশেষ, পেগ (যদিও জানাই ছিল, দু'পাত্তর খেয়েছি-বিবর, স.ব.)

পাত্তা* বি. (হি. পতা=ঠিকানা) গুরুত্ব, খবর, হদিশ □ ক্রি.বি. **~পাওয়া** ১. গুরুত্ব পাওয়া ২. খোঁজ খবর পাওয়া ৩. নাগাল পাওয়া (তোমার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না-*কাল.*, স.ম.)

পাত্তি বি. ১. তাস ২. টাকা (পাত্তি কিছু হবে কিন্তু এই লোহা, এই মেকদার আর হবে না-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বি. **পাত্তির খেলা** টাকার খেলা; ঘুষের কারবার

পাঁদ/ পাদ বি. মলদার দিয়ে বায়ুনির্গমন হেতু শব্দ বা গন্ধ (গিন্নির পাদে গন্ধ নেই-*প্র.*) □ ক্রি. **পাঁদা/ পাদা**

(বাইরে কী ফাটল? পাদলি?- *কা.মা.*, ন.ভ.)

পাঁদাড় বি. ঘরের পশ্চাদ্ভাগ

পানসি[২] বি. মোটা মেয়ে

পানু বি. (খণ্ড.<pornography) অশ্লীল ছবি বা সাহিত্য

পাণ্ডা* বি. (হি. পণ্ডা) প্রধান, সর্দার, দলপতি (ঐ নির্মল নাকি আবার ইউনিয়নের পাণ্ডা হয়েছে- *পূ.প.১*, সু.গ.)

পাপড়ি ভাঙা[৩] ক্রি.বি. অবয়বহীন, ছন্নছাড়া

পাপোশ[৩] বি. খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি (*ODS:* Men's facial hair: **door-mat)**

পাবলিক বি. (ইং. public) ১. জনতা, সাধারণ মানুষ ২. সমাগত লোকজন ৩. বিশেষ গোষ্ঠীর লোক (পয়সা কামানোর পরে ক্যাওড়া পাব্লিকের অনুরোধে ভাড়া করা ভিডিওতে অবশ্য অনেক ছবি দেখেছিল- *হা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. **~খাওয়া** সাধারণ মানুষ গ্রহণ করা (ধুর মশাই, এসব বই এখনকার পাবলিক খাবে না- *সদর.*, সু.চ.)

পাম্প করা[৩] ক্রি.বি. (ইং. pump) ১. যৌনসংগম করা ২. উত্তেজিত করা, উসকে দেওয়া ৩. ন্যায্যত যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি স্তুতি করা (খুব তো পাম্প দিচ্ছিলি, যেন নাম্বার ওয়ান বোতল ভাদুড়ি- *এখনই*, র.চৌ.)

পাঁয়তারা বি. (হি.) চালাকি, ওস্তাদি, পালোয়ানি □ ক্রি.বি. **~কষা/ মারা** ওস্তাদি করা (অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোক পাঁয়তারা-মারা পালোয়ানি নেই-*সাহিত্য ধর্ম*, র.ঠা., প্রবন্ধের *বিচিত্রা*-পাঠের এই অংশটি *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থে বর্জিত)

পায়াভারি[২] বি. (হি.)১. অত্যন্ত দেমাকি, অহংকারী ২. গর্ভবতী হওয়া

পায়েমারি শিক্ষা বি. (<ইং. primary/ বিকৃ./ব্য.) প্রাথমিক শিক্ষা □ দ্র. প্রায়মারি

পারা চড়া[৩] ক্রি.বি. (উষ্ণতার সঙ্গে থার্মোমিটারের পারা চড়ার অনু.) মেজাজ গরম হয়ে যাওয়া

পার্টি* বি. (ইং. party) ১. লোকবিশেষ; কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসম্পন্ন লোক (কলকাতার বড়ো মালদার পার্টিগুলো দেখি ওদের সঙ্গেই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে-*দ.দি.প.*, স.ব.) ২. খদ্দের, মক্কেল ৩. প্রেমিকা □ বি. **~বাজি** দলবাজি, রাজনীতি

পার্থ[১] (সমাস.) পোঁদ মারতে ব্যর্থ

পার্সেল করা[৩] ক্রি.বি. (ইং. parcel) ১. কোনো বস্তু দায়িত্ব নিয়ে সরিয়ে দেওয়া ২. প্রহার করা তু. প্যাক করা

পালটি বি. ১. মত পরিবর্তন বা দলবদল ২. বিশ্বাসঘাতকতা □ ক্রি.বি. ~ **খাওয়া** মত পরিবর্তন করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা

পালিশ দিয়ে কথা বলা[২] ক্রি.বি. (ইং. polish) সাজিয়ে গুছিয়ে কথাবার্তা বলা, কথায় খারাপ শব্দ ব্যবহার না করা ২. কোনো অবাঞ্ছিত মানুষকে সরিয়ে দেওয়া □ ক্রি.বি. **পালিশ করা** ১. প্রহার করা বা তীব্র ভাবে ভর্ৎসনা করা ২. হত্যা করা

পালের গোদা* বি. দলের নেতা

পাল্লা* বি. (তু. হি. পল্লা) কবল, আয়ত্ত, সঙ্গ □ ক্রি.বি. **পাল্লায় পড়া**[১] ১. অসৎসঙ্গে পড়া ২. কারো খপ্পরে পড়া (এক শালা পুলিশের পাল্লায় প'ড়ে গেছনু-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

পিঅক্কড় বিণ. পাঁড় মাতাল

পি.এইচ.ডি. বি. (মু.) ১. Potato Highly defective চরিত্রের দোষ তু. **আলুর দোষ** ২. পাইনি হাতে ডিগ্রি: পবিত্র সরকারের পি.এইচডি.-ডিগ্রি বির্তকের অনু. ৩. পথে হল দেরি

পি.এন.কে.ডি. বি. (মু.) পাশ না করে ডাক্তার, হাতুড়ে ডাক্তার

পি.এন.পি.সি. (মু.) পরনিন্দা পরচর্চা

পি.এম. (মু.) পিছন মারা দ্র. **পিছন মারা**

পি.এস.পি. বি. (মু.) Pure Selfish Party, অত্যন্ত স্বার্থপর

পি.এম.পি. বিণ. পিছন মারা পার্টি

পিং খাড়ু বিণ. রোগা

পিংলা বিণ. (<সং. পিঙ্গল) কৃশ, বিবর্ণ

পিক আপে থাকা ক্রি.বি. (ইং. pick up) ১. মদ বা অন্য কোনো মাদকের নেশায় থাকা ২. যৌনউত্তেজনা হওয়া

পিকু বি. শিস্

পি.কে.ডি.পি. (মু.) পুঁথি কণ্ঠস্থ-করা দিগ্‌গজ পণ্ডিত (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত শব্দ, সাহিত্য পরিষদের পঞ্চবার্ষিক অধিবেশনের লিখিত ভাষণে ব্যবহৃত)

পিচ বি. (জোড়কলম pig+bitch) কদাকার, গালিবিশেষ

পিচ[৩] বি. (ইং. pitch/ ক্রিকেটের অনু.) পরিস্থিতি, পরিবেশ (পিচ খুব খারাপ গুরু। ডিফেনসিভ না খেললেই আউট হয়ে যাবে-*কাল.*, স.ম.)

পিছন[২] বি. পশ্চাদ্দেশ □ ক্রি.বি. **পিছন খাল করা** দ্র. **খাল করা** □ ক্রি.বি. **~দ্যাখানো/ পোঁদ দ্যাখানো**[১] অগ্রাহ্য করা, অবজ্ঞা করা □ বিণ. **~পাকা/ পোঁদ পাকা**[১] অত্যন্ত পাকা, অকালপক্ক (তুমি একটা পোঁদপাকা বাঞ্ছারাম ছেলে-*খণ্ডিতা*, স.ব.) দ্র. পি.পি. □ ক্রি.বি. **~ফাটা/ ~ফেটে ডায়মণ্ড হারবার** ঘোরতর বিপদে পড়া, খুব ক্ষতি হয়ে যাওয়া,

বিশেষত আর্থিক লোকসান □ ক্রি. ~মারা/ ~মেরে পাকিস্তান/ পোঁদ মারা/ পোঙা মারা কারোর পিছনে লেগে কোনো অহিতকর কাজ করা (পার্লামেন্টারি পোঁদ-মারামারি-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. **পিছন দেখানো/ ~ফেরানো**[১] অগ্রাহ্য করা □ ক্রি.বি. **পিছনে লাগা**[১] ১. কাউকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা বা বিদ্রূপ করা (আমার সঙ্গেই যা দু-একটা কথা হয়, নেহাত পেছনে লাগি বলে-*প্রজা.*, স.ব.) ২. কার্যোদ্ধারের জন্য কারোর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকা ৩. সারাক্ষণ কারোর ক্ষতি করার চেষ্টা করা

পিট্টি* বি. প্রহার □ ক্রি.বি. **~দেওয়া** মারধোর করা (একদিন ধরে এইসা পিট্টি দেব-*ঝা.*, সু.রা.)

পিট্টান দেওয়া বি. (<প্রস্থান) চম্পট, পালানো (কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিট্টান দিতেছে-*আলাল.*, টে.ঠা.)

পিত্‌লা বিণ. গায়ে পড়া

পিত্তি জ্বলে যাওয়া/ পিত্তি চটা[১] ক্রি.বি. (সং.<পিত্ত) অত্যন্ত রেগে যাওয়া (ওর গোঁফ দাড়ি কামানো মেয়েলি সুন্দর ফর্সা মুখেও যে কী বিশ্রী পিত্তি জ্বালানো হাসি ফুটতে পারে-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

পিন করা/দেওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. pin) উসকানি দেওয়া উত্তেজিত করে দেওয়া তু. **বার খাওয়ানো** □ ক্রি.বি. **পিন মারা** পেছনে লাগা; ব্যতিব্যস্ত করে তোলা

পিণ্ডি চটকানো[১] ক্রি.বি. (সং. পিণ্ড) ১. ভীষণ ভাবে পিছনে লাগা, সর্বনাশ করা (আমি তোমার করিছি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর-*জা.বা.*, দী.মি.) ২. (ব্য.) কোনো কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা (তুমি শালা অনার্সের পিণ্ডি চটকেছো-*জাল*, শী.মু.) ৩. গালাগাল দেওয়া

পিনিক বি. ১. ঝামেলা, গণ্ডগোল ২. মস্তানি ৩. প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা (এই সব পিনিক আমার ভাল লাগে না-*কা.পু.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **~খাওয়া** উত্তেজিত হওয়া তু **বার খাওয়া** □ ক্রি.বি. **~মারা** ১. ইশারা করা, ২. মিথ্যে কথা বলা (চুপ শালা ঢ্যামনা, পিনিক মারছ-*বা.এ.*, র.র.)

পি.পি. বিণ. (মু.) পোঁদ পাকা, পিছন পাকা

পিপুফিশু বিণ. (মু. পিঠ পুড়ছে, ফিরে অলস, কুঁড়ে (ঘরে আগুন লাগলে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে বলে 'পিপু' অর্থাৎ পিঠ পুড়ছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাবে বলে 'ফিশু' অর্থাৎ ফিরে শুই)

পিপুল পাকা বিণ. অত্যন্ত পাকা

পিরামিড[৩] বি. (আকৃতির অনু.) স্তন

পিরিত* বি. (<প্রীতি/ ব্য.) ১. ঘনিষ্ঠতা, মাখামাখি (হাবার মা, নাতজামায়ের সঙ্গে কেমন পীরিত কল্লি বল না-*জা.বা.*, দী.মি.) ২. অবৈধ প্রেম

পিলে চমকানো[১] ক্রি.বি. (<প্লীহা) নিতান্ত ভয় পাওয়া বা চমকে ওঠা (গানের গমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চমকে ওঠে-*ঝা.*, সু.রা.)

পিস[২] বি. (ইং. piece) ১. জিনিস (দ্র. **জিনিস**) ২. সুন্দরী মেয়ে

পুজো দেওয়া[৩] ক্রি.বি. ঘুষ দেওয়া

পুঁটি/ পুঁটকি/ পুঁটকিপাই/ পুঁটকে বিণ. ছোট, তুচ্ছ (আমরা এতখানি বয়সে যা কথা না শিখেছি এই পুঁটকে ছুড়ি তা শিখেছে-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

পুঁটকি/ পুটকি বি. মলদ্বার, পশ্চাদ্দেশ □ ক্রি.বি. ~**মারা** পিছন মারা দ্র. **পিছন মারা** (বড়িলাল তখনই অনুভব করল যে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ গোটা দুনিয়ার পুঁটকি মেরে দেবে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

পুড়কি/ পুরকি বি. ১. উৎসাহ, সাধারণত অত্যুৎসাহ ২. কৌশল

পুঁতে ফ্যালা[১] ক্রি.বি. উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া; শাঁসানোর বুলি (এই ঈশ্বরপুকুরে যে শালা মাল খেয়ে মাতলামি করবে আর খিস্তি দেবে তাকে আমরা পুঁতে ফেলব-*কা.পু.*, স.ম.)

পুরকি দ্র. **পুড়কি**

পুরিয়া[২] বি. (হি. পুড়িয়া< সং. পুট?) পরীক্ষার হলে টোকবার জন্য ব্যবহৃত ছোটো কাগজ

পুরিয়া[২] বিণ. ওস্তাদ, ধুরন্ধর দ্র. **চালপুরিয়া**

পুলক[১] (সমাস) পুংলিঙ্গ lock

পুলি পাকা বিণ. পিছন পাকা

পুশসি করা ক্রি.বি. যৌনসংগম করা

পেকো বিণ. অত্যন্ত পাকা

পেগ্‌লে যাওয়া ক্রি.বি. পাগল হয়ে যাওয়া; পাগলের মতো আচরণ করা

পেঁচি মাতাল বি. নতুন মাতাল

পেজোমি* বি. পাজির মতো আচরণ (জুতিয়ে তোমার খাল খেচে দেব শুয়ার, পেজোমী করবার আর জায়গা পাওনি-*পাঁক*, প্রে.মি.)

পেঁচোয় পাওয়া[৩] ক্রি.বি. ভূত গ্রস্ত হওয়া

পেট[২] বি. গর্ভসঞ্চার □ ক্রি.বি. ~**উঁচু হওয়া**[১] গর্ভসঞ্চার হওয়া (ভাজের একটু পেট উঁচু হ'তে, নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন-*হারা.*, গি.ঘো.) □ বি. ~**কাটা/ ~কাট্‌টি**[৩] ১. যার পেটে অস্ত্রোপচারের দাগ আছে ২. নাভির নিচে শাড়ি-পরা মহিলা □ বি. ~ **কুমারী** গর্ভমতী মেয়ে □ ক্রি.বি. ~ **খসানো**[১] গর্ভপাত করা (ঝিয়ের মেয়েটা তার কয়েকদিন আগেই ডাক্তারের কাছ থেকে পেট খসিয়ে এসেছিল-*প্রজা.*, স.ব.) □ ক্রি.বি. ~**ছাড়া/ ~নামা** পাতলা পায়খানা হওয়া (তাহা খাইয়া দুর্ল্লভীর পেট ছাড়িয়া দিল-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.) □

ক্রি.বি. ~**পুজো খাওয়া** (দুপুরে কপার চিমনিতে পেট পুজোটা ভালোই হয়েছে-*বো.বো.*, স.রা.) □ ক্রি.বি. ~**পেঁচিয়ে লাথি** প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করা □ ক্রি.বি ~**ফোলানো/ হওয়া**[১] গর্ভসঞ্চার হওয়া (কপালক্রমে বড় রাণীর পেট হল-*ন.ত.*, দী.মি.) □ বিণ. ~**ফ্যালানি** গালি. (আরে পেট-ফেলনি খানকী-*কথো*, উ.কে.) □ বিণ. ~**মোটা**[১] ১. ভুঁড়িওয়ালা (অমন কদাকার, পেট-মোটা, টেঁকিরামকে কেউ সকের পতি কত্তে পারে?-*ন.ত.*, দী.মি.) ২. অন্যায় উপায়ে ধনী □ বিণ. ~**রোগা**[১] যার সহজে পেট খারাপ হয় (আপনার মতো তারা তো আর পেট-রোগা নয়-*হিতে.*, জ্যো.ঠা.) □ ক্রি.বি. **পেটে কথা না থাকা**[১] কথা গোপন রাখতে না পারা (কৌশিকদার পেটে কোনো কথা থাকে না-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **পেটে পড়া** মদের নেশা শুরু হওয়া (একটু পেড়ে পড়লেই বাচ্চু বক বক করে-*চ.দু.*, স্ব.চ.) □ ক্রি.বি. **পেটের মধ্যে ডাইনামাইট ফাটানো/ বোমা মারা** যার পেট থেকে কিছুতেই কথা বেরোয় না তার সূত্রে ব্যবহৃত □ ক্রি.বি **পেটের মধ্যে ডুবুরি নামানো**[১] পেটের মধ্যে থেকে কথা জানবার চেষ্টা

পেটানো ক্রি. ১. প্রহার করা (ভাইপোরা শেষে কাকাকে ধরে পেটাচ্ছে-*হা.*, ন.ভ.) ২. কোনো বিশেষ কাজ করা (অফ পিরিয়ডে ছাত্ররা যখন করিডরে বা মাঠে বসে আড্ডা পেটাত-*ফেরা*, ত.না.) ৩. খাওয়া তু. প্যাঁদানো □ বিণ. অত্যন্ত বলিষ্ঠ, মেদ বর্জিত (পেটানো চেহারা)

পেটি[১] বি. মেয়েদের পেট, বিশেষত শাড়ির ফাঁক দিয়ে যে-অংশটি দেখা যায়

পেটুকদাস* বি. লোভী (টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইরা! হতচ্ছাড়া-পেটুকদাস-*চা.মু.*, না.গ.)

পেটো বি. একরকমের ছোটো বোম (আর আচে পেটো, চেম্বার-*সদর.*, সু.চ.) □ ক্রি.বি. ~**টপকানো** বোম ছোঁড়া

পেটোয়া* বিণ. ১. অত্যন্ত অনুগত, বশংবদ (আগের সংবিধান বাতিল করে...তিনি তাঁর পেটোয়া লোকদের দিয়ে নতুন সংবিধান কমিশন বসালেন-*পূ.প.১*, সু.গ.) ২. তল্পিবাহক

পেট্রল[১] বি. (ইং. petrol/ তরলতার অনু.) মদ

পেট্রোম্যাক্স[১] বিণ. (ইং. petromax./পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলতে দেরি হয়, সেই অনু.) বোকা, যে খুব দেরিতে বোঝে তু. **টিউবলাইট**

পেড়ে ফেলা[১] ক্রি. পর্যদুস্ত করা (জটার মাকে 'পেড়ে ফেলবার' এত বড়

সুবর্ণ সুযোগটাও মাঠে মারা গেল-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

পোঁদিয়ে পারসেল/ পোঁদিয়ে বৃন্দাবন/ পোঁদিয়ে পোস্টকার্ড ক্রি.বি. (ইং. parcel, postcard) দ্র. **প্যাঁদানো**

পেনসিল[৩] বি. (ইং. pencil/আকৃতির অনু.) পুরুষাঙ্গ (*ODS:* Penis: Pencil)

পেঁপেচোর/ পেঁপেসার বি. (ইং. <Professor/ বিকৃ./ব্য.) অধ্যাপক

পেপসি[২] বি. মদ

পেনালটিক/প্লান্টিক বি. (বিকৃ. ইং. penalty kick) পেনাল্টি কিক, ফুটবলের স্ল্যাং (জোচ্চুরি করে পেনালটিক দিয়েছে-*স্বপ্ন.*, কি.রা.)

পেঁয়াজি মারা ক্রি.বি. পাকামি মারা, মস্তানি করা (আর মানে করতে হবে না, যথেষ্ট পেঁয়াজি হয়েছে-*প্রজা.*, স.ব.)

পেয়ার* বি. (হি.) বিশেষ খাতির (ও সেই মায়ের পেয়ারের আইবুড়ো কার্তিক অমল-*শা.প্র.*, স.চ.)

পেলু বি. (বিকৃ. ইং. player/ ব্য.) খেলোয়াড়, বিশেষভাবে কোনো কাজে দক্ষ বা অদক্ষ

পেল্লায়* বিণ. (<সং. প্রলয়?) বিশাল (দুটো তালগাছের মতো পেল্লায় ভূত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে-*চা.মূ.*, না.গ.)

পোঁ ধরা[৩] ক্রি.বি. বশংদের মতো আচরণ করা (সানাইবাদনের সহযোগীর বাজনাকে বলে পোঁ ধরা, সেই অনু.) (তার সঙ্গে পোঁ ধরল কিছু সরকারি নকশাল দল-*কারা.* আ.হ.) □ বিণ. বশংবদ, অনুগত

পোঙা বি. পশ্চাদ্দেশ □ ক্রি.বি. **~পাকা/ ~মারা** দ্র. **পিছন পাকা/ পিছন মারা**

পোকা* বি. নিবিষ্টভাবে কোনো কিছুতে মগ্ন হওয়া (ও তখনই রাজনীতির পোকা-*দল.*, ম.সে.)

পোছা* ক্রি. পাত্তা দেওয়া, গুরুত্ব দেওয়া (ঘরে বসে গলাবাজি করলে কেউ পুছবে না-*পূ.প.১*, সু.গ.)

পোজ মারা ক্রি.বি. (ইং. pose) ভঙ্গি করা (সেই সঙ্গে দারুণ বিগলিত একখানা পোজ মেরে সমানে হাত কচলে যাচ্ছে-*আ.দে.*, প্র.রা.)

পোট/ পোটসাট বি. সদ্ভাব, মিল (<rapport?) □ ক্রি.বি. **~হওয়া** সদ্ভাব হওয়া

পোড় খাওয়া[১] বিণ. অভিজ্ঞ

পোড়ার মুখো[১] দ্র. **মুখপোড়া**

পোঁদ বি. (সং.<পর্দা) পশ্চাদ্দেশ (কারো পোঁদে বাঁশ যায়, কেউ পাবে পাবে গোনে-প্র.) □ ক্রি.বি. **~গোলা** পেট খারাপ হওয়া □ ক্রি.বি. **~ঘষা/ চাটা** তোষামোদ করা □ ক্রি.বি. **~ টিপটিপ করা/ তলতল করা** অত্যন্ত ভয় পাওয়া □ বিণ. **~ফেটে দরজা** অত্যন্ত সমস্যাজনক ব্যাপার, গলদঘর্ম হওয়া □ বি. **পোঁদচুদির বাই** অশ্লীল গালি □ **~পাকা/ মারা/ ফেরানো/ দেখানো** দ্র. **পিছন পাকা, ~মারা, ~ফেরানো, ~দেখানো** □ ক্রি.বি. **পোঁদ মারা**

কেত্তন ঝগড়া করা □ ক্রি.বি. **~সামলানো** পিছন সামলানো, অবস্থা সামলানো (ভদি সরকার যকন খেলতে শুরু করবে না তখন দেখবে সব শালা পোঁদ সামলাতে ব্যস্ত-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. **পোঁদে আছোলা দেওয়া** পিছনে লাগা তু. **বাঁশ দেওয়া** □ ক্রি.বি. **পোঁদে লাগা** পিছনে লাগা (তোমার কেমন রোগ হে সকলের পোঁদে লাগা-*স.গু.ন.*, কে.দ.) □ বি. **পোঁদের গোড়ায়** হাতের কাছে

পোয়াবারো* বি. (পাশা খেলার জয়সূচক দান) অত্যন্ত আনন্দদায়ক বা সুবিধেজনক অবস্থা (খবরের কাগজগুলির পোয়াবারো-*পূ.প.১*, সু.গ.)

পোলা/ পোলাপান বি. (পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা/ ব্য./ পো<সং. পুত্র) ছেলে, ছেলেপিলে (এই সব বড়লোকের পোলারা এক ঘাও ডান্ডা খায়নি-*কারা.*, আ.হ.)

পোষ্যপুত্তুর[২] বি. একান্ত অনুগত

প্যাংলা* বিণ. রোগা (তোমার ঐ প্যাংলা চেহারার বাবলুদাকে আমি ভয় পেতে যাবো কেন-*পূ.প.১*, সু.গ.)

প্যাক করা/ প্যাক করে দেওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. pack) প্রচণ্ড প্রহার করা; উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া

পঁ্যাক দেওয়া ক্রি.বি. কোনো কাজে ব্যর্থতা বা কোনো অসংগতির জন্য বিদ্রূপ করা (দিনেরবেলায় তোমায় সাইকেলের রড-এ বসিয়ে ঘুরলে লোকে পঁ্যাক দিত-*বাস্তু.*, স্ব.চ.) তু. **আওয়াজ দেওয়া**

প্যাকাটি[৩] বি. (<পাট কাঠি) অত্যন্ত রোগা (গজেশ্বরের বিরাট চেহারার কাছে অমন দশাসই স্বামীজীও যেন মূর্তিমান প্যাকাটি-*চা.মূ.*, না.গ.)

প্যাকে যাওয়া ক্রি.বি. ১. (ইং. pack) প্রথম থেকে শুরু করা ২. সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া ৩. তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি (তাসের ফ্ল্যাশ খেলার অনু.)

প্যাকেট করা[২] ক্রি.বি. (ইং packet) মুর্গি করা, বোকা বানানো

প্যাখনা বি. বায়নাক্কা, অকারণ আবদার

পঁ্যাচ* (ফা. পেচ্) ১. কৌশল, ফন্দি ২. চালাকি, ধূর্ততা □ ক্রি.বি. **~কষা**[১] মতলব করা (একে সোজ দিক্ দিয়ে হবে না, এরে উল্টো পঁ্যাচ কস্তে হবে-*প্রফুল্ল*, গি. ঘো.) □ বি. **~পয়জার/ পঁ্যাজ পয়জার**[১] (ফা. পয়জার) কায়দা কানুন (কেমন তোরাপ, পঁ্যাজ পয়জার দুই তো হলো-*নী.দ.*, দী.মি.; ও সব কাজ করতে গেলে যে পঁ্যাচ-পয়জার জানা থাকা দরকার, সে এলেম আমার নেই-*প্রজা*, স.ব.) □ ক্রি.বি. **পঁ্যাচে ফ্যালা**[১] বিপদে ফেলা,

অসুবিধেয় ফেলা (এই সময়ে আইয়ুবকে প্যাঁচে ফেলায়ে দিলে চীনের সাথেই শত্রুতা করা হবে-*পৃ.প.১*, সু.গ.) □ বিণ. **প্যাঁচোয়া/ পেঁচোয়া*** প্যাঁচযুক্ত, কুটিল (দুনিয়ার লোকের মত প্যাঁচোয়া কথা আমার জানি নি -*ক.বা.*, গি.ঘো.)

প্যাঁচা মার্কা[৩] বিণ. (সং. পেচক+ইং. mark) বিরক্তির ভাবসম্পন্ন

প্যাটিস দেওয়া/ খাওয়া[২] ক্রি. (ই. patties) প্রেমের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত বা প্রতারিত হওয়া (শান্তিনিকেতনের ছাত্রসমাজের স্ল্যাং)

প্যাঁদানো ক্রি. ১. প্রহার করা (যশোদাবাবুকে ধরে পেঁদিয়ে দিলেই তো হত-*প্রজা.*, স.ব.) সম্প্র. **পেঁদিয়ে পারসেল, পেঁদিয়ে পোস্টকার্ড, পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখানো** (অমন সখিসখি ভাব সে যুগের বাপ বরদাস্ত করত না। পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিত-*তু.আ.*, স.চ.) ২. খাওয়া (তুই ঘরে বসে স্যাণ্ডউইচ প্যাঁদাবি-*প্রজা.*, স.ব.) ৩. ব্যবহার করা, সাহায্য নেওয়া (কিন্তু শালা অকসিজেন-ফকসিজেন পেঁদিয়ে দুটো মালই ব্যাক করে এল-*জাল*, শী.মু.) □ বি. **প্যাঁদাপেঁদি** মারপিঠ, প্রহার (তার মানে? ফের প্যাঁদাপেঁদি। ফের ব্লাড বাথ-*কা.মা.*, ন.ভ.)

প্যানপ্যানানি* বি. কান্নাকাটি (বাংলা ছবি...শালা সেই প্যানপ্যানানি-*কা.পু.*, স.ম.) □ বিণ. **প্যানপ্যানে**

প্যান্তাখ্যাচা* বি. বিশ্রী, সামঞ্জস্যহীন, অগোছালো

প্যারিস[২] (মু. PARIS) Please allow rape in school

প্যালি বি. (<ইং. pal=বন্ধু) বন্ধুত্ব

প্রকৃতির ডাক[৩] বি. মলমূত্রত্যাগের বেগ তু. **নেচার্স কল**

প্রস বি. (খণ্ড. ইং prostitute) বেশ্যা, অসৎচরিত্রের নারী (দ্যাখ সেজো, বাড়িতে প্রস ঢোকাচ্ছিস-*অ.ন.*, স্ব.চ.)

প্রায় মারি[২] বি. (ইং. primary/ বিকৃ.) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার নিন্দাসূচক ব্যঙ্গোক্তি (প্রাইমারি ইস্কুলে/ প্রায়-মারা পণ্ডিত-*খাপছাড়া*, র.ঠা.) তু. **পায়ে মারি**

প্রিন্সি বি. (খণ্ড. <principal) কলেজ অধ্যক্ষ, ছাত্রদের বুলি

প্রিন্টেড[২] বি. (ইং. <printed) পশ্চাদ্দেশ (printed <ছাপা [পশ্চাৎ স্ল্যাং]< পাছা)

প্রেম পাওয়া ক্রি.বি. যৌনউত্তেজনা হওয়া

প্রেস্টিজ পাংচার বি. (ইং. prestige puncture) অপমানিত হওয়া, মান সম্মান খোয়ানো (আমার প্রেসটিজ বিলকুল পাংচার হয়ে যাবে-*আ.দে.*,

প্র.রা.) □ বি. **প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন**° অপমানিত হওয়া, মান সম্মান খোয়ানো □ ক্রি.বি. **প্রেস্টিজে লাগা** আত্মসম্মান আহত হওয়া

প্রোটিন¹ বি. বীর্য (বীর্যে প্রোটিন থাকে— এই বিশ্বাস থেকে)

প্রোমোটার বি. (ইং. promoter) যে দিনকে রাত করতে পারে; ঢপবাজ

ফ

ফক্‌কড় বি. ফাজিল, ছ্যাবলা (এখন অবিকল ভেঙ্কটের মতো ফক্কড় হয়ে যাচ্ছিস-*এ.পা.*, বা.ব.)

ফক্‌কা বিণ. ১. ফাঁকা ২. স্থানচ্যুত হওয়া, মারা যাওয়া (কি আর হবে। কোয়া ফক্কা হয়ে যাবে-*ক্যা.পু.*, স.ম.)

ফক্‌কিকার* বি. ফাঁকিবাজি (সব রং-তামাশা ফক্কিকার-*প্র.প্র.*, আ.দে.) □ বি. **ফককিকারি**

ফকরা বি. ফাঁকা

ফকড়ে বি. ফাজিল

ফঙ্গবেনে* বি. (সং.<ভঙ্গপ্রবণ) ভঙ্গুর, অস্থায়ী, অ-মজবুত

ফচ্‌কানো ক্রি.বি. ১. ছ্যাবলামো করা দ্র. **ফচকে** ২. হস্তমৈথুন করা

ফচকে/ফিচকে/ফিচেল* বি. (আ. ফিস্‌ক্=লাম্পট্য) ফাজিল, ছ্যাবলা (আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়িপোড়ানীর ঝি-*জা.বা.*, দী.মি.) □ বি. -মি/ **ফিচলেমি** □ ক্রি. **ফচ্‌কানো** ফিচলেমি করা

ফজলি আম° বি. (আকৃতির অনু.) স্তন, বিশাল আকারের স্তন

ফটিচার বিণ. (হি.) বদমায়েস, নির্বোধ (কী রে ফটিচার। আমাকে দেখিসনি কোনদিন-*প্রজা.*, স.ব.)

ফটো হওয়া° ক্রি. (ইং.photo) মারা যাওয়া তু. **ছবি হওয়া**

ফড়ে* বি. (হি. = খুচরো মাল কেনাবেচা করে যে) ১. চ্যালা ২. ফালতু লোক ৩. তোষামুদে ব্যক্তি

ফতুর* বি. (আ. ফুতূর = অবসন্ন) কপর্দকশূন্য (কথায় কথায় আগেকার মত মাংস খাওয়ানোর বাতিক ঢুকলে তো ফতুর হয়ে যাবেন-*এ.পৃ.পা*, র.চৌ.)

ফন্দি* বি. (ফা. ফন্দ) মতলব (প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে-*রবিবার*, র.ঠা.) □ বি. **-বাজ** (ব্য.) মতলববাজ

ফরকে চলে যাওয়া ক্রি.বি. দ্রুত সরে যাওয়া (বলতেই, ফরকে চলে গেল অন্যদিকে-*প্রজা.*, স.ব.)

ফরদাফাঁই দ্র. **পরদাফাঁই**

ফর্‌মা বি. (ইং. form/ব্য.) কাজকর্ম, দক্ষতা (তাই বল! নইলে এসব ফর্মা বেরয় মুখ থেকে-*কাল.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **-করা** কোনো মেয়ে বা ছেলেকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা তু. **ঝারি করা**

ফরসা[২] বিণ. ১. জনবিরল, ২. পকেট শূন্য ৩. হারিয়ে যাওয়া □ ক্রি.বি. **~করা**[৩] পাচার করা (হার পেয়েছে বলে যদি ঝুমকি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় তাহলে ওটা ফরসা করেই বাড়িতে ফিরবে-*কা.পু.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **~হওয়া**[৩] সরে পড়া, নিঃশব্দে পালিয়ে যাওয়া

ফল[২] বি. স্তন □ ক্রি.বি. ~ **দেখা** দ্র. **ফুল দেখা**

ফল্‌স্‌ দেওয়া ক্রি.বি. (ইং. false) ভাঁওতা দেওয়া, অঙ্গভঙ্গি করে খেলাচ্ছলে মারবার ভয় দেখানো তু. **চুক্‌কি মারা** (তোমার কি মনে হচ্ছে ফল্‌স দিচ্ছি-*আ.দে.*, প্র.রা.)

ফসকা* বিণ. (হি.) আলগা (বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো-প্র.) □ ক্রি. **ফসকানো*** সুযোগ হারানো

ফসিল[২] বি. ১. বোধবুদ্ধিহীন ২. যৌনশীতল ৩. মৃত (এম পি কনক মুখার্জি আমার কাছে ফসিল-*কারা.*, আ.হ.) □ বি. **~চোদা** নির্বোধ, অশ্লীল গালি. তু. **বোকাচোদা**

ফস্টি নস্টি* বি. নষ্টামি, অশিষ্টাচার □ ক্রি.বি. **~করা**[৩] ১. নষ্টামি করা, অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া, দৃষ্টিকটু ভাবে মাখামাখি করা (ইস! সেই ফাঁকে ফষ্টি-নষ্টি চালান-*কাল.*, স.ম.) ২. রঙ্গরসিকতা করা ৩. প্রেম করা

ফাইভ ফর্টি[২] বিণ. (ইং. five forty<540 volt) অত্যন্ত আকর্ষক বা জ্বালাময়, সাধারণত মেয়েদের প্রসঙ্গে ব্যবহার

ফাইল[২] বি. (ইং. file) ড্রাগ □ ক্রি.বি. **~ঘষা,** মগজে বুদ্ধিতে শান দেওয়া

ফাউনটেন পেন[৩] বি. (ইং. fountain pen) পুরুষাঙ্গ

ফাঁকতাল্লা* বি. (<ফাঁকতালে) তালে গোলে

ফাজলামি/ ফাজলামো দ্র. ফাজিল

ফাজিল* বিণ. (আ.) ছ্যাবলা, বখাটে, বাচাল (তোর বউটা বড় ফাজিল হয়েছে-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.) □ বি. **ফাজলামি/ ফাজলামো** (আ.+বা. আমি/ আমো) ছ্যাবলামো, ফাজিলের ভাব (ফাজলামি করো না, যাও-*প্রজা.*, স.ব.)

ফাটকবাড়ি[৩] বি. থানা, জেল

ফাটকা* বি. ঝুঁকি নেওয়া □ বি. **~বাজি**

ফাটা রেকর্ড বাজানো[১] ক্রি.বি. (ইং. record/ ফাটা বা কাটা রেকর্ড এক জায়গায় আটকে থাকে, সেই অনু.) এক কথা বার বার বলা

ফাটাফাটি* বিণ. ১. অসাধারণ (ওহ্ আজ তোর লেখাটা ফাটাফাটি হয়েছে-*দল.*, ম.সে.) ২. চূড়ান্ত ঝগড়া (হঠাৎ দিন সাতেক আগে ওদের মধ্যে ফাঠাফাটি ঝগড়া হয়ে গেছে-*জাল,* শী.মু.)

ফাটানো[২] ক্রি. যৌনসংগম করা

ফাটিয়ে/ ফাটিয়ে দেওয়া[২] ক্রি.বিণ. দারুণভাবে কোনো কাজ করা

ফাঁড়া কাটা[১] ক্রি.বি. বিপদ কাটা (সব ফাঁড়াগুলোই তো কেটেছে-*অলীক*, জ্যো.ঠা.)

ফাতরা[২] বিণ. (কলাগাছের শুকনো পাতাকে বলে ফাতরা) ১. বাজে, খেলো ২. ফাজিল, বাচাল, ধাপ্পাবাজ

ফাঁদা* ক্রি. পরিকল্পনা গ্রহণ করা (এবার যে খেলাটি ফেঁদেছে তার খেলনাটি না-হয় আমার হাত থেকেই নেবে-*রবিবার*, র.ঠা.)

ফাদার[২] বি. (ইং. father) ডাক বিশেষ, **বাপরে** ডাকের অনূদিত রূপ তু. **মামা**

ফানটুশ বি. (হি.) ১. হইহল্লা, ফূর্তি ২. সুন্দরী মেয়ে

ফান্ডা বি. (ইং./ খণ্ড<fundamental) ১. ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য ২. তত্ত্ব বা থিয়োরি, ব্যাখ্যা, মতামত

ফাঁপর* বি. সমস্যা, ঝামেলা (মা-মরা বঙ্কিম এখন মহা ফাঁপরে পড়েছে -*পায়রা*, স.চ.)

ফায়দা* বি. (আ. ফয়দা) লাভ, সুযোগ □ ক্রি.বি. **~তোলা**[১] সুযোগ নেওয়া (তা নাহলে এখান থেকে ফায়দা তুলবে-*কাল.*, স.ম.)

ফায়ার হয়ে থাকা[১] ক্রি.বি. (ইং. fire) মেজাজ গরম করে থাকা (কোথায় ছিলি এতক্ষণ, বাবা তোর ওপর ফায়ার-*এখনই*, র.চৌ.)

ফাল্গুনি[২] (সমাস.) ফাল্গুনে হাওয়ায় বসে বাল গুনি, ফালতু বসে বাল গুনি, Time passing সমাস

ফালতু/ ফালতুস/ফালটুস* বিণ. (হি.) বাজে, গুরুত্বহীন, অকারণ (চারটে লোকের মাসমাইনে ফালটুস খর্চা-*সে.স.*, সু.গ; আমি য়ুনিভার্সিটির উলটো ফুট থেকে দেখলাম তুমি ফালতু শহীদ হয়ে গেলে-*কাল.*, স.ম.)

ফাঁস হাওয়া[১] ক্রি.বি. প্রকাশ হয়ে যাওয়া, গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়া (ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়াতে একটুও বিচলিত না হয়ে বিশ্বনাথ উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন-*পূ.প.*১. সু.গ.)

ফাঁসা[১] ক্রি. ১. জটিল পরিস্থিতিতে আটকে পড়া ২. প্রেমে পড়া (ওরা অন্যদিক থেকে ফেঁসেছে-*আ.দে.*, প্র.রা.) □ ক্রি. **ফাঁসানো/ফেঁসে যাওয়া**[১] ষড়যন্ত্র করে মুশকিলে ফেলে দেওয়া, জটিল পরিস্থিতিতে পড়া, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো (কী করতে চাও তুমি, আমাকে ফাঁসাবে?-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

ফাস্টো কিলাস্টো/ ফাস্টো কেলাস বিণ. (বিকৃ. ইং. first class/ব্য.) ১. উৎকৃষ্ট, অসাধারণ (অনেকগুলি ফাস্টো কেলাস গাড়ি আসিয়াছে-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.) ২. (অ.বি.) বাজে. নিকৃষ্ট

ফিউজ[১] বিণ. (ইং. fuse/ ইলেকট্রিক

বাল্বের অনু.) ১. হতোদ্যম, বিষণ্ণ (আজ কি তুমি একটু ফিউজ হয়ে আছ-*ঝাঁপি*, শী.মু.) ২. বোকা বনা, হতবাক

ফিউচার ডুম[২] বি. (ইং.<future doom) ভবিষ্যৎ অন্ধকার স.ব্য. (উচ্চারণ ভেদ) **ফুটুর ডুম**

ফিংলু বি. মস্তান, বিশেযত উঠতি মস্তান

ফিকির/ফন্দিফিকির* বি. ১. অজুহাত, সুযোগ ২. মতলব (দু পয়সা রোজগারের ফিকিরে বেরোতে হবে-*এখনই*, র.চৌ.)

ফিচকে/ ফিচেল দ্র. **ফচকে**

ফিচেল* বিণ. পাজি, দুষ্টুবুদ্ধিবিশিষ্ট (মুখে একটা ফিচেল হাসি-*জাল*, শী.মু.)

ফিট[২] বিণ. (ইং. fit) করিৎকর্মা, চালাকচতুর, সব অবস্থার উপযুক্ত □ ক্রি.বি. ~**করা** বন্দোবস্ত করা, সামলে দেওয়া □ ক্রি.বি. ~**থাকা** বন্দোবস্ত থাকা, গোপন ব্যবস্থা থাকা, জড়িত থাকা (ওর নাকি কোন এক ডাকাত দলের সঙ্গে ফিট আছে-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

ফিদা বিণ. (হি.) মুগ্ধ □ ক্রি.বি ~**হওয়া** মুগ্ধ হওয়া, মুগ্ধতায় পাগল হয়ে যাওয়া

ফিনিশ করে দেওয়া[১] ক্রি.বি. (ইং.<finish) শেষ করে দেওয়া, মেরে ফেলা

ফিলিং কুটকুট ক্রি.বি. (ইং feeling + বা./ধ্ব.) ১. কোনো বিশেষ কিছুর জন্য দুর্বলতা বা অস্বস্তি অনুভব করা ২. প্রেমে পড়া

ফিস্টি বি. (ইং.<feast) বড়োধরনের আহারের আয়োজন, মহাভোজ (দিনের বেলা সাধারণ লোকের ভোজন, রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবদের ফিস্টি-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

ফুকু করা ক্রি.বি. ১. যৌনসংগম করা ২. ধূমপান করা

ফুকে দেওয়া/ ফোকা* ক্রি. খরচ করা (টাকাটা দুদিনে ফুকে দেবে, তারপর ওই ফুটপাথ-*আ.প্রদীপ.*, র.চৌ.)

ফুকো মারা ক্রি.বি. উঁকি মেরে দেখা

ফুচু বি. যৌনতা, যৌনমিলন □ বিণ. অশ্লীল (~চিত্র, চলচ্চিত্র, সাহিত্য); pornography

ফুট কাটা* ক্রি.বি. কথার ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্য করা, টিপ্পনী করা (উজ্জয়িনী ফুট কাটল-*এ.পা.*, বা.ব.)

ফুটানি/ ফুটুনি বি. অহংকার, মস্তানি (একশ দেড়শো বছরের উঠতি জাতির ফুটুনি তাই চোখে পড়ার মত-*কাল.*, স.ম.)

ফুটিয়ে দেওয়া ক্রি.বি. ১. তাড়িয়ে দেওয়া (বোধহয় খুরকি আর কিলা কিছু ফালতু মালকে ফুটিয়ে দিয়েছে-*কা.পু.*, স.ম.) ২. হত্যা করা (আমি কালই বুড়োকে ফুটিয়ে দিতে পারতাম-*জাল*, শী.মু.)

ফুটুর/ ফুটুরি বি. (ইং. বিকৃ.<future) □ বি. **ফুটুর ডুম** দ্র. **ফিউচার ডুম**

ফুটে দেওয়া ক্রি.বি. ১. কেটে পড়া ২. চুরি করা □ ক্রি.বি. **ফুটে যাওয়া** ১. হেরে যাওয়া বাতিল হয়ে যাওয়া ২. সরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া (আমি হলাম চন্‌নগরের বেন্দাবন ঘোষ, ফোটো বললেই কি ফুটবো-*সদর*., সু.চ.) ৩. মারা যাওয়া

ফুটো বি. যোনি (*ODS* : Female genitals : **hole**) □ বি. **ফুটো কপাল** (হি.) দুর্ভাগ্য □ বি. **ফুটো ঘড়া** বিবাহিত পুরুষ

ফুল দেখা/ফল দেখা[১] ক্রি.বি. ঋতুমতী হওয়া (তু. *EP flowers.* Abbr. *monthly flowers*, the menstrual flux)

ফুল নাট দ্র. **নাট**

ফুল পাত্তি বি. (ইং. full+হি.) একশ টাকার নোট

ফুল প্যান্ট প্লাস্টার/ হাফ প্যান্ট প্লাস্টার বি. (ডাক্তারি স্ল্যাং) প্লাস্টারের আয়তন অনুযায়ী নামকরণ

ফুল বাবু বি. (ইং full + বাবু) বিশেষ সাজ করে বসে থাকা অলস, অকর্মণ্য ব্যক্তি

ফুসমন্তর* বি. হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা

ফুসলানো* ক্রি. কোনো কাজে প্ররোচিত করা, কাউকে বোকা বানিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া (কোনো ঝামেলা নেই, ঘর থেকে বেরোচ্চি না, কাউকে ফুঁসলোচ্ছি না-*হা*., ন.ভ.)

ফুঁসে ওঠা[১] ক্রি.বি. রেগে ওঠা, উত্তেজিত হয়ে ওঠা (অনন্যা ফুঁসে উঠল, 'ইস'-*কাল*., স.ম.)

ফেউ* বি. যে পিছনে লেগে থাকে, নাছোড়বান্দা (যদি দেখি কেউ অন্যায় ভাবে আমার ভাগ্নীর পিছনে ফেউ লেগেছে, তাহলে তাকে আমি চাবকে সোজা করবো-*পৃ.প.*১, সু.গ.)

ফেক বি. ১. ধোঁকা ২. বেকার, উদ্দেশ্যহীন □ ক্রি.বি. **~খাওয়া** বোকা বনে যাওয়া □ ক্রি.বি. **~দেওয়া** বোকা বানানো

ফেকলু বিণ. ১. বোকা ২. ব্যর্থ (তোমার ভি আই পি রিসেপশন হচ্ছে আর আমি ফেকলুর মতো দাঁড়িয়ে থাকব-*কাল*., স.ম.)

ফেরেববাজ* বিণ. (ফা. ফেরেব= প্রতারণা) জোচ্চর, প্রবঞ্চক □ বি. **~বাজি** জোচ্চুরি (ফেরেববাজী আমি একদম পছন্দ করি না-*কাল*., স.ম.)

ফেলনা দ্র. **ফ্যালনা**

ফোকা দ্র. **ফুকে দেওয়া**

ফোকোটে/ফোকটিয়া* বিণ. (হি.) বিনামূল্যে, অযাচিতভাবে (একদম ফোকটিয়া ওই রকম কোচিং... ভাবতে পারিস -*এ.পা*., বা.ব.)

ফোট/ফোটানো দ্র. **ফুটিয়ে দেওয়া**

ফোঁটা* বি. তাসের পয়েন্ট, বিশেষত ২৯ খেলায়।

ফোড়ন কাটা/দেওয়া[1] ক্রি.বি. (রান্নায় ফোঁড়ন দেওয়ার অনু.) কথার মধ্যে মন্তব্য করা, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা (অন্য একজল ফোঁড়ন দিল, এত কতার দরকার কী-*সে.স.*, সু.গ.)

ফোতো বি. তুচ্ছ, অন্তঃসারশূন্য; মামুলি (টাকা সব সময় উড়ছে আর ফোতো কাপ্তানদের ভিড়-*সদর.*, সু.চ.)

ফোঁপড়/ ফোঁপড়া* বি. ঝামেলা □ বিণ. **ফোঁপড়া দালাল**[1] উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলে যে; মাতব্বরের মতো আচরণ করে যে □ বি. **ফোঁপড়দালালি**[1]

ফোয়ারা* বি. ১. প্রেমের প্রথম ধাপ ২. কোনো কিছুর অবিশ্রাম অভিব্যক্তি (সেই চিৎকার, চেঁচামেচি, হল্লা, খিস্তির ফোয়ারার কমতি নেই -*কা.পু.*,স.ম.) ৩. হস্তমৈথুনের পরে বীর্যনির্গম

ফোর টুয়েন্টি দ্র. **চারশ বিশ**

ফোর ফরটি[2] বি. অত্যন্ত আকর্ষক মেয়ে তু. **হাই ভোলটেজ, ফাইভ ফরটি**

ফৌত* বিণ. (আ. ফৌত=মৃত্যু) কপর্দকশূন্য, ফতুর (ভদ্রলোকের মোট পাঁচ মেয়ে, এর আগে চার-চারটি মেয়ের বিয়ে দিতে প্রায় ফৌত হয়ে গেছে- *পূ.প.১*, সু.গ.)

ফ্যা ফ্যা করে ঘোরা[1] ক্রি.বি. উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করা

ফ্যাকড়া* বি. বাধা, আপত্তি, সমস্যা (হাজার ফ্যাকড়া বের করেও যা বোঝা বা বলা আমার দ্বারা হবে না-*প্রজা.*, স.ব.)

ফ্যাগ[1] বি. (ইং. fag=the stump of a cigar or cigarette) সিগারেট

ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ* বি. ১. বেশি কথা বলা (থাম থাম, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি-*চা.মৃ.*, না.গ.) ২. অবান্তর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা

ফ্যাচাং* বি. ঝামেলা, আপত্তি (ধুস বললেই নানান ফ্যাচাং তুলবে-*কা.পু.*, স.ম.)

ফ্যাদরা প্যাচাল বি. আলতু ফালতু কথাবার্তা, অকারণ গণ্ডগোল (অনেকক্ষণ আমার ফ্যাদরা প্যাচাল শুনলেন-*জাল*, শী.মু.) □ <বরিশালী উপভাষা : **ফ্যাত্রা প্যাচাল** (রাহ ওসব ফ্যাত্রা পাচাল-*সি.মো.*, মি.সে.)

ফ্যাদা/ফ্যানা বি. বীর্য □ বি. **ফ্যাদাচোদা** অশ্লীলগালি. তু. **বোকাচোদা**

ফ্যান* বি. (ইং. fan <খণ্ড. fanatic) অনুরাগী, ভক্ত (আমার গিন্নি আবার ওঁর ফ্যান-*কারা.*, আ.হ.) *EP.* **fan** An enthusiast orig. of sport...Abbr.fanatic

ফ্যান্টা বি. (ইং./খণ্ড<fantastic) অসাধারণ

ফ্যান চাটা ক্রি.বি. তোষামোদ (একবার আমার টাকা হউক, তখন দেখিব যে তুমি বাছাধন আমার বাড়ীতে ফ্যান চাটিতে যাও কি না-ডমরু., ত্রৈ.মু.)

ফ্যাব বি. (খণ্ড. ইং. fabulous) অসাধারণ

ফ্যালনা* বিণ. তুচ্ছ, বর্জনীয় বস্তু (গামছা সেই অর্থে কোনো শৌখিন জিনিস নয়। কোনো ফেলনা জিনিসও নয়-*কাণ্ডজ্ঞান*, তা.রা.)

ফ্যালফ্যাল করে তাকানো[১] ক্রি.বি. অসহায় ভাবে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকানো, নির্বোধের মতো চেয়ে থাকা (এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে-*চা.ই.ক.*, প্র.চৌ.)

ফ্যাশন* বি. (ইং.fashion) যুগোচিত কায়দা কানুন (নাস্তিক হওয়াই তাদের মধ্যে ফ্যাশন-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ফ্যাসাদ/ফ্যাঁসাদ* বি. (আ. ফসাদ) ঝামেলা (সে মশাই এক ফ্যাঁসাদ-*হারা.*, গি.ঘো.)

ফ্রায়েড রাই বি. (ইং. fried+বা.) প্রেমিকা, গদগদ প্রেমিকা (fried rice শব্দের ধ্বনিঅনুষঙ্গের সঙ্গে রাই < রাধা শব্দের যোগ)

ফ্রাস্টু বি. (ইং./খণ্ড<frustrated) হতাশ, হতাশাব্যঞ্জক

ফ্লপ বিণ. (ইং.flop) ব্যর্থ, নিকৃষ্ট

ফ্লাইং টিকিট বি. (ইং. flying ticket) সিনেমা হল বা ক্রিকেট মাঠে হাউস ফুল থাকলে অন্য লোকের অতিরিক্ত টিকিট (সকালে হাউসফুল দেখে গিয়েছি, এখন ফ্লাইং টিকিট ধরতে এসেছিলাম-*কা.পু.*, স.ম.)

ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়া ক্রি.বি. (ইং. flat) ১. সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে যাওয়া ২. ধরাশায়ী হয়ে যাওয়া (আমি মেঝেতে ফ্ল্যাট হলুম সঙ্গে সঙ্গেই-*চা.মৃ.*, না.গ.)

ব

বউ কাটকি/ বউ কাঁটকি* বি. (সং. < বধূকন্টকী) পুত্রবধূকে যন্ত্রণাদায়িনী, সাধারণত শাশুড়ি (শাশুড়ী মাগী বড় বৌ-কাঁটকি-*আলাল.*, টে.ঠা.)

বউ খোর* বি. গালি.; বউ মারা গেছে যার

বউ চাটা* বিণ. স্ত্রৈণ (পাড়ার লোকেরা জ্যোতিপ্রকাশকে বলত বউচাটা-*মা.রা.জী.*, র.ব.)

বউদিবাজি বি. ১. পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ২. বয়সে বড়ো মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক

বউভাত[২] (সমাস) বউ-এর গুদে ভাসুরের হাত

বওয়াটে দ্র. **বখাটে**

বংকু বি. বেঁটে দ্র. **বেঁটে বংকু**

বক দেখেছ?[১] ক্রি. আওয়াজ দেবার একটি বিশেষ ডাক; সাধারণত হাতের বিশেষ ভঙ্গি-প্রদর্শনসহ বলা হয়

বকরমবাজ বি. ১. বেশি বকবক করে যে ২. মস্তান জাতীয় লোক তু. **টিকরমবাজ**

বক্তিমে বি. (ব্য.) বক্তৃতা, বড়ো বড়ো কথা (ছেলেদের মেলাই বক্তিমে শুনবে-*প্রজা.*, স.ব.)

বক্কেশ্বর/বক্রেশ্বর/বক্তিয়ার খিলজি বিণ. (ধ্বনি-অনু.) যে বেশি কথা বলে, বকবক করে যে (দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর-*স.এ.*, দী.মি.; ও এত বকে, যে ওর দিদি ওকে বক্তিয়ার খিলিজি নাম দিয়েছে-*গোরা*, র.ঠা.)

বক্রেশ্বর চা বি. **দুধবিহীন চা**

বখরা* বি. (ফা.) ভাগ, অংশ (যা চুরি হ'ত', ওর সঙ্গে আধাআধি বখ্‌রা-*ক.বা.* গি.ঘো.)

বখা/ বখে যাওয়া* ক্রি.বি. চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া, স্বভাব খারাপ হওয়া (কোন মা চাইবে তার সন্তান বকে যাক-*কা.পু.*,স.ম.) □ বিণ. **বখাটে*** দুষ্টু, যার স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে (ছিঃ, ও কী করেছিস, একদম বখাটে ছেলেদের মতন দেখাচ্ছে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

বখেড়া/ বখেরা বি. (হি.) ঝামেলা, ঝগড়াঝাটি (তবে লোকে আমাদের কাজে বখেরা করলে আমি শালাদের পেটে চাক্কু চালাবো-*আ.দে.*, প্র.রা.)

বগলদাবা করা[১] ক্রি.বি. (ফা. বগল্+হি. দবা) বগলে চেপে ধরা, সম্পূর্ণভাবে দখল করা, আত্মসাৎ করা (এই সময় বিনোদিনীকে বগলদাবা করে গুর্মুখ সেখানে এসে উপস্থিত হল-*প্র.আ.*,সু.গ.) □ ক্রি.বি. **বগল বাজানো**[১] ১. আওয়াজ দেওয়া ২. খুশি হওয়া (বাঞ্ছারাম শুনিবামাত্র বগল বাজিয়ে উঠিলেন-*আলাল.*, টে.ঠা.) □ ক্রি.বি. **বগলি করা** ১. সহজ কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া; ২. (ক্রিকেট খেলায়) সহজ বল ফিল্ডিং করতে না পারা, বগলের তলা দিয়ে বল গলানো □ দ্র. **বগুলা**

বগুলা বি. (হি. বহুলা=বক) ১. বগলি শব্দের উচ্চারণভেদ ২. আওয়াজ দেবার ডাক বিশেষ তু. **বক দেখেছ**

বটানি দ্র. **বোটানি**

বটকেরা বি. (সং.<বর্কর) রসিকতা (বড়ফাট্টাই-ভাঁড়ামো-নকল-ঠাট্টা-বটকেরাভাবের গালাগালি একাদিক্রমে চলিয়াছে-*আলাল.*, টে.ঠা.)

বডি থ্রো করা[৩] ক্রি.বি. (ইং. body throw) ১. সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা ২. সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা (যখন ডাকবেন তক্ষুণি আপনার পায়ের

কাছে এসে বড়ি থ্রো দেব- *আ.দে., প্র.রা.)* □ ক্রি.বি. **বড়ি ফেলে দেওয়া**[১] ১. মেরে ফেলা ২. মারা যাওয়া. ৩ সশরীরে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা করা (শোনা মাত্র পঞ্চানন মাকড়া এসে আমার ঘরে বড়ি ফেলে দিয়েছে-*আ.দে.*, প্র.রা.)

বড়ফট্টাই/ বরফট্টাই* বি. অহমিকা, বড়ো বড়ো কথা (বড়ফট্টাই- ভাঁড়ামো-নকল-ঠাট্টা-বটকেরাভাবের গালাগালি একাদিক্রমে চলিয়াছে-*আলাল.*, টে.ঠা.)

বড়ো বাইরে[৩] বি. পায়খানা তু. **ছোটো বাইরে**

বদের বাষট্টি বি. অত্যন্ত বদ (আর আছে ওই বজ্জাত ময়না। বদের বাষট্টি—*স্বপ্ন.*, কি.রা.)

বদখৎ* বিণ. (ফা.বদ্.+খত=লেখা) বাজে, কদাকার

বদন* বি. (সং/ব্য. তৎসম শব্দ, ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহারের কারণে স্ল্যাং; **মদন** বা **মদনা**-র সঙ্গে ধ্বনিসাযুজ্যের কারণে সম্ভবত এই প্রয়োগ) মুখ □ স.ব্য. **বদনা** (পরিবারের বদন দর্শন না করে বেরোলে জাত যায়, এটা তুমিই প্রথম শোনালে সেজবৌ-*প্র.প্র.*, আ.দে.) □ ক্রি.বি. **~ বিগড়ে দেওয়া/~ পালটে দেওয়া** প্রহার করা, প্রহার করে জর্জরিত করা (এক থাবড়া ঝাড়ব বদন বিগড়ে যাবে-*ফ্যাতাড়ু*, ন.ভ; মেরে বদনা পাল্টে দেব হারামজাদা-*কা.পু.*, স.ম.)

বদলা নেওয়া[১] ক্রি.বি. (<আ. বদল) প্রতিশোধ নেওয়া

বদের আন্ডিল/বদের হাঁড়ি[১] (ফা. বদ) বি. অত্যন্ত পাজি দ্র. **আন্ডিল**

বন্দুক[২] বি. (আকৃতি বা ক্রিয়ার অনু.) পুরুষাঙ্গ

বন্দেমাতরম[২] (সমাস.) বোঁদে খেয়ে মাথা গরম

বমাল দ্র. **বামাল**

বম্বে[২] (মু. BOMBAY) Both of my breasts at you

বরতে যাওয়া[১] ক্রি.বি. কৃতার্থ হওয়া (কোনো রকমে কলকাতায় যে-কোনো রকমের একটা চাকরি পেলেই যে বর্তে যায়-*পূ.প.*১. সু.গ.)

বরবাদ* বি. (ফা.) বাতিল, ভ্যাস্তানো (বাপ মায়ে এত টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছে, সে সব বরবাদ করে লাভ কী-*কমলা.* গৌ.ঘো.)

বরফট্‌টাই দ্র. **বড়ফট্টাই**

বরাখুরে/ বরাখোর বিণ. (বরাহের মতো খুর যে গরুর, দুষ্ট গরু) নচ্ছার, গালি. (কত উনপাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা নূতন নূতন সভা স্থাপন কর্চ্ছে- *ক.নু.*, টে.ঠা.জু.)

বরাহনন্দন বি. (সং.) শুয়োরের বাচ্চার সংস্কৃত রূপ; গালি.

বল[৩] বি. (ইং ball/ আকৃতির অনু.) অণ্ডকোষ (*ODS* : Testicles: **balls**)

বলদ[৩] বি. (সং.<বলীবর্দ) ১. বুদ্ধিহীন ব্যক্তি, গালি. (ওদের মধ্যে অনেক হিন্দু আছে, তারাই আলতাফের মতন বলদগুলোরে ক্ষ্যাপায়-*পৃ.প.১*, সু.গ.) ২. যৌনক্রিয়ায় অক্ষম পুরুষ □ বি. **বলদা** বোকা

বলির পাঁঠা দ্র. **অষ্টমীর পাঁঠা**

বস্ বি. (ইং. Boss) ১. ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি, নেতা, পরামর্শদাতা ২. সাধারণ ডাক বিশেষ তু. **গুরু, মামা** (দেড়শো কেন বস্ ষাট বলো না-*এখনই*, র.চৌ.) ৩. (মু.) Brother of sexy sister

বসিয়ে দেওয়া[১] ক্রি.বি. ১. বাদ দিয়ে দেওয়া ২. যোগ্যতার চেয়ে কম দিয়ে বঞ্চনা করা

বস্তাপচা* বিণ. নিতান্ত পুরোনো, বাসি

বহিনচোৎ বি. (হি.) **বান্‌চোৎ** শব্দের উচ্চারণভেদ দ্র. **বান্‌চোৎ**

বহুত* বি. (হি.) অনেক, ব্যাপক

বাইশ ক্যারেট[৩] বি. (ইং. caret=সোনার মাপের একক) একেবারে আসল, খাঁটি (তুই রিয়েল প্রেমিক অরুণ, এক্কেবারে বাইশ ক্যারেট-*এখনই*, র.চৌ.)

বাউন্ডুলে* বিণ. ছন্নছাড়া; যার চালচুলো নেই (জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি বাউণ্ডুলেপনা করে কাটিয়েছেন-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

বাওয়াল/ বাওয়ালি বি. (হি.) ১. ঝামেলা, গণ্ডগোল, হুজ্জুতি ২. হইচই, ফূর্তি (এই জন্যে তোদের সঙ্গে মাইরি মাল খেতে ভালো লাগে না। ঝিম বিলা! নেশা বিলা! খালি বাওয়াল করবো-*হা.*, ন.ভ.)

বাংক্ করা/ ক্লাস বাংক করা ক্রি.বি. ক্লাস কাটা. □ ক্রি.বি. **বাংক হওয়া** বরবাদ হওয়া

বাংরেজ বিণ. আধা সাহেব; সাহেবদের অনুকরণকারী বাঙালি (সব বাঙালীর বাঙ্ আর ইংরেজের রেজ—যাকে বলে বাংরেজ-*প্রজা.*, স.ব.)

বাংলা[২] বি. সাধারণ, পাতি

বাংলা/বাংলু বি. দেশি মদ (এর মধ্যেই চুক চুক করে বাংলা খাওয়া শুরু হয়ে যায়-*হা.*, ন.ভ.; আসলে নিমুর দোকানে বসেই বাংলু টানে কোয়া-*কা.পু.*, স.ম.)

বাংলা মায়ের অ্যাংলো ছেলে বি. সাহেবিয়ানা করে যে □ **বি.এম.এ.সি.** মুণ্ডমালের পূর্ণরূপ

বাংলা বাজার[২] বি. ধাপ্পা, মিথ্যে কথা

বাকতাল্লা* বি. বাচাল, যে বকে বকে কানে তালা ধরিয়ে দেয় (সাধে কি ঘোড়ার ডাক্তার বলেছি, খালি বাক্‌তাল্লা-*কাল.*, স.ম.)

বাঁকা কথা* বি. তির্যক মন্তব্য (ঐ পল্লীর দুটি ছেলে একদিন মামুনের প্রতি ব্যাকা ব্যাকা কথা বলেছিল-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

বাকোয়াস/ বাখওয়াস বিণ. (হি.) বাজে কথা (ঐ যে নজরুল লিখেছেন, হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো

মহান। ওটা অতি বেঠিক কথা! বাকোয়াস-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

বাগড়া* বি. বাধা, প্রতিরোধ (কিন্তু ভাবসাব দেখে বোধ হচ্ছে একটা কি বাগড়া পড়েছে-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.)

বাগানো/ বাগে আনা* ক্রি. ১. আদায় করা, হাতিয়ে নেওয়া ২. অধিকারে আনা, ধরে আনা (ওরে শুয়োরের বাচ্চা, কেটে পড়লি, একটা পেগ বাগাতে পারলাম না-*বিবর*, স.ব.)

বাগে পাওয়া* ক্রি.বি. অধিকারের মধ্যে পাওয়া (এক বছর আগে স্টালিন সাহেবের মৃত্যুর পর আইসেনহাওয়ার-চার্চিলের ধারণা হয়েছে যে এবার রাশিয়াকে বাগে পাওয়া গেছে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

বাচস্পতি[৩] বি. বাচাল

বাজখাঁই* বিণ. (মালব প্রদেশের রাজা বাজ বাহাদুর খাঁ-এর কর্কশ কণ্ঠের অনু.) অত্যন্ত কর্কশ (ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাঁই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল-*চা.মূ.*, না.গ.)

বাজার[২] বি. ১. পরিস্থিতি (এই ডামাডোলের বাজারে খাটা হয়ে গেছে-*কারা.*, আ.হ.) ২. এলাকা □ বি. **বাজারে মেয়েছেলে/ মাগ** গালি., বেশ্যা

বাজেট[২] (সমাস.) বাঁজা মেয়ের পেট, impossible সমাস

বাঞ্ছারাম[৩] বিণ. অত্যন্ত পাকা, অকালপক্ক (তুমি একটা পোঁদপাকা বাঞ্ছারাম ছেলে-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

বাটখারা[২] বি. ১. অণ্ডকোষ ২. যে অপরের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলে

বাটনা বাটা[৩] ক্রি.বি. নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া

বাটপাড়/ বাটপার* বি. প্রতারক, ঠক □ বি. **বাটপাড়ি** চুরির দ্রব্য আবার চুরি করা

বাটাম দেওয়া/ মারা ক্রি.বি. প্রহার করা

বাটার লাগানো/ বাটারিং ক্রি.বি. (ইং. buttering) তেল দেওয়া দ্র. **তেল দেওয়া** (শালা বাটার লাগিয়ে লাগিয়ে আমি তোমাকে ফ্ল্যাট করে ছেড়ে দেব-*চরিত্র*, প্র.রা.) তু. *EP*: **butter** *v.* Flatter, or praise, unctuously or fulsomely

বাড়* বি. স্পর্ধা □ **বাড় খাওয়া** দ্র. **বার খাওয়া**

বাঁড়া বি. (সং.<বাণ্ড) ১. পুরুষাঙ্গ ২. কথার মাত্রা বিশেষ (তা না বাঁড়া কেবল লম্ফ ঝম্প-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ দ্র. **বারা** □ বি.~**চোদা** গালি.

বাতলানো/ বাতলে দেওয়া[১] ক্রি. বলে দেওয়া, বুদ্ধি দেওয়া (আপনি যদি ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তবে সে পরম উৎসাহে আপনাকে বাৎলে দেবে ছবিটার তাৎপর্য কি -*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

বাতাবি[৩] বি. স্তন, সাধারণত বৃহদায়তন স্তন

বাত*/ বাতেলা বি. বড়ো বড়ো কথা, অন্তঃসারশূন্য কথা, বাগাড়ম্বর (কী বললেন? ঢের বাতেলা হয়েছে? -উ.*এ.*, শি.ব.) □ ক্রি.বি. **~ঝাড়া/ ~মারা/ ~দেওয়া** বড়ো বড়ো কথা বলা, মস্তানি করা (শুধু ঘি খায় আর লম্বা লম্বা বাত মারে-*সে.স.*, সু.গ.; বাঙালী-ফাঙালী নিয়ে অনেক বাতেল্লা দিল-*জাল*, শী.মু.) □ বি. **বাতেলাবাজ** ১. যে বড়ো বড়ো কথা বলে ২. রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী

বাঁদর[২] বিণ. পাজি, নচ্চার (একটি আস্ত বাঁদর হয়ে ফিরে এসেছে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ বি. **বাঁদরামি** □ (সমাস) বাবার ধনে আদর

বাদাম চিবোনো[৩] ক্রি.বি. প্রেম করা

বাদাম পার্টি[৩] বি. শস্তা মেয়ে

বাদুড় ঝোলা[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত কষ্ট করে ঝুলে থাকা, প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ঝুলে থাকা

বাঁধাকপি[৩] বি. শিখ, পাগড়ির সঙ্গে সাদৃশ্যের অনু.

বানচাল* বি. (নৌকার তক্তার জোড় ফাঁক হয়ে যাওয়াকে বলে বানচাল) ব্যর্থ, ভেস্তে দেওয়া, বরবাদ (আজকের ধর্মঘট বানচাল করতে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা বদ্ধ-পরিকর-*কাল.*, স.ম.)

বানচোৎ বি. (<হি. বহিনচোৎ) বোনের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করা; অশ্লীল গালি.; বোন তুলে গালাগালি (বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে-*নী.দ.*, দী.মি.) দ্র. **বহিনচোৎ**

বানান দেওয়া[৩] ক্রি.বি. প্রহার করা

বান্ডিল করা[২] ক্রি.বি. (ইং. bundle/ ক্রিকেট খেলার স্ল্যাং) অল্প রানে সকলকে আউট করে দেওয়া

বাপ/ বাপু/ বাপ্‌স্* বি. বাবার নাম করা, বিস্ময়সূচক ডাক (দুবার থানায় যা প্যাঁদানি খেয়েছি, বাপস্-*দ.দি.প.*, স.ব.) □ বি. **বাপভাতারি** বি. অশ্লীল গালি. □ ক্রি.বি. **বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া/ খগেন করে দেওয়া/ পুণ্ডরীকাক্ষ করে দেওয়া/ বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেওয়া** প্রচন্ড প্রহার করা বা ভর্ৎসনা করা (আরেকবার বল তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব-*কা.পু.*, স.ম.; পোঁদে লাথি মেরে বাপের নাম খগেন করে দেবো-*পূ.প.১*, সু.গ.; সব পীপল মিলে এমন রগড়ান দেবে যে বাপের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ করে ছাড়বে-*আ.দে.*, প্র.রা.) □ বি. **বাপের নিরোধ ফাটা ছেলে** দ্র. **নিরোধ ফাটা ছেলে** □ ক্রি.বি. **বাপের হোটেল থাকা**[৩] ক্রি.বি. বাড়িতে থেকে কোনো দায়িত্ব না নেওয়া (বাপের হোটেলে থাকি, গায়ে ফু দিয়ে বেড়াই-*আ.মে.*, ত.না.)

বাবাচোদা বি. অশ্লীল গালি. দ্র. **বোকাচোদা**

বাবার প্রসাদ বি. গাঁজা, খৈনি

বাবাজি বি. ১. তাচ্ছিল্যের বা অবজ্ঞার ডাকবিশেষ ২. একশো টাকার নোট ৩. পুলিশ (ঘরে মোষ খেয়ে বনের দোষ তাড়াতে গেলে আর বাবাজীদের চিনলে না-*কাল.*, স.ম.)

বামাচরণ/ বামাপদ বি. (বাম শব্দের সূত্রে) বামপন্থী, সি.পি.আই.এম-এর সদস্য

বামাল/ বমাল* বি. চুরির মালচুরির মালসহ ২. সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে থাকা দ্র. **মাল**

বাম্বু[২] দ্র. **বাঁশ**

বায়নাক্কা* বি. (আ. বয়ান = ঘটনা। বয়ান-ই-ওয়াকিয়া=ঘটনার বিবরণ) চাহিদা, অন্যায় আবদার

বার খসানো ক্রি.বি. লাভের আশায় মিথ্যে স্তাবকতা করা

বার খাওয়া/ বাড় খাওয়া/ বারে ওঠা ক্রি.বি. উৎসাহিত হওয়া, যোগ্যতা নির্বিশেষে বিশেষ উদ্দেশ্যে উৎসাহিত হওয়া □ বিণ. **বার খেয়ে খুদিরাম** উৎসাহিত হয়ে বেশি অহেতুক পরোপকারের চেষ্টা করে যে, বা ব্যর্থ পরোপকারী □ স.ব্য. ক্রি.বি. ~**খাওয়ানো/ বারে তোলা** তু. **আপ করা**

বারা বি. (ইং. <brassier) মেয়েদের অর্ন্তবাস, ব্রা (স্বরভক্তি) **বাঁড়া** শব্দের ধ্বনি অনুষঙ্গে ব্যবহৃত

বারোইয়ারি/ বারোয়ারি বিণ. ১. বেওয়ারিশ ২. অত্যন্ত সাধারণ (চায়ের স্বাদ এত বারোয়ারী যে কারো ঘরে বসে খেতে ইচ্ছে করে না-*কাল.*, স.ম.)

বারোটা বাজা[১] ক্রি.বি. ১. পন্ড হওয়া ২. সর্বনাশ হওয়া (কলেজের কত ছেলের বারোটা বাজিয়েছে তা জান না-*কাল.*, স.ম.)

বারোভাতারি বি. চরিত্রহীন; গালি.

বার্স্ট হওয়া ক্রি.বি. (ইং. burst) মেজাজ গরম হওয়া

বাল বি. (সং.=চুল) ১. গোপন অঙ্গের লোম ২. বাজে (ওই তো বালের চেহারা-*কা.মা.*, ন.ভ.) ৩. অপছন্দ বা তাচ্ছিল্যের উক্তি বিশেষ (বালের বাল হরিদাস পাল-প্র.) ৪. নেতিবাচক বোঝাতে ব্যবহার (মাটি সরাচ্ছে। বাল সরাচ্ছে-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. ~**করা/ ~হওয়া** কিছুই না হওয়া, কিছু না করা (বাল হবে ইংরিজি দিয়ে-*হা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. ~**ছেঁড়া/ ~ছিঁড়ে আঁটি বাধা/ ছেঁড়া** ১. বাজে কাজ করা, অকারণে সময় নষ্ট করা (কাজ নেই করবার, বাল নেই ছেঁড়বার-প্র.) ২. কিছু করতে না পারা (চোখের ওপর দিয়ে তোর বউটাকে ফুঁসলে নিয়ে গেল আর তুই বসে বসে ছিঁড়লি-*অটো*, ন.ভ.) □ বি. ~**বিচি**

আগড়ুমবাগড়ুম, উল্টোপাল্টা □ ক্রি.বি. **বালবিধি বকা** আলতু ফালতু বকা □ বি. **বালের চোনা** গালি.

বালক ব্রহ্মচারী[২] (সমাস.) বাল লক্ষ্য করে বোম ছোঁড়াছুঁড়ি, উগ্রপন্থী সমাস

বালতাল বি. আজেবাজে

বালতি ওল্‌টানো[১] ক্রি.বি. মারা যাওয়া (*ODS* : to die : **kick the bucket)**

বালবিচি বকা দ্র. **বাল**

বালিশ[৩] বি. পাছা

বালের চোনা দ্র. **বাল**

বাল্মীকি[২] (সমাস) বালের মধ্যে ঝিকিমিকি; Lighting তৎপুরুষ

বাঁশ[২] বি. অত্যন্ত শক্ত, ঝামেলা, মুশকিল □ ক্রি.বি. **~দেওয়া**[১] পিছনে লাগা স.ব্য. **বাম্বু দেওয়া, আছোলা বাঁশ দেওয়া** (হারখানা যখন দিয়ে দিতেই হচ্ছে, তাহলে লোকটাকে বাঁশ দিলে কেমন হয়-*কা.পু.*, স.ম.)

বাসর[২] (সমাস) বসে চোদার আসর

বি.আর. (মু. Back ripe) পিছন পাকা

বি.এইচ.এম.এইচ বিণ. (মু.) বড়ো হলে মাল হবে; সুন্দরী কিশোরী দ্র. **মাল**

বি.এম. বি. (মু.) বারোয়ারি মুর্গি দ্র. **মুর্গি**

বি.এম.এ.সি. দ্র. **বাংলা মায়ের অ্যাংলো ছেলে**

বিউগেল বাজানো[২] ক্রি.বি. **বগল বাজানোর** উচ্চারণভেদ

বি. কমপ্লেক্স[২] বি. বোকাচোদা, **বি.সি.** শব্দের অন্যরূপ

বি.কে.সি বি. (মু.) বোকাচোদা

বিক্রমপুর করা ক্রি.বি. বিক্রি করা (ধ্বনি অনু.) (বইগুলো তো সব বিক্রমপুর করে দিয়েছে পুরনো বইয়ের দোকানে-*এখনই*, র.চৌ.)

বিগড়ে যাওয়া/ বিগড়ানো* ক্রি.বি. খারাপ হয়ে যাওয়া (ও ছেলে কেমন বিগড়ে গেছে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

বিচি[১] বি. অন্ডকোষ □ ক্রি.বি. **~উড়ে যাওয়া** ১. সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হওয়া ২. সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত (এখনও গুছিয়ে ঝাড়তে পারলে একশো হাত দূরে পুলিশভ্যানের বিচি উড়ে যাবে-*কা.মা.*, ন.ভ) □ ক্রি.বি. **~ম্যান্টেল হওয়া** দম ফুরিয়ে যাওয়া, হাঁপিয়ে যাওয়া □ ক্রি.বি. **~শর্ট হয়ে যাওয়া** (ইং. short) আতঙ্কিত হওয়া তু. **টুনটুনি শর্ট**

বিচুটি ফুল বিণ. (ব্য./বিকৃ. ইং. <beautiful) সুন্দর

বিচ্ছু* বি. পাজি, বদমাইশ (তারক বলে একটা বিচ্ছু ছেলে ঘন্টা পড়ার আগে ধরা পড়ল-*সদর.*, সু.চ.)

বিটকেল* বিণ. বিশ্রী, অপছন্দসই (ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাঁই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল-*চা.মু.*, না.গ.)

বিট দেওয়া ক্রি.বি. (ইং. beat) প্রহার করা (শালাদের এরকম দু একটা

বিট দিলেই শালাদের লোক খ্যাপানো ঢপবাজি বেরোবে-*দল.*, ম.সে.)

বিটলে* বি. পাজি (প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে,—"নেশাখোর!" "বিটলে!" "পেটার্থী!"-*ক.কা.দ.*, ব.চ.)

বি.টি.এম. বি. (মু.) বহেনজি turned mod, অতি আধুনিক মহিলা, সদ্য আধুনিক হওয়া মহিলা দ্র. **মড**

বিতিকিচ্ছিরি* বি. (<কুশ্রী) অত্যন্ত খারাপ, বিশ্রী (কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা-*চা.মূ.*, না.গ.)

বিধবা[১] বি. যে-ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই

বিন্দাস বিণ. (হি.) ১. আরামের সঙ্গে ২. অসাধারণ □ বি. গাঁজা

বিভীষণ[৩] বি. পুলিশ

বিরাটি (সমাস) বিচিতে/বাঁড়াতে ভর দিয়ে হাঁটি

বিলা বি. (হি.) ১. ঝামেলা (কেস বিলা আছে দোস্ত-*জাল*, শী.মু.) ২. প্রেম ৩. নষ্ট, পণ্ড (এই জন্যে তোদের সঙ্গে মাইরি মাল কেতে ভালো লাগে না। ঝিম বিলা! নেশা বিলা!-*হা.*, ন.ভ. □ ক্রি.বি. **~করা** ১. ঝামেলা করা (ন্যাকরাবাজি মানে বিলা করা-*কা.পু.*, স.ম.) ২. দুরবস্থা করে দেওয়া ৩. নষ্ট করে দেওয়া □ বি. **~খানা** বেশ্যালয়

বিল্লি[২] বি. ১. সুন্দরী মেয়ে ২. অত্যন্ত আদুরে ব্যক্তি

বি.সি. বি. (মু.) বোকাচোদা

বিস্কুট[২] (সমাস.) বেশ্যার গুদে কুটকুট

বিষ/ বিষাক্ত[৩] বিণ. অত্যন্ত ওস্তাদ; বিপজ্জনক

বীভৎস[২] বিণ. অসাধারণ ভালো (অ.বি.) তু. **টেরিফিক**

বীর্য মাথায় ওঠা[৩] ক্রি.বি. টাক পড়া

বুকনি* বি. (হি.) বড়ো বড়ো কথা; মুখস্থ বুলি (শ্রীধর বলে, ওসব ভাট বুকনি ছাড়-*হা.*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. **~ঝাড়া**

বুজরুক* বি. (ফা. বুজুর্গ=পণ্ডিত/ ব্য.) ভণ্ড, প্রতারক □ বি. **বুজরুকি*** (ফা. বুজুর্গি) ভণ্ডামি (বুজরুকিটা কিছু বেশি রকম জাহির কোরবে-*নি.স.*, গি.ঘো.)

বুটকি বি. স্তন

বুড়কে বিণ. বোকা

বুড়ো আঙুল দ্যাখানো[১] ক্রি.বি. ১. প্রতারণা করা ২. অবজ্ঞা করা (তখন সমস্ত পৃথিবীটাকে বুড়ো আঙুল দেখাবার সাহস ছিল-*এখনই*, র.চৌ.) তু. **কলা দ্যাখানো**

বুড়োধাড়ি* বি. বড়ো ছেলে, প্রাপ্তবয়স্ক (মাধবীলতা কৃত্রিম বিস্ময়ে অনিমেষকে বলল 'দ্যাখো, বুড়োধাড়ির কাণ্ড'-*কা.পু.*, স.ম.)

বুঁদ* বি. আচ্ছন্ন, নেশাগ্রস্ত (আমাদের নেতারা চিরায়ত মার্কসবাদী তত্ত্বে এতই বুঁদ হয়ে ছিলেন যে তাঁরা এটা ধরতে পারলেন না-*কারা.*, আ.হ.)

বুদ্ধির ঢেঁকি[১] দ্র. ঢেঁকি

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁওয়া দেওয়া[৩] ক্রি.বি. ধূমপান করা (শুয়েই একটা সিগারেট ধরালাম। আর বুদ্ধির গোড়াতে ধোঁয়া মানে অনেক অস্বচ্ছ বস্তু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া-*কারা.*, আ.হ.)

বুদ্ধু* বিণ. (আ. বদু) বোকা, বুদ্ধিহীন, গোঁয়ার, অশিক্ষিত (দূর বে। তুই শালা বুদ্ধু-*কা.পু.*, স.ম.)

বুরবক বি. (ফা.) ১. নবাব (ললিতকুমার যুদ্ধের বাজারে কামানো টাকা ফিল্মে লড়িয়ে বুরবক বনে যান-*হা.*, ন.ভ.) ২. বোকা

বৃন্দাবন/ বেন্দাবন[৩] বি. প্রেমিকপ্রেমিকার মিলনের স্থান (পুলিশগুলো ওকে দেখে দাঁত বের করে হাসল, 'সব বৃন্দাবন করে ছেড়েছে'-*কা.পু.*, স.ম.)

বে দ্র. আবে

বেআদব* বিণ. (ফা. বে+আ. আদব) অভদ্র, অসভ্য ('অ্যা' কিরে বেয়াদব, আজ্ঞে বলতে পারিস নে-*ঝা.*, সু.রা.)

বেইমান* বি. (ফা. বে+আ.ইমান) বিশ্বাসঘাতক □ বি. **বেইমানি** বিশ্বাসঘাতকতা (যুদ্ধবিরতির ঘোষণা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হলেন যাঁরা, তাঁরই হঠাৎ এটার মধ্যে বেইমানির গন্ধ খুঁজে পেলেন- *কারা.*, আ.হ.)

বেওড়াবাজ বি. মাতাল

বেকার[২] বিণ. উদ্দেশ্যহীন, অকারণ (তার হঠাৎ মনে হল এটা বেকার-*কা.পু.*, স.ম.)

বেকুব* বিণ. (ফা.) বোকা (চিঁড়ে নয় রে বেকুব-চিঁড়ে নয়-*চা.মূ.*, না.গ.)

বেঁকে বসা[১] ক্রি.বি. বিরুদ্ধাচরণ করা; প্রথমে সম্মত থেকেও পরে সম্মতি প্রত্যাহর করা

বেখাপ/ বেখাপ্পা* বিণ. (ফা. বে+বা. খাপ) ১. বিসদৃশ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ (ঠিক সেই সময় হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে ক্যাবলা হা-হা করে হেসে উঠল-*চা.মূ.*, না.গ.) ২. অকারণ

বেগড়বাঁই/ বেগড়বাই বি. গণ্ডগোল, ঝামেলা (মাঝে মাঝেই ঘরের দুটো টিভি বেগোরবাঁই শুরু করে দেয়-*প্রত্নকন্যা*, সুকা.গ.)

বেগুন[২] বি. স্তন, বৃহদায়তন ঝুলে যাওয়া স্তন

বেগুনপোড়া[২] বি. অপরিপুষ্ট স্তন

বেজন্মা বিণ. (ফা. বে+বা. জন্মা<সং. জন্মান্) যার জন্মের ঠিক নেই, অবৈধ সন্তান; গালি. (মোক্ষবুড়ি প্রায়ই একটা গালি দিত; বেজন্মা-*কা.পু.*, স.ম.) □ বি. **বেজন্মার বাচ্চা** গালি. (চুপ শালা বেজন্মার বাচ্চা-*বা.এ.*, র.র.)

বেজায়* বিণ. (ফা. বেজা) অত্যন্ত বেশি (আজ বেলা হয়ে গেল বেজায়-*কমলা.*, গৌ.ঘো.)

বেঞ্চি ভাড়া[৩] বি. (ইং. বিকৃ. bench) স্কুল কলেজের মাইনে
বেঁটে বংকু বিণ. অত্যন্ত বেঁটে
বেড়ে* বিণ. (<হি. বঢ়িয়া) চমৎকার
বেঁড়ে বিণ. অত্যন্ত বেশি □ **বেঁড়ে পাকা, বেঁড়ে ওস্তাদ**
বেড়ে খেলা[১] ক্রি.বি. ১. ঝুঁকি নেওয়া ২. সাহস করে অগ্রসর হওয়া (ঘুড়ি ওড়ানোর বু.)
বেঢপ* বিণ. (ফা. বে.+ধ্ব.) অসমঞ্জসরূপে বড়ো (শানুদি তাঁর বেঢপ শরীর নিয়ে নাচার চেষ্টা করছেন-*কা.পু.*, স.ম.)
বেদম* বিণ. (ফা.বে.+হি.দম) প্রভূত পরিমাণে (বর্তমান সরকারের খাদ্যনীতি একদল মানুষকে বেদম চটিয়েছে-*কাল.*, স.ম.)
বেদুয়া বি. গালি., বিধবার সন্তান
বেদো বিণ. (<বদ) পাজি, বদমায়েশ
বেধড়ক* বিণ. প্রচণ্ড (লোকটাকে বেধড়ক খচ্চর জেনেও কেউ বিশেষ পিছনে লাগে না-*প্রজা.*, স.ব.)
বেন্দাবন দ্র. **বৃন্দাবন**
বেফাঁস বলা* ক্রি.বি. (ফা. বে+ফাঁস) অন্যায্য কথা বলে ফেলা, হঠাৎ বলে ফেলা (আমার আবার পরমহংসকে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে আবার তোর মায়ের কাছে বেফাঁস না বলে বসে-*কা.পু.*, স.ম.)
বেফিকির বিণ. (ফা. বে+আ. ফিক্‌র) অকারণ, অপ্রত্যাশিত
বেবাক* বিণ. (ফা. বে+আ. বাকি) ১. অবাক ২. সম্পূর্ণ (আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে-*রা.রা.*, র.ঠা.)
বেবি[৩] বি. (ইং. baby) সুন্দরী মেয়ে তু. *EP*: **baby** A girl; sweetheart
বেবুশ্যে বি. (<ব্যবসা) বেশ্যা (বেবুশ্যেদের যৌনকর্মী বলচে-*অ.ন.*, স্ব.চ.)
বেমক্কা* বিণ. (ফা. বে+আ. মউকা) ১. অপ্রত্যাশিতভাবে, হঠকারিতা সঙ্গে (তার বর্ণনা এদের সামনে বেমক্কা পেশ করলে এরা আমাকে খুন করবে-*পঞ্চ.১.*, সৈ.মু.) ২. অত্যন্ত বেশি (পূজোর বেমক্কা ভিড়ে... খোঁড়ারবি...একখানা কলম আর কাগজ জয়াকে ধরিয়ে দিল-*হা.*, ন.ভ.)
বেমালুম* বিণ. (ফা. বে+আ. মালুম) সম্পূর্ণভাবে, একান্তভাবে (কল কব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি, তাহার উপর ছাগলের পাতলা চামড়া মুড়িয়া আমার গায়ের মত রঙ করাইয়াছি-*রাজ.*, ব.চ.)
বেয়াড়া* বিণ. ১. বিশ্রী ২. বেঢপ, বেমানান ৩. অসংগত (ভবিষ্যতে তাহলে আর কখনও এমন বেয়াড়া আশা জন্মাতে পারবে না-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

বেরাদার* বি. (ইং. <brother+ফা. বিরাদার) ১. বন্ধু, ভাই ২. সমজাতীয় লোক, এক গোষ্ঠীর লোক ৩. সম্ভাষণ বিশেষ □ বি. **বেরাদারি** স্বাজাত্যবোধ

বেলেল্লা বি. (ফা. বে + আ.ল্লিলাহ) ১. অসৎ চরিত্র ২. অশোভন আচরণ □ বি. ~**পনা** (বাইরে গিয়ে তো কিছু বেলেল্লাপনা করছে না-*বিবর,* স.ব.)

বেল্লিক* বি. (<সং. ব্যলীক) গালি. (এতো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল-*ঝা.,* সু.রা.)

বেহদ্দ বি. (ফা. বে+আ. হদ্দ) খারাপ, নিকৃষ্ট (মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখছি-*অলীক.,* জ্যো.ঠা.)

বেহায়া* বিণ. (ফা. বে+আ. হায়া) নির্লজ্জ (মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখছি-*অলীক.,* জ্যো.ঠা.) □ বি. ~**পনা** বেহায়ার ভাব, নির্লজ্জ আচরণ (তার দলের ছেলেদের সঙ্গে বেহায়াপনা করছে আলো-*অগ্র.,* শৈ.মি.)

বোকচন্দর* বিণ. অত্যন্ত বোকা (প্রথম বাচ্চাটা গেল, সোমাকে তার জন্য অনর্থক কত কষ্ট পেতে হল, এতেও কি ওই বোকচন্দরটার কোনও চেতনা হয়নি-*এ.পা.,* বা.ব.)

বোকাচোদা বি. গালি.; অবৈধ সন্তান (প্রসঙ্গত, শব্দটির সংজ্ঞানির্দেশক একটি ছড়া লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। ছড়াটি এই রকম : *মাটিতে পড়িলে বীর্য রোদ্দুরে শুকায়/ জলেতে পড়িলে বীর্য পুঁটি মাছে খায়/ সেই পুঁটি খেয়ে বিধবা গর্ভবতী হয়/ তাহার সন্তানে লোকে বোকাচোদা কয়।*) (ওই বোকাচোদা এল আর গঙ্গার পাড়ে হেগে কলকাত্তার পত্তন করল-*কা.মা.,* ন.ভ.) □ বি. ~**মি** (বোকাচোদামির একটা লিমিট থাকে-*কা.মা.,* ন.ভ.) এই অনুষঙ্গে ক্যালাচোদা, হ্যামনাচোদা ইত্যাদি

বোগাস* বিণ. (ইং. bogus) নিতান্ত বাজে, ফালতু *NTC:* **bogus** *mod.* phoney; false; undesirable

বোঁচা* বিণ. ১. বোকা, ভোঁতা বুদ্ধি যার ২. নির্লজ্জ বোঁচামি

বোটানি[১] (সমাস/ ইং. Botany) বোঁটা নিয়ে টানাটানি

বোটু বি. (মু.) বোকা টুরিস্ট (শান্তিনিকেতনের স্ল্যাং)

বোতল[২] বি. মদ □ ক্রি.বি. ~**খাওয়া**

বোতলে পোরা/ বোতল বন্দী করা[২] ক্রি.বি. ১. সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা ২. ফুটবল খেলায় প্রতিপক্ষের আক্রমণের কোনো খেলোয়াড়কে খেলবার পরিসর না দেওয়া

বোদা বিণ. বোকা তু. **ভোঁদা**

বোম্বেটে[৩] বিণ. দস্যুস্বভাববিশিষ্ট

বোমকে যাওয়া[১] ক্রি.বি. অবাক হয়ে যাওয়া, থতমত খেয়ে যাওয়া (শুনে আমি একটু ব্যোমকে গেলাম-*জাল*., শী.মু.)

বোমা[৩] বি. ১. অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুবতী তু. *NTC:* **cracker** *n.* a sexually attractive person ২. উত্তেজক বস্তু, খবর বা ঘটনা

বোর* বি. (ইং. bore) বিরক্তিকর ব্যক্তি, যার সঙ্গে বেশিক্ষণ এক সঙ্গে থাকা যায় না □ ক্রি.বি. **~করা** বিরক্ত করা, অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা বলে অতিষ্ঠ করে তোলা (বোর হয়ে যাবে বলে দিলুম-*এ.পা.*, বা.ব.) □ বিণ. **বোরিং** (ইং. boring) বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর (ট্রেন জার্নি তো ভীষণ বোরিং হয় জানেন-*জাল*, শী.মু.)

বোলচাল* বি. আদবকায়দা, কথা বলা ও চালচলনের ধরণ (সে অত্যন্ত বেশি রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথাবার্তায় নানা রকম বোলচাল দিয়া...বিজ্ঞের মতো ভাব প্রকাশ করিত-*পা.দা.*, সু.রা.)

বোহেমিয়ান* বিণ. (ইং. Bohemian) উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া (আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল-*রবিবার*, র.ঠা.)

ব্যথা[২] বি. দুর্বলতা, ভালো লাগা, প্রেমজনিত দুর্বলতা □ ক্রি.বি. ~ থাকা অসুবিধে থাকা, নিতান্ত কঠিন পরিস্থিতি

ব্যাক রাইপ বি. (অনুবাদ, ইং. back ripe) পিছন পাকা দ্র. **বি. আর.**

ব্যাজার* বি. অখুশি মুখের ভাব, হাসি নেই যার মুখে (মুখ ব্যাজার করে বললুম, আমি হাসব কেন-*চা.মু.*, না.গ.)

ব্যাটবল[৩] বি. (ইং. bat ball) পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ

ব্যাটন[২] বি. (ইং. baton) লাঠি, বিশেষত মারা যায় এমন লাঠি □ ক্রি.বি. **~দেওয়া** ১. প্রহার করা ২. যৌনসংগম করা

ব্যাটা/ ব্যাটাচ্ছেলে* বি. (হি./<সং বটু=বালক) গালাগালবিশেষ; ডাকবিশেষ (আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙে দেব-*রা.রা.*, র.ঠা.; মঙ্গল যার উগ্র, সে বেটাচ্ছেলে শুনবে কেন?- *পায়রা*, স.চ.) □ স্ত্রী. **বেটি** (কোত্থেকে এক বেটিকে জুটিয়েছিস চঞ্চু, তুই যে ব'য়ে গেলি-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

ব্যাটারি ডাউন[৩] বিণ. (ইং. battery down) যৌন-অক্ষম পুরুষ, যার পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয় না ('ধ্বজো' ছাড়া অন্য নামও দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলত 'সাড়ে ছটা'। কেউ বলত 'ব্যাটারি ডাউন'।-*অটো*, ন.ভ.)

ব্যাদড়া বি. ঝামেলা □ বিণ. বদ্‌জাত,

দুষ্টু (ছেলেটা কিছু বেদড়া দেখিতে পাই যে-*আলাল.*, টে.ঠা.)

ব্যাদাড় বি. **ব্যাজার** শব্দের উচ্চারণভেদ

ব্যাপক* বি. ১. দুর্দান্ত, চমৎকার ২. অত্যন্ত বেশি রকম

ব্যারাকপুর[২] (সমাস) বাঁড়ার ওপর কর্পূর

ব্যাং[২] বি. ১. কিছুই নয় (এতে আমার ব্যাং হবে) ২. পুরুষাঙ্গ তু. **কচু**

ব্রহ্মানন্দ[৩] বি. ১. মদ বা গাঁজার নেশা ২. বোকা

ব্রহ্মাবেশ[৩] বি. গাঁজার নেশা

ব্রাদার* বি. (ইং. brother=ভাই) সমগোত্রীয়তাসূচক ডাকবিশেষ

ব্রাশ[২] (সমাস./ ইং brush) ব্রায়ের তলায় বাঁশ

ব্রাহ্মণ[২] (সমাস.) ব্রায়ের মধ্যে আড়াই মণ

ব্রেক কষা* ক্রি. বি.(ইং. brake) হঠাৎ জোর করে থামিয়ে দেওয়া (ঘুমটা সবে আসছিল তুই তো ব্রেক কষে দিলি-*আ.দে.*, প্র.রা.)

ব্রেড আর জেলি[৩] বি. (ইং. bread, jelly/ পাঁউরুটির শোষণক্ষমতা ও জেলির বর্ণের অনু.) স্যানিটারি ন্যাপকিন, ব্যবহার করা স্যানিটারি ন্যাপকিন তু. **পাঁউরুটি**

ব্রেন ওয়াশ করা[১] ক্রি.বি. (ইং. brainwash) পুরোনো ধারণা বদলে দেওয়া, মগজ ধোলাই করা (নতুন যে সব মুরগী ঢুকছে তাদের ব্রেন-ওয়াশ করতে পারো, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না-*কাল.*, স.ম.)

ব্রেন শর্ট হওয়া[১] ক্রি.বি. (ইং. brain. short) বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়া, অবাক হয়ে যাওয়া তু. **বিচি শর্ট**

ব্লটিং পেপার[৩] বি. (ইং. blotting paper) ১. স্যানিটারি ন্যাপকিন ২. চিত্তাকর্ষক, যা মনকে টেনে নেয় (ঠাকুরের বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিং পেপার-*হুতোম.*, কা.সি.)

ব্ল্যাক হওয়া ক্রি.বি. (ইং. black/ কালোবাজারির অনু.) অভাবের পরিস্থিতি (সময় ব্ল্যাক হওয়া বা বুদ্ধি ব্ল্যাক হওয়া)

ভ

ভক্কি করা ক্রি.বি. ১. যৌনসংগম করা ২. বমি করা □ ক্রি.বি. **ভক্কি দেওয়া** চমকে দেওয়া, বোকা বানানো (তা বলে কেটেছ না ভক্কি দিয়ে-*কাল.*, স.ম.) তু **ভড়কি দেওয়া**

ভগা জানে[১]/ **ভ.জা.** (খণ্ড./ মু.) ভগবান জানে (কোথায় যেত, কেন যেত তা ভগা জানে-*জাল*, শী.মু.)

ভজকট/ ভজঘট* বি.. গণ্ডগোল, তালগোল

ভজানো* ক্রি. ভুলিয়েভালিয়ে কাজ হাসিল করা (আপনাকে দেখিয়ে মন ভজানো যাবে-*কাল.*, স.ম.)

ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া[১] ক্রি.বি. মারা যাওয়া

ভড়কি* বি. বিস্ময়, ভয় দেখানো □ ক্রি.বি. ~**খাওয়া/ ভড়কে যাওয়া/ ভড়কানো** বিস্মিত হয়ে যাওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া, ভয় পাওয়া (মদনের শান্ত নিশ্চিন্তভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়-*শিল্পী*, মা.ব.; এই মরদের মুরদখানা দেখেও কিনা ভড়কালি না-*বা.প্র.*, র.ঠা.) □ ক্রি.বি. **ভড়কি দেওয়া*** চমকে দেওয়া, বোকা বানানো (প্রথমে আলাপে আমাকে এমন ভড়কি দিল-*কাল.*, স.ম)

ভড়ং* বি. ন্যাকামি, নকশা, কায়দা বা কৌশল (কিছু ভড়ং আছে-*এ.পা.*, বা.ব.)

ভণ্ডুল* বি. বাতিল, বানচাল (আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তাহলে কিন্তু গতবারের মতো সব ভণ্ডুল করে দেব-*পা.দা.*, সু.রা.)

ভয়ানক[২] বি. দারুণ, চমৎকার তু. **টেরিফিক**

ভরপুর* বি. পরিপূর্ণ (বাবুর মেজাজ ভরপুর মাৎ হওয়াতে তিনি অসাড় হয়ে পড়ে আচেন-*স.গু.ন.*, কে.দ.)

ভসকা বিণ. নির্জীব হতোদ্যম

ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্[২] বি. (ইং. vital statistics) ১. তন্বী নারীদেহ ২. নারীদেহের মাপ (কে একজন হাত পা নেড়ে ঝুমুরের ভাইটার স্ট্যাটিকটিক্‌স্ বলে গেল-*কারা.*, আ.হ.)

ভাইরাস[২] বি. (ইং. virus/ কম্পিউটারের ভাষা অনু.) ক্ষতিকর বস্তু, বিষাক্ত বস্তু

ভাও* বি. (হি.) ১. দাম (বলো বলো প্রিয়ে আলুর আজ ভাও কি-*হিতে.*, জ্যো.ঠা.) ২. গুরুত্ব অহংকার □ ক্রি.বি. ~**বাড়ানো** দর বাড়ানো

ভাঁওতা* বি. মিথ্যে, প্রতারণা (শুধু গায়ের জোর আর ভাঁওতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ক'দিন দমন করে রাখা যায়-*কাল.*, স.ম.) □ বি. ~**বাজ** □ বি. ~**বাজি** □ ক্রি.বি. ~**মারা** মিথ্যে কথা বলা

ভাগা/ ভেগে যাওয়া/ ভাগলওয়া* ক্রি. পালানো (মুখের সামনে হাত নেড়ে বলল, 'ভেগে পড়ি চল'-*কা.পু.*, স.ম.; এইবারে প্রধান সাক্ষী হাজির! কিন্তু আসামী ভাগলবা!-*পৃ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি. **ভাগানো*** তাড়িয়ে দেওয়া (তালুইমশাই আমাকে ভাগিয়ে দেবার পর থেকে ওয়াচ করছি চায়ের দোকানে বসে-*কাল.*, স.ম.)

ভাঙা বেহালা বাজানো[৩] ক্রি.বি. প্যান প্যান করা, চর্বিতচর্বণ বারবার উচ্চারণ করা, ছিঁচ কাদুনে

ভাট বি. (<ভট্ট=বংশচরিত্র চিত্রণকারী)

বাজে, আকর্ষণবিহীন, অর্থহীন কথাবার্তা (শ্রীধর বলে, ওসব ভাট বকুনি ছাড় -*হা.*, ন.ভ.) দ্র. **আট্ভাট** □ ক্রি. ~**বকা/ ভটানো** আজেবাজে কথাবার্তা বলা, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা কোথায় হাড়গোড় ভাঙল কিনা দেখবে তা না ব্রেন ফ্রেন নিয়ে ভাটাচ্ছে-*ফ্যাতাড়ু.*, ন.ভ.)

ভাট্রা হয়ে যাওয়া ক্রি.বি. উচ্ছন্নে যাওয়া, সর্বাংশে ধ্বংস হওয়া (আপনি না থাকলে ভুড়িটা ভাট্রা হয়ে যেত-*আ.দে.*, প্র.রা.)

ভাঁড়* বি. (<ভণ্ড) অত্যন্ত হাস্যকর ব্যক্তি, শস্তা হাসির উপাদান জোগায় যে (ভাঁড়=বিদূষক তু. গোপাল ভাঁড়) □ বি. **ভাঁড়ামি/ ভাঁড়ামো** নির্বোধের মতো রসিকতা (ভাঁড়ামি না করে নির্ভয়ে বলুন-*কাণ্ডজ্ঞান*, তা.রা.)

ভাড়াটে বসানো[৩] ক্রি.বি. গর্ভবতী হওয়া

ভাঁড়ানো/ নাম ভাড়ানো* ক্রি.বি. ১. গোপন করা, বদলে নেওয়া (আমিও নাম ভাঁড়িয়েছিলাম তো-*সদর.*, সু.চ.)

ভাতার বি. (<সং. ভর্তৃ/ গ্রা.) স্বামী (আমার ভাতার আমায় নেয় না-*ক.বা.*, গি.ঘো.) □ বি. ~**খাকি** গালি.; অলক্ষণে নারী

ভাতি বি. সুন্দরী মেয়ে □ বি. ~**বাজি** মেয়েদের আওয়াজ দেওয়া, eve-teasing

ভাম/ বড়ো ভাম* বি. (ভাম=খট্টাশ জাতীয় জন্তুবিশেষ) অত্যন্ত বৃদ্ধ; বদ বুড়ো, গালি. (স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতিকে জনৈক কর্মী 'বুড়িয়া' ভাম বলায় একবার শহরে বিশেষ আলোড়ন হয়েছিল-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

ভারতছাড়া বি. (আদিব্যঞ্জন পরিবর্তন) হতচ্ছাড়া, গালি. (আঃ ড্যাক্‌রা ভারতছাড়া-*জা.বা.*, দী.মি.)

ভারিক্কি* বিণ. গম্ভীর প্রকৃতি (নুরুল হুদার কথাবার্তার মধ্যে একটা ভারিক্কীচাল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ভালটু খেয়ে লালটু বি. অত্যন্ত ভালোমানুষ দ্র. **লালটু**

ভালুক/ ভাল্লুক[২] বি. (অনুবাদ. beer>bear=ভাল্লুক) বিয়ার

ভাংচি দেওয়া* ক্রি.বি. ঝগড়া; বিয়ের সম্বন্ধের সময় বাগড়া দিয়ে বিয়ে ভেঙে দেওয়া (কে মশাই আপনি? ভাঙচি দেবার আর জায়গা খুঁজে পান না-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

ভিজে মন্দাকিনী দ্র. **মন্দাকিনী**

ভিটকিলি/ ভিটকিমি/ ভিটকেলিমি* বি. বদমাইশি (ব্যাটার অন্ত পাওয়া ভার—সব ভিট্‌কিলেমি—আর সব নুকোচুরি—*ক.নু.*, টে.ঠা.জু.)

ভিটামিন জি বি. (ইং. মু. g=গাঁজা) গাঁজা

ভিটামিন পি বি. (ইং. মু. p=protein) বীর্য দ্র. **প্রোটিন**

ভিটেয় ঘুঘু চরা[১] ক্রি.বি. নির্বংশ হওয়া, নির্বান্ধব অবস্থা দ্র. **ঘুঘু চরা**

ভিডিও দেখা[৩] ক্রি.বি. ১. ঝাড়ি করা ২. পোশাকের ফাঁক দিয়ে দেহ দেখা

ভিড়ে যাওয়া[১] ক্রি.বি. লেগে যাওয়া, সামিল হওয়া (কমলা রান্নায় ভিড়ে গেল-*কমলা*., গৌ.ঘো.)

ভিড়োনো/ ভেড়ানো* ক্রি. ১. ঠিকঠাকভাবে পৌঁছনো ২. ধাক্কা মারা, অ্যাক্সিডেন্ট করা

ভিত্‌তর বি. বেদম প্রহার

ভিত্‌রে যাওয়া ক্রি.বি. মারা যাওয়া

ভিমরতি* বি. মতিভ্রম, বার্ধক্যজনিত মতিভ্রম (সং. শ্লোক: *সপ্তসপ্ততিতমে বর্ষে সপ্তমে মাসি সপ্তমী/ রাত্রি ভীমরথী নাম নরা নামতি দুস্তরা*। অর্থাৎ ৭৭ বছর, ৭ মাস, সপ্তম রাত্রি নরের পক্ষে অতি দুস্তর) (একবার যে কী ভীমরতি ধরল-*বা.আ*., স.রা.)

ভিয়েটনাম[২] বি. নিষিদ্ধ পল্লী

ভিরমি* বি. অচৈতন্য □ ক্রি.বি. **~খাওয়া**[১] ১. ভয় পাওয়া ২. চমকে ওঠা, অবাক হয়ে যাওয়া (আপনার ভির্মি খাবার দরকার নেই-*কমলা*., গৌ.ঘো.)

ভীমগাঁতানো ক্রি.বি. অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে গাঁতানো দ্র. **গাঁতানো** □ বিণ. **ভীমগাঁতানে**

ভুজুং/ ভুজুং ভাজুং দেওয়া[১] ক্রি.বি. অনুনয় বিনয়, অনুরোধ উপরোধে রাজি করানো, নানারকম গল্প বলে নিজের কাজ হাসির করা

ভুয়ো* বিণ. জালি

ভুলকি মারা ক্রি.বি. ১. ভুলে যাওয়া ২. চোখ মারা

ভুসি/ ভুসি মাল* বিণ. নিতান্ত অপদার্থ, অকর্মণ্য (কমুনিস্ট নীতি, আদর্শই সেরা, বাকি সব ফালতু, ভুষি একথা ভাবা ঠিক নয়-*অগ্র*., শৈ.মি.; তোমরা তাদের এই রকম গরু-ছাগল মনে করো বলেই তাদের এইসব ভূষিমাল গেলাতে চাও-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ভুস্টিনাশ* বি. সর্বনাশ, কেলেংকারি

ভূত ভাগানো[১] ক্রি.বি. প্রহার করে বা ভর্ৎসনা করে শায়েস্তা করা (আমি তাদের পিছনে লাথি মেরে যদি ভূত না ভাগাতুম তো কী বলিস-*পূ.প.১*, সু.গ.)

ভেংচি* মুখবিকৃতি, নকল করে বিদ্রূপ □ ক্রি.বি. **~কাটা** (রেণু ওকে প্রায় ভেংচে উঠল-*লজ্জা*, র.চৌ.) □ ক্রি. **ভ্যাংচানো/ ভ্যাঙানো**

ভেজাল[২] বি. ১. ঝামেলা, গণ্ডগোল ২. নিরর্থক কাজকর্ম ৩. যে-কোনো বস্তু বা লোক

ভেট* বি. ১. খবর, উপহার ২. ঘুষ □ ক্রি.বি. **~দেওয়া** ঘুষ দেওয়া □ বি. **~ দার** বড়োলোক, বিশেষত কালোটাকার মালিক

ভেটেরাখানা বি. সরাইখানা, আড্ডা মারার জায়গা

ভেটকে থাকা/ মুখ ভেটকে থাকা[১] ক্রি.বি. মুখে বিরক্তির ভাব থাকা, মুখবিকৃতি করা (মুখ ভেটকে পরমহংস কণ্ডাক্টরকে ভাড়া দিতে দিতে বলল-*কা.পু.*, স.ম.)

ভেটকি[৩] বিণ. যার মুখ ভেটকে থাকে

ভেড়ু/ ভেড়ুআ/ ভেড়ো বিণ. (হি.) ভিতু প্রকৃতির লোক (খুর নামা খুরকি, জান চলে যাবে, কোন ভেড়ুয়া তোকে বাঁচাতে আসবে না-*কা.পু.*, স.ম.)

ভেতরে যাওয়া/ ভেতরে চলে যাওয়া ক্রি.বি. অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া তু. **ভিতরে যাওয়া**

ভেতো* বিণ. ভাত খায় যে, অলস প্রকৃতির লোক □ বি. ~ **বাঙালি** উদ্যমহীন বা ভিতু বাঙালি

ভেঁপু দেওয়া ক্রি.বি. আওয়াজ দেওয়া

ভেবড়ে দেওয়া ক্রি.বি. চমক দেওয়া, ভয় দেখানো (ও ইংরিজি করে বলে ভেবেছেন ভেবড়ে দেবেন সেটি হবে না-*হা.*, ন.ভ.)

ভেবলে যাওয়া ক্রি.বি. বোকা বনে যাওয়া

ভেড়ানো দ্র. **ভিড়োনো**

ভেলকি দেখানো[১] ক্রি.বি. অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা (মুর্শিদ কুলী খাঁ রাজস্ব শাসন ব্যাপারে প্রায় ভেলকি দেখিয়েছিলেন-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

ভেলপুরি[২] বিণ. (হি. ভেল=মিশ্রণ) ভেজাল, ভেজালমিশ্রিত (আজেবাজে কী সব পুরে দিয়েছে চপের মধ্যে। একেবারে ভেলপুরি-*বা.কৌ.*, জ্যো.চা.)

ভেস্‌তে যাওয়া* ক্রি.বি. বাতিল হয়ে যাওয়া, ব্যর্থ হয়ে যাওয়া (বেটা, আমার বাপ, আমার চোদ্দপুরুষ ভেস্তে দেবার চেষ্টায় আছে-*নুর.*, দ্বি.রা.)

ভোকাট্টা[২] বি. ১. ঘুড়ি কেটে যাওয়া ২. সম্পর্ক কেটে যাওয়া

ভোগ/ ভোগের চপ[২] বি. ১. নষ্ট, পণ্ড □ ক্রি.বি. **ভোগে যাওয়া** ১. নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিফলে যাওয়া (যাঃ শালা। দিনটা ভোগে গেল-*হা.*, ন.ভ.) ২. মারা যাওয়া (হারবার্টদা ভোগে-*হা.*, ন.ভ.) স.ব্য., **মায়ের ভোগে** (রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান মায়ের ভোগে গেল-*ফ্যাতাড়ু.* ন.ভ.) □ বি. **ভোগ্‌স্‌** ইং. প্রত্যয়যোগ

ভোগা দেওয়া[১] ক্রি.বি. ফাঁকি দেওয়া, ঠকানো (তবে মনে করিসনি আমি ভোগা দিচ্ছি-*এ.পা.*, বা.ব.)

ভোগে যাওয়া দ্র. **ভোগ**

ভোচকানি লাগা[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত খিদের কারণে অবসন্ন লাগা (ও মোসই, দুটো সিগ্রেট দিন তো, সমস্ত দিন না খেয়ে ভোচকানি লেগেছে-*নীলকণ্ঠ*, পর.)

ভোঁ ভাঁ/ ভোঁ ভোঁ[১] বিণ. ফাঁকা, জনমানবশূন্য (আমার সন্ন্যাসীর আস্তানা ভোঁ ভোঁ হইয়া গেল-*ডমরু*., ত্রৈ.মু.) □ বি. নিরুদ্দেশ

ভোম হওয়া দ্র. **ভোঁ হয়ে থাকা**

ভোঁদা/ ভোঁদড়* বি. বোকা, বুদ্ধিহীন

ভোম্বল* বিণ. ১. বোকা, জড়বুদ্ধি ২. হতবাক, হতভম্ব (ফেরার সময় ট্যাক্সিতে মাথাটা কেমন ভোম্বল হয়ে রইল জ্ঞানের-*ঝাঁপি*, শী.মু.)

ভোল* বি. চেহারা, মুখোশ □ বি. **~পালটানো**[১] ১. ছদ্মবেশ গ্রহণ করা ২. পক্ষপাত পরিবর্তন করা

ভোঁ হয়ে থাকা/ ভোম হওয়া ক্রি.বি. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা, মাতাল (তাই তো বুদ্ধি ক'রে মদ খাচ্ছি, বিজয়ী এলেই দুজনে ভোঁ হয়ে পড়ে থাক্‌বো-*চণ্ড*, গি.ঘো.)

ভ্যাংচানো/ ভ্যাঙানো দ্র. **ভেংচি**

ভ্যাজভ্যাজ করা ক্রি.বি. এলোমেলো কথা বলা, নিরন্তর কথা বলা (মানুষ কথা বলতে পারে না...তো দিব্যি ভ্যাজভ্যাজ করছিস কি করে!-*এখনই*, র.চৌ.)

ভ্যাদভ্যাদে* বিণ. নির্জীব (আমাকে কেউ স্টিমুলেট করতেই পারে না, ভ্যাদভ্যাদে ম্যাদামারা সব-*এ.পা*., বা.ব.)

ভ্যানাতারা বি. ১. ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট, ২. ঘ্যান ঘ্যান করা, অকারণ ভণিতা করা

ভ্যানিশ[২] বি. (ইং. vanish) ১. লোপাট করে দেওয়া ২. চুরি করা

ভ্যাবাগঙ্গারাম[১] বিণ. বোকা, বোধবুদ্ধিহীন (রামটা ভ্যাবাগঙ্গারাম -*জা.বা*., দী.মি.)

ভ্যাবাচ্যাকা* বি. হতচকিত □ ক্রি.বি. **~খাওয়া**[১] চমকে যাওয়া, ভয় পেয়ে যাওয়া (আমরা এমনই গান আরম্ভ করে দিলুম যে ঝন্টুরাম পর্যন্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছুটে এল-*চা.মু*., না.গ.)

ভ্যারেন্ডা ভাজা[১] ক্রি.বি. বাজে কাজে সময় নষ্ট করা, বেকার বসে থাকা (এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজলে নাকি?-*পত্রাবলী*, স্বা.বি.)

ভ্যালা বি. (ব্য.) ভালো

ম

মউজ* (আ.=ঢেউ) আনন্দ, নেশাজনিত আমেজ □ ক্রি.বি. ~ **করা** আনন্দ করা, ফূর্তি করা, নেশা করে আচ্ছন্ন হওয়া, মদ্যপান করা

মউরসি পাট্টা/ মৌরসি পাট্টা[১] (আ. মউরূস=পৈতৃক, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার) ১. গেঁড়ে বসা, ২. চিরস্থায়ী অধিকার (কুঁচো কৃমি...যেগুলো আমার পেটে প্রায় মৌরসীপাট্টা গেঁড়েছে, সময়মত ঠিক চাগাড় দিয়ে ওঠে-*বিবর*, স.ব.)

মওকা* বি. (আ. মউকা) সুযোগ (দেওয়ানাদি যে সব বিশ্বাসী লোকজন আছেন তারাও কি আর মওকা পেলে সম্পত্তিবান অনাথ ছেলেটাকে ছেড়ে দেবেন-*রোমন্থন*., ত.রা.)

মক্‌খিচুস/ মাক্‌খিচুস* বিণ. (হি.) কৃপণ (তা খাবে কেন ব্যাটা মক্ষীচুষ-*ভাঙন*., সু.ভ.)

মক্কেল[২] বি. (ব্য./ আ. মুঅক্কল) ব্যক্তি (এক মক্কেল তো নেমে গেল দেখলাম-*দল*., ম.সে.)

মগজ* বি. (ফা.) বুদ্ধি, মাথা (বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালারামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে-*চা.মৃ.*, না.গ.) □ বি. **~গরম** মেজাজ গরম □ ক্রি.বি. **~ধোলাই করা**[১] সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করা, পুরোনো ধারণা বদলে দেওয়া দ্র. **ব্রেন ওয়াশ করা** (তোদের মগজ ওইভাবেই ধোলাই হয়েছে তাই বুঝতে পারিস না-*এ.পা*., বা.ব.) □ ক্রি.বি. **মগজে ফাইল ঘষা** বুদ্ধিতে সান দেওয়া, বোঝানো (ঊর্মির মগজে ফাইল ঘষতে এসেছিল-*এখনই*, র.চৌ.)

মগের মুল্লুক বি. ১. অরাজক অবস্থা ২. যা ইচ্ছে তাই করবার অবস্থা (উঃ, মগের মুলুক আর কি? প্রাণ আর টানতে হয় না-*ন.ত*., দী.মি.)

মচৎকার বিণ. (ব্য.) চমৎকার শব্দের ধ্বনিবিপর্যয়

মজমা নেওয়া ক্রি.বি. মজা মারা

মজা মারা/ মজা লোটা[১] ক্রি.বি. উপভোগ করা (পাঁচ ইয়ারকে খাওয়ায় মজা মারে-*স.এ*., দী.মি.) ২. যৌনসংসর্গ উপভোগ করা (সিস্টারকে নিয়ে দেদার মজা লুটেছে ছোঁড়া দুটো-*প.ডা.পাঁ*., যুব.) □ বি. **মজাকি** ১. ইয়ারকি, রসিকতা (তোর স্‌সালা আঁখ নেই রে, স্‌সুখেনদার সামনে মজাকি মারতে গেছিস-*প্রজা*., স.ব.) ২. প্রেমের কথাবার্তা □ ক্রি.বিণ. **মজাসে** (হি.) ফূর্তিতে (বেশ মজাসে আছে ওরা, নারে দাদা-*এখনই*, র.চৌ.)

মজানো* ক্রি. ১. নষ্ট করা, বিপদে ফেলা; ২. মগ্ন হওয়া, সাধারণত প্রেমে মজা

মটকা বি. ১. মাথা ২. মেজাজ □ বি. **~গরম** মাথা গরম (গোড়াতেই এমন চোদনার মতো কথা বলে বসো যে মটকা গরম হয়ে যায় *কা.মা*., ন.ভ.)

মটকা মারা[১] ক্রি.বি. ভাণ করা (মটকা মেরে পড়ে সব হিসাব করছি আর ব্যর্থ একটা আক্রোশে ভেতরটা ফুঁশছে-*কারা*., আ.হ.)

মটন রোল[২] বি. (ইং. mutton roll) পুরুষাঙ্গ

মড বি. (ইং./ খণ্ড. <modern) আধুনিক, আধুনিক কায়দাবাজি (<ঋতু কী সেজেছে দ্যাখ, কী মড লাগছে-*এ.পা.*, বা.ব.)

মড়া[২] বিণ. ১. গালি. (এই মড়া, বলি আচে কিচু-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) ২. কথার ফের, মুদ্রাদোষ

মড়ক লাগা[২] ক্রি.বি. ধারাবাহিকভাবে বিফল হওয়া বা কোনো জিনিস নষ্ট হওয়া (স্বাধীনতার পর পরই ছোটো ছোটো ব্যাঙ্কগুলিতে মড়ক লেগে যায় যেন-*পূ.প.১*, সু.গ.)

মদন/ মদনা[৩] বি. (ব্য.) ১. বোকা, নির্বোধ (মলয় যাদের সঙ্গে মেশে টেশে তাদের মধ্যে মলয়ই একটু মদনা টাইপের-*চ.দু.*, স্ব.চ.) ২. ব্যঙ্গাত্মক ডাকবিশেষ

মদ্দ/ মদ্দা* বি. (ফা. মর্দ্=পুরুষ) জোয়ান, তাগড়াই পুরুষ (তুমি এখন একটা মদ্দ পুরুষ-*খণ্ডিতা*, স.ব.; লোকে তো মদ্দার সাজে বিনোদিনীকে দেখতে আসে না-*প্র.আ.*, সু.গ.) □ বি. **মদ্দানি** পৌরুষ, সাহস

মধ্যপ্রদেশ[২] বি. ভুড়ি

মধু[২] বি. ১. মেয়ে ২. মদ

মনের আরাম[৩] বি. অন্তর্বাস

মন্দা* বিণ. খারাপ অবস্থা, সময় খারাপ যাওয়া

মন্দাকিনী/ ভিজে মন্দাকিনী[৩] বিণ. সম্পূর্ণ ভিজে কোনো বস্তু (রাজ কাপুরের ছবি *রাম তেরি গঙ্গা ময়লি*-র নায়িকা মন্দাকিনীর স্নানদৃশ্যের অনু.)

মন্দির[২] বি. ১. শৌচাগার ২. যোনি

মরণদশা* বি. গালি., অত্যন্ত খারাপ অবস্থা

মরা/ মরেছে!* ক্রি. (উক্তি) সমস্যায় পড়া (তুই যে দেখছি একেবারে মরেছিস-*পূ.প.১*, সু.গ.)

মর্কট[২] বিণ (সং.=বাঁদর) নির্বোধ, বাঁদর, গালি. (ন্যায় শাস্ত্র যে পড়েনি সে মানুষই নয়—সে গরু, মর্কট-*ঝা.*, সু.রা.)

মরোক্কো বি. (সী./ আফ্রিকার একটি দেশের নামের অনু.) অপদার্থ লোক

মশলা/ মসালা[২] বি. (আ. মশলাহ্) ১. উপকরণ ২. উত্তেজক ব্যাপার

মস্‌করা[৩] বি. (আ. মস্‌খরহ্) রঙ্গ রসিকতা (পাড়া ছোঁড়াদের সঙ্গেই বা রাতদিন এত মস্করা কিসের-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

মস্‌কা লাগানো/ মাস্‌কা লাগানো ক্রি.বি. (হি.) ১. তেল দেওয়া, তোষামোদ করা ২. গুলতাপ্পি দেওয়া

মস্‌ত্‌ বিণ. (ফা.) ১. মস্‌তি হয়েছে যার ২. মাতাল, নেশাগ্রস্ত ৩. মাত, অভিভূত (ওইতেই মাত। একেবারে মস্ত-*এ.পা.*, বা.ব.) □ বি. **মস্‌তি*** ফূর্তি, নেশা □ বি. ~ **মস্‌তিদার** ১. মজাদার ২. প্রেমিক

মস্‌তান/ মাস্‌তান বি. (ফা. মাস্তান= নেশাগ্রস্ত, মাতাল, দুর্বৃত্ত) সমাজবিরোধী, গুণ্ডা, উপদ্রবকারী, দুর্বৃত্ত, দাদাগিরি

মা ভবানি/ ভাঁড়ে মা ভবানী° বি. কিছু না থাকা, শূন্য

মাই বি. (<মাতৃ) স্তন (উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত-*পোকা কাটা কাগজপত্র, পা.কাঁ.*, শক্তি.চ.) □ ক্রি.বি. **~দেওয়া/ খাওয়া** স্তন্যপান (গাছটির ও পিঠে ঠেসান দিয়ে বসে নাতি-বউ কালজী- তিনমাসের ছানাকে মাই দিচ্ছে-*পৌর্ণমাসী*, সু.মু.) □ ক্রি.বি. **~ টেপা** স্তনমর্দন

মাইনাস করা° বি. (ইং. minus) ১. প্রস্রাব করা তু. **জলবিয়োগ করা** ২. ব্যক্তিবিশেষকে সরিয়ে দেওয়া, এড়িয়ে চলা ৩. হত্যা করা, খতম করা

মাইরি* (বু.) (<মা মেরি) দিব্যির ডাকবিশেষ (মাইরি আমি যথার্থ বল্‌চি, কাঞ্চনের বড় অহঙ্কার হয়েছে, তা হলে এক বার দেখাই-*স.এ.*, দী.মি.)

মাউড়া/ মাওড়া* বি. ১. মাড়োয়ারি (বেঙ্গল ইজ ডেড। মাউড়ারা হগ্গলই দখল করব-*জাল*, শী.মু.) ২. গালি (<মা মরা) (দুটো মেয়ে যে বরে খেয়েচে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে হয় না-*ন.ত.*, দী.মি.) ৩. নির্বোধ

মাং বি. যোনি □ ক্রি.বি. **~মারা** যৌনক্রিয়া □ বি. **~ মারানি** অশ্লীল গালি. (কল্‌কিন- চোরের বেটা মাঙ মারা-প্র.)

মাক্‌কিচুস দ্র. **মক্‌খিচুস**

মাকড়া বি. (<মর্কট) নির্বোধ, গালি. (মাকড়া কোথাকার! কাকে কী বলছিস-*অ.কু.স.*, কাল.)

মাকড়ি বি. সুন্দরী মেয়ে

মাকাল/ মাকাল ফল° বি. ১. বোকা, নির্বোধ ২. বড়োলোকের লালু ছেলে ৩. মেয়েলি ছেলে (তুমিই-বা কী পেয়েছ বুলা ওই ছেলেটার মধ্যে, ওই মাকাল ফলটার মধ্যে?-*শে.ন.*, স.ঘো.)

মাকু বি. ১. বোকা (<মাকাল) ২. মার্ক্‌স্‌বাদী (<Marxist)

মাকুন্দ* বি. ১. দাড়িগোঁপবিহীন ২. বোকা

মাগ/ মাগি* বি. (<পালি মাতুগাম) ১. নারী ২. স্ত্রী (তোর সাথে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়-*স.এ.*-দী.মি.) ৩. গালি., খারাপ নারী □ বি. **~বাজ** যে মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করে (তখন প্রজাদের হাঁউমাউ কান্না শুনে কাপুরথালার মহামাগিবাজ মহারাজা বলেছিলেন-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বি.

~বাজি মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘোরা □ বিণ. ~মুখো ১. দুশ্চরিত্র নারীলোলুপ ব্যক্তি ২. গালি ৩. স্ত্রৈণ (তুমি এমনি মাগমুখো আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও-*জা.বা.*, দী.মি.) □ বি. ~বাড়ি বেশ্যালয় (এই সান্ধ্য জলখাবারের পরে যা অবশ্যকরণীয়, তা হল মাগীবাড়ি যাওয়া-*কা.মা.*, ন.ভ.)

মাগ্‌গি/ মাগ্‌গি গণ্ডা* বি. (<সং. মহার্ঘ) দুর্মূল্য (এই মাগ্‌গীর বাজারে প্রাণের চেয়ে চাকরি বড়-*পঞ্চ১*, সৈ.মু.; এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে কেউ ছাড়ে-*প্র.আ.*, সু.গ.)

মাগনা/ মিনি মাগনা* বি. (হি. মাঙনা=চাওয়া) বিনামূল্যে (মিনি মাগ্‌নায় কি কোনো কাজ হয় সংসারে-*সদর.*, সু.চ.)

মাছের বাজার/ মেছো হাটা[৩] বিণ. অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, চ্যাঁচামেচি, হইহট্টগোল

মাজাকি দ্র. **মজাকি**

মাঝের পা/ মধ্যের পা[৩] বি. পুরুষাঙ্গ

মাঞ্জা দেওয়া[১] ক্রি.বি. (ঘুড়ির অনু.) সাজগোজ করা (ভেঙ্কট দারুণ মাঞ্জা দিয়ে এসেছে-*এ.পা.*, বা.ব.)

মাটি করা[১] ক্রি.বি. বারোটা বাজানো, বানচাল করা (হতভাগা, দ্যাখ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথাই বলা হল না-*পা.দা.*. সু.রা.)

মাটি কামড়ে পড়ে থাকা[১] ক্রি.বি. ১. সর্বশক্তি দিয়ে অনড় হয়ে থাকা ২. ক্রিকেট খেলায় আউট না হয়ে টিকে থাকা

মাঠে মারা যাওয়া[১] ক্রি.বি. নিষ্ফল হওয়া (যদি বুদ্ধির দোষে না বাঁচাতে পারি তা হলে হাজার টাকাটা তো মাঠে মারা যাবে-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.)

মাড়ানো/ মাড়িয়ে যাওয়া ক্রি. সর্বনাশ করা, ক্ষতি করা □ দ্র. **মারানো**

মাতব্বর* বিণ. (আ. মুআতবর=বিশ্বস্ত) চালাকচতুর, পান্ডাজাতীয় ব্যক্তি (অনেকক্ষণ পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন *ম.ম.*, পর.) □ বি. **মাতব্বরি**

মাথা কাটা[১] বি. অপমান, বেইজ্জত □ ক্রি.বি. ~**যাওয়া** □ ক্রি.বি. **মাথা খাওয়া/ মাথা চিবোনো**[১] ১. আস্কারা দেওয়া ২. নষ্ট করা, কুপরামর্শ দেওয়া (দেখি কিভাবে তোমাদের মাথাগুলো চিবানো হচ্ছে-*প্র.প্র.*, আ.দে.) □ ক্রি.বি. **মাথা গলানো**[১] অন্যের বিষয়ে অবাঞ্ছিতভাবে আগ্রহ দেখানো (আমি ওর বিয়ের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবো কেন?-*পৃ.প.১*, সু.গ.) তু. **নাক গলানো** □ ক্রি.বি. **মাথা ঘামানো**[১] ১. মনোযোগ দেওয়া (প্রতিজনকে নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়-*যা.পা.*, শী.মু.) ২. অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো

□ ক্রি.বি. **মাথা চেটে দেওয়া** রাগিয়ে দেওয়া দ্র. **চাটা** □ বি. **মাথা ফাটা**[৩] বিবাহিতা নারী, সিঁদুরের অনু. □ ক্রি.বি. **মাথা বিগড়োনো*** বুদ্ধিভ্রষ্ট (ভয়ে যেন ওর মাথা বিগড়ে গেছে-*পূ.প.১.*, সু.গ.) □ বিণ. **মাথা মোটা*** বোকা (ডিপার্টমেন্টের সব মাথা-মোটা-*কারা.*, আ.হ.) □ **মাথায় ক্যারা** দ্র. **ক্যারা** □ **মাথায় গোবর** দ্র. **গোবর** □ ক্রি.বি. **মাথায় ভূত চাপা**[১] মতিভ্রম হওয়া (মিস ট্রাইটনের মাথায় সেদিন বোধহয় ভূত চেপেছিল-*ক.অ.*, শং.) □ ক্রি.বি. **মাথায় হাত বুলোনো**[১] বোকা বানানো (আমি যোগেন দত্তর মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক আদায় করে ফেলব-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ বি. **মাথার ওপর রেফ**[৩] (বর্ণমালার অনু.) ১. ট্রাম ২. টিকি (মাথার মাঝখানে গাছ কতক চুল রাখলে কি ফল আছে? ওতে দেখ্‌তে কিছু ভাল দেখায় না, বরঞ্চ অনেকেই ঠাট্টা কোরে কত কথা কয়, দেখ, কেহ বোল্‌চে "মাথার উপর রেফ"...একটা ভাল কথা কেহই বলে না-*আ.মু.*, ভো.মু.) □ বি. **মাথার ঘি**[২] বুদ্ধি □ ক্রি.বি. **মাথার চুল এরিয়াল হওয়া**[৩] (ইং. aerial) বিস্মিত হয়ে যাওয়া □ ক্রি.বি. **মাথার পোঁদ মারা**[৩] মেজাজ গরম করে দেওয়া দ্র. **পোঁদ মারা**

মাদার চোৎ/ মাদার ফাকার বিণ. (ইং. mother-fucker) মায়ের সঙ্গে অবৈধ সংগমকারী, গালি. (১৯ বছরের ছেলেমেয়েরা কি একটা শব্দ শিখেছে, মাদারফাকার,/ সেটাই যেখানে সেখানে বলছে-*মাদারফাকার, ছিঃ*, সু.স.) তু. **মা মেগো**

মাধ্যমিক[১] (সমাস) মামার ধনের মামির কিক তু. **উচ্চমাধ্যমিক**

মান্ধাতার আমল[১] বি. (মান্ধাতা=প্রাচীন পৌরাণিক রাজা) অত্যন্ত প্রাচীন (তুমি একেবারে মান্ধাতার আমলেই আছ নবকুমার-*প্র.প্র.*, আ.দে.)

মাপা[২] ক্রি. ক্ষমতার আন্দাজ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভঙ্গিতে তাকানো (অ্যাশট্রেতে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে বিতানকে মাপলেন-*দল.*, ম.সে.)

মামদো* বি. মুসলমান ভূত □ বি. **~বাজি*** ১. ইয়ার্কি, ফাজলামি ২. স্বেচ্ছাচারিতা, জুলুমবাজি (আমার যেন সবই মামদোবাজি-*বিবর,* স.ব.)

মামলা[২] বি. (আ.) পরিস্থিতি, সমস্যা □ (সমাস.) মাই-এর ওপর হামলা, উগ্রপন্থী সমাস

মামলেট বি. (ইং. omlette বিকৃ.) অমলেট, ডিম ভাজা (বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায়,

তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না-*পঞ্চ.* ১, সৈ.মু.)

মামা[২] বি. ১. পুলিশ ২. মদ ৩. সরকারি কর্মচারী, বিশেষত ট্রেনের টি.টি. বা বাস কন্ডাক্টর ৪. পুরুষাঙ্গ ৫. সাধারণ ডাকবিশেষ তু. **বস্‌, গুরু** □ বি. **মামার খোল** মদের দোকান □ বি. **মামার বাস** সরকারি বাস (বিশেষত দোতলা বাস, কারণ পিছনের দরজায় দাঁড়ালে পয়সা দিতে হয় না) □ বি. **মামার বাড়ি** জেলখানা □বি. **মামার বাড়ির আবদার**[১] অসংগত আবদার (এমন সুন্দর একটা জায়গা পাকিস্তান চাইলেই দিতে হবে, একী মামার বাড়ির আবদার-*পূ.প.*১, সু.গ.)

মা-মাসি করা[২] ক্রি.বি. গালাগালি দেওয়া, বারোটা বাজানো

মা মেগো বিণ. গালি. দ্র. **মাদারচোৎ**

মায়া করা ক্রি.বি. ১. আত্মসাৎ করা ২. হারিয়ে যাওয়া ৩. মারা যাওয়া

মায়ের ভোগে যাওয়া দ্র. **ভোগে যাওয়া**

মার্‌কাটারি* বিণ. অত্যন্ত ভালো (তেমন একটা মার-কাটারি কিছু তো মনে হয়নি-*প্রজা.*, স.ব.,)

মার্‌কা মারা[১] বিণ. (ইং. <marked) বিশেষভাবে চিহ্নিত (পলিটিকসের কাজ অতি ছ্যাঁচড় কাজ...ওতে মার্কা মারা হয়ে যেতে হয়-*পূ.প.*১, সু.গ.)

মারকারি[২] (বি. ইং. mercury) ১. মার্ক্‌স্‌বাদী (ধ্বনি-অনু) ২. মেজাজ (থার্মোমিটারের পরিমাপক পারা গরম হওয়ার অনু.)

মারকেটে চলা ক্রি.বি. (ইং. market) সাধারণভাবে লোকের মধ্যে বা সমাজে চলা

মারকু বি. (<Marxist) মার্ক্‌স্‌বাদী

মারকুটে* বিণ. যে খুব মারধোর করে, ডানপিটে

মার খাওয়া[২] ক্রি.বি. ১. ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ২. বাস বা ট্রেনের দেরি করা

মার্‌ডার[২] (সমাস. ইং. murder) মাং মারার অর্ডার □ ক্রি.বি. ~ **করা**[২] ১. নষ্ট করা, পণ্ড করা ২. খুন করা

মার দিয়া কেল্লা* দ্র. **কেল্লা ফতে**

মারপ্যাঁচ* বি. কৌশল, জটিলতা (কথার মারপ্যাঁচে প্রায়ই সে প্রতাপ আর মামনকে অস্বস্তিতে ফেলে দিত-*পূ.প.*১, সু.গ.)

মার মার কাট কাট* বিণ. ১. দুর্দান্ত ব্যাপার, অত্যন্ত উত্তেজক ব্যাপার ২. প্রচণ্ড মারামারি তু. **মারকাটারি**

মারলাথি বি. (<মারুতি) মারুতি গাড়ি; মারুতির আপাত পলকা বডি-র কারণে

মারা[২] ক্রি. ১. চুরি করা (মনকে বোঝালাম নিচ্ছি কিন্তু মারছি না-*হরিণ.*, স.ম.) ২. খাওয়া; পান করা (ললিতকুমারের সাহেবিয়ানার দৌলতে ধন্‌নাও মাঝে মাঝে

বিলিতি সিগারেট ও স্কচ হুইস্কি ঝেরে মেরে দিত-*হা.*, ন.ভ.) ৩. বিপদে ফ্যালা দ্র. **পিছন মারা** ৪. ঠকানো (একদিকে ওজনে মারবি, আবার দামও হাঁকবি যাচ্ছেতাই-*পূ.প.১*, সু.গ.)

মারাত্মক[২] বি. দারুণ ভালো (অ.বি.)

মারানো[২] ক্রি. জাহির করা, ফলানো (ও ইংরিজি করে বলে ভেবেছেন ভেবড়ে দেবেন সেটি হবে না। ইংরেজি মারাচ্ছে-*হা.*, ন.ভ.)

মারুতি[২] (সমাস) মায়ের গুদে আরতি

মাল[২] বি. ১. মেয়ে (ছোটসাহেব এমন মাল পেলে ত লুপে নেবে-*নী.দ.*, দী.মি.) ২. মদ (যারা মাল খায় না তাদের জন্য চপ-*হা.*, ন.ভ.) ৩. টাকাকড়ি (যে যত দেশের কথা বলবে সে তত মাল গোটাবে-*কাল.*, স.ম.) স.ব্য. **মালকড়ি** (আজকাল টিচিং লাইনে মালকড়ি ভালোই দিচ্ছে-*এ.পা.*, বা.ব.) ৪. বোকা, অকর্মণ্য, অপদার্থ লোক; বদলোক স.ব্য. **মালটোভা, মালটোস, মালতী, মালব্য, মালাকার** (এই সব মালের ওষুধ হল স্ট্যালিন-*হা.*, ন.ভ.) ৫. কোনো বিশেষ বস্তু (পুরনো দিনের মাল তো, ভালো ছোবড়া দিত-*হা.*, ন.ভ.) ৬. ব্যক্তিবিশেষ (তুমি খুব ঘোড়েল মাল-*শা.প্র.*, স.চ.) ৭. কোনো বিশেষধরনের লোক, তাচ্ছিল্যে ব্যবহৃত (নিমতলায় এসে আমার গায়ে হাত তুলে ফিরে যাবে এমন মাল আজও পয়দা হয়নি-*কা.পু.*, স.ম.) ৭ বোমা (লোকাল এক রঙবাজ গর্জায়, মাল চার্জ করচে-*হা.*, ন.ভ.) ৮. বীর্য □ বি. **মালকোষ**[২] বড়োলোক (সংগীতের রাগের নামানুষঙ্গে) □ **মালখানা** ১. মদের দোকান, ২. বেশ্যালয় ৩. মেয়েদের হস্টেল □ বি. **মাল্লু** ১. মদখোর, মাতাল ২. টাকা (যাদুকর বা সাহেব ধরে বেচে দিলে ভালো মাল্লু পাওয়া যাবে-*কা.মা.*, ন.ভ.) ৩. বড়োলোক □ বি. **মাল্লু পার্টি** বড়োলোক □ ক্রি.বি. **মাল খালাস করা** ১. গর্ভপাত করা ২. প্রসব করা (তাই এতটা রিস্ক নিয়ে এসে মাল খালাস করিয়ে নিল-*স.উ.হ.*, সু.মি.) □ বি. **মালখোর** ১. মদ্যাসক্ত ২. ঘুষখোর □ ক্রি.বি. **মাল চড়ানো/ মাল টানা** মদ খাওয়া □ ক্রি.বি. **মাল ছড়ানো** ১. কোনো কাজে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়া তু. ছড়ানো ২. টাকা খরচ করা, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করা □ বি. **মালদার** বড়োলোক (পার্টি মালদার বলে মনে হচ্ছিল- *কা.পু.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **মাল তোলা** প্রেমে পড়া কোনো মেয়েকে পেটানো

মালকোষ দ্র. মাল

মালটোভা দ্র. মাল

মালটোস দ্র. **মাল**
মালতী দ্র. **মাল**
মালপো[২] বি. সুন্দরী মহিলার ছেলে, বেশ্যার ছেলে
মালাকার[২] দ্র. **মাল** □ (সমাস) মাল ফেলে একাকার
মালা দে ক্রি.বি. আওয়াজ দেবার ধ্বনিবিশেষ
মালিশ করা[৩] ক্রি.বি. প্রহার করা
মালুম হওয়া* ক্রি.বি. (আ.) টের পাওয়া স.ব্য. **মালুম আফটার নাইন পি. এম.** যে-ব্যথা রাত্রে বাড়ে (কিন্তু মাটিতে পা পেতে দাঁড়ালেই ওটা মালুম হবে-*কাল*., স.ম.)
মালোয়ারি বি. (বিকৃ.) ম্যালেরিয়া
মাল্লু দ্র. **মাল**
মাস্‌কা বিণ. অসাধারণ □ ক্রি.বি. ~ **লাগানো** দ্র. **মস্‌কা লাগানো**
মাসকাবারি[২] বি. (<মাসিক=ঋতু) মাসিক ঋতুস্রাব □ বি. **মাস কাবারি রুমাল** স্যানিটারি ন্যাপকিন
মাস্‌তান দ্র. **মস্‌তান**
মাসি/ মাসিমা[২] বি. ১. বেশ্যার অভিভাবিকা; যে-কোনো সুন্দরী মেয়ের অভিভাবিকা ২. সুন্দরী মেয়ে □ ক্রি.বি. **মাসি করা**[২] বোকা বানানো তু. **মুর্গি করা** □ বি. **মাসিমার ছেলে**[২] বি. অবৈধ সন্তান, নিষিদ্ধপল্লিজাত ছেলে
মিইয়ে যাওয়া* ক্রি.বি. হতোদ্যম হয়ে যাওয়া
মিক্‌স্‌ড্‌ চাউ[৩] বি. (ইং. mixed chow/ আকৃতির অনু.) গণ্ডগোল, তালগোল
মিচকে* বিণ. দুষ্টু, চাপা দুষ্টু □ বি. ~**মি.** (দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে-*পা.দা.*, সু.রা)
মিছরি[২] বি. সুন্দরী মেয়ে
মিটার বি. (ইং. meter) মিথ্যে কথা বলা □ ক্রি.বি. **মিটার ডাউন করে ক্যালানো** (ইং. down) প্রচণ্ড প্রহার করা
মিডিল ক্লাস[৩] বি. (ইং. middle class) গালি., যার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ প্রথাসিদ্ধ বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ (কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত (কথাটা এখন চমৎকার শ্ল্যাং) পরিবার থেকে অনেক মেহনত করে সে এখানে উঠে এসেছে-*তীর্থযাত্রী*, স.ম.)
মিনসে* বি. (<মানুষ) পুরুষ; বদমাইস লোক
মিনিদা বি. মিনিবাস; অটো চালকদের ভাষা
মিলিটারি[২] বি. (ইং. military) বিড়ি (পোষাকের রঙের অনু.) □ বিণ. ~ **মেজাজ**[৩] অত্যন্ত রাগী মেজাজ
মিসাইল[২] বি. (ইং. missile) সিগারেট
মিসিবাবা বি. অত্যন্ত কালো
মিসেস ম্যাগনেট[৩] বি. (ইং. Mrs.

Magnet) যে-নারী বহু পুরুষকে আকৃষ্ট করে

মুখ আমসি দ্র. **আমসি** □ বিণ. **মুখ আলগা** কোনো কথাবার্তা যার মুখে আটকায় না □ ক্রি.বি. **মুখ করা** গালিগালাজ করা, ভর্ৎসনা করা □ বি. **মুখ খিস্তি** গালিগালাজ □ ক্রি.বি. **মুখ খোলা**[১] কোনো গোপন বা অনভিপ্রেত বিষয়ে কথা বলা □ বি. **মুখ ঝামটা**[১] রুক্ষভাবে কথাবার্তা, বিশ্রীভাবে ভর্ৎসনা (তুই যে এক্ষুণি ঐ একটা বাইরের ছেলের সামনে আমায় ওরকম মুখ ঝামটা দিলি-*পূ.প.১*, সু.গ) □ বিণ. **মুখপোড়া/ পোড়ার মুখো**[১] গালি. (হনুমানের অনু.) অত্যন্ত অসভ্য বা দুর্ভাগা, নির্লজ্জ (ও মা, এ মুখপোড়াও যে তোরে খেতে আসচে-*অভিশাপ*, গি.ঘো.; পোড়ার মুখো আয়না, আছড়ে ফেলে দিল সে-*কেরী*., প্র.না.বি.) □ স্ত্রী. **পোড়ারমুখী** (হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "আবাগী-পোড়ার-মুখী-বাঁদরী মরুক।"-*কৃ.উ.*, ব.চ.) □ ক্রি.বি. **মুখ ভ্যাটকানো**[১] মুখ বিকৃত করা (মুখ ভেটকে পরমহংস কণ্ডাকটারকে ভাড়া দিতে দিতে বলল-*কা.পু.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. **মুখ ভ্যাংচানো/ ভ্যাংচানো**[১] ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত মুখ দেখানো (যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে-*রবিবার*, র.ঠা.) □ ক্রি.বি. **মুখ সামলানো/ মুখ সামলে কথা বলা** সতর্ক হয়ে কথা বলা (মুখ সামলে কথা কইতে জানিস নি শুয়ার-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ ক্রি.বি. **মুখ সেলাই করে দেওয়া**[১] কথা বলতে না দেওয়া, মুখ বন্ধ করে দেওয়া □ বিণ. **মুখ হাঁড়ি/ হাঁড়ি মুখ**[১] অসন্তুষ্ট মুখের ভাব (দাশু বেচারা...কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল-*পা.দা.*, সু.রা.) □ ক্রি.বি. **মুখাগ্নি করা**[৩] সিগারেট ধরানো □ বি. **মুখে আগুন**[১] মৃত্যুকামনাসূচক গালি. বা অভিসম্পাত □ **মুখে খই ফোটা**[১] দ্র. **খই ফোটা** □ ক্রি.বি. **মুখে চুনকালি ল্যাপা**[১] বেইজ্জত করা (আমি সরকারি চাকরি করি তুই আমার মুখে চুনকালি দিতে চাস-*পূ.প.১*.সু.গ.) □ ক্রি.বি. **মুখে ছিপি আঁটা/ মুখে কুলুপ আঁটা**[১] কোনো কথা সম্পূর্ণরূপে গোপন করে যাওয়া দ্র. **কুলুপ আঁটা** □ ক্রি.বি. **মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া**[১] ১. বেইজ্জত করা ২. উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া বা জব্দ করা □ ক্রি.বি. **মুখের জিওগ্রাফি পালটে দেওয়া** (ইং. geography) প্রচণ্ড প্রহার করে মুখের প্রকৃত রূপ বিকৃত

করে দেওয়া □ ক্রি.বি. **মুখের ট্যাক্স দেওয়া**[৩] (ইং. tax) বেশি কথা বলে এমন লোককে থামতে বলার জন্য ব্যবহৃত বাক্য □ বি. **মুখের লাগাম**[২] বাক্‌সংযম; কথা বলার সময় লঘুগুরু জ্ঞান

মুটকি* বিণ. (স্ত্রী.) অত্যন্ত মোটা মহিলা

মুড়ির টিন[৩] বি. সংকীর্ণ ছোটো যান, মিনিবাস, অটো, স্কুলের রিকসা ভ্যান ইত্যাদি (বাসের ড্রাইভার মাথা বের করে চেঁচিয়েছিল-এই শালা মুড়ির টিন-*অটো*, ন.ভ.)

মুত বি. (<সং. মূত্র) পেচ্ছাপ (পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি-প্র.) □ ক্রি. **মোতা** প্রস্রাব করা (যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে-*রামায়ণ*, কৃ.ও)

মুণ্ডু ঘুরে যাওয়া[১] ক্রি.বি. সম্পূর্ণ বিস্মিত হওয়া

মুফত* বি. (আ. মুফ্‌ৎ) বিনামূল্যে পাওয়া (দুটো টাকা মুফৎ আসছে, ছাড়ি কেন-*জাল*, শী.মু.)

মুরগি[১] বি. বোকা, যে সহজে ঠকে যায় স.ব্য **রেডিমেড মুরগি** দ্র. **আরামবাগ** (নতুন যে সব মুরগী ঢুকছে তাদের ব্রেন-ওয়াশ করতে পারো, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না-*কাল.*, স.ম.) তু. *EP*. **chicken**! exclam. Coward!: 'a derisive cry hurled at one who shows sign of cowardice or even commendable prudence' □ ক্রি.বি. **~করা** বোকা বানানো, ঠকানো □ ক্রি.বি. **~হওয়া** বোকা বনা (কিছু মানুষ এই বন্দোবস্তের হাতে মুরগি হয়ে যায়-*অটো*, ন.ভ.)

মুরদ* বি. (ব্য./ আ. মুরাদ) ক্ষমতা (লড়াই লাগাবার মুরোদ কারুর নেই-*বিবর*, স.ব.)

মুরব্বি* বি. (আ.) ১. পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক (আপনি পুলিশের লোক? ঐ ছোঁড়ার মুরুব্বি?-*র.দা.*, শ.ব.) ২. ওস্তাদ গোছের লোক, নেতা, মাতব্বর □ বি. **~য়ানা** মুরুব্বির ভাব, মাতব্বরি

মুলো[৩] বি. (আকৃতির অনু.) ১. দাঁত, বড়ো দাঁত □ স.ব্য. **মূলোর দোকান** (যখন হাঁসেন, যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন-*ন.ত.*, দী.মি.) ২. পুরুষাঙ্গ (আকৃতির অনু.)

মুলুক/ মুল্লুক* বি. (আ. মুল্‌ক) এলাকা দ্র. **মগের মুল্লুক**

মুষ্টিযোগ[৩] বি. হস্তমৈথুন

মুস্‌কো* বি. মোটাসোটা ব্যক্তি; বিরাট গোঁফওয়ালা ব্যক্তি

মেঘে মেঘে বেলা হওয়া[১] ক্রি.বি. বয়স বেড়ে যাওয়া, লোকের নজরে না পড়া সত্ত্বেও বয়স বেড়ে যাওয়া (ফ্রক পরা বলে ভাবিস না বাচ্চা, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

মেছোহাটা দ্র. **মাছের বাজার**

মেজাজ পটাশিয়াম[৩] বি. মেজাজ খারাপ (আড়াই মাইল লম্বা বক্তৃতা ঝেড়ে আপনাদের মেজাজ পটাসিয়াম করে দেব না-*আ.দে.*, প্র.রা.)

মেড়া দ্র. **ম্যাড়া**

মেড়ো/ মেড়ুয়া/ মেড়ুয়াবাদি বি. (ব্য.) ১. মাড়ওয়াড়ি, গালি. ২. দ্র. **ম্যাড়া**

মেন পয়েন্ট বি. (ইং. main point) পুরুষাঙ্গ

মেনিমুখো* বি. (মেনি=বেড়াল) লাজুক, অকর্মণ্য, গালি. (মেনীমুখোটা সকালবেলাই বৌদি, বৌদি করে উপস্থিত-*প্রত্নকন্যা*, সুকা.গ.)

মেয়েমদ্দানি* বি. যে মেয়ের হালচাল পুরুষের মতো

মেয়েছেলে* বি. (গ্রা.) নারী

মেরে আনা[১] ক্রি.বি. শেষ করে আনা

মেরে তক্তা করা[১] ক্রি.বি. দ্র. তক্তা করা

মেরে দেওয়া[১] ক্রি.বি. ১. চুরি করা ২. শেষ করে ফেলা, কোনো কাজ সম্পন্ন করা ৩. বেড়িয়ে আসা (ছোট্টো করে পুরী মেরে এল)

মেল চরানো ক্রি.বি. আজে বাজে কাজে-সময় কাটানো

মেল ট্রেন[৩] বি. (ইং. mail train) অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন, সাধারণত চলা ফেরা বা কথাবার্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

মেলা দ্র. **ম্যালা**

মেশিন[৩] বি. (ইং. machine) ১. পুরুষাঙ্গ ২. স্তন

মোউজ দ্র. **মউজ**

মোক্ষম* বিণ. ১. অব্যর্থ; উপযুক্ত ২. গুরুতর (রাজেনবাবু...বললেন 'মোক্ষম ধরেছ'-*ফে.গো.*, স.রা)

মোচা[২] বি. (হি.<মোচ) গোঁফ

মোজা[৩] বি. (প্রক্রিয়াগত অনু.) কণ্ডোম

মোড়ল* বি. নেতা, মাতব্বর (পাড়ার ছেলেদের যে মোড়ল সেই পরেশদা এসে মাঝে মাঝে কাঁচের মিহিত্ব পরীক্ষা করে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

মোতা* দ্র. **মুত**

মোল্লা* বি. মুসলমান

মোসলা* বি. (<মুসলমান) মুসলমান

মৌরসি পাট্টা দ্র. **মউরসি পাট্টা**

ম্যাও ধরা[১] ক্রি.বি. কোনো সমস্যার সমাধান করা

ম্যাও সামলানো[১] ক্রি.বি. ঝামেলা সামলানো (বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে যদি পটাৎ করে পটল তুলিস, তাহলে ম্যাও সামলাবে কে—শুনি?-*চা.মু.*, না.গ.)

ম্যাংগো হোপ বি. (ইং. mango=আম, hope=আশা) আমাশা (শব্দটির ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট)

ম্যাক দেওয়া ক্রি.বি. ১. আওয়াজ দেওয়া ২. জব্দ করা

ম্যাকমারা বি. গালি. (ইং. নামের অনু.) (কফিনচোরের ব্যাটা ম্যাকমারা-প্র.)

ম্যাড়া/ ম্যাড়াকান্ত/ মেড়ুয়া* বি. (<সং. মেঢ্র=ভেড়া) ১. অত্যন্ত নির্জীব

ব্যক্তি (ওহে. তোদের বাপ মেড়ুয়া-*হাংরাস*, সুভাষ.) ২. বংশবদ, যার নিজের বুদ্ধিতে চলবার ক্ষমতা নেই, অন্যের কথায় চলে (একটা মাগির হাতে ম্যাড়া ব'নে গেলি-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

ম্যাদা/ ম্যাদা মারা* বি. নির্জীব ব্যক্তি (আমাকে কেউ স্টিমুলেট করতেই পারে না, ভ্যাদভ্যাদে ম্যাদামারা সব-*এ.পাঁ.*, বা.ব.)

ম্যানচেস্টার[২] (সমাস./ ইং. Manchester) ম্যানের মতো চেস্ট যার (ও জানে ওর বুকে মাংস লাগেনি ও জানে ছেলেরা ওকে নিমাই নাম দিয়েছে। ম্যানচেষ্টার নাম দিয়েছে। ম্যানের মত চেষ্ট যার—বহুব্রীহি সমাস-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

ম্যানা বি. স্তন

ম্যানেজ করা[১] ক্রি. (ইং. manage) কাজ হাসিল করা, রাজি করানো; সামলে নেওয়া (ক্লাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল, বাকিটা মাঝে মাঝে এসে ম্যানেজ করে যাব-*কাল.*, স.ম.) □ বি. **ম্যানেজ মাস্টার** যে সহজে কাজ হাসিল করতে (যে যত ভাল ম্যানেজমাস্টার সে তত ভাল টিউটর-*কাল.*, স.ম.)

ম্যালা* বিণ. প্রচুর (ওতে ম্যালা পয়সা খরচা-*নি.ক.*, ত.না)

য

যন্তর* বি. ১. বিশেষক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি (দোষ বা গুণ উভয়েই অর্থেই ব্যবহার) ২. অত্যন্ত করিৎকর্মা ব্যক্তি

যমের অরুচি[১] বিণ. অত্যন্ত বিরক্তিকর, এত নিকৃষ্ট যে যমও নিতে চায় না (ও বেটী তো যমের অরুচী-*কেরী.*, প্র.না.বি.)

যা ঢুকে থাকবি সুখে (ছড়া) যৌনইঙ্গিতবাহী ছড়া, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য

যুধিষ্ঠির[২] বি. (ব্য.) পুলিশ

র

র[২] বিণ. (ইং. raw) ১. কাঁচা, অপরিণত ২. যৌনউত্তেজক, রগরগে ৩. অসংস্কৃত, অসভ্য ৪. অতরলিকৃত (সাধারণত মদের ক্ষেত্রে ব্যবহার) (*NTC* : **raw** 1. *mod.* inexperienced, brand new 2. *mod.* vulgar, crude, rancous. untamed) 3. *mod.* undiluted, neat □ ক্রি.বি. ~ **ঝাড়া** কাঁচা খিস্তি করা □ ক্রি.বি. ~ **টানা** জল বা সোডা না মিশিয়ে মদ খাওয়া

রং[২] বি. অহংকার, মেজাজ স.ব্য. (অনুবাদ) কালার □ ক্রি.বি. ~**নেওয়া/মারা** প্রদর্শন, মেজাজ নেওয়া (রঘু মাস্টার হেভি রঙ্

নিল-*কা.পু.*, স.ম.) □ বি. ~বাজ রং মারে যে (লোকাল এক রঙবাজ গর্জায়, মাল চার্জ করচে-*হা.*, ন.ভ.) □ বি.~**বাজি** (তার পর দেখছি শালা শুয়োরের বাচ্চার রংবাজি -*অটো*, ন.ভ.) □ ক্রি.বি. ~**চড়ানো/ ~দেওয়া** ১. অতিরঞ্জন ২.মিথ্যে কথা বলা, যা ন্যায্য, তার চেয়ে বেশি বলে প্রচার করা (এক এক সময়ে সে নিজেই আমাদের মন্তব্যের উপর রঙ চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত-*পা.দা.*, সু.রা.)

রংকা বি. বখাটে ছেলে

রকবাজ/ রকফেলার বি. (আ. রিওয়াক, তুর. রওয়াক + ইং. বিকৃ. fellow) ১. রকে বসে আড্ডা দেয় যারা ২. অসভ্য, অশিক্ষিত চোয়াড়ে ধরনের ছেলে (ও যে সত্যিই একটা রকবাজ ছেলে-*এখনই*, র.চৌ.) □ বি. ~**বাজি** □ বি. **রকিটকি** (ইং walkie-talkie-এর ধ্বনি-অনু.) রকের ভাষা, স্ল্যাং

রগচটা* বিণ. বদমেজাজি, সহজে যে রেগে যায় (সুভাষদা আমার থেকেও রগচটা লোক-*কারা* ১., অ.হ.)

রগড়* বি. মজাদার ব্যাপার, রসিকতা (তোমার গাওনাতে খুব রগড় হবে-*আ.মু.*, ভো.মু.)

রগড়ে দেওয়া/ রগড়ানি দেওয়া[১] ক্রি.বি. ধমক দেওয়া, প্রহার করা (সব পীপল মিলে এমন রগড়ান দেবে যে বাপের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ করে ছাড়বে-*আ.দে.*, প্র.রা.)

রগা ঢিলে বি. চরিত্রের দোষ

রঙিন জল[৩] বি. মদ

রঙ্গিলা[৩] বিণ. (হি.) সুন্দরী, যৌনআকর্ষণসম্পন্ন মেয়ে (শুটকা যেমন মাঝে মাঝে বলে, 'রঙ্গিলা ছেমড়ি'-*প্রজা.*, স.ব.)

রঞ্জন[২] (সমাস.) রমার গুদে অম্রুতাঞ্জন

রট্টা বি. মুখস্থ

রড[৩] বি. পুরুষাঙ্গ (*ODS* : penis : **rod**)

রদ্দা মারা ক্রি.বি. চাপড় মারা, হাতের পাশ দিয়ে মারা (স্লাদের ধরে কয়েক ঘা রদ্দা মেরে দিলেই তো হত-*প্রজা.*, স.ব.)

রদ্দি/ রদ্দিমার্কা বিণ. (আ.) অত্যন্ত খারাপ, শস্তা রুচির জিনিস (সাধারণ মানুষের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তুমি এই রদ্দি ছবি করেছো-*পু.প.*১, সু.গ.)

রপোট বি. ঝামেলা, হুজ্জুতি (সংসার-টংসারের রপোট আমার ভাল লাগে না-*বিবর*, স.ব.)

রবার[২] বি. (ইং. rubber) কন্ডোম (*ODS* : condom : **rubber**)

রবিবারের ডালহাউসি[৩] বিণ. সম্পূর্ণ ফাঁকা

রস* বি. ১. মাধুর্য, প্রেমসংক্রান্ত অনুভূতি (সত্যি করে বল দিকি, কী রস পেলি ওর মধ্যি-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) ২. মদ (পেটে রস পড়লে, মাথার মধ্যে এমন গোলমাল হয়ে যায়, কী করতে কী করে বসব কিছুই জানি না-*প্রজা.*, স.ব.) □ ক্রি.বি. **রসে বশে থাকা**[১] ১. নিশ্চিন্তে থাকা ২. আয়েশ-আরামে থাকা (আমি আমার গর্তের মধ্যে বেশ রসেবসেই আছি-*বিবর*, স.ব.) □ বি. **রসের কথা*** (ব্য.) প্রেমের কথা (কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল-*স.এ.*, দী.মি.)

রসগোল্লা[২] বি. (ব্য./আকৃতির অনু.) শূন্য, পরীক্ষায় কম নম্বর বা শূন্য পাওয়ার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত

রাউরকেল্লা[২] বি. উত্থিত পুরুষাঙ্গ

রাঙা আলু/ রাঙা মুলো[৩] বি. অত্যন্ত ভালো মানুষ ছেলে তু. **লালু** (একদম রাঙামুলোর মত দেখতে-*কা.পু.*, স.ম.)

রাখনি বি. রক্ষিতা (তা সত্ত্বেও...লোকে 'রাখনি' বলবে-*দেব.*, অপ.)

রাঁচি[২] বি. (রাঁচির পাগলাগারদের অনু.) পাগলাগারদ □ ক্রি.বি. **~যাওয়া/ পাঠানো** মাথা খারাপের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া (স্ট্রেট এখান থেকে রাঁচি চলে যা প্যালা-*চা.মৃ.*, না.গ.) □ বি. **~থেকে আসা** পাগল, ছিটগ্রস্ত

রাঁড়/ রাঁড়ি বি. (<রেন্ডি <সং. রন্ডা) ১. বিধবা (তুই রাঁড় মানুষ, তোর আবার বসন্তে ক্লেশ বোধ হয়-*বি.বি.না.* উ.মি) ২. রক্ষিতা, উপপত্নী (একজন অস্থায়ী মানবেরও পোঁদে একটী রাঁড় ও দৈনীক সুরাসেবনটী আছে-*আ.মু.*, ভো.মু.) ৩. চরিত্রহীনা নারী (শূয়োরের বাচ্চা ঐ রামী রাঁড়ীর গায়ে দে- *বি.পা.বু.*, দী.মি.) ৪. গালি. □ দ্র. **রেন্ডি**

রাবড়ি[৩] বি. জল মেশানো মদ

রাবণ[৩] বি. পুলিশ □ বি. **রাবণের গুষ্টি**[১] বিরাট বড়ো পরিবার, প্রচুর লোক

রাবিশ* বিণ. (ইং. rubbish) অত্যন্ত বাজে, অপদার্থ (নাম হয়ে গেছে বলে যত রাবিশ মাল ছাড়ছে বাজারে-*এ.পৃ.পা*, র.চৌ.)

রাম[৩] বিণ. প্রচণ্ড (স্‌সালা, এখন হাসি পায়, রাম খিস্তি করতে ইচ্ছে করে -*প্রজা.*, স.ব.)

রামগড়ুরে ছানা বি. (সুকুমার রায়ের কবিতার অনু.) অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, হাসে না বা হাসতে পারে না যে

রামপাখি* বি. মুরগি, খাদ্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ পাখি (মন যে কী চাইছে- কবিরাজি না হুমোপাখি না হেলোপাখি না গঙ্গাজল না রামপাখির জুস, কিছুই ঠিক পাচ্ছি না-*এ.ও.*, অ.ঠা.)

রামভক্ত[২] বি. রাম (rum) খেতে ভালোবাসে যে ☐ বি. **রামায়ণ গান/ রামায়ণ গানের আসর** রাম খাওয়ার আসর

রাশিয়া (মু./ RUSSIA) Rape Until the screams in agony

রাসকেল* বিণ. (ইং. rascal) গালি. (দুজনে চুপি চুপি প্ল্যান আঁটছিলুম, আর তুই রাস্কেল ঠাণ্ডা জল দিয়ে—-*চা.মৃ.*, না.গ.)

রুবিশ বিণ. (ইং. rubbish) রাবিশের উচ্চারণভেদ, ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার জিওফ্রি বয়কটের ইয়র্কশায়ারের উচ্চারণের সূত্রে

রুস্তম বি. মস্তান, বিশেষত ছোটো খাটো এলাকার মস্তান (ঘরের মেয়েছেলেদের অত রুস্তম হওয়া ভাল না দোস্ত-*জাল*, শী.মু.) ☐ বি.~**গিরি/ রুস্তমি** মস্তানি

রেও/ রেওভাট/ রেওভাঁট বি. (<রবাহুত) অনাহুত (রেওভাট করে সাঁট ধরে তাকে পড়ে-*আলাল.*, টে.ঠা.)

রেট* বি. (ইং. rate) পরিমাণ, হার (যে রেটে খায় লোকটা, সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনও-*গ্যা.গ.*, স.রা.) ☐ বু. **রেটটা কত** অপমান করার জন্য বুলি, বিশেষত বেশি কথা বলে এমন ব্যক্তিকে থামতে বলার জন্য বলা হয়

রেন্ডি বি. (হি./<সং.রণ্ড) ১. বেশ্যা (শালা রেন্ডি, ওই গতরের খিদে মেটায় কার সাধ্যি-*ম.রা.জী.*, র.ব.) ২. বিধবা

রেয়াত* বি. (আ. রিআয়ৎ) ১. অব্যাহতি দেওয়া, রেহাই (তিনি নিজেকে রেয়াত করেননি, নিজের দোষ দুর্বলতা অকপটে ব্যক্ত করেছেন-*র.দা.*, শ.ব.) ২. খাতির

রেল/ রেলা/ র‍্যালা/ রেলারপোট বি. ১. অহংকার ২. মস্তানি, দাদাগিরি ৩. মর্যাদা, আভিজাত্য (দোকানটা ঠিকঠাক করতাম, একটা ফিরিজ রাখতাম দোকানে আর ফিরিজে ওটার রাখতাম, কোল্ডিংস রাখতাম, দোকানটার র‍্যালা বেড়ে যেত-*চ.দু.*, স্ব.চ.) ৪. ফুর্তি, হইহল্লা (এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা মানেই সেখানে অন্য কেউ কেউ আসবে, জমবে, র‍্যালা হবে-*বিবর*, স.ব.) ☐ ক্রি.বি. ~**মারা/ নেওয়া** ১. মস্তানি করা, ডাঁট দেখানো (র‍্যালা নিচ্ছিস কেন বে? -*কা.পু.*, স.ম.) ২. ফূর্তি করা, প্রেম করা ☐ বি. **রেলকু** মস্তানি, ডাঁট দেখানো ☐ বি. **রেলবাজি/ রেলার খাপ** ১. মস্তানি করা ২. মিথ্যে আস্ফালন করা

রেসুড়ে* বি. (ইং. race+ বা. প্রত্যয়) রেসের মাঠে যারা নিয়মিত যায় (পরদিন সকালে ডেকাডেন্ট রাস্তায় সেই গতকালের মাতাল ও

গতকালের রেসুড়েদের ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে বাজার করতে যাওয়া-*হা.*, ন.ভ.)

রেস্তো* বি. (পো. resto) পুঁজি, টাকাকড়ি (মেয়ের বিয়ের রেস্ত তৈরি করছ-*শা.প্র.*, স.চ.)

রোকড়া বি. টাকাকড়ি, দাম

রোডেশিয়ান বি. (<ইং. road, জিম্বাবোয়ের পুরোনো নাম রোডেশিয়া, সেই অনু.) দেশি কুকুর, রাস্তার কুকুর

রোতো বি. বাজে, খারাপ

রোমিও[৩] বি. (শেক্সপিয়রের নাটকের রোম্যান্টিক নায়কের নামানুসারে) প্রেমিক পুরুষ, ব্যর্থ প্রেমিক □ বি.~**বাজি** মেয়েদের পিছনে লাগা, eve-teasing

রোয়াব* বি. (হি.) অহংকার, হম্বিতম্বি (এরকম রোয়াবে ব্যবসা চালাতে হলে যাদের পুজো দিতে হয়, আমি তাদের একজন-*প্রজা.*, স.ব.)

রোল[৩] বি. (ইং. roll) পুরুষাঙ্গ

রোলার[২] বি. ড্রাগ

র‍্যাঙা বিণ. পাকা (পেকে গেলে রঙ ধরে, সেই অনু.) □ বি. **র‍্যাঙাটে** মস্তান জাতীয় ব্যক্তি, বখে যাওয়া লোক

র‍্যাটরেস* বি. (ইং. rat race) প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা (ইং. *NTC*: **rat race** *n* fierce compitition between individual workers to make a living)

র‍্যালা দ্র. **রেল**

র‍্যাশন তোলা ক্রি.বি. মারা যাওয়া

ল

লক্কড় বিণ. অত্যন্ত নিকৃষ্ট

লক্কর বি. ছুরি

লক্কা[৩] বিণ. (আ.=এক ধরনের পায়রা) শৌখিন পোষাকের বাবু

লক্ষ্মীছাড়া* বিণ. দুর্ভাগা; গালি., (এই যে, লক্ষ্মীছাড়া এই দিকে আসছে-*অলীক.*, জ্যো.ঠা.)

লগ ইন হয়ে যাওয়া[২] ক্রি.বি. (ইং. log in/ কম্পিউটারের ভাষার অনু.) কোথাও গিয়ে আড্ডায় বা আলাপ আলোচনায় জমে যাওয়া

লগ্‌গা করা ক্রি.বি. চুরি করা, লগির সাহায্যে কোনো বস্তু অপহরণ করা

লগ্‌দা বি. মেয়ে □ বি.~**বাজি** মেয়েদের পিছনে লাগা, eve-teasting

লটকানো* ক্রি. ১. ঝুলিয়ে দেওয়া ২. প্রহার করা ৩. ঝামেলায় ফেলে দেওয়া

লটকা-লটকি বি. অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা, প্রেম করা

লটখট/ লটঘট বি. ১. ঝামেলা, প্রেম সম্পর্কিত গন্ডগোল (লটঘট আছে নাকি কোথাও-*হা.*, ন.ভ.) তু. **নটঘট**

লড়ানো ক্রি. সর্বশক্তি প্রয়োগ করা (ললিতকুমার যুদ্ধের বাজারে কামানো টাকা ফিল্মে লড়িয়ে বুরবক বনে যান-*হা.*, ন.ভ.) তু. **জান লড়ানো** ২. বিশেষ কোনো বস্তু পরা বা ব্যবহার করা (তুমি মাইরি মাইক লড়িয়ে পাবলিক হিরো বনছ-*আ. দে.*, প্র.রা.) ৩. মানানসই পোষাক পরা, চটকদার পোষাক পরা (কী বস্, জামাটাতো হেভি লড়িয়েছ-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

লন্ড্ বি. (হি.) পুরুযাঙ্গ

লপ্চপানি বি. আস্ফালন

লফেঙ্গা বি. হি. ঝামেলা, গন্ডগোল

লবডংকা* বি. কিছুই না (কই, একটি ক'রে পয়সা আন্ দেখি। হুঃ হুঃ বাবা, তার বেলাতে লবডঙ্কা-*হাঁ.বা.*উ., তা.ব.)

লবি করা[২] ক্রি.বি. (ইং. lobby) তেল দেওয়া, কোনো বিশেষ স্বার্থ নিয়ে কাউকে তোষামোদ করা ২. আড্ডা মারা

লবেঞ্চুস খাওয়া[৩] ক্রি.বি. (ই. lozenges) ব্যর্থতার জন্য আওয়াজ দেবার বুলি তু. **কচু পোড়া খাওয়া**

লম্বা কথা/ লম্বা লম্বা কথা[১] বি. আস্ফালন (অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বসে লম্বা লম্বা বাৎ ঝাড়বে-*পৃ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **লম্বা দেওয়া**[১] দ্রুত ছুটে পালানো □ ক্রি.বি. **লম্বা হওয়া** হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া

লাই/ নাই* বি. (<স্নেহ) প্রশ্রয় (মিস্তিরিদের লাই দিলেই ফাঁকি মারে-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

লাইন* বি. (ই. line) ১. বিশেষ বৃত্তি বা গোত্র (তুমি মাইরি লাইনের ওস্তাদ তুমি ঠিক বিচার করলে? -*কা.পু.*, স.ম.) ২. প্রেম □ ক্রি. **~করা** কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কারো সঙ্গে মেলামেশা করা (দেবাশিস দত্ত তো আবার সুপারকে হেভি লাইন করে নিয়েছে -*বিজয়িনী*, অপ.) □ ক্রি.বি.**~মারা** প্রেম করা (এই উদয় তোর দিদি না মোহনদার সঙ্গে লাইন করছে) □ ক্রি.বি. **~লাগানো** ড্রাগের নেশা করা (রাংতায় কেমিক্যাল ড্রাগ তলা থেকে জ্বালিয়ে পাইপ দিয়ে ধূমপান করাকে বলা হয়) □ ক্রি.বি. **লাইনে নামা** চরিত্র ভ্রষ্ট হওয়া, কোনো মেয়ের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া □ ক্রি.বি. **লাইনে ফেরা** কোনো বিরোধী মতকে মেনে নেওয়া তু. **পথে আসা** □ বি. **লাইনের মেয়ে** দুশ্চরিত্র মেয়ে, বেশ্যা

লাইসেন্সধারি[৩] বি. (ইং. licence+ বা.) বিবাহিত

লাগানো* ক্রি. ১. কারো কাছে অভিযোগ করা, ঝগড়া লাগিয়ে কারো নামে অভিযোগ (বাবা বুঝি লাগিয়েছেন? -*স.এ.*, দী.মি.) ২. যৌনসংগম করা

লাট কেস বি. গুবলেট হয়ে যাওয়া কেস

লাট খাওয়া[১] বি. ১. উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো ২. প্রত্যাখ্যাত হওয়া

লাট্টু[২] বি. আদুরের ছেলে □ ক্রি.বি. **~ হওয়া** ১. প্রেমে পড়া, প্রেমে পড়ে মাথা ঘুরে যাওয়া ২. নেশাগ্রস্ত হওয়া (রোজই ঠররায় বুঁদ হওয়ার পর লাট্টু হয়ে যাই-*সুর.*, কি.রা.)

লাটে ওঠা[১] বি. (ইং. lot=একত্র করে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত করা) বন্ধ হয়ে যাওয়া (ছ'সাত মাসের মধ্যেই সে কারবার লাটে ওঠে -*পূ.প.১*, সু.গ,)

লাটের বাট[১] বি. অত্যন্ত বড়োলোকি চাল অলস, অকর্মণ্য ব্যক্তি তু. **নবাবপুত্তুর**

লাড্ডু[৩] বি. শূন্য, বিশেষত পরীক্ষার নম্বরে তু. **রসগোল্লা** (এই বুদ্ধির জন্যেই ও ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়-আর আমার কপালে জোটে লাড্ডু- *চা.মৃ.*, না.গ.)

লাত্‌তা মারা ক্রি.বি. নোংরা ছুঁড়ে মারা

লাত্‌থি মারা/ লাথ্‌থি মারা ক্রি.বি. অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে লাথি মারা (প্রেসিডেন্টের বদখেয়াল হলে একটা লাথ্‌থি মেরে সরকার উল্টে দেবে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

লাথি ঝাঁ্যাটা[১] বি. অপমান, লাঞ্ছনা □ ক্রি.বি. **লাথি ঝাঁ্যাটা খাওয়া** অপমানিত হওয়া রিফিউজি বলে বলে পদে লাথি ঝাঁ্যাটা খেতে হত না-*পূ.প.১*, সু.গ.)

লাদানো ক্রি. চাপানো, বোঝাই করা

লাফড়া বি. (হি.) গন্ডগোল (কোনো প্রমোটরই শেষ অব্দি ঝুকি নিয়ে এগোতে চায় না। কে চায় লাফড়া-*অটো*, ন.ভ.)

লায়েক* বি. ১. সাবালক (তোমরা আমার নাতির মতন। কিন্তু লায়েক হইছ, ছিগারেট খাও-*খণ্ডিতা*, স.ব.) ২. অত্যন্ত পাকা

লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রি[২] বি. (ইং. large scale industry) পায়খানা তু. **স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি**

লাল জেলি/ লাল ঝান্ডা/ লাল ঝান্ডার স্ট্রাইক/ লাল পতাকা বি. (ইং. jelly/strike/রঙের অনু.) মাসিক ঋতুস্রাব (মাস মাস জিজ্ঞেস করত—কী এবারও লাল পতাকা উড়িয়েছ-*ফেরা*, ত.না.)

লাল টুপি[৩] দ্র. **লাল পাগড়ি**

লাল নীল/ লাল সাদা[২] বি. বোম (সোনাগাছির দালাল। ...লাল সাদা বেচে-*অজ্ঞাত.*, শৈ.মি.)

লাল বাড়ি[৩] বি. (থানার রঙের অনু.) থানা (গত সাতদিন রোজ একবার লালবাড়িতে প্রভাদি এসেছে-*অগ্র.*, শৈ. মি.)

লাল বাতি জ্বলা[১] ক্রি.বি. ব্যবসায় ফেল হওয়া (কত কোম্পানী এবার লাল বাতি জ্বেলেছে জানিস-*জননী*, মা.ব.)

লাল পাগড়ি/ লাল মিঞা/ লাল টুপি বি. পুলিশ (এমন সময় দেকি এক ব্যাটা লাল পাগড়ি গলির ঠিক মুকটাতে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) তু *NTC* : **red cap** *n.* a military policeman. (From the colour of their cap.)

লাল মুলো[৩] বিণ. অত্যন্ত ফরসা, বোকা (সাহেব না ছাই। আসলে একটি বিলিতি লাল মুলো-*পূ.প.১*, সু.গ.)

লাল হওয়া[১] ক্রি.বি. ১. রেগে যাওয়া (আমরা সব রেগে মেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে মেরে বললাম-*পা.দা.*, সু.রা.) ২. লজ্জা পাওয়া (সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না, না-*ঘ.বা.*, র.ঠা.)

লালু/ লালু ছেলে বিণ. অত্যন্ত মেয়েলি বা নিরীহ ছেলে

লালু বি. (লাল রঙের অনু.) সি.পি.এম. সমর্থক; বামপন্থী (আই বাপ গুরু, তুমি লালু হয়ে গেলে-*কা.পু.*,স.ম.)

লাস/ লাশ বি. শরীর, বপু □ ক্রি.বি. **~পড়া/ ফেলা/ নামানো** মেরে ফেলা, খুন করা, হুমকির ভাষা (ও কি জানে না, এ এলাকায় ঢুকলেই ওর লাশ পড়ে যাবে-*দ.দি.প.*, স.ব.; শালার লাস নামিয়ে দেব আজই-*কাল.*, স.ম.)

লিঃ!/ লিঃ টমটম/ লিঃ টমটম নাগেরবাজার/ লিঃ হায়দা লিঃ পপ্পা উচ্ছ্বাসপ্রকাশের ধ্বনি (প্লেন ড্রেসে এক মাতাল পুলিশ হয়তো লিঃ লিঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল-*ফ্যাতাড়ু.*, ন.ভ.)

লিড দেওয়া ক্রি.বি. (ইং. lead) পালানো

লিপস্টিক[৩] বি. (ই. lipstick/আকৃতির অনু.) পুরুষাঙ্গ

লিয়াকৎ[২] বিণ. লায়েক, তালেবর

লীলা খেলা[২] ক্রি.বি. ১. প্রেম করা ২. কেচ্ছা কেলেংকারি

লুচি[২] বি. (<চুঁচি) স্তন

লুচ্চা/ লোচ্চা বি. লম্পট, বখাটে (শুনেছি তার স্বভাব ভালো না-লোচ্চা-*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)*

লুজ ক্যারেকটার* বি. (ইং. loose character) দুশ্চরিত্র

লুলু বি. যে মেয়ে বহু ছেলেকে নাচায়

লুম্পেন বি. (ইং.<জার্মান lumpen) বখাটে, মস্তান, লম্পট (বস্তির ওই লুম্ফেনগুলোর সঙ্গে আড্ডা দিলে চলবে-*কা.পু.*, স.ম.)

লেংগি মারা/ ল্যাং মারা[১] ক্রি.বি. ১. প্রতারণা করা, ২. টেক্কা দেওয়া (হেরে মেয়েটা তোমাকে ল্যাং মেরে বেরিয়ে গেল-*এ.পা*, বা.ব.; দিল্লি থেকে ভায়া কলকাতা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আনতে হয়েছিল অনেক ভাল ভাল ছেলেকে লেঙ্গি মেরে-*প্রজা*, স.ব.) ৩. প্রত্যাখ্যান করা, বিশেষত প্রেমের ক্ষেত্রে

লেকচার[২] বি. (ইং. lecture) বড়ো বড়ো কথা (যা না গ্রামে, লেকচার দিচ্ছিস কেন-*এখনই*, র.চৌ.) □ ক্রি.বি. ~**ঝাড়া** ১. বড়ো বড়ো কথা বলা (বেড়ে লেকচার ঝাড়চো বিধুমুখী-*বলি.*, গি.ঘো.) ২. জ্ঞান দেওয়া

লেগ ডাস্ট[৩] বি. (ইং. leg dust/অনুবাদ) পায়ের ধুলো

লেজুড় বি. ১. চামচা ২. অবাঞ্ছিত সঙ্গী

লেডিকিলার বি. (ইং. ladykiller) চরিত্রহীন ব্যক্তি, যে-ব্যক্তি বহু নারীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে □ তু. *EP*: **lady-killer.** A male flirt

লেডিজ[৩] বি. (ইং. ladies) মেয়েলি ছেলে

লেডিবার্ড বি. (ইং. ladybird) সুন্দরী মেয়ে (আব্বে এটা লেডিবার্ডের বাপ না-*চেতনা*, আ.ক.) □ তু. *EP*: **lady-bird, ladybird,** A whore

লেড়ে* বি. নেড়ে শব্দের উচ্চারণভেদ

লেন্ডিগেন্ডি দ্র. **এন্ডিগেন্ডি**

লেবদুস/ ল্যাবা বিণ. অকর্মা, নিড়বিড়ে

লেবুমি বি. অসভ্যতা, লাম্পট্য তু. আলুবাজি

লেলকু বিণ. অস্বাভাবিক প্রকৃতির লোক

লেলিয়ে দেওয়া* ক্রি.বি. উত্তেজিত করা, পিছনে লাগিয়ে দেওয়া (পাঠানদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে-*খণ্ডিতা*, স.ব.)

লে হালুয়া (বু.) বিস্ময়সূচক বুলি

লোকু বি. (মু.) লোভী কুত্তা; অত্যন্ত লোভী; গালি

লোচ্চা দ্র. **লুচ্চা**

লোড হওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. load/ loaded) ১. বেশি পরিমাণ মদ খাওয়া (তু. *NTC*:**loaded to the barrel AND loaded to the earlobes; loaded to the gills; loaded to the gunnals; loaded to the gunwales; loaded to the hat; loaded to the muzzle; loaded to the Plimsole line** *mod.* very intoxicated due to drink) ২. গর্ভবতী □ বিণ. **লোডেড**

লোডশেডিং[৩] বি. (ইং. load-shedding) কালো রং-এর ব্যক্তি

লোপ চু বি. (ব্য.) পিছন মারা, পিছন মারার একক

লোপাট* বি. উধাও (সেটি অবশ্য ধন্না নয়, অন্য কেউ লোপাট করেছিল-*হা.*, ন.ভ.)

লোফানি বি. প্রশংসা করা, স্তাক দেওয়া তু. আপ করা (মানুষটাকে লোফানি দিতে খুব ভালোও লাগতো-*সদর.*, সু.চ.)

লোফার বি. (ইং. loafer) বখাটে, লম্পট (আচ্ছা, আমি কেন এরকম হলাম—মানে এই রকম লোফার গুন্ডা-*প্রজা.*, স.ব.)

ল্যাও বি. পুরুষাঙ্গ

ল্যাওড়া বি. ১. পুরুষাঙ্গ ২. গালি (কোন ল্যাওড়া খিস্তি করবে-*কামা.*, ন.ভ) দ্র. **এল.বি.সি.সি.** ৩. কথার মাত্রাবিশেষ (আমার কি ল্যাওড়া-*কা.মা.*, ন.ভ.)

ল্যাং মারা[১] দ্র. লেংগি মারা

ল্যাংচানো* ক্রি. খুঁটিয়ে হাঁটা

ল্যাংবোট[৩] বি. (ইং. long boat) চামচা, অনুচর

ল্যাঙর বি. চামচা তু. **ল্যাংবোট**

ল্যাজ[১] বি. চামচা, অবাঞ্ছিত অনুগামী □ ক্রি.বি. **~গজানো**[১] (ব্য.) কোনো বিশেষ ক্ষমতা বা গুরুত্ববৃদ্ধি পাওয়া (পি-এইচ ডি করেই বা আমার কী ল্যাজ গজাবে-*পৃ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **~গুটানো/ ~গুটিয়ে পালানো/ ~তুলে পালানো**[১] ভয় পেয়ে পালানো, পরাজয় স্বীকার করে পালানো (ওরা ওই সব খারাপ কথা বলবে আর আমরা ল্যাজ গুটিয়ে পালাবো? -*পৃ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **~ ফোলা/ ~মোটা হওয়া** অহংকারী হওয়া, দেমাক হওয়া (সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ওঠে-*জ.দ.*, মী.ম.হো.) □ ক্রি.বি. **ল্যাজে খ্যালানো**[১] বিপর্যস্ত করা, নাজেহাল করা (সংসারে বোধহয় ন্যাজে গোবরে হচ্ছে অল্প বুদ্ধির ছেলেটা-*যা.পা.*, শী.মু.)

ল্যাটামাছ ধরা[৩] ক্রি.বি. কোনো কিছু ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া

ল্যাঠা* বি. ঝামেলা, বিপদ (তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোন ল্যাঠাই ছিল না-*লুল্লু*, ত্রৈ.মু.) □ ক্রি.বি. **~চোকা** সম্যসার সমাধান হওয়া (সবাই মিলে একজনকে মেনে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়-*এ.পা.*, বা.ব.)

ল্যাদ বি. (ইং. lethargy) ক্লান্তি, অবসাদ

ল্যান্ডো বি. (হি. লন্ড্) পুরুষাঙ্গ

ল্যাবা দ্র. **লেবদুস**

ল্যালাখ্যাপা বি. **ন্যালাখ্যাপা** শব্দের উচ্চারণভেদ

শ

শকারবকার/ চকারবকার বি. গালি., বাংলাভাষার অনেক গালাগালিই এই সমস্ত অক্ষর দিয়ে শুরু, সেই সূত্রে (কেরানীকে থামিয়ে নোট বুক খুলে শকার-বকারাদি যাবতীয় গালি-গালাজ পাঠশালার হেড পড়ুয়ার সুরে পড়ে শোনালেন-*রোমন্থন.*, ত.রা.)

শতেকখোয়ার/ শতেকখোয়ারি বি. যার ভাগ্যে শত স্বজনকে হারানোর দুর্গতি আছে, গালি. (বুড়ী তখন গালির ছড়া আরম্ভ করিল-"সর্বনাশীরা! শতেকক্ষোয়ারী! আবাগীরা!" -*ইন্দিরা*, ব.চ.)

শনি গুঁতোনো ক্রি.বি. উত্তেজিত হওয়া তু. **বার খাওয়া**

শনি ঘোচানো[১] ক্রি.বি. অবস্থা খারাপ করে দেওয়া (আজি তোমা কাটি খুড়া ঘুচাইব শনি-*রামায়ণ*, কৃ.ও.)

শনু বি. পুরুষাঙ্গ তু. **নুনু**

শান্তিপুরি করা ক্রি.বি. অতি বিনয় করা (শান্তিপুরের লোকের প্রবাদপ্রতিম বিনয়ের অনু.)

শশা বি. পুরুষাঙ্গ (আকৃতির অনু.)

শাঙাল করা ক্রি.বি. ১. বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে মাখামাখির ভাব

শান্টিং বি. (ইং. shanting) সরিয়ে দেওয়া

শান্তির ছেলে বি. গালি. (<খানকির ছেলে : ধ্বনি-অনু.)

শাল খাওয়া ক্রি.বি. বিপদগ্রস্ত হওয়া তু. **বাঁশ দেওয়া**

শালা/ শ্যালক বি. গালি. (জার্নিস ও ব্যক্তি কাল শালা পর্যন্ত উঠেছিল-*বিসর্জন*, র.ঠা.) ☐ স্ত্রী. **শালি** (শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে যেন হাঁড়িচাচা ডাক্‌তে থাকল-*স.এ.*, দী.মি.)

শাশুড়ি[২] (সমাস.) ১. শায়ার মধ্যে সুড়সুড়ি ২. যাকে দেখে শ্বাস উড়ে যায়

শাসানো* ক্রি. (<শাসন) ভয় দেখানো, চোখরাঙানি (লোকটা অবশ্য শাসিয়েছিল ওকে, কিন্তু সেটা এতদূর গড়াবে-*এ.পৃ.পা.*, র.চৌ.)

শাঁসালো* বিণ. ধনী, ক্ষমতাশালী (বাদবাকীগুলোতে তাদের 'সন্তান-সন্ততিরা' থাকে, যাদের...শাঁসালো বর পাকড়াবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মানুষ করেছে-*বিবর*, স.ব.)

শিকেয় ছেঁড়া[১] ক্রি.বি. বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যজোরে পেয়ে যাওয়া

শিকেয় তোলা[১] ক্রি.বি. পরিত্যাগ করা, বর্জন করা (ফ্লবেরের আশা শিকেয় তুলে রাখাই ভালো-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

শিঙে ফোকা[১] ক্রি.বি. ১. মারা যাওয়া (সন্ন্যাসি কোলু কিয়দ্দিবস পরে শিঙ্গে-ফুঁকলেন-*ক.নু.*, টে.ঠা.জু.) ২. ধূমপান করা

শিয়ালদা-বনগাঁ[৩] বি. হস্তমৈথুন (ক্রিয়ার অনু.)

শিয়াল মারা বি. ছুটি নেওয়া, casual leave নেওয়া (casual leave-এর মু.রূপ CL-এর ধ্বনি অনু.)

শিলিগুড়ি[২] (সমাস.) শিল দিয়ে গুদ মারি

শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া/ জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া[১] ক্রি.বি. (<সুখ তলা) কোনো কাজ সিদ্ধ করার জন্য অজস্রবার ঘোরা ☐ ক্রি.বি. **শুকতলা চাটা** তোশামোদ করা (ওরা পাড়ি দেবে, মেয়েমানুষের পায়ের শুকতলা চাটবে-*সা.বি.গো.*, বি.মি.)

শুটকা/ শুঁটকা/ শুঁটকি* বিণ. রোগা, নিতান্ত রোগা, রসকষহীন (ওই শুঁটকি মাগি এসেই তো ওকে বিগড়েচে-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.)

শুনসান দ্র. **সুনসান**

শুয়ার/ শুয়োর[৩] বি. গালি. (জুতিয়ে তোমার খাল খেঁচে দেব শুয়ার-*পাঁক,* প্রে.মি.) □ বি. **শুয়োরের বাচ্চা** গালি. (শুয়োরের বাচ্চা, ম্যানেজারগিরি ফলাতে এসেছে-*বিবর,* স.ব.) □ হি. **শুয়োর কা অওলাদ/ শুয়ার কি বাচ্চা** (ও শুয়োরের কি আওলাদ একদম কোথায় সেঁদিয়ে গেছে-*দ.দি.প.*, স.ব.; চোপরাও শূয়ারকি বাচ্চা-*নী.দ.*, দী.মি.)

শোত্‌তনাশ* বি. (<সত্যনাশ) সর্বনাশ

শ্যাম[৩] বি. পুরুষাঙ্গ

শ্যালক দ্র. **শালা**

শ্রীঘর[৩] বি. থানা, হাজত

ষ

ষড় করা দ্র. **সড় করা**

ষণ্ডা/ ষণ্ডামার্কা[৩] বিণ. (<ষণ্ড ও অমর্ক-দুই রাক্ষসের নাম; ষণ্ড+ইং. mark+বা.আ) বিশালকায় (ষণ্ডা শালারা তো তাড়া দিলে-*হারা.*, গি.ঘো., যা ষণ্ডামার্কা চেহারা-রসগোল্লার বদলে আমাদেরই জলযোগ করে ফেলবে-*চা.মূ.*, না.গ.)

স

সং সাজা[১] ক্রি.বি. হাস্যকর সাজগোজ করা (আমাকে বুঝি সং সাজানোর জন্যে এনেছ-*কেরী.*, প্র.না.বি.)

সংসারে মালকোচা মারা[৩] ক্রি.বি. সংসারের ব্যয় সংকোচন করা

সগ্‌গের টিকিট কাটা/ স্বর্গের টিকিট কাটা[৩] ক্রি.বি. পরলোকগমন করা

সঙ্গিন* বিণ. (ফা. সঙ্গ=পাথর) করুণ, দুর্দশাগ্রস্ত

সটকা বি. পুরুষাঙ্গ

সটকানো[১] ক্রি. পালিয়ে যাওয়া, সরে পড়া (প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে করবি এখন কি-*বা.প্রা.*, র.ঠা.)

সটান* বিণ. সোজা, সঙ্গে সঙ্গে (একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় ত-*ঝা.*, সু.রা.)

সড় করা/ ষড় করা ক্রি.বি. (খণ্ড. ষড়যন্ত্র) ষড়যন্ত্র করা (উদ্ধব ঘোষের জামাতা সেই ছোঁড়ার সহিত সড় করিয়া চোর বলিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল- *ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

সড়া বিণ. নির্জীব প্রকৃতির লোক

সফি বিণ. (খণ্ড./ ইং.<sophisticated) অত্যন্ত আধুনিক শৌখিন রুচিসম্মত, কখনো কখনো ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহার

সত্যনাশ দ্র. **শোত্‌তনাশ**

সপ্তমে চড়া[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত উঁচুতে চড়া, রেগে যাওয়া, চ্যাঁচামেচি করা

(চা বানাতে বলতে ওর গলা আবার সপ্তমে চড়বে-*লজ্জা*, ত.না.)

সমঝানো* ক্রি. (হি.) উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া; ধমক দেওয়া (ভালো করে সমঝে দিয়ে আসছি-*প্র.প্র.*,আ.দে.)

সরে পড়া[১] ক্রি. পালিয়ে যাওয়া, ঝামেলার কেন্দ্রস্থল থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া (কেষ্টা দূর থেকে দেখেই সরে পড়ছে-*পা.দা.*, সু.রা.)

সস[৩] বি. (ইং. sause) ১. ঋতুস্রাব ২. বীর্য

সসেজ[৩] বি. (ইং. sausage) পুরুষাঙ্গ (আকৃতির অনু.) তু. NTC: **Mr. Sausage** *n.* the male sexual organ

সাইজ করা ক্রি.বি. (ইং. size) ১. ঠেলে ঠুলে ঢুকিয়ে দেওয়া ২. অসংগতভাবে বেড়ে ওঠা বস্তুকে সমান করে দেওয়া ৩. প্রহার করা ৪. ব্যবস্থা করে নেওয়া (বলি বিষয়সম্পত্তি সাইজ করার মতো বৃদ্ধি আছে ঐ ঘটে-*হা.*, ন.ভ.)

সাইড করা ক্রি.বি. (ইং. side) ১. এড়িয়ে যাওয়া ২. বাদ দেওয়া ৩. লুকিয়ে কোনো কাজ করা

সাইনবোর্ডওয়ালা[৩] বি. বিবাহিত মহিলা, সিঁদুর ইত্যাদি বিবাহের চিহ্ন ধারণ করে যে মহিলা

সাকরেদ/ সাগরেদ* বি. (ফা. শার্গিদ) শিষ্য; অনুচর বা অধস্তন সহকর্মী (এ শালা নিশ্চয়ই সাকরেদ-*কা.পু.*, স.ম.)

সাগরের ঢেউ[৩] বি. স্তন

সাচ্চা* বিণ. (হি.) খাঁটি, যথার্থ

সাট্‌টিফিট্‌টি বি. (ইং. বিকৃ. <certificate) সার্টিফিকেট

সাঁট* বি. ষড়যন্ত্র, সাজানো ব্যপার (ওটাও কি একটা সাঁট, একটা ধাপ্পা-*দল.*, ম.সে.)

সাঁটানো* ক্রি. খাওয়া, অত্যন্ত দ্রুত বা বেশি পরিমাণ খাওয়া (রুগীর ফল সন্দেশ এসবও বেমালুম সাঁটিয়ে যাচ্ছে-*এ.পা.*, বা.ব.)

সাড়ে ছটা[৩] বিণ. (ঘড়ির কাঁটার অনু.) যৌন-অক্ষম পুরুষ, যার পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয় না ('ধ্বজো' ছাড়া অন্য নামও দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলত 'সাড়ে ছটা'। কেউ বলত 'ব্যাটারি ডাউন।'-*অটো*, ন.ভ.)

সাদা কাঠি[৩] বি. (বর্ণের অনু.) সিগারেট

সাপলি বি. (ইং./ খণ্ড.<suppimentary) মূল পরীক্ষার পরে যে পরীক্ষা হয়, তার ছাত্রবুলি

সাপটানো[১] ক্রি. ১. জোগাড় করা ২. চুরি করা

সাপের পাঁচ পা দেখা[১] ক্রি.বি. অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে ওঠা; কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে অন্যায় করা (চেহারায় বড়ো হয়ে গিয়েছ বলে

সাপের পাঁচ পা দেখেছ-*কা.পু.*, স.ম.)

সাফ করা[৩] ক্রি.বি. অপহরণ করা, চুরি করা (লকার খুলে সব কিছু সাফ করে দেবার ঘটনা যে আগেও, তা তিনি জানেন-*পূ.প.১*, সু.গ.)

সাফাই গাওয়া[১] ক্রি.বি. অজুহাত দেওয়া

সাবসি বি. (ইং./ খণ্ড.<subsidiary) সহযোগী পাঠ্যবিষয়, pass subject

সাবাড় করা ক্রি.বি. ১. শেষ করা; মেরে ফেলা (কয়েকজন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইন্‌জেক্‌শান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছেন-*অগ্নি.*, শ.ব.) ২. খাওয়া, খেয়ে শেষ করা (টেনিদা প্রায় একাই সব-ক'টা সাবাড় করলে-*চা.মু.*, না.গ.)

সারসে (উক্তি) বিপদে পড়ার উক্তি, সেরেছে শব্দের পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণভেদ

সাংঘাতিক[২] বিণ. অসাধারণ ভালো (অ.বি.) তু. **বীভৎস; টেরিফিক**

সি-এর দোষ বি. চরিত্রের দোষ তু. **চ-এর দোষ**

সি.এম.ডি.এ. (মু.) ১. কাটছি মাটি দেখবি আয় ২. কলিকাতা মহানগরীকে ডুবাইবার আয়োজন ২. Calcutta Metropolitan Digging Authority ৪. কলিকাতা মজানো ডুবানো অথারিটি ৫. Calcutta Master Digger Authority

সি.জি.এল. (মু.) চুদ গায়ি লায়লা; অসুস্থ

সিগ্‌নাল্‌ড় মাল[৩] বি. (ইং. signalled+ বা.) বিবাহিত নারী

সিঙাড়া[৩] বি. স্তন

সি-৬৪ বি. (মু.) চোদন চৌষট্টি, গালি.

সি.ডি. বি. (মু.) কোল্ড ড্রিংক্‌স্‌

সিড়িঙ্গে* বিণ. নিতান্ত রোগা (তিনি এই সিড়িঙ্গে লোকটার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দিতেন কি না কে জানে-*পূ.প.১*, সু.গ.)

সিধে করা[১] ক্রি.বি. শায়েস্তা করা, উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে উচিত শিক্ষা দেওয়া (তোমার মুখ আমি জুতিয়ে সিধে করে দেব-*পায়রা*, স.চ.)

সিন[২] বি. (ইং. scene) ১. উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, গন্ডগোল ২. অস্বস্তিকর পরিস্থিতি □ ক্রি.বি. ~**করা** অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করা □ ক্রি.বি. **সিনে থাকা** অকুস্থলে থাকা, ত্রিসীমানায় থাকা

সি.বি. বি. (মু) ছোটো বাইরে; প্রস্রাব করা

সিল[২] বি. (ইং. seal) একজাতীয়, সমগোত্রীয় (তোমার আমার একই সিল)

সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার[১] ক্রি.বি. (ইং. sinking sinking drinking

water : **ডুবে ডুবে জল খাওয়ার** অনুবাদ) গোপনে গোপনে কোনো কাজ করা দ্র. **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**

সি.সি. বি. (মু.) কোকাকোলা

সুড়ডা বি. (আদিব্যঞ্জন পরিবর্তন<বুড্ডা) বুড়ো □ স্ত্রী **সুড়ডি** (সে মুখ ফিরিয়ে দেখল একটা শুড্ডা চোরের মত তাকে দেখছে-*কা.পু.*, স.ম.)

সুনসান* বিণ. (হি.) জনশূন্য (ফাঁকা আলো-আঁধারি রাস্তা। হ্যালোজেন আলোয় আরও সুনসান দেখাচ্ছে-*দল.*, ম.সে.)

সুপারি বি. (হি.) হত্যা করার জন্য নেওয়া টাকা (এরা একজনকে খুন করবে বলে সম্প্রতি সুপারি নিয়েছিল বলেও পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে-*বর্তমান*, ২২.৬.১৯৯৭)

সুর্‌মা বি. এলাকার দাদা, মস্তান

সেক বি. (ইং./খণ্ড.<second) এক মুহূর্ত স.ব্য. **ম্যাটার অফ সেক্‌স** matter of secs. তু. *NTC*: **sec** *n. a* second.

সেক্সি[২] বিণ. (ইং. sexy) অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যৌনআকর্ষণসম্পন্ন

সেঁটে থাকা[৩] ক্রি.বি. একেবারে সঙ্গে লেগে থাকা (লোকটা কিন্তু ওদের সঙ্গে সেঁটে রইলো-*পূ.প.১*, সু.গ.)

সেন্টু বি. (খণ্ড.<sentiment) দুর্বলতা, আবেগ (এই তো তোমার সেন্টুতে আবার লেগে যাচ্ছে দোস্ত-*জাল*, শী.মু.) □ ক্রি.বি. **~পকেটে রাখা** sentiment দিয়ে কোনো কাজ হাসিল করার চেষ্টাকে বাধা দেবার বুলি; sentiment-এর ব্যবহার না করবার নির্দেশ □ ক্রি.বি. **সেন্টুতে পিন্টু দেওয়া/ সেন্টুতে শুড়শুড়ি দেওয়া** sentiment-এ আঘাত করে কাজ হাসিলের চেষ্টা

সেফ্‌টি[২] বি. (ইং safety) জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়

সেয়ানা* বি. (<সং. সজ্ঞান) চালাক, ধড়িবাজ □ বি. ~ **চোদা** গালি

সেরেছে/ এই সেরেছে (উক্তি) সর্বনাশ করেছে (এই আবার সাল্যে দেখ্‌ছি-*বুড়ো শালিক*., ম.দ.)

সেল বি. সদ্যগ্রাম থেকে আগত নির্বোধ ব্যক্তি

সেশন কার্ড[৩] বি. ভোটদানের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র; তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার টি.এন. সেশন কর্তৃক চালু হওয়ার কারণে র‍্যাশন কার্ডের ধ্বনি অনুষঙ্গে সৃষ্ট

সোগো বিণ. অত্যন্ত বদমায়েশ, গালি.

সোনার চাঁদ[৩] বিণ. (বিকৃ. মু./ব্য.) তপশিলি জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি (S.C.= Schedule Caste : সোনার চাঁদ) □ **সোনার টুকরো** তপশীলি উপজাতির অন্তর্গত ব্যক্তি (S.T. = Schedule Tribe : সোনার টুকরো)

সৌগত[২] (সমাস.) সদ্য গুদ হতে আগত; নাবালক

স্কাইল্যাব[৩] বি. (ইং. Skylab) হঠাৎ কোনো মারাত্মক বস্তুর সম্মুখীন হওয়া (আশির দশকের গোড়ায় স্কাইল্যাব নামক কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীতে পড়ার অনু.)

স্কাউন্ড্রেল* বিণ. (ইং. scoundrel) বদমায়েশ, নচ্ছার; গালি. (অরুণদা আসলে একটা স্কাউন্ড্রেল-*লজ্জা*, র.চৌ.)

স্কিমবাজি[২] বি. (ইং. scheme) কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য করা পরিকল্পনা তু. **লবিবাজি**

স্কুটার স্ট্যান্ড[৩] বি. (ইং.scooter stand) নিতম্ববতী মহিলা

স্কুলেজ বি (ইং. school+college) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম; স্কুল ও কলেজের মাঝামাঝির স্তর

স্ক্রু দেওয়া ক্রি.বি. (ইং. screw) পিছনে লাগা তু. **টাইট দেওয়া** □ বিণ. **স্ক্রু ঢিলে/ ইস্কুরুপ ঢিলে**[১] মাথায় গন্ডগোল তু. **নাট**

স্টাম্প ছিটকে যাওয়া[৩] ক্রি.বি. (ক্রিকেট খেলার অনু.) একেবারে পরাভূত হওয়া বা বিপর্যস্ত হওয়া

স্টুপিড দ্র. **ইস্টুপিড**

স্টোনম্যান[৩] বি. ভারি বস্তু যা মারলে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা (আশির দশকের শেষের দিকে কলকাতার বিখ্যাত অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর পুলিশ নামকরণ করে স্টোনম্যান। পাথরের আঘাতে পিষ্ট করে হত্যা করার পদ্ধতির কারণে এই নামকরণ ও সেই সূত্রে শব্দটির স্ল্যাং হিসেবে প্রয়োগ) □ ক্রি.বি. **~হয়ে যাওয়া/ করে দেওয়া** পিষ্ট করে দেওয়া

স্ট্যাচু হয়ে যাওয়া[৩] বি. (ইং. statue) বিস্মিত হয়ে যাওয়া, স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া

স্পিকটি নট* বি. (ইং. speak. not+বা.) নিশ্চুপ (তারপরে চোখ পাকিয়ে 'এটা কী হল মশাই'-বলতে গিয়েই স্পীকটি নট-*চা.মু.*, না.গ.)

স্পুনফেড[৩] বি. (ইং. spoonfed) চামচা, বশংবদ চ্যালা

স্মলস্কেল ইন্ডাস্ট্রি[৩] বি. (ইং. small scale industry) প্রস্রাব করা দ্র. **লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রি**

স্বর্গ/স্বর্গদ্বার[৩] বি. যোনি

স্বর্গের টিকিট কাটা দ্র. **সগ্‌গের টিকিট কাটা**

স্যাটি বি. (ইং./ খণ্ড.<satisfaction) ১. চমৎকার, পছন্দসই ২. পরিতৃপ্তিসূচক

স্যানটামি বি. বদমায়েশি; দুর্বুদ্ধি (স্যানটামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন-*বা.প্র.*, র.ঠা.)

স্যাম্পেল বিণ. (ইং. sample) বিশেষ ধরনের চরিত্র বা বস্তু, কোনো অদ্ভুত

ধরনের প্রতিনিধিস্থানীয় বস্তু বা ব্যক্তি, চিজ (যখন ফরসা জামা-কাপড় পরেন, ঘন ঘন সিগারেট খান, পুলিশে চাকরি করেন-তখন তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতেই হবে। আমি মনে মনে ভাবছি-তাঁকে 'মাল' বলব না 'চীজ' বলব না স্যাম্পেল' বলব-*হা.বা.*, বন.)

স্রেফ অব্য. (আ. সির্ফ) নিছক, একান্তভাবে, কেবল (তখন আর শিকার করবারও দরকার নেই-স্রেফ গলায় দড়ি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এলেই হল-*চা.মৃ.অ.*, না.গ.)

হ

হক/ হক্কের বি. (আ.) আইনসংগত অধিকার (তুমি ওর হক্কের বিষয় আটকাবার কে?-*বৈ.উ.*, শ.চ.) □ বি. **হক্কের কড়ি** ঘুষ

হকচকানো/ হকচকিয়ে যাওয়া* ক্রি. অবাক হয়ে যাওয়া, অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া (মিসেস সমাজপতির গলা শুনেই মনে হলো তিনি দস্তুর-মতো হকচকিয়ে গেছেন-*আ.দে.*, প্র.রা.)

হচপচ/ হচপচি বি. (ইং. hotch-potch=খিচুড়ি) তালগোল পাকানো জটিল অবস্থা

হজম বি. (আ.) ১. আত্মসাত ২. মৃত (তারা সব হজম-*চা.মৃ.*, না.গ.) □ ক্রি.বি.~**করা**[১] ১. মেনে নেওয়া, (আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম-*পা.দা.*, সু.রা.) ২. আত্মসাৎ করা (নিশ্চয়ই কোন শালা হজম করেছে মালটাকে-*কা.পু.*, স.ম.)

হটা/হটে যাওয়া ক্রি. পশ্চাদপসরণ করা, সরে যাওয়া (একা একটা লোক এত বড় ফোর্সকে দু-দুবার হটে যেতে বাধ্য করল-*কারা* ১., আ.হ.)

হড়কানো ক্রি. ১. পিছলে যাওয়া (গরমে সব হড়কে যাচ্ছে-*হা.*, ন.ভ.) ২. পদস্খলন হওয়া ৩. হত্যা করা

হতচ্ছাড়া বিণ. ১. লক্ষ্মীছাড়া, দুর্দশাগ্রস্ত ২. গালি. (এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.)

হতভাগা বিণ. ১. হতভাগ্য, মন্দ ভাগ্য ২. গালি. (ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব-*ম.ম.*, পর.)

হতভম্ব* বিণ. অবাক (ভেবো না পেয়ে খেঁড়া একেবারে হতভম্ব-*বু.আ.*, অ.ঠা.)

হদিশ* বি. (আ. হদীথ্) খোঁজখবর (উপরে গানটাতে...খানিকটে হদিস পাওয়া গেল-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

হদ্দ* বিণ. চূড়ান্ত (ঘাবড়াসনি পিসি, মাগি বোকার হদ্দ-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ বিণ. ~ **মুদ্দ** চূড়ান্ত, যথাসাধ্য (শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ-*তো.কা.*, র.ঠা.)

হন্টন বি. হাঁটা

হনু/হনুমান[২] বিণ. ১. অত্যন্ত পাজি, গালি. ২. রাম (rum) খেতে ভালোবাসে যে তু. **রামভক্ত**

হন্যে* বিণ. দিশাহারা (তোদের সেই আশ্রমের বাড়ি তৈরির জন্য তো হন্যে হয়ে ছুটছিস ক'দিন ধরে- *পূ.প.১*, সু.গ.)

হম্বিতম্বি/ হম্বিতম্বা* বি. আস্ফালন, তর্জন □ ক্রি.বি. ~**করা**[১] মেজাজ দেখানো, আস্ফালন করা (ছোটখাটো সরকারী কর্মচারিরাই এখন হম্বিতম্বি করে- *পূ.প.১*, সু.গ.)

হরদম* বি. (ফা.) সারাক্ষণ (মুখে হরদম কালারড় *স্লো-বিবর*, স.ব.)

হরলিক্স[৩] বি. (পানীয়বিশেষের অনু.) মদ

হরিনাম খাবলা খাবলা (বুলি.) বেশি আবদারের কথা বোঝাতে ব্যবহৃত বুলি (ওরে কেরে? দুটো আমড়া ভাতে দেরে! হরি নাম খাবলা খাবলা- *হা.*, ন.ভ.)

হরিদাস পাল/ এইচ ডি পাল বি. নগণ্য ব্যক্তি

হালক/হল্লাক দ্র. হাল্লাক

হলুদ[২] (সমাস.) হলহলে গুদ □ ক্রি.বি. **হলুদ হয়ে যাওয়া** দ্র. **জামাকাপড় হলুদ হয়ে যাওয়া**

হল্লা/ হল্লাগুল্লা বি. (হি.) চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, হইচই, গোলমাল (ওখানে মাতাল, মাতালের দল হল্লা করছে- *টি.ত.*, উ.দ.; আরে হল্লাগুল্লা হবে- *এ.পা.* বা.ব.)

হসপি বি. (খণ্ড. ইং. hospital) হাসপাতাল

হস্তিনী[৩] বিণ. মোটা পশ্চাদ্দেশবিশিষ্ট নারী

হাই ক্লাস বিণ. (ইং high class) অসাধারণ তু. **এ ক্লাস**

হাই ফাই বিণ. (ইং. high) খুব উন্নমানের বস্তু, উচ্চশ্রেণির, অসাধারণ, আধুনিক বা অত্যাধুনিক (*EP.*: Of a gramaphone recording tape recorders, etc.: having *hi*gh *fi*delity in tone and pitch)

হাই ভোল্টেজ[৩] বিণ. (ইং. high voltage) যৌনআকর্ষণসম্পন্না মেয়ে; যে মেয়ের রূপে বৈদ্যুতিক শক্ লাগে তু. **ফোর ফরটি**

হাউশ বি. (বরিশালী উপভাষা) লোভ, ইচ্ছে, শাখ (আ.হবস্) ('হাউশ' সংবরণ করে দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম- *রোমন্থন.*, ত.রা.)

হাওড়া[২] (সমাস.) হাওড়া ওড়ে বাঁড়া, উড্ডীয়মান সমাস

হাওয়া[২] বি. ১. গাঁজা ২. লোপাট, উধাও (মুততে গেছি—এই ফাঁকে টিভি বলে হাওয়া- *ফ্যাতাড়ু.*, ন.ভ.) ৩. পরিস্থিতি (বাইরে হাওয়া ভাল নয়- *কা.পু.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. ~ **হওয়া**[৩] ১. পালানো ২. উধাও হয়ে যাওয়া (ওপরের বারান্দা ভিড়টা হাওয়া হয়ে গেল আচমকা- *কাল.*, স.ম.) □ ক্রি.বি. ~ **করা** চুরি করা,

লোপাট করা (ও নব নকড়াবাজি না করে হাওয়া করে দে-*অটো*, ন.ভ.)

হাঁকড়ানো* ক্রি. ১. মারা, বিশেষত বল মারা ২. তাড়িয়ে দেওয়া

হাঁকানো* ক্রি. ১. সবেগে বা সগর্বে চালানো; জাহির করা (কর্তাটি সেখানে একখানি বিল্ডিং হাঁকিয়ে কারবার করবেন-*প্রজা.*, স.ব.) ২. তাড়িয়ে দেওয়া

হাগা ক্রি. ১. পায়খানা করা (বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে তরতে-প্র.) ২. ব্যর্থ হওয়া ৩. ভয় পাওয়া

হাগুড়ে/ হাঘরে* বিণ. ঘর নেই যার, ভিখিরি; গালি. (সে হাঘরে মাগী কখনই এখানে আসবে না-*স.ত.*, দী.মি.)

হাঁটু কাঁপা/ হাঁটু বেঁকে যাওয়া ক্রি.বি. ভয় পাওয়া, ভয়ে কাঁপা (গরু দেখলে তোমার হাঁটু বেঁকে যায়, তুমি কী করে উদ্ধার করবে?-*প.ব.*, লী.ম.)

হাঠেলি বি. (হি.) অত্যন্ত বোকা, ক্যাবলা, unsmart

হাড়* বিণ. অত্যন্ত, চূড়ান্ত (বেটি কিপ্পুসের হাড়) □ বিণ. **~গিলে**[১] অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া, গালি. (ঐ জবর দখলকারী হাড়হাভাতে বদমাইশ রিফিউজিগুলো তো সুপ্রীতিরই জাত ভাই-*পূ.প.*১. সু.গ.) **হাড়বজ্জাত/ হাড়হাভাতে** দ্র. বজ্জাত/হাভাতে □ বি. গালি. **~হারামি** অত্যন্ত হারামি দ্র. **হারামি** (এ ছাড়া উদ্গাণ্ডু, তেঢ্যামনা, হাড়হারামি রয়েছে পালে পালে-*কা.মা.*, ন.ভ.)

হাড় কালি হওয়া[১] ক্রি.বি. ১. অত্যন্ত বিরক্ত করা, রাগিয়ে দেওয়া ২. অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করা (কিন্তু এরই মধ্যে হাড় কালি হইল-*আবাল.*, টে.ঠা.) □ ক্রি.বি. **হাড় জুড়োনো**[১] শান্তি হওয়া, ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া (এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার হাড় জুড়ায়-*আলাল.*, টে.ঠা.) □ ক্রি.বি. **হাড় জ্বালানো**[১] ভীষণভাবে বিরক্ত করা বা জ্বালাতন করা (কিন্তু বিজয়ের হাড় জ্বালাচ্ছে-*পূ.প.*১, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **হাড় ভাজা ভাজা করা**[১] ভীষণভাবে বিরক্ত করা বা জ্বালাতন করা (ছোঁড়ারা আমার হাড় ভাজাভাজা করিয়াছে-*আলাল.*, টে.ঠা.) □ ক্রি.বি. **হাড় হিড়কি করা/ হাড় হিড়িক করা** জ্বালাতন করা □ **হাড়ে চটা**[১] ক্রি.বিণ. অত্যন্ত বিরক্ত দ্র. **চটা**

হাড়হদ্দ* বি. আগাগোড়া, নাড়ীনক্ষত্রের খবর (সেই নর্তকীর নামধাম সাকিন ঠিকানা হাড়হদ্দের তাবৎ খবর পেয়ে গেলুম এক হপ্তার ভিতর-*পঞ্চ.*১, সৈ.মু.)

হাঁড়ি* বিণ. গোমড়া, হাসিবিহীন মুখ □ ক্রি.বি. ~*ঠেলা*[১] সংসার সামলানো (হাঁড়ি *ঠেলা* কাজ সেই হাঁড়ির *ঠেলে* যাই সারাজীবন- *হালকা১.*, স.চ.) □ বি.~**মুখ**[১] দ্র. **মুখ হাঁড়ি** □ ক্রি.বি. **হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া**[১] অনধিকার চর্চা (একরত্তি মেয়ে তুই সকল হাঁড়িতে কাঠি দিস কেন্ লো কামিনি-*ইন্দিরা,* ব.চ.) □ **হাঁড়ির খবর**[১] অত্যন্ত গোপন খবর, ব্যক্তিগত খবর বা তথ্যাদি (ওর হাঁড়ির খবর আমি জানি-*সা.বি.গো.*, বি.মি.) □ বিণ. **হাঁড়ির হাল**[১] নিতান্ত খারাপ অবস্থা; অত্যন্ত নোংরা (আর তুই যে ঘানির গরুর অধম হয়ে খেটে মরছিস-কি লাভটা হচ্ছে শুনি? যে হাড়ির হাল সেই হাঁড়ির হালই তো আছে-*পাঁক,* প্রে.মি.)

হাঁড়িয়া বি. দেশি মদ (শালপাতার কুরিয়া ভরে হাঁড়িয়া খাচ্ছে কেউ কেউ- *অগ্র.*, শৈ.মি.)

হাত কচলানো[১] ক্রি.বি. তোষামোদ করা □ ক্রি.বি. **হাত করা**[১] দলে ভিড়োনো, রাজি করানো তু. **ম্যানেজ করা** (এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পার্‌বি-*বুড়ো শালিক.*,ম.দ.) □ বিণ. **হাত কষা**[১] কৃপণ (দোষের মধ্যে মেয়েটির বড়ো হাত কষা- *হি.বি.*, জ্যো.ঠা.) □ ক্রি.বি. **হাত কামড়ানো**[১] আক্ষেপ করা (বাড়ি থেকে আসার সময় কেন বেশ কিছু টাকা সঙ্গে আনেননি, সে কথা ভেবে প্রতাপের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ ক্রি.বি. **হাত চালানো**[১] ১. দ্রুত কাজ করা ২. মারপিট করা □ ক্রি.বি. **হাত টানা**[১] চুরি করা □ ক্রি.বি. **হাত বোলানো** ১. মারপিট করা, প্রহার করা ২. চুরি করা, আত্মসাৎ করা (কজনার ট্যাঁকে হাত বুলালি-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ ক্রি.বি. **হাত লেত্তি করা** ১. চুরি করা ২. হস্তমৈথুন করা □ ক্রি.বি. **হাতানো**[১] ১. আদায় করা, অধিকার করা (ঐ বাঁদর রাজকুমারীর যদি দু'একটা সখী থাকে, পারি যদি হাতাবো- *অভিশাপ*, গি.ঘো.) ২. চুরি করা ৩. হস্তমৈথুন করা □ ক্রি.বি. **হাতে থাকা**[১] অধিকারে থাকা, আয়ত্তে থাকা (যাওয়াটা তো বড় কথা নয়, যাবার ইচ্ছে আছে, সেটাই বড় কথা, অর্থাৎ 'হাতে আছি'-*বিবর,* স.ব.) □ বি. **হাতে হারিকেন/ হ্যারিকেন**[১] অত্যন্ত দুরবস্থা, পথে বসা (তখন হাতে হেরিকেন নিয়ে কোথায় আরেকটা কনকচাঁপা খুঁজে বেড়াব- *আ.দে.*, প্র.রা.) □ বিণ. **হাতের আঙুল দিয়ে জল না গলা**[১] কৃপণ (ব্যাপার কি হে নীলু দত্ত, হাতের আঙুল দিয়ে এক ফোঁটা

জল গলে না, আর অতবড় বাড়িটা সাহেবকে বিনা ভাড়ায় থাকতে দিলে? -*কেরী.*, প্র.না.বি.) □ বিণ. **হাতের মোয়া**[১] ব্য. সহজলভ্য বস্তু (আমি মরে গেলে বুঝবে, দুনিয়াটা হাতের মোয়া নয়-*যা.পা.*, শী.মু.)

হাতা[২] বি. চ্যালা তু. **চামচা** □ ক্রি.বি. ~**করা** ১. কিছু করতে না পারা তু. **কচু করা** ২. চুরি করা ৩. হস্তমৈথুন করা

হাত্তা মারা ক্রি.বি. হস্তমৈথুন করা

হাত্তা লড়া ক্রি.বি. পাঞ্জা লড়া

হাঁদা/ হাঁদারাম বিণ. বোকা (তুই তো হাঁদা ছেলে-*যা.পা.*, শী.মু.; শালা, হাঁদারাম সেজে থাকিস-*টোটেম*, মা.চ.)

হাপিত্যেশ* বি. (<প্রত্যাশা) আপশোশ, আক্ষেপ (স্বপ্নের ভাঙন নিয়ে হাপিত্যেশ করিনি-*নি.ক.*, ত.না.)

হাপ্‌পু দেওয়া/করা ক্রি.বি. উচিত শিক্ষা দেওয়া

হাপিস* বি. (আ.হাফিজ=রক্ষক/অ.বি.) উধাও □ ক্রি.বি. ~**করা**[১] ১. চুরি করা, লুকিয়ে ফেলা, অন্তর্হিত হওয়া (কিলার খবর কি? কাল থেকে হাপিস- *কা.পু.*, স.ম.) ২. শেষ করা, মেরে ফ্যালা (ওরা নাকি আমাকে একদিন হাপিস করে দেবে-*প্রজা.*, স.ব.)

হাফগান্ডু বি. (ইং. half+বা.) গালি. দ্র. গান্ডু

হাফ গেরস্ত বি. (ইং. half+বা.) আপাতভাবে গৃহস্তের মতো জীবনধারণ করে তলায় তলায় বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারী

হাফটিকিট/ হাফ টিকিটের ছোঁড়া[৩] বি. (ইং. half ticket) নাবালক, যাকে নাবালকের গুরুত্ব দেওয়া হয় এমন

হাফনাট দ্র. **নাট**

হাফ পাত্তি[৩] বি. (ইং half+হি.) পঞ্চাশ টাকার নোট

হাফসোল দেওয়া[৩] ক্রি.বি. (ইং. halfsole.) ১. প্রহার করা ২. প্রত্যাখ্যান করা

হাবা/ হাবাগবা* বিণ. বোকা, নির্বোধ (রাম কিছু হাবা আছিলে না-*রোমন্থন.*, ত.রা.; আর সব জর্মনদের দিকে তাকিয়ে দেখো, হাবা-গবার দল, শ্বেতকুষ্ঠের মত সাদা-*পঞ্চ.১*, সৈ.মু.)

হাবজাগাবজা/ হাবিজাবি* বিণ. আজে বাজে (বুড়ো অবিরাম বকে চলেছে, বলে চলেছে নিজের পরিচয়, গন্তব্যস্থল, ভ্রমণের উদ্দেশ্য আরো হাবিজাবি অনেক কথা-*আড়.*, ভ.মি.)

হাবড়া বি. বুড়ো

হাবুডুবু খাওয়া ক্রি.বি. কোনো কাজ সামলাতে গিয়ে নাকাল হওয়া; গভীর প্রেমে মগ্ন হওয়া

হাভাতে[১] বিণ. (হা+ভাত=ভাতের জন্য

যে হায় হায় করে) ১. অত্যন্ত লোভী, হ্যাংলা ২. দরিদ্র, নিরন্ন (উপোস এক কথা কিন্তু খেতে বসে ক্ষুধার অতৃপ্তি আর এক কথা। একি হাভাতের আস্তানায় উঠেছে সে-*বি.টি.*, স.ব.) স.ব্য. হাড়হাভাতে

হাম করা ক্রি.বি. আত্মসাৎ করা (স্পষ্ট বল না কেন যে সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম করিয়াছ-*ডমরু*, ত্রৈ.মু.)

হামড়ে পড়া* ক্রি.বি. গায়ের উপর পড়া, ঝাঁপিয়ে পড়া

হামবড়া* বিণ. (হি. হাম<সং. অহং) অহংকার (ঐ jealousy আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাজের বেলা দূর করে দেয়-*পত্রাবলী*, স্বা.বি.)

হাম্বাগ বিণ. (ইং. humbug) বোকা, অপদার্থ (রাজনীতি করতে চাইলে লোকে আমাকে হাম্বাক ভাববে-*কাল.*, স.ম.)

হামলা* বি. আক্রমণ, ঝামেলা

হামলা করা/ হামলানো* ক্রি.বি. আক্রমণ করা

হাম্পু দেওয়া ক্রি.বি. বাঁশ দেওয়া; বোকা বানানো (ওই মেয়েছেলেটাকে সেদিন আমাকে কি হাম্পুটাই না দিল-*কা.পু.*, স.ম.)

হামেশা* বিণ. (ফা.) প্রায়শই, নিয়মিতভাবে (আমি একেলা মানুষ, রোগী দেখতে হামেশাই বাইরে যাচ্ছি-*বা.আ.*, স.রা.)

হারগিজ/হারগিস বি. (হি.) কদাপি

হারাম বিণ. (আ.=মুসলমান শাস্ত্র মতে অপবিত্র বা অবৈধ) ১. খারাপ বা নিন্দনীয় বস্তু □ **~খোর** গালি. □ বি. **~জাদা** বেজন্মা, গালি. (হারামজাদা, এই জন্যে তুই ব্যবসার কথা আমাকে বলিসনি-*পূ.প.১*, সু.গ.) □ স্ত্রী. **~জাদি** □ বি. **~চোদা** গালি. তু. **বোকাচোদা** □ বি. **হারামি** ১. বেজন্মা, গালি. ২. বদমায়েশ (পেছনে বিছুটি পাতা ঘষে দিতে হয় হারামীদের-*কাল.*, স.ম.) □ বি. **হারামির বাচ্চা** গালি. (এক থাপ্পড় মারব, হারামির বাচ্চা কোথাকার-*বা.এ.*, র.ব.) □ বি. **গাছহারামি/ হাড়হারামি** অত্যন্ত হারামি (হোটেলের মালিকটাও গাছহারামি-*কা.মা.*, ন.ভ.) □ বি. **~পনা/ গিরি** অসভ্যতা, বদমায়েশি (১৯৯২ এল দেদার কেচ্ছাফেস্থা, চুরিচামারি আর হারামিপনার ফিরিস্তি নিয়ে-*হা.*, ন.ভ.)

হালফিল বিণ. (ফা.) সাম্প্রতিক, অত্যাধুনিক (তবে হালফিল হৃত্বিক রোশান উত্থানের পর হাতের বাইসেপ ও বুকের পেশির দিকে বেশি নজর পরায় কয়েকটি নব্যযুবা আজকাল ওখানে যাচ্ছে-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

হালহল্লাক দ্র. **হাল্লাক**

হালাক দ্র **হাল্লাক**

হালা বি. শালা শব্দের পূর্ববঙ্গীয় রূপ □ বি. **হালার পো** (হালা-পো হালারে অ্যাড্ডা চরে বৈকুন্ট পাভায়ে দেই-*ন.ত.*, দী.মি.)

হালুয়া টাইট[১] বিণ. (আ. হালবা, হাল+উয়া+ইং. tight) অবস্থা খারাপ (হাল>হালুয়া) □ ক্রি.বি. **~করা** জব্দ করা, শায়েস্তা করা

হাল্লাক/ হালাক/ হল্লাক বি. (আ. হলাক্) ১. হয়রান, ক্লান্ত, (বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে পারে না পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন-*জা.বা.*, দী.মি.) ২. নাজেহাল, বিপর্যস্ত (আক্কেল-সেলামির মাশুল বাবদ সেদিন কী হালহাল্লাকই না হয়েছিল আমার-*উ.এ.*, শি.ব.) ৩. সর্বনাশ, ধ্বংস

হাসিল করা* ক্রি.বি. (আ.) বাগিয়ে নেওয়া, কাজ উদ্ধার করা (সবাই নিজের ধান্দা হাসিল করার জন্য দেশের নামটা ব্যবহার করে-*কাল.*, স.ম.)

হিজরে[৩] বিণ. পুরুষালি ছেলে বা মেয়েলি পুরুষ (সুরেশ, এ হিজ্‌ড়ে বেটীকে পেলি কোথা-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.)

হিজিবিজি[১] বিণ. এলোমেলো, অপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর

হিট বি. (ইং. hit) অত্যন্ত জনপ্রিয় □ ক্রি.বি. **খাওয়া ~** উত্তেজিত হয়ে যাওয়া, পুরুষাঙ্গের উত্থান □ বিণ. **হিটিয়াল** যৌনউত্তেজক (হিটিয়াল দাঁড়াবে গুরু-*কা.মা.*, ন.ভ.)

হিড়িক* বি. হুজুগ, এমন অবস্থা যখন কোনো একটা কাজ করতে সকলেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে (আমার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় স্বদেশী হিড়িকটি পড়িল-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.) □ ক্রি.বি. **~ দেওয়া/ তোলা** উত্তেজনা তৈরি করা (ছোঁড়ারা এ পাশে ও পাশে ভিড় জমিয়ে হিড়িক দেবে-*প্রজা.*, স.ব.) □ ক্রি.বি. **~ মারা** ১. অহংকার প্রকাশ করা (এক- একজনের যেমন থাকে, পাড়ার মধ্যে একটু গেরামভারি চাল, একটু হিড়িক মেরে চলা, সেরকম কিছু না-*প্রজা.*, স.ব.) ২. প্রেমে পড়া

হিড়িক্ক/হিড়িক্কি বিণ. অহংকারী; হইচই ফেলে-দেওয়া (শহরে খুব নামডাক অবিশ্যি মেয়েটার, হিড়িক্কি মেয়ে যাদের বলে-*প্রজা.*, স.ব.)

হিড়িম্বা[৩] বিণ. মোটা কুৎসিত আকারের মহিলা তু. **তাড়কা রাক্ষসী**

হিনটামি বি. বদমায়েসি (সী.) □ বি. **~গিরি** বদমায়েসি

হিম্মৎ* বি. (আ.) সাহস, ক্ষমতা (অবশ্য আমাদের হিম্মত জুগিয়ে যাচ্ছিলেন

এমন কয়েকজন প্রাজ্ঞ নেতা যাঁরা আজ করে কম্মে খাচ্ছেন-*কারা.*, আ.হ.)

হিল্লিদিল্লি* বি. কাছে দূরে অনেক জায়গা (আমাদের সায়েবরা তো হিল্লী-দিল্লী যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়-*ক.অ.*, শং.)

হিল্লে* বি. (আ.হীলাহ্=অবলম্বন) ১. উপযুক্ত ব্যবস্থা, নিরাপদ পরিস্থিতি, সাধারণত চাকরি বা প্রেম করতে সফল হওয়া প্রসঙ্গে ব্যবহৃত (তপন এখানে ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ পেয়েছে, ওর হিল্লে হয়ে গেছে-*পূপ.*, সু.গ.) ২. ভবিষ্যৎ (একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখ্‌লুম-*প্রফুল্ল*, গি.ঘো.) ৩. লাভ (মেয়ে সুন্দরী হলে পাত্র তার ফায়দাটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা ভোগ করে বটে, কিন্তু পাত্রের মা-বাপের কোন হিল্লেটা হয়-*বি.পি.*, ভ.মি.) □ ক্রি.বি. ~**করা/হওয়া/লাগা** উপায় বার করা, গতি হওয়া

হিঁসকুড়ে/হিঁসকুটে* বিণ. হিংসুটে (ও মা, তুই কি হিঁসকুড়ে ভাই!-*হারানিধি*, গি.ঘো.; আধবুড়ো হলি তবু হিঁসকুটেপনা গেল না-*হা.*, ন.ভ.)

হিসি/হিসু বি. প্রস্রাব (নাতি হিসি করে দেবে গায়ে *চ.দু.*, স্ব.চ.; চেয়ারম্যান একটু হিসু করার অছিলায় সংলগ্ন লাক্সারি টয়লেটে ঢুকে টাকে কোল্ড ওয়াটার স্প্রে করেন-*কা.মা.*, ন.ভ.)

হিস্যা* বি. ভাগ; অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকার ভাগ (বিলুটাকে সঙ্গে নিলে হত কিন্তু শালা হিস্যা চাইবে-*কা.পু.*, স.ম.)

হুজুগ* বি. সাময়িক উত্তেজনা

হুজ্জুত/ হুজ্জুতি* বি. উৎপাত (চর্মরোগে রুগি মরে না, কাজেই হাসপাতালে হুজ্জৎ হবে না-*সদর.*, সু.চ.)

হুট* বিণ. (ধ্ব.) হঠাৎ (কিন্তু হুট করে বুলার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়-*পৃ.প.১*, সু.গ.)

হুড়কো[১] বি. ১. বাঁশ ২. স্বামীকে পছন্দ করে না এমন নারী (*WDB* : a grid disliking her husband's company)

হুড়কো দেওয়া[৩] ক্রি.বি. বাঁশ দেওয়া, পিছনে লাগা

হুড়তে-পুড়তে* ক্রি.বিণ. ব্যগ্রভাবে (হুড়তে পুড়তে এই সময় ঘটকী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

হুড়মতাল/হুড়ুমতাল বি. হইহুল্লোড়, প্রবল উত্তেজনা (হুড়ুমতাল করেছ কি মরেছ-*কা.মা.*, ন.ভ.)

হুমড়ি* বি. উপুর

হুমোপাখি বি. (বিকৃ.) হোমিওপ্যাথি (মন যে কী চাইছে—কবিরাজি না হুমোপাখি না হেলোপাখি...,কিছুই ঠিক পাচ্ছি না-*এ.ও.*, অ.ঠা.)

হুমদো বিণ. মোটা, বিকট দর্শন (হুমদো মাগী কোথাকার-*কা.মা.*, ন.ভ.)

হুলিয়া বি. (হি.) ১. অবস্থা ২. মুখ, আকৃতি ৩. হই হই □ ক্রি.বি. **~করা** ১. অবস্থা করা ২. হইচই করা ৩. বোকা বানানো, মুরগি করা

হুল্লোড়* বি. হইচই, উত্তেজনা (কথাটা শেষ ক'রে আর একবার হুল্লোড় করে বাঞ্ছারাম হেসে উঠল-*প.ডা.পাঁ.*, যুব.) □ বিণ. **~ বাজ.** □ বি.**~বাজি** (এখানে আসা মানেই একটু হুল্লোড়বাজী করা-*বিবর*, স.ব.)

হেক্কড় বিণ. ১. বদমায়েশ, অভদ্র (এতবড় হেক্কড় যে তোমার গায়ে হাত তুলতে আসে-*কাল.*, স.ম.) ২. দেমাক, মেজাজ (খুব হেক্কড় নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল-*কা.পু.*, স.ম.) ৩. গোঁয়ার (সমর একটু হেক্কোর আছে-*শ্যাওলা*, শী.মু.)

হেঁজিপেঁজি* বিণ. সামান্য, গুরুত্বহীন (ওসব হেঁজিপেঁজি মেনীমুখো ছেলে দিয়ে এসব কাজ হবে না-*প্রজা.*, স.ব.)

হেড অফিসে গণ্ডগোল[৩] (ইং. head office) বিণ. মাথার গণ্ডগোল (কাকাবাবু গান শিখছেন? হেড অফিসের গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?-*পূ.প.১*, সু.গ.)

হেড লাইট[৩] বি. (ইং. head light) স্তন

হেঁতেল বি. মাতব্বর (বাপরে খুব হেঁতেল হয়ে উঠেছ দেখছি-*সদর.*, সু.চ.)

হেদিয়ে মরা/যাওয়া/ হ্যাদানো* ক্রি. গায়ে পড়া ভাব দেখানো, কাতরতা প্রদর্শন করা (তুই কেন তিন-চারশো টাকার মাইনের জন্য হেদিয়ে মরবি-*জাল*, শী.মু.)

হেভি[৩] বিণ. (ইং. heavy) দারুণ, অসাধারণ; অত্যন্ত বেশি (হাঁ করে তাকাল পরমহংস, 'তুমি তো হেভি খ্যাপা'-*কাল.*, স.ম.)

হেল্‌থ্ অফিসার[৩] বিণ. (ইং. health officer/.ব্য.) নিতান্ত রোগা ব্যক্তি

হেলিকপ্টার[২] (সমাস) হেলানো গুদে গরম হিটার

হেলোপাখি বি. (বিকৃ.) অ্যালোপ্যাথি (মন যে কী চাইছে-কবিরাজি না হুমোপাখি না হেলোপাখি..., কিছুই ঠিক পাচ্ছি না-*এ.ও.*, অ.ঠা.)

হেস্তনেস্ত* বি. (ফা. হস্ত্=আছে, নীস্ত=নেই) ১. সুরাহা, মীমাংসা ২. এসপার ওসপার (একমাসের মধ্যে মোবাইল ফোনের টাকা না পাওয়া গেলে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে-*চ.দু.*, স্ব.চ.)

হোক্কড় বি. অত্যন্ত উচ্ছল স্বভাব □ ক্রি.বি. ~**মারা** পাকামি করা (শালা সেদিনের ফড়িং আজকে বাজ হয়ে হোক্কড় মারছে-*কা.পু.*, স.ম.)

হোঁৎকা* বিণ. বিপুলায়তন, অত্যন্ত মোটা (উজ্জ্বল আলোয় নিজের হোঁৎকা শরীরের প্রতিবিম্বের দিকে আয়নায় চেয়ে থাকেন রণেন-*যা.পা.*, শী.মু.)

হোঁদল কুতকুত* বিণ. অত্যন্ত মোটাসোটা ব্যক্তি (ঐ পোড়ার মুখো হোঁদল কুঁৎকুঁতের রঙ্গ লেগেচে-*ন.ত.*, দী.মি.)

হোমো বি. (ইং. খণ্ড.<homosexual) সমকামী

হোল বি. (ইং. hole) ১. পুরুষাঙ্গ ২. যোনি

হোস পাইপ° বি. ১. পুরুষাঙ্গ ২. প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি ৩. হাপুস নয়নে কান্না

হ্যাংলা* বিণ. লোভী □ বি.~**মি/মো** লোভীর মতো আচরণ (না হলে এরকম হ্যাংলামো কেউ করে না-*মাল্য.*, জী.দা.)

হ্যাঁচকা* বিণ. আচমকা, সজোরে (প্রাণের দায় ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল-*ডমরু.*, ত্রৈ.মু.)

হ্যাজাক° বিণ. যে দেরিতে বোঝে তু. **টিউবলাইট, পেট্রোম্যাক্স**

হ্যাজানো ক্রি. আড্ডা মারা, উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা বলে সময় কাটানো □ বিণ. **হ্যাজানে**

হ্যাটা বি. অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য □ ক্রি.বি. ~**করা** (দেবলীনা এর আগে এমন মানুষ দেখেননি যে কথায় কথায় অবলীলায় বিনা কারণে লোককে এমন হ্যাটা করতে পারে-*বিজয়িনী*, অপ.)

হ্যান ত্যান/হ্যানা ত্যানা* বিণ. ১. অপ্রাসঙ্গিক ২. ইত্যাদি (মার্শাল ল, প্রেসিডেন্ট স রুল, হ্যানত্যান হাবিজাবি-*পূ.প.১*, সু.গ)

হ্যান্ডু বিণ. (ইং./খণ্ড.<handsome) সুদর্শন

হ্যান্ডেল মারা° ক্রি.বি. (ইং. handle) হস্তমৈথুন করা

হ্যাপা* বি. ঝামেলা □ ক্রি.বি. ~**সামলানো**' ঝামেলা পোয়ানো

হ্যালি বিণ. (আশির দশকের Halley's Comet-এর অনু.) ১. আচমকা এসে যাওয়া বস্তু ২. যাকে কদাচিৎ দেখা যায়

হ্যালু বি. (ইং./খণ্ড<halucination) বিস্মিত হয়ে যাওয়া; অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়া